রত্ন-রহস্য।

নানাশাস্ত্র হইতে

শ্রীরামদাস সেন কর্ত্তৃক সংকলিত।

" দ্বিপ-হয়-বনিতাদীনাং স্বগুণবিশেষেণ রত্নশব্দোঽস্তি।
ইহ তূপলরত্নানামধিকারোবজ্রপূর্ব্বাণাম্॥"

বরাহমিহির।

শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
বহরমপুরে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৯০ সাল।

বিজ্ঞাপন।
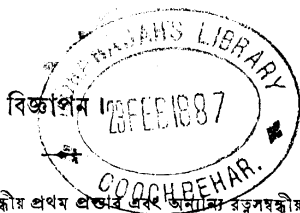
এই রত্নরহস্যের মুক্তাসম্বন্ধীয় প্রথম প্রস্তাব এবং অন্যান্য রত্নসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সহিত সংযোজিত হইয়া ১২৮৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শনে ও আর্য্যদর্শনে যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলি এক্ষণে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া রত্নরহস্য নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

বৃহৎসংহিতা, মণিপরীক্ষা, শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, অমরবিবেক, হেমচন্দ্রকোষ, মুক্তাবলী, রাজনির্ঘণ্ট, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ও রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কল্পদ্রুম, এই সকল মহান্ নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার শেষে মণিপরীক্ষা পুস্তকখানি ক্ষুদ্র টিপ্পনীসহ মুদ্রিত ও সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (ডাক্তর অপ্ মিউজিক) মহোদয় "মণিমালা" নামক এক খানি রত্ন-সম্বন্ধীয় বিস্তীর্ণ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিদেশীয় জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। উহা এদেশে অতীব বিরলপ্রচার, সুতরাং তাহা আমি দেখিতে পাই নাই; এজন্য উক্ত গ্রন্থ যে কি প্রণালীতে বিরচিত—তাহা আমি জ্ঞাত নহি।

এই গ্রন্থে সমস্ত মহারত্ন, স্বল্পরত্ন, উপরত্ন, রত্নালঙ্কার ও স্বর্ণাদি ধাতুসম্বন্ধে স্থূল স্থূল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে

এতৎপাঠে পাঠকগণের যৎকিঞ্চিৎ তৃপ্তি জন্মিলে আমি সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব।

অবশেষে সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, আমার অধ্যাপক মাননীয়তম শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় আমাকে যথাযোগ্য সাহায্য দান করিয়া বাধিত করিয়াছেন ইতি।

বহরমপুর।
সন ১২৯০ সাল।

শ্রীরামদাস সেন।

To

A. MACKENZIE, Esq., C. S.,

THIS LITTLE VOLUME

ON

PRECIOUS STONES,

AS DESCRIBED

In Ancient Sanskrit Literature,

IS DEDICATED

IN TOKEN

OF

HIGH REGARDS

BY

THE AUTHOR.

সূচী।

সূচীপত্র।

यन्मुक्तामणयोऽम्बुधेरुदरतः क्षिप्ता महावीचिभिः
पर्य्यन्तेषु लुठन्ति निर्म्मलरुचः स्पष्टाट्टहासा इव ।
तत्तस्यैव परीक्षया जलनिधेर्द्दीपान्तरालम्बिनो
रत्नानान्तु परिग्रहव्यसनिनः सन्त्येव सांयात्रिकाः ॥ १ ॥

समुद्रेणान्तस्थस्तटभुवि तरङ्गैरकरुणैः
समुत्क्षिप्तोऽसीति त्वमिह परितापं त्यज मणे !
अवश्यं क्वापि त्वद्गुणपरिचयाकृष्टहृदयो-
नरेन्द्रस्त्वां कुर्य्यान्निजमुकुटकोटिप्रणयिनम् ॥ २ ॥

पौरस्त्यैर्द्दाक्षिणात्यैः स्फुरदुरुमतिभिर्म्मित्रपाश्चात्यसंघै-
रौदीच्यैर्यत्परीक्ष्य क्षितिपतिमुकुटेऽन्यासि माणिक्यमेकम् ।
यद्येतस्मिन् कथञ्चित् कथयति कृपणः कोऽपि मालिन्यमन्ये
प्रज्ञावन्तस्तदा तं निरवधिजड़तामन्दिरं संगिरन्ते ॥ ३ ॥

सिन्धुस्तरङ्गानुपकल्प्य फेनै रत्नानि पङ्कैर्मलिनीकरोति ।
तथापि तान्येव महीपतीनां किरीटकोटीषु पदं लभन्ते ॥ ४ ॥

[वृहच्छार्ङ्गधरपद्धतिः ।

অবতরণিকা।

এক খণ্ড ক্ষুদ্র হীরকের প্রভূত মূল্য কেন? ভাবিয়া দেখিলে তৎসম্বন্ধে সমৃদ্ধিশালিতার স্বভাব বা সভ্যতাভিমানের মহিমা ভিন্ন অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। মানবমণ্ডলীর আদিম অবস্থা পর্য্যালোচনার দ্বারা জানা যায় যে, আদিম মনুষ্যেরা প্রথমে যত্র তত্র বাস, অকৃষ্টপচ্য শস্য, স্বচ্ছন্দজাত ফল মূল ও আরণ্য পশুর মাংস ভক্ষণ করিত,এবং বৃক্ষের ত্বক্ ও পশুর চর্ম্ম পরিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিত।—পশ্চাৎ, কালসহকারে তদ্বংশধরেরা ক্রমে সুসভ্য ও সমৃদ্ধ হইয়া মণিমুক্তাদির প্রতি সমাদর স্থাপনপূর্ব্বক আত্মার সুখাভিমান চরিতার্থ করিত। একজন নীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, একদা এক ভীলকন্যা একটী রক্তম্রক্ষিত গজমুক্তা পাইয়া প্রথমে বদরীজ্ঞানে আহ্লাদিত হইয়াছিল—পরে যখন দেখিল, প্রাপ্ত বস্তু বদরী নহে,—তখন সে বিষণ্ণ হইয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। * অনভিজ্ঞ ও

---

* "सिंहक्षुन्नकरीन्द्रकुम्भपतितं रक्ताक्तमुक्ताफलं ।
कान्तारे वदरीभ्रमात् द्रुतमगात् भिल्लीरपत्नी मुदा ।
पाणिभ्यामवगृह्य शुक्लकठिनं तद्वीक्ष्य दूरे जहौ ॥"

*   *   *   *   *

অসভ্য ভীলকন্যার নিকট যেমন গজমুক্তার অনাদর দৃষ্ট হয়—তেমনি আদিম মনুষ্যের নিকটেও মণিরত্নের অনাদর ছিল, ইহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। সমৃদ্ধিশালিতা ও আহার্য্যশোভাপ্রিয়তা যে সভ্যতার অনুগামী, তৎপক্ষে কোনও সংশয় নাই। মনুষ্য যতই সভ্যাভিমানে পূর্ণ হয়, যতই সমৃদ্ধ হয়, ততই তাহাদের রুচি আহার্য্যশোভায় আসক্ত হয়; সুতরাং তখন তাহারা মণি-মাণিক্যের উপর রত্নতা স্থাপনপূর্ব্বক আত্মাভিমান বা সমৃদ্ধাভিমান চরিতার্থ করিতে থাকে। অতএব, মণিমাণিক্যের সমাদর সমৃদ্ধশালিতার একটি প্রধান জ্ঞাপক। মণিরত্নের সমাদর যদি সমৃদ্ধশালিতা ও সভ্যতার জ্ঞাপক হইল, তবে আমরা তদ্দ্বারা বিনা ক্লেশে একটী অভিনব অব্যভিচারী অনুমানের উল্লেখ করিতে পারি। তাহা কি? না পুরাকালের সভ্যতা ও সমৃদ্ধিশালিতা। যে দেশের লোকেরা সর্ব্বাগ্রে মণিরত্নের আদর করিতে শিখিয়াছিল, সেই দেশই সর্ব্বাগ্রে সভ্য ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল, ইহা অখণ্ডনীয় অনুমান। এই অনুমান বোধ হয় কোন কালেই অন্যথা হইবে না।

ভারতবর্ষই আদিম সভ্যস্থান, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার প্রমাণের উল্লেখ করিয়া থাকেন; পরন্তু আমাদের বিবেচনায়, অন্য কোন প্রমাণের প্রয়াস না পাইয়া একমাত্র রত্নশাস্ত্র দেখাইয়া দিলেই তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ

দেওয়া হয়। কেননা রত্নের আদর, রত্নের প্রশংসা, রত্নের গুণদোষ-নির্ব্বাচন ও রত্নের পরীক্ষা, এই ভারতবর্ষ হইতেই অন্যান্য দেশের লোকেরা শিক্ষা করিয়াছে; ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত করা যাইতে পারে। কোন্ দেশের কোন্ ভাষায় পঞ্চসহস্রাধিক বর্ষের রত্নশাস্ত্র আছে? যদি থাকে ত সে দেশ এই ভারতবর্ষ এবং সে ভাষা এই ভারতবর্ষের সংস্কৃত।

ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আছে কি না, সন্দেহ। তাদৃশ ঋগ্বেদকেও আমরা রূপক বিধায় ও দৃষ্টান্তক্রমে রত্নের সমাদর করিতে দেখিতেছি। * সুতরাং ঋগ্বেদের সময়েও যে ভারতে সভ্যতার ও সমৃদ্ধিশালিতার সঞ্চার হইয়াছিল, তৎপক্ষে কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

যোগশাস্ত্রের মধ্যে একটি সূত্র দৃষ্ট হয়। যথা—

"अपरिग्रहस्थैर्य्ये सर्व्वरत्नोपस्थानम्।"

এই সূত্রটী বহু পুরাতন। ইহার দ্বারাও সপ্রমাণ করা যায় যে, এদেশের যোগ-চর্চ্চার সময়েও রত্নশাস্ত্রের প্রচার ছিল।

---

* "अग्निमीड़े पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम्।
होतारं रत्नधातमम्।" [ऋग्वेद।

"अन्नपानेन मणिना प्राण रत्नेण दुष्मिना।" [चरक्

"मणिना रत्नभूतेन आत्मना इति तद्भाष्यम्।"

মহাভারত এদেশের অতি পুরাতন বস্তু। সেই মহাভারতে ব্যাসদেব বৃহস্পতি ও অসুর-গুরু শুক্রকে প্রধান ও পুরাতন নীতিশাস্ত্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন *। সেই ব্যাস-মান্য পুরাতন শুক্রনীতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং তাহার একাংশে রত্নশাস্ত্রের বিষয়গুলি অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণিত আছে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ যে, রত্নশাস্ত্রটী এদেশের কত পুরাতন।

"অগস্তিমতম্" নামক অন্য একখানি রত্নশাস্ত্র আছে, তাহা অগস্ত্যমুনি-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ এই গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত গ্রন্থখানিও বহু পুরাতন।

অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি আর্ষগ্রন্থেও রত্নের গুণদোষনির্ব্বাচন ও পরীক্ষা-প্রণালী অভিহিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ আধুনিক নহে। হেমাদ্রি প্রভৃতি

---

* "एवं शुक्रोऽब्रवीद्धीमानापत्सु भरतर्षभ !"
"उशनाश्चैव गाथे द्वे प्रह्लादायाब्रवीत् पुरा ।"
"अपिचोशनसा गीतः श्रूयतेऽयं पुरातनः ।"
"गाथाश्चोशनसा गीता इमाः शृणु मयेरिता ।"
"इत्येता ह्युशनोगीता गाथा धार्य्या विपश्चिता ।"
"काव्यां नीतिं मा शृणोष्व्यल्पवृद्धे ।" [महाभारत ।

প্রাচীন নিবন্ধকারেরাও উক্ত গ্রন্থের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

বৃহৎসংহিতা নামক এক জ্যোতিগ্রর্ন্থ আছে, তাহার মধ্যে রত্নপরীক্ষা উক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ খানি ১৪০০ শত বৎসরের পুরাতন।

ভোজকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থখানিও প্রাচীন ও প্রামাণিক। এতদ্‌গ্রন্থে অশেষ বিশেষ প্রকারে রত্নতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। রামায়ণ এবং মহাভারতেও সর্ব্বপ্রকার রত্নের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল পর্য্যালোচনার দ্বারা স্থির হয় যে, মণি-শাস্ত্র এদেশের বহুপ্রাচীন এবং অন্যূন পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে সভ্যতা ও সমৃদ্ধিশালিতা ছিল। সমধিক উন্নতির সময় ব্যতীত যখন শাস্ত্রপ্রচার সম্ভব হয় না, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মণিশাস্ত্র প্রচারের অনেক পূর্ব্বে এদেশ অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত ছিল।

রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী ঋষিরা যখন প্রস্তরপরীক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তখন এদেশ সমধিক উন্নত। তৎকালে তাঁহারা দক্ষিণে সিংহল, পশ্চিমে তুরস্ক, উত্তরে হিমালয়-পার্শ্ব প্রভৃতি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের বহুদর্শনের পর স্থির হইয়াছিল যে, সর্ব্বসমেত চতুরশীতি প্রকার প্রস্তর জাতি আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাণ্যঙ্গজ, কতকগুলি উদ্ভিজ্জজাত এবং অব-

শিল্পগুলি ভূমিজ। স্থানবিশেষের মৃত্তিকায়, বেণু (বাঁশ) প্রভৃতি উদ্ভিদ্ পদার্থে, এবং শঙ্খ শুক্তি প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গে প্রস্তর জন্মিয়া থাকে। এই সকল প্রস্তরের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহাই রত্ন। অবশিষ্ট নগণ্য বা সামান্য পাথর মাত্র।*

কোন শাস্ত্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতুকেও রত্ন বলিয়া গণ্য করেন। সেই জন্যই আমরা পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন প্রভৃতির মধ্যে স্বর্ণরৌপ্যের প্রবেশ দেখিতে পাই। †

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও অগ্নিপুরাণের মতে ধারণের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রস্তর—যাহা রত্ন আখ্যা লাভের যোগ্য—তাহার সংখ্যা ৩৬, এবং সে সকলের নাম এই,—বজ্র (১), মরকত (২), পদ্মরাগ

---

* "भेकादिष्वपि जायन्ते मणयः स्फुटवर्चसः।"
"रत्नं मणिर्द्वयोरश्मजातौ मुक्तादिकेष्वपि।"

† "कनकं कुलिशं नीलं पद्मरागञ्च मौक्तिकम्।"
एतानि पञ्चरत्नानि रत्नशास्त्रविदो जगुः।"
"सुवर्णं रजतं मुक्ता राजावर्त्तं प्रवालकम्।
पञ्चरत्नकमाख्यातं शेषं वस्तु प्रचक्षते॥"
"मुक्ताफलं हिरण्यञ्च वैदूर्य्यं पद्मरागकम्।
पुष्परागञ्च गोमेदं नीलं गारुत्मतं तथा।
प्रवालयुक्तान्युक्तानि महारत्नानि वै नव॥"

(৩), মুক্তা (৪), ইন্দ্রনীল (৫), মহানীল (৬), বৈদূর্য্য (৭), গন্ধসংজ্ঞক (৮), চন্দ্রকান্ত (৯), সূর্য্যকান্ত (১০), পুলক (১১), কর্কেতন (১২), পুষ্পরাগ (১৩), জ্যোতীরস (১৪), স্ফটিক (১৫), রাজাবর্ত্ত বা রাজপট্ট (১৬), রাজময় (১৭), সৌগন্ধিক (১৮), গঞ্জ (১৯), শঙ্খ (২০), ব্রহ্মময় (২১), গোমেদক (২২), রুধিরাখ্য (২৩), ভল্লাতক (২৪), ধূলীমরকত (২৫), তুত্থক (২৬), সীস (২৭), পীলু (২৮), প্রবাল (২৯), গিরিবজ্র (৩০), ভুজঙ্গমণি (৩১), বজ্রমণি (৩২), তিত্তিভ (৩৩), পিণ্ড বা পিস্ত (৩৪), ভ্রামর (৩৫), উৎপল (৩৬)। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-গ্রন্থকার এই ৩৬ প্রকার প্রস্তরের উল্লেখ করিয় ইহার প্রত্যেককেই "বজ্র" সংজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু অগ্নিপুরাণ ইহাদিগকে মাত্র রত্নসংজ্ঞাই দিয়াছেন, অন্য কোন আখ্যা দেন নাই। *

---

* " বজ্রং মরকতঞ্চৈব পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্।
ইন্দ্রনীলং মহানীলং বদূর্য্যং গন্ধসংজ্ঞকম্।
চন্দ্রকান্তং সূর্য্যকান্তং স্ফটিকং পুলকং তথা।
কর্কেতং পুষ্পরাগঞ্চ তথা জ্যোতীরসং দ্বিজ।
স্ফটিকং রাজবর্ত্তঞ্চ তথা রাজময়ং শুভম্।
সৌগন্ধিকং তথা গঞ্জং শঙ্খং ব্রহ্মময়ং তথা।

এই সকল প্রস্তরজাতির ভাষা নাম কি? তাহা আমরা সমস্ত জ্ঞাত নহি। আধুনিক মণিকারেরা অর্থাৎ জহুরীরাও সমস্ত প্রস্তরের ভাষা নাম জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা যাহা জানেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।*

গোমেদং রুধিরাখ্যস্তু তথা ভল্লাতকং দ্বিজ।
ধূলীমরকতশ্চৈব তুত্থকং সীসমেবচ।
পীলুং প্রবালকশ্চৈব গিরিবজ্রস্তু ভার্গব।
ভুজঙ্গমমণিশ্চৈব তথা বজ্রমণিঃ শুভঃ।
তিত্তিভস্তু তথা পিণ্ডং ভ্রামরস্তু তথোৎপলং।
বজ্রাণ্যেতানি সর্ব্বাণি ধার্য্যাণ্যেব মহীভৃতা॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

অগ্নিপুরাণোক্ত রত্নগণনার সহিত এই বচনগুলির ঐক্য আছে।

* হীরা কমানি, হীরা ওলন্দাজী, হীরা পরব, ১। চুনী কড়া, চুনী নরম, চুনী, শামখেৎ, চুনী মাণিক ২। পান্না পুরাতন খান, পান্না নয়া খান ৩। পোকরাজ ৪। ভুরমুনি ৫। নীলা ৬। লেশনীয়া ৭। শোনেলা ৮। গোমেদক ৯। ওপেল ১০। শংশেড়াণ ১১। শংগে-শব ১২। হেকীক ১৩। নীরেষ্টোন ১৪। জবরজৎ ১৫। সোলে-মানী ১৬। গোরি ১৭। পীটোনীয়া ১৮। দানে চিনি ১৯। ধনেলা ২০। পীরজা ২১। গোদন্তা ২২। ভ্রমনী ২৩। করকেতক্ ২৪। লাজবরৎ ২৫। মুগা ২৬।

উপরে ৩৬ প্রকার প্রস্তরের নাম লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে বৃহৎসংহিতাকার বজ্র, ইন্দ্রনীল, মরকত, কর্কেতন, পদ্মরাগ, রুধিরাখ্য, বৈদূর্য্য, পুলক, বিমলক, রাজমণি (রাজাবর্ত্ত প্রভৃতি) স্ফটিক, চন্দ্রকান্ত, সৌগন্ধিক, শঙ্খ, মহানীল, পুষ্পরাগ, ব্রহ্মমণি বা বজ্রমণি, জ্যোতীরস, সস্যক বা গন্ধসস্যক, মুক্তা ও প্রবাল,—এই কয়েকটী রত্নের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। *

ভিন্ন ভিন্ন রত্ন-শাস্ত্রবক্তা এই সকলের মধ্য হইতে কেহ পাঁচটী, কেহ নয়টী, কেহ দশটী, কেহবা ১১টী একত্রিত করিয়া পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, দশরত্ন ও একাদশরত্ন নাম দিয়াছেন এবং কেহ কোনটী মহারত্ন, কেহ বা সেটীকে উপরত্ন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। শুক্রনীতিকার বজ্র, মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ, পাচি অর্থাৎ মরকত ও মাণিক্য,—এই কয়েকটীকে মহারত্ন বলিয়াছেন। †

---

* "वज्रेन्द्रनील मरकत कर्केतन पद्मराग रुधिराख्याः ।
वैदूर्य्य पुलक विमलक राजमणि स्फटिक शशिकान्ताः ॥
सौगन्धिक गोमेदक शङ्ख महानील पुष्परागाख्याः ।
ब्रह्ममणि ज्योतीरस गन्धसस्यक मुक्ता प्रवालानि ॥

† वज्रं मुक्ताप्रवालञ्च गोमेदश्चेन्द्रनीलकः ।
वैदूर्य्यः पुष्परागश्च पाचिर्माणिक्यमेव च ।
महारत्नानि चैतानि नव प्रोक्तानि सूरिभिः ॥

মহর্ষি অগস্ত্য পুষ্পরাগ, বৈদূর্য্য, গোমেদ, স্ফটিক ও প্রবালকে উপরত্ন বলিয়াছেন। *

এরূপ মতভেদের কারণ কি? এবং কিরূপ গুণাগুণ লইয়াই বা তাঁহারা রত্নের মহত্ত্ব, মধ্যমত্ব ও স্বল্পত্ব নির্ণয় করিতেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তৎসম্বন্ধে আমাদের অনুভব এই যে, যিনি যাহাকে সুন্দর বা ভাল বলিয়া জানিতেন, তিনি তাহাকে মহত্ত্ব পদ প্রদান করিতেন।

পৌরাণিক মতে এদেশে দুইখানি মহারত্ন ছিল। তাহার একখানির নাম "কৌস্তুভ," অপর খানির নাম "স্যমন্তক" এই দুই মহারত্নের বিষয় পশ্চাৎ অর্থাৎ প্রশ্নপরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান "কহিনুর" নামক হীরই পূর্ব্বকালের "স্যমন্তক"। এ অনুমান কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায়, ঐ দুই মহামণি সমুদ্রে পাওয়া গিয়াছিল। প্রথম-খানি অতি আদিম কালের সমুদ্রমন্থন হইতে উত্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর উরোভূষণ হইয়াছিল; দ্বিতীয়খানি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা সত্রাজিৎ সমুদ্রতটে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

* "पुष्परागञ्च वैदूर्य्यं गोमेदः स्फटिकप्रभम्।
पञ्चोपरत्नमेतेषां प्रवालं—।"

অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকালের মণিকারেরা হীরার পরিকর্ম্ম বা কর্ত্তনক্রিয়া (কট্) জ্ঞাত ছিলেন না। পরন্তু মণিশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের উল্লিখিত ভ্রম দূরীভূত হইতে পারে। প্রত্যেক মণিশাস্ত্রেই রত্নের পরিকর্ম্ম করিবার কথা আছে। মহর্ষি অগস্ত্য, রত্নের "ছেদন" ও "উল্লেখন" করণের কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন*। সে সকল দেখিলে কোন্ অজ্ঞান না রত্নশিল্পের প্রাচীনতা স্বীকার করিবে ?

মুক্তার বেধ ও রত্নের পরিকর্ম্ম বা পাকা পাথর কাটা সামান্য শিল্পের বিষয় নহে। ইচ্ছা করিলেই উহা সম্পন্ন করা যায় না। কোন্ মহাপুরুষ যে সর্ব্বাগ্রে মুক্তার বেধ ও পাকা পাথর কাটিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। ফল, উক্ত কৌশল যে অন্যূন দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের লোকেরা জ্ঞাত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে "টঙ্ক" নামক পাষাণ-বিদারণ-যন্ত্রের বর্ণনা আছে। সেই টঙ্ক-যন্ত্র অদ্যাপি ও প্রকারান্তরে ব্যবহৃত হইতেছে।

* "রত্নানাং পরিকর্ম্মার্থং মূল্যং তস্য ভবেল্লঘু।
ছেদনোল্লেখনস্যৈব স্থাপনে যোভরতু যথা॥"
অগস্তিমতম্।

ভরতখণ্ডীয় আর্য্য মহাপুরুষেরা যে এক সময়ে সুসমৃদ্ধ, সুসভ্য ও শিল্পনিপুণ ছিলেন, তাহা এই রত্নশাস্ত্রের দ্বারা সপ্রমাণ হয়। যে শাস্ত্রের দ্বারা ভারতভূমির পূর্ব্বমহিমা বা প্রাচীন গৌরব প্রকাশ পায়, সে শাস্ত্রের আলোচনা না করা ভারতবাসীদিগের পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা ভাবিয়াই আমি বহুব্যয় ও বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রচারিত করিলাম।

রত্ন-রহস্য।

মুক্তা।

এদেশে যখন একমাত্র দেবভাষা সংস্কৃতের প্রাবল্য ছিল, তখন হইতে "রত্ন" শব্দটি চলিয়া আসিতেছে।

সংস্কৃতশাস্ত্র আলোচনার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বাচার্য্যেরা দুই প্রকার অর্থে "রত্ন" শব্দের সঙ্কেত বন্ধন করিয়া গিয়াছেন। এক, সামান্যতঃ উৎকৃষ্ট বস্তুর উপর, দ্বিতীয়, উৎকৃষ্ট প্রস্তরের উপর। উক্ত দ্বিবিধ বস্তুর উপরেই রত্নের প্রয়োগ দেখা যায়।

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্ধি রত্নং প্রচক্ষতে।"

প্রত্যেক জাতীয় বস্তুর মধ্যে যেটী উৎকৃষ্ট সেইটিই রত্ন। যথা—স্ত্রীরত্ন, পুরুষরত্ন, অশ্বরত্ন, বিদ্যারত্ন ইত্যাদি। "রত্নন্তু মণিভেদে স্যাৎ" মণিবিশেষের সহিতও রত্নশব্দের সঙ্কেত বাঁধা আছে। রত্নশব্দের এই দ্বিতীয় অর্থের বিবরণ ব্যক্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যই আমরা উপরে "রত্নরহস্য"

মুকুট স্থাপন করিলাম। এক সময়ে ভারতবর্ষবাসিদিগের মনে যে কিপর্য্যন্ত প্রস্তরপরীক্ষাবিষয়ক অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়াছিল, এই প্রস্তাব পাঠ করিলে পাঠকবর্গ তাহা উত্তমরূপ অবগত হইতে পারিবেন।

অগ্নিপুরাণোক্ত রত্নপরীক্ষা প্রকরণে অনেক প্রকার রত্নের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—বজ্র, মরকত, পদ্মরাগ, মৌক্তিক বা মুক্তা, ইন্দ্রনীল, মহানীল, বৈদূর্য্য, গন্ধশস্য, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, স্ফটিক, পুলক, কর্কেতন, পুষ্পরাগ, জ্যোতীরস, রাজপট্ট, রাজময়, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্খ, গোমেদ, রুধিরাখ্য, ভল্লাতক, ধূলী, তুথক, সীস, পীলু, প্রবাল, গিরিবজ্র, ভুজঙ্গমণি, বজ্রমণি, টিট্টিভ, পিণ্ড, ভ্রামর, উৎপল। (অগ্নিপুরাণ, ২৪৫ অধ্যায় দেখ।) ফল, রত্নপদবাচ্য যত প্রকার মণি আছে তন্মধ্যে নয়টি প্রধান। এই জন্য আমরা "নবরত্ন" নামটি সর্ব্বদা শুনিতে পাই। তদ্‌যথা—

"मुक्ता माणिक्य वैदूर्य्य गोमेदान् वज्रविद्रुमौ।
पुष्परागं मरकतं नीलञ्चेति यथाक्रमात्॥"

তন্ত্রসার।

পাঠকগণ! বৈদূর্য্য কি? গোমেদ কি? বলিয়া ব্যস্ত হইবেন না, ক্রমে সমস্তই বলিব; অগ্রে মুক্তার বিবরণগুলি শুনুন্।

মুক্তা বহুমূল্য রত্ন। ভারতবাসিগণের ন্যায় ইউরোপীয়গণও প্রাচীনকাল হইতে ইহার বিশেষ আদর করিয়া আসিতে-

ছেন। পূর্ব্বকালে রোমকগণ ইহা বহুব্যয়ে ক্রয় করিতেন। একজন রোমক গ্রন্থকার তাঁহার সময় একছড়া মুক্তাহার অষ্ট লক্ষ টাকায় বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পমশী মিথ্রোটিডস্‌কে পরাজয় করিয়া তাঁহার রত্নাগারে স্তূপাকার মুক্তা, মুক্তাবিজড়িত বিবিধ অলঙ্কার ও একখানি রাজপ্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। মিথ্রোডটিসের এই প্রতিমূর্ত্তি অতি বহুমূল্য মুক্তায় খচিত ছিল। সেনেকা কহেন, রোমক অঙ্গনারা অতি বহুমূল্য নির্দ্দোষ মুক্তার কর্ণাভরণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্বতন পারস্য, মিসর, এবং বাবিলন্ দেশীয় লোকেরা মুক্তার অত্যন্ত সমাদর করিত। প্রসিদ্ধরূপবতী ক্লিওপেট্রা একটি অতি বহুমূল্য মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পান করিয়াছিলেন, এবং ততোধিক বহুমূল্যের একটি মুক্তা দ্বিখণ্ড করিয়া রোমের প্রসিদ্ধ ভিনসের মূর্ত্তির কর্ণাভরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আধুনিক সময়েও রাজ্ঞী এলিজেবেথের রাজ্যকালে তৎসমক্ষে স্যর টমাস গ্রেসাম একটী ১৫০০০০ টাকা মূল্যের মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পানকরতঃ স্পেন্‌দেশীয় রাজদূতকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। মুক্তা এইরূপে সকল সময়ে ও সকল রাজ্যেই সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

আধুনিক বহুমূল্য মুক্তার মধ্যে পারস্যাধিপতি সাহার ৬ ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের একটি ও মস্কটের ইমামের তিন লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের একটি মুক্তা আছে।

ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্রে মুক্তার সমধিক প্রশংসা দৃষ্ট হয়। আচার্য্যেরা ইহার ধারণে মহাফল, গৃহে থাকিলে মহাফল, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র; এইরূপে গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যকশাস্ত্রকারেরাও ইহার গৌরব করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার গুণ, ঔষধে উপযোগ ও উপকারিতা বিষয়ে রাজনির্ঘণ্ট ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে অনেক কথা আছে।

মুক্তার ছায়া বা বর্ণ, বিশেষ বিশেষ আকর বা উৎপত্তিস্থান, ও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা প্রভৃতি অনেক রহস্য কথা গরুড়-পুরাণে আছে। তদ্ভিন্ন অগ্নিপুরাণ, শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রাচীনতর গ্রন্থেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ ভোজরাজকৃত "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ৺ স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থ হইতে মুক্তাবিষয়ক অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কল্পদ্রুম অভিধান সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাঠকবর্গের গোচরার্থ পুস্তকগুলির অগ্রে পরিচয় দিলাম, এক্ষণে মুক্তার আকর বা উৎপত্তিস্থানগুলি বলিব।

"মাতঙ্গোরগমীনপোত্রিশিরসস্ত্বক্সারশঙ্খাম্বুভৃৎ।
যুক্তীনামুদরাচ্চ মৌক্তিকমণিঃ স্পষ্টং ভবত্যষ্টধা॥"

যুক্তিকল্পতরু।

(১) মাতঙ্গ—হস্তী। (২) উরগ--সর্প। (৩) মীন—মৎস্য। (৪) পোত্রী—শূকর। (৫) ত্বক্‌সার—বাঁশ। (৬) শঙ্খ—শাঁখ। (৭) অম্বুভৃৎ—মেঘ। (৮) শুক্তি—ঝিনুক।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

"শঙ্খোগজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দুরঃ।
বেণুরেতে সমাখ্যাতা তজ্‌জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ॥"
ভাবপ্রকাশ।

(১) শঙ্খ—শাঁখ। (২) গজ—হস্তী। (৩) ক্রোড়—ঝিনুক। (৪) ফণী—সর্প। (৫) মৎস্য—মাছ। (৬) দর্দুর—ভেক। (৭) বেণু—বাঁশ।

মল্লিনাথ অন্য একটি বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"দ্বিপেন্দ্র জীমূত বরাহ শঙ্খ মৎস্যাহি শুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষান্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি॥"

(১) দ্বিপেন্দ্র—জাত্যহস্তী। (২) জীমূত—মেঘ। (৩) বরাহ—শূকর। (৪) শঙ্খ—শাঁখ। (৫) মৎস্য—মাছ। (৫) অহি—সর্প। (৭) শুক্তি—ঝিনুক। (৮) বেণু—বাঁশ। এই সকল স্থান হইতে মুক্তা জন্মে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে; পরন্তু শুক্ত্যুদ্ভব মুক্তাই বহু উৎপন্ন হয়।

স্যার্ রাজা রাধাকান্ত দেব অন্য আর একটী বচন উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্‌সারশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদ্ভবঃ॥"

হস্তী, সর্প, শূকর ও মৎস্যের মস্তকে মুক্তামণি জন্মে এবং বাঁশ, ঝিণুক ও শাঁখের উদরে জন্মে। এই সকল বচনের

মধ্যে মল্লিনাথের ধৃত বচনটীতেই আমাদের শ্রদ্ধা হয়। কেননা, ঐ বচনের একাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "শুক্তিজাত মুক্তাই আমরা অধিক পাই। (অন্যান্য আকরের মুক্তা সকল ক্বচিৎ কদাচিৎ অথবা লোকপ্রবাদ মাত্র।) এই কথাই সত্য, প্রাচীনতম, এবং অতি প্রামাণিক।

বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থেও এইরূপ মত দৃষ্ট হয়। যথা—

"द्विपभुजगशुक्तिशङ्खाभ्रवेणुतिमिसूकरप्रसूतानि।
मुक्ताफलानि तेषां बहु साधु च शुक्तिजं भवति॥"

দ্বিপ—হস্তী। ভুজগ—সর্প। শুক্তি—ঝিনুক। শঙ্খ—শাঁখ। অভ্র—মেঘ। বেণু—বাঁশ। তিমি—মৎস্যবিশেষ। শূকর—শুয়ার। এই সকল হইতে মুক্তাফল উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে শুক্তিজ মুক্তাই বহু ও উত্তম।

শুক্রনীতি গ্রন্থেও ঠিক্ এইরূপ একটী বচন আছে। যথা—

"मत्स्याहिशङ्खवाराहवेणुजीमूतशुक्तितः।
जायते मौक्तिकं तेषु भूरि शुक्त्युद्भवं स्मृतम्॥"

ইহার বঙ্গানুবাদ দিবার আবশ্যকতা নাই। পূর্ব্বের সহিত ইহার অর্থের ঐক্য আছে, কেবল মাতঙ্গের কথাটী নাই।

মাতঙ্গমুক্তা বা গজমুক্তা।

"মৌক্তিকং ন গজে গজে।" (চাণক্য) সকল গজে মুক্তামণি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সকল হস্তীর মস্তকাভ্যন্তরে পাথরী জন্মে না। কিরূপ হস্তীর মস্তকে জন্মে তাহা বলিতেছি।—

"মতঙ্গজা যে তু বিশুদ্ধবংশ্যাস্তে মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।
তদুদ্ভবে মৌক্তিকং তেষু বৃত্তং আপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্॥"
যুক্তিকল্পতরু।

যে সকল মাতঙ্গ বিশুদ্ধ বংশোৎপন্ন তাহাদেরই মস্তকে মুক্তা-মণি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল জাত্যহস্তীর মধ্যে কোন কোন হস্তীতে যে মুক্তা জন্মে তাহা সুগোল, ঈষৎ পীতবর্ণ, এবং ছায়াবিহীন। মুক্তার ছায়া কি? তাহা পরে বলা যাইবে।

বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থেও গজমুক্তার জন্মসম্বন্ধে এইরূপ অভিমতি দেখা যায়। যথা—

"ঐরাবতকুলজানাং পুষ্যশ্রবণেন্দুসূর্য্যদিবসেষু।
যে চোত্তরায়ণভবা গ্রহণেঽর্কেন্দ্বোশ্চ ভদ্রেভাঃ॥
তেষাং কিল জায়ন্তে মুক্তাঃ কুম্ভেষু সরদকোষেষু।
বহবো বৃহৎপ্রমাণা বহুসংস্থানাঃ প্রভাযুক্তাঃ॥
নৈষামর্ঘঃ কার্য্যো ন চ বেধোঽতীব তে প্রভাযুক্তাঃ।
সুতবিজয়ারোগ্যকরা মহাপবিত্রা ধৃতা রাজ্ঞাম্॥"

ঐরাবত বংশোৎপন্ন হস্তিদিগের মধ্যে যাহারা পুষ্যা নক্ষত্রে কি শ্রবণা নক্ষত্রে এবং রবি ও সোমবারে জন্মগ্রহণ করে, কিংবা যাহারা উত্তরায়ণে জন্মে, অথবা যাহারা চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে জন্মে, তাহাদের কুম্ভের অভ্যন্তরে ও দন্তকোষে মুক্তা জন্মে—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই মুক্তা অতি বৃহৎ, নানাপ্রকার গঠনের এবং সে সমস্তই প্রভান্বিত। সে সকল মুক্তার মূল্য নির্দ্ধারণ ও বেধ বা ছিদ্রকার্য্য করিবে না। রাজাকর্ত্তৃক ধৃত হইলে তাহা সন্তান, যুদ্ধে জয়, ও আরোগ্যপ্রদ হয়। এই মুক্তা অতি পবিত্র।

"বক্ষ্যে गजपरीक्षायां गजजातिश्चतुर्विधा ।
मौक्तिकं तेषु जातं हि चतुर्विधमुदीर्यते ॥"

যুক্তিকল্পতরু।

হস্তিজাতির মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর হস্তী আছে। তন্মধ্যে জাত্যহস্তী চারি প্রকার শ্রেণীযুক্ত। সে সকল বৃত্তান্ত গজপরীক্ষা প্রকরণে বলিব। চারি শ্রেণীর জাত্য গজেই মুক্তা জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাও চারি জাতি বা চারি শ্রেণী। সেই চারি শ্রেণীর মুক্তার চারি প্রকার আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি জাতি মুক্তার লক্ষণ এইরূপ—

"ब्राह्मणं पीतशुक्लन्तु क्षत्रियं पीतरक्तकम् ।
पी श्यामन्तु वैश्यं स्यात् शूद्रं स्यात् पीतनीलकम् ॥"

যুক্তিকল্পতরু।

ব্রাহ্মণজাতীয় মুক্তা পীত-শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় মুক্তার বর্ণ পীত-রক্ত, বৈশ্যজাতীয় মুক্তার বর্ণ পীত-শ্যাম এবং শূদ্রজাতীয় গজ-মুক্তার বর্ণ পীত-নীল। এতদ্ভিন্ন কাম্বোজদেশীয় মাতঙ্গমণি বা গজমুক্তার কিছু বিশেষ লক্ষণ আছে। যথা—

"काम्बोजकुम्भसम्भूतं धात्रीफलनिभं गुरु।
अतिपिङ्गरसच्छायं मौक्तिकं मन्ददीधिति॥"

যুক্তিকল্পতরু।

কাম্বোজদেশীয় হস্তিকুম্ভে যে মুক্তা জন্মে, তাহার আকার ঠিক্ গোল নহে। তাহার গঠন আমলকী ফলসদৃশ, ওজনে ভারী, পিঙ্গরবর্ণ, ছায়া বা কান্তি অতি অল্প, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছায়া আছে এবং অল্পকিরণও আছে।

অগ্নিপুরাণ বলেন যে, "नागदन्तभवाश्चाग्रग्राः" হস্তীর দন্তকোষসমুৎপন্ন মুক্তা অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু।

সর্পমণি বা ফনিমুক্তা।

সকল সর্পের মস্তকে মণি উৎপন্ন হয় না। কিরূপ সর্পের মস্তকে মণি হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

"भुजङ्गमास्ते विषवे गदप्राः
श्रीवासुकेर्ये प्रभवाः पृथिव्याम्।
क्वचित् कदाचित् खलु पुण्यदेशे
तिष्ठन्ति ते पश्यति तान् मनुष्यः॥"

যে সকল সর্পের মস্তকে প্রস্তর হয়, তাহারা আপনার বিষ-বেগে পরিতৃপ্ত থাকে। ইহারা বাসুকি-নাগের বংশে উৎপন্ন। পৃথিবীর কোন কোন পুণ্য স্থানে কখন কখন সেইরূপ সর্প মনুষ্যেরা দেখিতে পায়।

" তক্ষকবাসুকিকুলজাঃ কামগমা যে চ পন্নগাঃ।
তেষাং স্নিগ্ধা নীলদ্যুতয়ো ভবন্তি মুক্তাঃ ফণাপ্রান্তে॥"

বৃহৎসংহিতা।

যে সকল সর্প বাসুকি কি তক্ষকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ইচ্ছানুরূপ গমনাগমন করিতে সক্ষম, তাহাদের ফণার প্রান্তপ্রদেশে স্নিগ্ধ নীলবর্ণের মুক্তা জন্মে।

লক্ষণ।

" ফণিজং বর্ত্তুলং রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাদ্যুতিঃ।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি বাসুকেঃ কুলসম্ভবম্॥"

ফণিজাত মুক্তা দেখিতে অতি সুন্দর, বর্ত্তুল অর্থাৎ গোল, নীলাভ এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্। অপুণ্যবান্ ব্যক্তি বাসুকি-বংশীয় সর্প দেখিতে পায় না; সুতরাং তদ্বংশধর-ফণি-জাত-মুক্তা তাহাদের নিকট দুর্লভ।

দ্বিতীয় লক্ষণ।

" সৃগালকোলামলকোলগুঞ্জাফলপ্রমাণাস্তু বহুবিধাস্তে।
স্বর্গে দ্বিপাহ্বগুরুবৈশ্যমৃগেন্দ্রসর্পেষু জাতাঃ প্রবরাস্তু সর্ব্বে॥"

শৃগালকোল—শ্যাকুল। প্রমাণে শ্যাকুল যত বড়—তত বড় হয়। আমলকী—প্রমাণও হয়। গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচপরিমিতও হয়। কুলফলের মতনও হয়। এই চারি প্রকার মুক্তা ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি সর্পে জন্মে। সে চারিপ্রকার মুক্তাই প্রশস্ত বা শ্রেষ্ঠ।

ফলশ্রুতি।

"প্রাপ্যাপি রত্নানি ধনং শ্রিয়ং বা
রাজশ্রিয়ং বা মহতীং দুরাপাম্।
তেজোঽন্বিতাঃ পুণ্যকৃতোভবন্তি
মুক্তাফলস্যাস্য বিধারণেন॥"

ধন, রত্ন ও মহতী দুষ্প্রাপ্য রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া যদি এতদ্রূপ ফণিমুক্তা ধারণ করে, তাহা হইলে ধারণকর্ত্তার পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং তেজোবৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় লক্ষণ।

"ভৌজঙ্গমং নীলবিশুদ্ধবর্ণম্,
সর্ব্বং ভবেত্ প্রোজ্জ্বলবর্ণশোভম্॥"

ভুজঙ্গমমণি বা ফণিমুক্তা সমস্তই নীলবর্ণ, বিশুদ্ধকান্তি এবং তাহার বর্ণ ও শোভা অতি উজ্জ্বল।

বৃহৎসংহিতা বলেন যে, যদি কেহ কোন প্রকার কৃত্রিম নীলমুক্তা আনিয়া বলে যে, ইহা ফণিমুক্তা,—তাহা হইলে পরীক্ষা করা আবশ্যক। ফণিমুক্তা সম্বন্ধে এইরূপ পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"यस्तोऽवनीप्रदेशे रजतमये भाजने स्थिते च यदि।
वर्षति देवोऽकस्मात् तज्ज्ञेयं नागसम्भूतम्॥"

অনাবৃত পবিত্র স্থানে রজতময় পাত্রে স্থাপন করিয়া রাখিলে যদি বৃষ্টি উপস্থিত হয়—তাহা হইলে তাহা সর্পমণি, নচেৎ অন্য কোন কৃত্রিম অপকৃষ্ট মণি।

"भ्रमरशिखिकण्ठवर्णो दीपशिखा-सप्रभो भुजङ्गानाम्।
भवति मणिः किल मूर्द्धनि योऽनर्घेयः स विज्ञेयः॥
यस्तं बिभर्त्ति मनुजाधिपति र्न तस्य
दोषा भवन्ति विषरोगकृताः कदाचित्।
राष्ट्रे च नित्यमभिवर्षति तस्य देवः
शत्रूंश्च नाशयति तस्य मणेः प्रभावात्॥"

বৃহৎসংহিতা।

ভুজঙ্গের মস্তকে যে ভ্রমরবর্ণ ও ময়ূরকণ্ঠবর্ণ দীপশিখার-সদৃশ প্রভাযুক্ত মণি জন্মে, তাহা অমূল্য। যে রাজা সেই ভুজঙ্গমণি ধারণ করেন, কোন কালেও তাঁহার বিষভয় হয় না, এবং দেবতারা তাঁহার রাজ্যে যথাসময়ে বারি বর্ষণ করেন। সেই মণির প্রভাবে তিনি শত্রুবিনাশেও সমর্থ হন।

মীনজ-মুক্তা।

মৎস্যবিশেষের মুখপ্রদেশে এক প্রকার পাথর জন্মে, তাহাকেই শাস্ত্রকারেরা মীনজমুক্তা বলিয়া থাকেন। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ক্রমে বর্ণন করা যাইতেছে।

"পাঠীনপৃষ্ঠস্য সমানবর্ণম্
মীনাৎ সুবৃত্তং লঘু নাতিসূক্ষ্মম্।
উৎপদ্যতে বারিচরাননেষু
মীনাশ্চ তে মধ্যচরাঃ পয়োধেঃ॥"

পাঠীন অর্থাৎ রোহিত বা বাটা মৎস্য। মীন হইতে যে মুক্তা পাওয়া যায় তাহা পাঠীন মৎস্যের পৃষ্ঠের বর্ণের ন্যায়। সুগোল, লঘু (ওজনে হাল্কা) এবং তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে। মীনমুক্তা যে সকল বারিচর অর্থাৎ মৎস্যদিগের মুখে জন্মিয়া থাকে সে সকল মৎস্য সমুদ্রের মধ্যপ্রদেশে বাস করে।

বৃহৎসংহিতাগ্রন্থের মতে তিমি মৎস্যে মুক্তা জন্মে। যথা—

"তিমিজং মৎস্যাক্ষিনিভং বৃহৎ পবিত্রং বহুগুণঞ্চ।"

তিমিমৎস্যজাত মুক্তা আকারে বৃহৎ, দেখিতে মৎস্যচক্ষুর ন্যায়, পবিত্র ও বহুগুণযুক্ত।

লক্ষণ।

"গুঞ্জাফলসমস্থৌল্যং মৌক্তিকং তিমিজং লঘু।
পাটলাপুষ্পসঙ্কাশং অল্পকান্তি সুবর্ত্তুলম্॥"

মীনজমুক্তার লক্ষণ এই যে, তিমিমৎস্যজাত মুক্তাসকল স্থূলতায় গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের ন্যায়, লঘু অর্থাৎ হাল্কা, পাটলা পুষ্পের ন্যায় কান্তিমান্, কিন্তু তাহার দ্যুতি বা ছায়া অল্প। ইহার বর্ত্তুলতা অতি সুন্দর।

মীনমুক্তার সামান্য লক্ষণ এই বটে; কিন্তু মৎস্যদিগের প্রকৃতিভেদ থাকায় তদুৎপন্ন মুক্তাফলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে। যথা—

"वातपित्तकफद्वन्द्वसन्निपातप्रभेदतः ।
सप्त प्रकृतयो मीना सप्तधा तेन मौक्तिकम् ॥"

গরুড়-পুরাণ।

বায়ু, পিত্ত, কফ, এতত্ত্রয়ের দুই দুই ও তিন তিন ক্রমে মৎস্য সকল সপ্ত প্রকার প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাও সপ্ত প্রকার প্রভেদযুক্ত হয়, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। সেই প্রভেদ এইরূপ—

"लघ्विष्टमरुणं वातात् आपीतं मृदु पित्ततः ।
शुक्लं गुरु कफोद्रेकात् वातपित्तान्मृदुलघु ।
वातश्लेष्मभवं स्थूलं पित्तश्लेष्मजमच्छकम् ।
सर्व्वलिङ्गप्रयोगेन सान्निपातिकमुच्यते ।
एकजाः शुभदाः प्रोक्तास्तथा वै सान्निपातिकाः ॥"

বাতাধিক্য বশতঃ লঘু ও অরুণাভ হয়। পিত্তপ্রাধান্য হেতু মৃদু ও ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। কফের বাহুল্যে শুক্ল ও শ্বেতাভ হইয়া থাকে। বাতপিত্ত উভয়ের প্রাবল্যে মৃদু অর্থাৎ কোমল ভাবাক্রান্ত এবং লঘু হয়। বাত, শ্লেষ্ম, উভয়ের প্রাবল্যে কিছু স্থূলাকার হয় এবং পিত্তশ্লেষ্মজাত হইলে স্বচ্ছতার আধিক্য হয়। এক একটি ও দুই দুইটী প্রকৃতিতে যে সকল

লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, ইহার সকল চিহ্ন যদি কিছু না কিছু পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তবে তাহা সান্নিপাতিকজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই সকলের মধ্যে সান্নিপাতিকজ এবং একজ মুক্তাই প্রশস্ত ও শুভদায়ক।

বরাহমুক্তা বা শূকরমতি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শূকরও একটী মুক্তার আকর। সর্পের ফণায়, মৎস্যের মস্তকে, হস্তীর দন্তকোষে যেমন পাথর জন্মে তেমনি শূকরের দন্তকোষেও পাথর জন্মে। সেই পাথর মুক্তার ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয় বলিয়া মুক্তানামে অভিহিত হয়। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে,—

"**दंष्ट्रामूले शशिकान्तिसप्रभं बहुगुणञ्च वाराहम्।**"

বরাহবিশেষের দন্তমূলে যে মুক্তা জন্মে তাহার কান্তি চন্দ্র-কিরণের ন্যায় শুভ্র এবং তাহার গুণও অনেক।

"**वराहमतङ्गजाम्बुजान्यवध्यानि**" এই বরাহমুক্তাকে বিদ্ধ করিবেক না এবং "**अमितगुणत्वाच्चैषामर्घः शास्त्रे न निर्दिष्टः**" অপরিমিত গুণ বিধায় শাস্ত্রে ইহাদের মূল্যের নির্দ্দেশ নাই।

গরুড়পুরাণ বলেন যে,—

> "**वराहदंष्ट्राप्रभवं वरिष्टं**
> **तस्यैव दंष्ट्राङ्कुरतुल्यवर्णम्।**
> **क्वचित् कथञ्चित् स भुवः प्रदेशे**
> **प्रजायते शूकरवर्द्धिमिष्टः॥**"

"ब्रह्मादिजातिभेदेन वराहोऽपि चतुर्विधः ।
तेषु जाता भवेन्मुक्ता समासेन चतुर्विधा ॥"
"ब्राह्मणः शुक्लवर्णस्तु सूद्रमन्ते च लक्ष्यते ।
क्षत्रियोरक्तवर्णस्तु स्पर्शे कर्कश एव च ॥"
"वैश्यः स्यात् शुक्लपीतस्तु कोमलः कोलसन्निभः ।
शूद्रः स्यात् शुक्लनीलस्तु कर्कशः श्याम एव च ॥"
"कोलजं कोलसदृशं तद्दंष्ट्रासदृशच्छवि ।
अलभ्यं मनुजै रम्यं मौक्तिकं पुण्यवर्जितैः ॥"
কল্পদ্রুম।

সংক্ষেপার্থ এই যে, বরাহদন্তোৎপন্ন মুক্তা অতি প্রশস্ত। ইহার বর্ণও নবোদ্গত বরাহদন্তের ন্যায়। ইহা সকল সময়ে সকল স্থানে সকল শূকরে পাওয়া যায় না, কখন কখন কোন কোন শূকরে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ন্যায় বরাহেরও চারি বর্ণ আছে। সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তারও ব্রাহ্মণাদির ন্যায় চারি বর্ণ আছে।

শুক্লবর্ণ বরাহ সকল ব্রাহ্মণজাতীয়, রক্তবর্ণ বরাহ ক্ষত্রিয়-জাতীয়, ইহাদের স্পর্শ অতি কর্কশ। শুক্লপীতবর্ণ বরাহ বৈশ্য-জাতীয়, এই মুক্তার গঠন কুলফলের ন্যায়। শুক্লকৃষ্ণ বর্ণ হইলে তাহা শূদ্রজাতীয়। এ মুক্তার বর্ণ নীল ও স্পর্শ কর্কশ।

কুলফলের ন্যায় গঠন ও নবোদ্গত বরাহদন্ততুল্য বর্ণবিশিষ্ট সুন্দর বরাহ-মুক্তা অতি দুর্লভ। অপুণ্যবান্ মনুষ্যেরা ইহা পায় না।

বেণুজ-মুক্তা।

বেণু অর্থাৎ বাঁশ। ইহার অন্য নাম ত্বক্‌সার। এই ত্বক্‌সার বা বাঁশে একপ্রকার পাথর জন্মে। বাঁশে যে পাথর জন্মে তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। শাল ও সেগুন কাষ্ঠে যে প্রস্তর জন্মে তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শাল সেগুনে যেমন পাথর জন্মে তেমনি বাঁশেও পাথর জন্মে। সেই বেণুজ-প্রস্তরই মুক্তা নাম পাইয়াছে।

লক্ষণ।

"বর্ষোপলানাং সমবর্ণশোভং
ত্বক্‌সারপর্ব্বপ্রভবং প্রদিষ্টম্।
তে বেণবো দিব্যজনোপভোগ্যে
স্থানে প্ররোহন্তি ন সার্ব্বজন্যে॥"

কল্পদ্রুম।

ত্বক্‌সার অর্থাৎ বংশের পর্ব্বে অর্থাৎ গ্রন্থিপ্রদেশে যে মুক্তাফল জন্মে,তাহা বর্ষোপলের (শিলের) ন্যায় বর্ণ ও শোভা-বিশিষ্ট হয়। মুক্তাকর বাঁশ সকল স্থানে জন্মে না। কেহ কেহ

বলেন যে, স্বর্গীয় পুরুষদিগের উপভোগযোগ্য স্থানসমূহে জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ "বংশলোচন"-কেই বেণুজ-মুক্তা বলেন, বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। কেননা, বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, বেণুজ-মুক্তা মুক্তার ন্যায়। যথা—

"কর্পূরস্ফটিকনিভং চিপিটং
বিষমং বৈণুজং জ্ঞেয়ম্।"

বেণুজ-মুক্তা কর্পূর ও স্ফটিকের ন্যায় প্রভাযুক্ত, পরন্তু কিছু চ্যাপটা। বিষম অর্থাৎ সুগোল নহে। ঠিক্ এইরূপ অর্থের অন্য কএকটী বচন কল্পক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

"বংশজং যবসঙ্কাশং কঙ্কোলফলমাত্রকম্।
প্রাপ্যতে বহুভিঃ পুণ্যৈস্তদ্রত্নং বৈদ্যমন্ত্রতঃ॥"

"পঞ্চভূতসমুদ্রেকাৎ বংশে পঞ্চবিধে ভবেৎ।
মুক্তা পঞ্চবিধা তাসাং যথালক্ষণমুচ্যতে॥"

"পার্থিবী গুরুবৎ সা চ তৈজসী তেজসা লঘুঃ।
বায়বী চ মৃদুঃ স্থূলা গাগনী কোমলা লঘুঃ॥"

"আপ্যাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং শুক্লাঃ পঞ্চৈতাঃ প্রবরা মতাঃ।
আসাং ধারণমাত্রেণ ব্যাধিঃ কোপি ন জায়তে॥"

"গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্সারশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদয়ঃ॥"

"धाराधरेषु जायेत मौक्तिकं जलबिन्दुभिः।
जीमूते शुचिरूपश्च गजे पाटलभास्वरम्॥"
"मत्स्ये श्वेतश्च निस्तेजः फणीन्द्रे नीलभास्वरम्।
हरिच्छ्वेतं तथा वंशे पीतश्वेतश्च सूकरे॥"
"शङ्खशुक्त्युद्भवं श्वेतं मुक्तारत्नमनुत्तमम्।"

বংশজমুক্তা চন্দ্রের ন্যায় অথবা কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কক্কোল ফলের ন্যায় গঠন ও স্নিগ্ধ। বহু পুণ্য না থাকিলে বংশজমুক্তা লাভ হয় না। প্রাপ্ত হইলে তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়া রাখিতে হয়।

পঞ্চভূতের ন্যূনাধিক্য অনুসারে বাঁশ সকল পাঁচ প্রকার। সুতরাং তজ্জাত মুক্তা সকলও পাঁচ প্রকার। তাহাদের কাহার কিরূপ লক্ষণ তাহাও বলিতেছি।

পৃথিবী ভূত-প্রাবল্যের বেণুজমুক্তা ওজনে ভারি হয়। তেজঃপ্রাবল্যে হাল্কা হয়। বায়ুর প্রাবল্যে মৃদু ও স্থূল হয় এবং আকাশের আধিক্যে কোমল ও লঘু হয় (ইহাই বোধ হয় বংশলোচন। জমাট বাঁধিলে মুক্তা বা প্রস্তর, নচেৎ বংশলোচন)।

জল-ভূতের আধিক্যে অত্যন্ত শুভ্র ও স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট হয়। এই সকল মুক্তা ধারণ করিলে কোন ব্যাধিই উৎপন্ন হয় না।

হস্তী, সর্প, শূকর ও মৎস্যের মস্তকে, আর ত্বক্‌সার, শুক্তি (ঝিনুক) ও শঙ্খের উদরে মুক্তা জন্মে।

ধারাধর অর্থাৎ মেঘবিশেষে জলবিন্দু দ্বারা মুক্তা জন্মে। জীমূতে অর্থাৎ মেঘবিশেষে যে মুক্তা জন্মে তাহা অত্যন্ত শুচি অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ। গজমুক্তা কিছু পাটলবর্ণ কিন্তু ভাস্বর। মৎস্যজমুক্তা শ্বেতবর্ণ কিন্তু তাহার কিরণ অল্প। ফণিজমুক্তা নীলবর্ণ অথচ ভাস্বর। বংশোৎপন্ন মুক্তা হরিৎ ও শ্বেতের মিশ্রণে যে বর্ণ হয় সেই বর্ণবিশিষ্ট হয়।

শঙ্খজ-মুক্তা।

শঙ্খজ-মুক্তা কিরূপ? তাহাও বলা যাইতেছে।

"শঙ্খোদ্ভবং শশিনিভং বৃত্তং ভ্রাজিষ্ণুরুচিরম্।"

"शङ्खोद्भवं शशिनिभं वृत्तं भ्राजिष्णुरुचिरम् ।"

বৃহৎসংহিতা।

শঙ্খোৎপন্ন মুক্তা চন্দ্রকিরণের বা কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, সুগোল, দীপ্তিযুক্ত ও মনোহর।

"ये कम्बवः शार्ङ्गसुखावमर्षपीतस्य शङ्खप्रवरस्य गोत्रे ।
स्यान्मौक्तिकानामिह तेषु जन्म तल्लक्षणं सम्प्रति कीर्त्तयामः ॥"

"स्वयोनिमध्यच्छवितुल्यवर्णं शङ्खात् वृहत्कोलफलप्रमाणम् ।"

শঙ্খগর্ভে যে মুক্তা জন্মে তাহার বর্ণ শঙ্খের অভ্যন্তরভাগের বর্ণের ন্যায় এবং উহার প্রমাণ বৃহৎবদরীফলতুল্য; অর্থাৎ বড় বড় কুলফলের ন্যায়।

"বর্ষোপলসমং দীপ্ত্যা পাঞ্চজন্যকুলোদ্ভবম্।
কপোতাণ্ডপ্রমাণং তৎ অতিকান্তি মনোহরম্॥"

যে সকল শঙ্খ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খের বংশে জন্মিয়াছে তাহাদের গর্ভে যে মুক্তা জন্মে, তাহা কপোতপক্ষীর ডিম্বের ন্যায় বড় এবং তাহা বর্ষোপল অর্থাৎ করকার ন্যায় দীপ্তি-বিশিষ্ট।

"অশ্বিন্যাদিকনক্ষত্রে যে জাতাঃ কম্ববঃ শুভাঃ।
মৌক্তিকং তেষু জাতং হি সপ্তবিংশতিভেদভাক্॥"

"শুক্লাশুক্লাঃ পীতরক্তাঃ নীলা লোহিতপিঙ্গরাঃ।
আকর্বুরা পাটলাশ্চ নব বর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

"সত্ত্বমধ্যলঘুত্বানৈঃ সপ্তবিংশতিধা ভবেৎ।
ক্রমতস্তেষু বিজ্ঞেয়ং নক্ষত্রেষু মনীষিভিঃ॥"

"যা মৌক্তিকানামিহ জাতয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা রত্নবিনিশ্চয়জ্ঞৈঃ।
কম্বূদ্ভবং তেষ্বধমং প্রদিষ্টং উৎপদ্যতে যচ্চ গজেন্দ্রকুম্ভাৎ॥"

শঙ্খজমুক্তাসম্বন্ধে এইরূপ আরও কএকটী বচন গ্রন্থান্তরে আছে। বাহুল্যভয়ে সেগুলি পরিত্যাগ করা গেল। উপরের লিখিত বচন কএকটীর সংক্ষেপ অর্থ এই যে, অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭ নক্ষত্রে মুক্তাকর শঙ্খ সকল জন্মগ্রহণ করে, এবং প্রত্যেক নক্ষত্রোৎপন্ন শঙ্খ হইতে নক্ষত্রের সংখ্যানুসারে মুক্তা সকলেরও ২৭ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

শুক্ল ও অশুক্ল, পীত ও রক্ত, নীল ও লোহিত, পিঞ্জর, কর্ব্বুর ও পাটল, এই ৯ বর্ণ এবং মহৎ, মধ্য, লঘু প্রভৃতি পরিমাণের দ্বারা ২৭ প্রকার হইয়া থাকে।

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আকর অনুসারে মুক্তার ৮ প্রকার জাতি ব্যবস্থা দেখাইয়া তন্মধ্যে এই শঙ্খোদ্ভব মুক্তাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম বলিয়াছেন।

মুক্তারত্নের কথা সমস্তই বলা হইল। এই মুক্তারত্ন অন্যান্য রত্নাপেক্ষা অচিরস্থায়ী অর্থাৎ ইহা অল্পকালে জীর্ণ ও বিবর্ণ হয়; কিন্তু হীরকাদি রত্ন কস্মিন্‌কালেও জীর্ণ বা নষ্ট হয় না। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াই পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"ন জরাং যান্তি রত্নানি বিদ্রুমং মৌক্তিকং বিনা।"

শুক্রনীতি।

জীমূত-মুক্তা।

জীমূত—মেঘ। তজ্জাত মুক্তার নাম জীমূতমুক্তা। এই আশ্চর্য্য কথার মর্ম্ম কি? তাহা আমরা বুঝি না। মেঘে বা আকাশে যে কিরূপে প্রস্তর বা মণি জন্মে তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইহা সত্য কি কবিকল্পনামাত্র, তাহাও আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। কেননা সকল রত্নশাস্ত্রেই মেঘজমুক্তার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং সকলেই একবাক্যে বলেন যে, মেঘেও মুক্তামণি জন্মে। যথা—

"मत्स्याहिशङ्खवाराहवेणुजीमूतशुक्तितः।
जायते मौक्तिकं तेषु भूरि शुक्त्युद्भवं स्मृतम्॥"
শুক্রাচার্য্য।

"द्विपभुजङ्गशुक्तिशङ्खाभ्रवेणुतिमिसूकरप्रसूतानि।
मुक्ताफलानि तेषां बहु साधु च शुक्तिजं भवति॥"
বরাহমিহির।

"हस्तिमस्तकदन्तौ तु दंष्ट्रा च श्ववराहयोः।
मेघोभुजङ्गमीनेषुर्मत्स्योमौक्तिकयोनयः॥"
বাচস্পতি।

ইনি আবার আর একটা অধিক স্থান বলিলেন, "**दंष्ट्रा च श्ववराहयोः।**" বরাহের দন্তমূল এবং কুক্কুরের দন্তমূল। কুক্কুরের দন্তে মুক্তা-প্রস্তরের জন্মকথা আর কোথাও লিখিত নাই।

এতদ্ভিন্ন গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের অনেকগুলি উদাহরণ পূর্ব্বে ও পরে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, মেঘজ মুক্তা সত্য হউক বা না হউক, শাস্ত্রানুসারে ইহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল। বৃহৎসংহিতা বলেন যে,—

"वर्षोपलवज्जातं वायुस्कन्धाच्च सप्तमाद्भ्रष्टम्।
ह्रियते किल खाद्दिव्यै स्तड़ित्प्रभं मेघसम्भूतम्॥"

মেঘে যেমন বর্ষোপল অর্থাৎ করকা (শিল) জন্মে সেইরূপ মুক্তা-প্রস্তরও জন্মে। বর্ষোপল যেমন মেঘ হইতে পতিত

হয়, সেইরূপ সপ্তম বায়ু-স্কন্দ হইতে (অন্তরীক্ষগত বায়ু স্থান বিশেষ হইতে) সেই করকাকার মুক্তাও ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীতে আইসে না, আকাশ হইতেই অমানব পুরুষেরা তাহা হরণ করিয়া লয়। সেই মেঘপ্রভবমুক্তা করকার ন্যায় ও তাহার প্রভা বিদ্যুতের ন্যায়। গ্রন্থান্তরে দেখা যায় যে,—

"धाराधरेषु जायेत मौक्तिकं जलविन्दुभिः।
दुर्लभं तन्मनुष्याणां दैवैस्तत् ह्रियतेऽम्बरात्॥"

জলবিন্দুর পরিপাকবিশেষদ্বারা মেঘেও মুক্তাফল জন্মে। কিন্তু তাহা মনুষ্যের দুর্লভ। ভ্রষ্ট হইবামাত্র তাহা দেবতারা হরণ করেন।

"कुक्कुटाण्डसमं वृत्तं मौक्तिकं निविड़ं गुरु।
घनजं भानुसङ्काशं दैवभोग्यममानुषम्॥"

মেঘজাত মৌক্তিক কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় গোল, নিবিড়, ওজনে ভারি এবং সূর্য্যকিরণের ন্যায় দীপ্তিশীল। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য; মনুষ্যেরা ইহা পায় না। গরুড়পুরাণেও এইরূপ কথা আছে। যথা—

"नाप्नोति मेघप्रभवं धरित्री वियद्गतं तत् विबुधा हरन्ति।
अर्चिःप्रभानाद्दृतदिग्विभाग-मादित्यवद्दुःखविभाव्यबिम्बम्॥"

"तेजस्तिरस्कृत्य हुताशनेन्दु-नक्षत्रतारापहसम्भवस्तु।
दिवा यथा दीप्तिकरं तथैव तमोऽवगाढ़ाष्वपि तन्निशासु॥"

"বিচিত্ররত্নৈর্দ্যুতিবাহতোয়-চতুঃসমুদ্রাভবনাভিরামা।
মূল্যং ন বা স্যাদিতি নিশ্চয়োমে কৃৎস্না মহী তস্য সুবর্ণপূর্ণা॥"
"হীনোঽপি যস্তল্লভতে কথঞ্চিৎ বিপাকযোগাৎ মহতঃ শুভস্য।
সপত্নহীনঃ পৃথিবীং সমগ্রাং ভুনক্তি তাস্তিষ্ঠতি যাবদেব॥"
"ন কেবলং তচ্চ ভজন্তি যস্য ভাগ্যৈঃ প্রজানামপি জন্ম তস্য।
তদ্‌যোজনানাং পরিতঃ যতস্য সর্ব্বাননর্থান্ বিমুখীকরোতি॥"
"জলজ্যোতির্মরুজ্জানাং মেঘানাং ত্রিবিধং ভবেৎ।
জলাধিকেঽধিকং স্বচ্ছং কোমলং গুরু কান্তিমৎ॥"
"জ্যোতিষং কান্তিমদ্বৃত্তং দুর্নিরীক্ষ্যং রবিপ্রভম্।
কান্তিমৎ কোমলং বৃত্তং মারুতং বিমলং লঘু॥"

ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে,—মেঘপ্রভব মুক্তারত্ন পৃথিবীতে আইসে না, আকাশ হইতেই দেবতারা তাহা হরণ করেন। তেজ ও প্রভার দ্বারা সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত করে এবং তাহা আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য।

হুতাশন, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের তেজকে তিরস্কার করিয়া প্রকাশ পায় এবং দিবা ও গাঢ়ান্ধকার রাত্র, উভয়-কালেই সমান দীপ্তিকর।

ইহার মূল্য কত? তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমি বিবেচনা করি যে, এই চতুঃসমুদ্রা ভবনাদিযুক্তা সুবর্ণ-পূর্ণা সমগ্রা পৃথিবীও তাহার মূল্য হয় কি না সন্দেহ।

নীচ ব্যক্তিও যদি উহা কদাচিৎ সুমহৎ পুণ্যপুঞ্জবলে প্রাপ্ত হয় তবে সে ব্যক্তি নিঃশত্রু হইয়া এই সমগ্রা পৃথিবী ভোগ করিতে পারে।

উহা কেবল রাজাদিগের শুভকারী এরূপ নহে। উহা তাঁহার প্রজাদিগেরও সৌভাগ্যের কারণ। উহা চতুর্দ্দিকে শত যোজন পরিমিত স্থানের অনিষ্ট নিবারণ করে।

মেঘ সকল জল, জ্যোতি ও বায়ু, এই তিনের সমষ্টিজাত। সুতরাং তজ্জাত-মুক্তাও তিন প্রকার। জলাধিক-মেঘজাত হইলে তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ, কোমল ও অতিশয় কান্তিযুক্ত হয়। জ্যোতির ভাগ অধিক থাকে এরূপ মেঘ হইতে যাহা জন্মে তাহা সুগোল, সুকান্তি, ও সূর্য্যকিরণের ন্যায় কিরণশালী হয় সুতরাং তাহা দুর্নিরীক্ষ্য।

বায়ুর ভাগ অধিক আছে, এরূপ মেঘ হইতে যাহা জন্মে তাহাও সুকান্তি, সুকোমল ও সুগোল হয়, অধিকন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিমল ও লঘু (হালকা) হয়।

এতদ্রূপ শাস্ত্রীয় বর্ণনার প্রকৃত মর্ম্ম কি? তাহা পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন। আমাদের বিবেচনায় "নাই" বলা আর' দেবতারা হরণ করেন বলা সমান।

দর্দুর-মুক্তা।

ভাবপ্রকাশকার বলেন যে, দর্দুর অর্থাৎ ভেকের মস্তকেও মুক্তা-প্রস্তর জন্মে। যথা—

"শঙ্খেভগজস্য ক্রোড়স্য ফণী মৎস্যস্য দর্দুরঃ।
বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ॥"

যাঁহারা মুক্তাতথ্যবিৎ পণ্ডিত, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে,—শঙ্খ, হস্তী, বরাহ, সর্প, মৎস্য, দর্দুর অর্থাৎ ভেক এবং বেণু অর্থাৎ বাঁশ। এই সমস্ত মুক্তার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান। গ্রন্থান্তরেও একথার সংবাদ পাওয়া যায়। যথা—

"ভেকাদিষ্বপি জায়ন্তে মণয়োয়ে ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
ভৌজঙ্গমমণেস্তুল্যাস্তে বিজ্ঞেয়া বুধোত্তমৈঃ॥"

ভেক প্রভৃতি জন্তুর মস্তকপ্রদেশে যে কখন কখন মণি জন্মে তাহারাও ভুজঙ্গ-মণির তুল্য আদরণীয়। ফল কথা এই যে, প্রস্তর অনেক পদার্থেই জন্মে, তন্মধ্যে যে সকল প্রস্তর গুণযুক্ত তাহারাই আদরণীয় ও গ্রাহ্য, অবশিষ্ট অগ্রাহ্য।

শুক্তি-মুক্তা।

অতঃপর শুক্তিজ মুক্তার কথা বলা যাইতেছে। এই মুক্তাই সর্ব্বত্র সুলভ। "তেষান্তু শুক্তুদ্ভবমেব ভূরি।" যত প্রকার মুক্তা আছে তন্মধ্যে শুক্তি-মুক্তাই বহু, সুপ্রাপ্য ও সাধু।

রত্নলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, যে সামুদ্রশুক্তির গর্ভেই মুক্তা-ফল জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহার কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই মুক্তাশুক্তি থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা সমুদ্রেই অধিক বলিয়া সামুদ্রশুক্তিকে মুক্তাকর বলা যায়। বঙ্গদেশের জলাস্থানের ও নদীর শুক্তিতেও মুক্তা পাওয়া যায়। অপিচ তাঁহারা মুক্তোৎপত্তির বৈজিকতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য কথা বলেন, তাহা সত্য কি কল্পনামাত্র তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহারা কহেন যে, বর্ষণবিশেষের জলধারাই মুক্তোৎপত্তির কারণ। প্রবাদও আছে যে, স্বাতি নক্ষত্রের জল শুক্তির গাত্রে লাগিলে তাহাদের গর্ভে মুক্তা জন্মে।* যথা—

"যস্মিন্ প্রদেশেঽম্বুনিধৌ পপাত সুচারু মুক্তামণিরত্নবীজম্।
তস্মিন্ পয়স্তোয়ধরাবকীর্ণং শুক্তৌ স্থিতং মৌক্তিকতামবাপ॥"

"স্বাত্যাং স্থিতে রবৌ মেঘৈর্যে মুক্তা জলবিন্দবঃ।
শীর্ণাঃ শুক্তিষু জায়ন্তে তে মুক্তা নির্ম্মলত্বিষঃ।"

"यस्मिन् प्रदेशेऽम्बुनिधौ पपात सुचारु मुक्तामणिरत्नबीजम् ।
तस्मिन् पयस्तोयधरावकीर्णं शुक्तौ स्थितं मौक्तिकतामवाप ॥"

"स्वात्यां स्थिते रवौ मेघैर्ये मुक्ता जलबिन्दवः ।
शीर्णाः शुक्तिषु जायन्ते ते मुक्ता निर्म्मलत्विषः ।"

---

* ডাইওস্করিডেশ্ এবং প্লিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বৃষ্টিবিন্দু শুক্তিগর্ভে পতিত হইলে তাহা হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়। কবিবর মূরও ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"And precious the tear as that rain from the sky,
Which turns into pearls as it falls in the sea."

MOORE.

বৃষ্টিরূপে আকাশের পড়ি চক্ষুজল,
সাগরগর্ভেতে হয় মুকুতা সকল।

মেঘ হইতে বিনির্মুক্ত মুক্তাবীজস্বরূপ জল যে দেশে যে সমুদ্রে পতিত হয় সেই দেশে সেই সমুদ্রে সেই জলধর-নির্মুক্ত জল শুক্তিতে স্থিতি লাভ করিয়া মুক্তায় পরিণত হয়।

রবির স্বাতিনক্ষত্রে স্থিতি কালে মেঘ হইতে যে মুক্তাবীজ-জল নির্মুক্ত হয় তাহা শুক্তিগত হইয়া মুক্তাফল জন্মায়। এই সকল মুক্তার দীপ্তি অতি নির্ম্মল।

শুক্তিজ-মুক্তার আকর।

বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে, শুক্তি-মুক্তার আকর বা উৎপত্তিস্থান আটটী অর্থাৎ শুক্তি-মুক্তা আট দেশে বা স্থানে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যথা—

“ সিংহলক-পারলৌকিক-সৌরাষ্ট্রিক-তাম্রপর্ণি-পারশবাঃ।
কৌবের-পাণ্ড্য-বাটক * হৈমা ইত্যাকরা হ্যষ্টৌ॥”

সিংহল, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণী, পারশব, কৌবের, পাণ্ড্য, বাটধান, হৈম, এই আট দেশে মুক্তার আকর আছে। এতদনুসারে মুক্তার ৮ শ্রেণী কল্পনা করা হইয়া থাকে। গ্রন্থান্তরেও ঠিক এইরূপ শ্লোক দেখা যায়। যথা—

---

* কোন পুস্তকে ‘বিরাট’ শব্দের পরিবর্ত্তে বাটক শব্দ আছে। বাটক বা বাটধান নামক দেশ প্রাচীনকালে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল, ইহা মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখা যায়। অনেককাল হইতে “চুনাখালিতে” মুক্তা জন্মিতেছে।

" সৈংহলক-পারলৌকিক-সৌরাষ্ট্রক-তাম্রপর্ণি-পারশবাঃ।
কৌবের-পাণ্ড্য-বাটক-হৈমা রত্নাকরা হ্যষ্টৌ॥"

সৈংহলিক, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্রিক, তাম্রপর্ণ, পারশব, কৌবের, পাণ্ড্য, ও বিরাট, এই ৮ প্রদেশে জন্মে বলিয়া মুক্তা সকল ৮ প্রকার। পারলৌকিক দেশীয় মুক্তা সকল কৃষ্ণ, শ্বেত, পীতবর্ণবিশিষ্ট ও কাঁকর চিহ্নযুক্ত হয় এবং বিষম অর্থাৎ সুগোল হয় না। এইরূপ প্রত্যেক প্রকারের আকারপ্রকার, বর্ণ ও গঠনপ্রণালী ভিন্ন। নিম্নলিখিত বচনাবলির দ্বারা প্রত্যেক প্রকার মুক্তার লক্ষণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। যথা—

" স্থূলা মধ্যাস্তথা সূক্ষ্মা বিন্দুমানানুসারতঃ।
সুস্নিগ্ধং মধুরচ্ছায়ং মৌক্তিকং সিংহলোদ্ভবম্॥"

যুক্তিকল্পতরু।

" বহুসংস্থানাঃ স্নিগ্ধা হংসাভা সিংহলাকরাঃ স্থূলাঃ।"

বৃহৎসংহিতা।

সিংহলদেশীয় মুক্তা স্থূল, মধ্য, সূক্ষ্ম, ও বিন্দু-পরিমাণ; সকল প্রকারই হয়। এই সকলের ছায়া বা কান্তি মধুর ও স্নিগ্ধ। বৃহৎসংহিতার বচনটীর অর্থও এইরূপ। বহুসংস্থান অর্থাৎ নানাপ্রকার পরিমাণযুক্ত অর্থাৎ ছোট, বড়, মধ্যম, সকল প্রকার। হংসাভা অর্থাৎ মধুর ও শুভ্রবর্ণ। বৃহৎ-সংহিতার মতে কোন কোন সিংহলীয় মুক্তা ঈষত্তাম্রবর্ণযুক্ত

শুভ্রবর্ণও হয় এবং অন্যান্য দেশীয় মুক্তা অপেক্ষা কিছু অধিক স্থূল হয়। যথা—

"ঈষত্তাম্রশ্বেতাস্তমোবিযুক্তাশ্চ তাম্রাখ্যাঃ।"

পারলৌকিক দেশীয় মুক্তার লক্ষণ যথা—

"কৃষ্ণাঃ শ্বেতাঃ পীতাঃ সশর্করাঃ পারলৌকিকা বিষমাঃ।"

বৃহৎসংহিতা।

এতদ্ভিন্ন শব্দকল্পদ্রুমে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

"পারলৌকিকসম্ভূতং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু।

প্রায়ঃ সশর্করং জ্ঞেয়ং বিষমং সার্ব্ববর্ণিকম্॥"

পারলৌকিক দেশীয় মুক্তা কিছু নিবিড় (কঠিন বা গাঢ় জমাট) ও ওজনে ভারি হয়। কাল, শ্বেত, পীত এই তিন বর্ণই হয়। 'প্রায়শঃ সশর্করং' অর্থাৎ প্রায়ই কাঁকরের দাগ থাকে এবং বিষম অর্থাৎ উত্তমরূপ গোল হয় না।

সৌরাষ্ট্রদেশীয় শুক্তিজ-মুক্তার লক্ষণ এই যে,—

"সৌরাষ্ট্রিকভবং স্থূলং বৃত্তং স্বচ্ছং সিতম্ ঘনম্।"

"ন স্থূলা নাত্যল্পা নবনীতনিভাশ্চ সৌরাষ্ট্রাঃ।"

বৃহৎসংহিতা।

সৌরাষ্ট্রদেশীয় মুক্তাফল স্থূল, সুগোল, সুন্দর, সুনির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ ও ঘন (কঠিন বা গাঢ় জমাট) হয়। ইহার আকার স্থূল

নহে অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ। ইহার আভা অথবা কান্তি নবনীতের ন্যায়।

তাম্রপর্ণদেশীয় শুক্তি-মুক্তার লক্ষণ এই যে,—"তাম্রপর্ণ্যাঃ ভবং তাম্রং"—তাম্রপর্ণদেশোদ্ভব মুক্তা কিছু তাম্রাভ হয়। বর্ণ ভিন্ন ইহার অন্যান্য লক্ষণ সকল পারশব মুক্তার তুল্য।

পারশবদেশীয় মুক্তার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"পীতং পারশবোদ্ভবম্।"

"জ্যোতিষ্মন্তঃ শুভ্রা গুরবোঽতিমহাগুণাশ্চ পারশবাঃ।"

বৃহৎসংহিতা।

বৃহৎ সংহিতার মতে পারশব মুক্তা সকল শুভ্র, জ্যোতিষ্মান্, গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারি হয়। পরন্তু কল্পদ্রুমধৃত প্রথমোল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পারশব মুক্তা পীতাভ হইয়াও থাকে।

কৌবের অর্থাৎ উত্তরদেশীয় আকরোৎপন্ন মুক্তাফলের লক্ষণ এইরূপ। যথা—

"ঈষৎ শ্যামস্য রুক্ষস্য কৌবেরোদ্ভবমৌক্তিকম্।"

"বিষমং কৃষ্ণং শ্বেতং লঘু কৌবেরং প্রমাণতেজোবৎ।"

বৃহৎসংহিতা।

কৌবের দেশীয় আকরোৎপন্ন মুক্তাফল ঈষৎ শ্যামবর্ণ অথবা কৃষ্ণশ্বেতবর্ণ হয়। লঘু ও রূক্ষ হয়; কিন্তু প্রমাণ ও তেজোহীন নহে অর্থাৎ নিতান্ত ক্ষুদ্র হয় না, কিঞ্চিৎ জ্যোতিও থাকে।

পাণ্ড্যদেশীয় মুক্তার লক্ষণ এই যে,—

"পাণ্ড্যদেশোদ্ভবং পাণ্ডু।"

"নিম্বফলত্রিপুট ধান্যক চূর্ণাঃ স্যুঃ পাণ্ড্যবাটভবাঃ।"

বৃহৎসংহিতা।

পাণ্ড্য বা পাণ্ড্যবাট দেশীয় মুক্তার বর্ণ পাণ্ডর এবং গঠন নিম্বফল সদৃশ। ত্রিপুট ও ধান্যাকার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রও হয়, অর্থাৎ তাহা সুগোল নহে।

বিরাটদেশীয় মুক্তার লক্ষণ যথা—

"সিতং রুক্ষং বিরাটজম্।"

শব্দকল্পদ্রুম।

বিরাটদেশীয় মুক্তার বর্ণ শুভ্র এবং রূক্ষ অর্থাৎ লাবণ্যহীন। বৃহৎসংহিতায় ইহার কোন প্রসঙ্গই নাই।

এই সকল মুক্তা ভিন্ন বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে হৈম অর্থাৎ হিম-প্রধানদেশীয় মুক্তার বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা—

"লঘু জর্জরং দধিনিভং বৃহৎ বিসংস্থানমপি হৈমম্।"

হৈম-মুক্তা সকল লঘু (হাল্কা), ও জর্জর অর্থাৎ জীর্ণপ্রায় দধির ন্যায় বর্ণযুক্ত ও বড় বড় হয়, ছোট ছোটও হয়।

"রুক্মিণী" নামক এক জাতি শুক্তি আছে। তাহাতে প্রায় মুক্তা জন্মে না। যদি জন্মে তবে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। রত্ন-

তত্ত্ববেত্তৃগণ এই জাতীয় মুক্তাকে দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

"रुक्मिण्याख्या तु या शुक्तिस्तत्प्रसूतिः सुदुर्लभा।
तत्र जातं सितं स्वच्छं जातीफलसमं भवेत्॥
छायावद्बहुलं रम्यं निर्दोषं यदि लभ्यते।
अमूल्यं तद्विनिर्दिष्टं रत्नलक्षणकोविदैः।
दुर्लभं नृपयोग्यं स्यादल्पभाग्यैर्न लभ्यते॥"

গরুড় পুরাণ।

অর্থ এই যে, রুক্মিণীনামা শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা দুর্লভ। রুক্মিণী-শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা চন্দ্রকিরণতুল্য শুভ্র বর্ণ, স্বচ্ছ এবং প্রমাণে ও আকারে জাতীফল (জায়ফল) তুল্য হইয়া থাকে। রত্নলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, তাহার ছায়া উত্তম এবং কোন দোষ থাকে না, দেখিতে রম্য ও যদি তাহা বড় হয়, এবং তাদৃশ রুক্মিণীমুক্তা যদি কাহার ভাগ্যবশতঃ লাভ হয়, তবে তাহা অমূল্য। ফলতঃ এরূপ মুক্তা দুর্লভ, রাজার যোগ্য, অল্পভাগ্য মানবেরা ইহা পায় না।

পুরাতন রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণের মধ্যে দুই দল ছিল। এক দলের পণ্ডিতেরা কথিতপ্রকারে, দেশবিশেষে, মুক্তাসকলের আকার প্রকার ও বর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা তাহা নিয়ম বলিয়া স্বীকার

করিতেন না এবং কহিতেন যে, সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার মুক্তা উৎপন্ন হইতে পারে। যথা—

"সর্ব্বেষু তস্যাকরজাবিশেষাৎ রূপপ্রমাণে চ যথৈব বিদ্বান্।
ন হি ব্যবস্থাऽস্তি গুণাগুণেষু সর্ব্বত্র সর্ব্বাকৃতয়োভবন্তি॥"

শব্দকল্পদ্রুম।

ইহার অর্থ সুগম এবং উপরে প্রায় ব্যক্ত হইয়াছে।

মুক্তাধারণের শুভাশুভাদি কল্পনাকারী রত্নপরীক্ষকেরা মনুষ্যের ন্যায় শুক্তিরও চারি প্রকার জাতি কল্পনা করিয়া তদুৎপন্ন মুক্তাফলেরও চারি প্রকার জাতি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন শুক্তয়োऽপি চতুর্ব্বিধাঃ।
তাসু সর্ব্বাসু জাতং হি মৌক্তিকং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥"
"ব্রাহ্মণস্তু সিতঃ স্বচ্ছো-গুরুঃ শুক্লঃ প্রভান্বিতঃ।
আরক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্থূলস্তথারুণবিভান্বিতঃ॥"
"বৈশ্যস্ত্বাপীতবর্ণোऽপি স্নিগ্ধঃ শ্বেতঃ প্রভান্বিতঃ।
শূদ্রঃ শুক্লবর্ণঃ সূক্ষ্মস্তথা স্থূলোऽসিতদ্যুতিঃ॥"

শব্দকল্পদ্রুম।

শুক্তি সকল ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে চতুর্ব্বিধ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতীয়। এই চারিজাতির শুক্তিতে উদ্ভূত মুক্তাফলও সুতরাং চতুর্ব্বিধ। যে সকল শুক্তি

শ্বেত, নির্ম্মল, ভারি, শুক্লপ্রভাযুক্ত,—তাহারা ব্রাহ্মণজাতীয়। যে সকল শুক্তি ঈষৎ রক্তবর্ণ, স্থূল ও অরুণিমপ্রভাযুক্ত,—তাহারা ক্ষত্রিয়। আর যাহারা ঈষৎ পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ ও শুভ্র প্রভান্বিত,—তাহারা বৈশ্যজাতীয় এবং যাহারা স্থূল, ও যাহারা কৃষ্ণবর্ণ,—সে সকল শুক্তি শূদ্রজাতীয়।

শুক্তিজ-মুক্তাসম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে। সে সকল ক্রমেই লিখিব। এক্ষণে কেবল নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মুক্তার স্থূল স্থূল বিষয়গুলি বলা হইল।

বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে আরও এক কথা আছে। বৃহৎসংহিতা বলেন, যে মুক্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। তাহার ভাব এই যে, বিশেষ বিশেষ বর্ণের মুক্তা বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রিয়। কিরূপ মুক্তা কোন দেবতার প্রিয়? তাহা নিম্নলিখিত বচনগুলিতে ব্যক্ত আছে।

“অতসীকুসুমশ্যামং বৈষ্ণবমৈন্দ্রং শশাঙ্কসঙ্কাশম্,
হরিতালনিভং বারুণ-মসিতং যমদৈবতং ভবতি॥”
“পরিণতদাড়িমগুলিকাগুঞ্জাতাম্রঞ্চ বায়ুদৈবত্যম্,
নির্ধূমানলকমলপ্রভঞ্চ বিজ্ঞেয়মাগ্নেয়ম্॥”

বৃহৎসংহিতা।

অতসী-শণ বা মশিনা (যাহাকে তিশি বলে)। সেই শণপুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ মুক্তাসকল বিষ্ণুপ্রিয়। চন্দ্রকিরণসদৃশ শুভ্রবর্ণের মুক্তাসকল ঐন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রিয়। হরিতালনিভ

মুক্তাসকল বারুণ অর্থাৎ বরুণপ্রিয়। কৃষ্ণবর্ণ মুক্তাফল সকল যমপ্রিয়। পাকা দাড়িম, কুঁচ, ও তাম্রের ন্যায় আভাযুক্ত মুক্তার দেবতা বায়ু অর্থাৎ তাদৃশ মুক্তা সকল বায়ুদেবতার প্রিয়। যাহা নির্ধূম বহ্নি বা রক্তপদ্মের ন্যায় কান্তিযুক্ত—তাহা আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিপ্রিয়।

শাস্ত্রকারেরা এইরূপে মুক্তা সকলের জাতি ও দেবতা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এরূপ দেবতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য কি? তাহা আমারা বুঝি না। যাহাই হউক, এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মুক্তার যে সকল গুণাগুণ বর্ণনা আছে, সে সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাউক।

মুক্তার সাধারণ গুণ ও দোষ।

মৎস্যপুরাণের মতে মুক্তাফলের গুণ প্রধানতঃ ৮ আটটী এবং দোষও প্রধান কল্লে ১০টি। তন্মধ্যে ৪টি মহাদোষ এবং ৬টি মধ্যম দোষ। ইহার মধ্যে অগ্রে গুণগুলির বর্ণনা করা যাইতেছে। গুণগুলি বলা হইলে পশ্চাৎ দোষের বিষয় বর্ণিত হইবেক।

গুণ যথা—

"সুতারত্ব ১ সুবৃত্তত্ব ২ স্বচ্ছত্ব ৩ নির্ম্মলত্বথা ৪।
ঘনং ৫ স্নিগ্ধত্ব ৬ সচ্ছায়ং ৭ তথাऽস্ফুটিত ৮ মেব চ॥
"অষ্টৌ গুণাঃ সমাখ্যাতা মৌক্তিকানামশেষতঃ।"

মৎস্যপুরাণ।

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মুক্তাফলের যে ৮টি মহাগুণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকের নাম এই—সুতার (১) সুবৃত্ত (২) স্বচ্ছ (৩) নির্ম্মল (৪) ঘন (৫) স্নিগ্ধ (৬) সচ্ছায় (৭) ও অস্ফুটিত (৮)।

"সুতার" নামক গুণ কাহাকে বলে? তাহা শুন—

" তারকাদ্যুতিসংকাশং সুতারমিতি গদ্যতে।"

গগনমণ্ডলস্থ তারকারাজির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট হইলে, মুক্তার সে গুণটির নাম "সুতার।" এই সুতার-মুক্তা অতি দুর্ল্লভ।

সুবৃত্তগুণ কি? তাহাও উক্ত হইয়াছে যথা—

"সর্ব্বতোবর্ত্তুলং যত্র সুবৃত্তং তন্নিগদ্যতে।"

যাহা সকল দিকে সমান সুগোল তাহা "সুবৃত্ত।"*

স্বচ্ছ-গুণের লক্ষণ এই যে,—"স্বচ্ছং দোষবিনির্ম্মুক্তং।" অর্থাৎ চারি প্রকার মহাদোষ ও ছয় প্রকার মধ্যম দোষ না থাকিলে তাহা "স্বচ্ছ" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

নির্ম্মলগুণ কি? তাহাও শুন—"নির্ম্মলং মলবর্জ্জিতং।" মলরহিত হইলেই তাহা "নির্ম্মল;" ইহা সকলেই বিদিত আছেন।

---

* মুক্তাফলের গঠন নানাপ্রকার (নিম্নফল, চিপিটক, ধান্য প্রভৃতি) হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সুবৃত্তগুণের মুক্তা অতি মূল্যবান্।

ঘনগুণ যথা—

"গুরুত্বং তুলনে যস্য তদ্ঘনং মৌক্তিকং বরম্।"

যাহা ওজনে ভারি তাহা "ঘন"। এই ঘনগুণবিশিষ্ট মুক্তা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্নিগ্ধগুণ যথা—

"স্নেহেনৈব বিলিপ্তং যত্তৎ স্নিগ্ধমিতি গদ্যতে।"

যাহা স্নেহ (ঘৃত ও তৈলাদি) ম্রক্ষিতের ন্যায় দেখায়, তাহা "স্নিগ্ধ" নামে খ্যাত।

সচ্ছায়গুণ যথা—

"ছায়াসমন্বিতং যচ্চ সচ্ছায়ং তন্নিগদ্যতে।"

যে মুক্তার কোন না কোন ছায়া (কান্তি) বর্ত্তমান থাকে, তাহা "সচ্ছায়" নামে কথিত হয়। (মুক্তাফলের ছায়া কি? তাহা ছায়াপরীক্ষাস্থলে বলা যাইবে।)

অস্ফুটিতগুণ যথা—

"ব্রণরেখাবিহীনং যত্তৎ স্যাদস্ফুটিতং শুভম্।"

যে মুক্তায় ব্রণ অর্থাৎ কোনপ্রকার ছিদ্রাকার চিহ্ন নাই বা কোনপ্রকার রেখা নাই, সেই (বেদাগ) মুক্তা "অস্ফুটিত" বলিয়া গণ্য এবং তাহা অতীব শুভদায়ক। বস্তুতঃ বেদাগ মুক্তাই মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য।

অগ্নিপুরাণের রত্নপরীক্ষা প্রকরণে মুক্তাফলের প্রধান রূপে চারিটী গুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"বৃত্তত্বং শুক্লতা স্বচ্ছং মহত্ত্বং মৌক্তিকে গুণাঃ।"

বস্তুতঃ এই চারি গুণের দ্বারাই মুক্তার মূল্যের তারতম্য নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে।

মুক্তাসম্বন্ধীয় নির্দ্দিষ্ট ৮টি গুণের কথা বলা হইল। বস্তুতঃ এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি মহাগুণ আছে। যাহা থাকিলে রত্নতত্ত্ব-পরীক্ষকেরা তাদৃশ মুক্তাকে মহারত্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। সেই কয়েকটি মহাগুণ এই—

"ভ্রাজিষ্ণু কোমলং কান্তং মনোজ্ঞং স্ফুরতীব চ।
স্রবতীব চ স্বত্বানি তন্মহারত্নসংজ্ঞিতম্॥"
"শ্বেতকাচসমাকারং শুভ্রাংশুশতযোজিতম্।"
"মণিরাজমতিচ্ছায়ং মৌক্তিকং দেবভূষণম্।"

ভ্রাজিষ্ণু—দীপ্তিবিশিষ্ট। কোমল—লাবণ্যযুক্ত। কান্ত—ইচ্ছোদ্রেককারিগুণবিশিষ্ট। মনোজ্ঞ—মনোহর। যদি এই সকল গুণ থাকে, আর স্ফুরণ থাকে, অর্থাৎ যদি আলোক বহির্গত হওয়ার ন্যায় অথবা তেজ গলিয়া পড়ার ন্যায় দেখায়, তবে তাদৃশ মুক্তা মহারত্ন বলিয়া গণ্য হয়। এবং যে মুক্তা স্বচ্ছ ও সুশুভ্র কাচের সদৃশ নির্ম্মল ও চন্দ্ররশ্মিতুল্য প্রভাযুক্ত

হয়, সে মুক্তা দেবভূষণ অর্থাৎ দুর্ল্লভ। ফলতঃ গ্রন্থান্তরে উত্তম মুক্তার অন্যবিধ লক্ষণও নির্ণীত আছে। তদ্যথা—

"প্রমাণবদ্গৌরবরশ্মিযুক্তং সিতং সুবৃত্তং সমসূক্ষ্মরন্ধ্রম্।
অক্রেতুরপ্যাবহতি প্রমোদং যন্মৌক্তিকং তদ্‌গুণবৎ প্রদিষ্টম্॥"

'প্রমাণবৎ'—অর্থাৎ দেখিতে বড়। 'গৌরব'—অর্থাৎ ওজনে ভারি। 'রশ্মি'—অর্থাৎ তেজোময়-লাবণ্য। যদি এই কয়েকটি গুণ থাকে, আর বর্ণ শুভ্র, গঠনে সুগোল, ছিদ্রে সমান ও সূক্ষ্মতা থাকে, দেখিলে অক্রেতারও আমোদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে মুক্তাকে গুণবৎ বলিয়া গণ্য করিবে।

মহর্ষি শুক্রপ্রোক্ত রত্নপরীক্ষার নিম্নলিখিত প্রকারে মুক্তার ভাল মন্দ নির্ণয় করার উপদেশ আছে। যথা—

"কৃষ্ণং সিতং পীতরক্তং দ্বিচতুঃসপ্তকঞ্চুকম্।
ত্রিপঞ্চসপ্তাবরণ-মুত্তরোত্তরমুত্তমম্।
কৃষ্ণং সিতং ক্রমাৎ রক্তং পীতন্তু জরঠং বিদুঃ।
কনিষ্ঠং মধ্যমং শ্রেষ্ঠং ক্রমাৎ যুক্ত্যাম্বুবং বিদুঃ॥"

কৃষ্ণবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, পীতরক্তবর্ণ, এবং ২। ৪। ৭ কুঁচ, ও ৩।৫।৭ আবরণ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকার অপেক্ষা পর পর প্রকারের মুক্তা উত্তম। কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্তিমুক্তা যথাক্রমে

কনিষ্ঠ অর্থাৎ হীন, মধ্যম, ও শ্রেষ্ঠ। পীতমুক্তা জরঠ বা জঠর বলিয়া গণ্য।

"নক্ষত্রাভং সুবৃত্তমত্যন্তশুদ্ধং স্নিগ্ধং স্থূলং নির্ম্মলং নির্ব্রণঞ্চ।
ন্যস্তং ধত্তে গৌরবং যত্তুলায়াং তন্নির্মূল্যং মৌক্তিকং সৌখ্যদায়ী॥"

যাহা দেখিতে নক্ষত্রের ন্যায়, অত্যন্ত পরিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ, স্থূল, নির্ম্মল, ব্রণরহিত, এবং যাহা তুলাযন্ত্রে স্থাপন করিলে অধিকতর ভারি হয়, সে মুক্তা বহুমূল্য ও সুখপ্রদ।

রাসায়নিক-গুণ।

"মৌক্তিকঞ্চ মধুরং সুশীতলং দৃষ্টিরোগশমনং বিষাপহম্।
রাজযক্ষ্মপরিকোপনাশনং ক্ষীণবীর্য্যবলপুষ্টিবর্দ্ধনম্॥"

মুক্তা মধুররস ও শীতল-গুণবিশিষ্ট, চক্ষুরোগের উপকারী, বিষনাশক, রাজযক্ষ্ম রোগের শমতাকারী এবং ক্ষীণ ব্যক্তির বলবীর্য্যপুষ্টিবৃদ্ধিকারী। এই সকল গুণ ভিষক্‌ক্রিয়ায় উক্ত হইয়াছে। ধারণের সহিত এ গুণের সম্পর্ক নাই।

রত্নশাস্ত্রে এইরূপ মুক্তাসম্বন্ধীয় বহুতর গুণাগুণের বিচার দৃষ্ট হয়। গ্রন্থবৃদ্ধির ভয়ে সে সমুদায়ের উল্লেখ করা হইল না। মুক্তাসম্বন্ধীয় যে সকল দোষের উল্লেখ আছে। তত্তাবতের মধ্য হইতে অগ্রে গরুড়পুরাণোক্ত কয়েকটি প্রধান দোষের বর্ণনা করা যাইতেছে।

মুক্তাসম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ আছে, তন্মধ্যে ৪টি মহাদোষ, ৬টি মধ্যম দোষ, তদ্ভিন্ন দুই একটি ক্ষুদ্র দোষও আছে। যথা—

"চত্বারঃ স্যুর্মহাদোষাঃ ষণ্মধ্যাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এবং দশ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥"
"শুক্তিলগ্নশ্চ মৎস্যাক্ষো জঠরস্ত্বাতিরক্তকম্।
ত্রিবৃত্তশ্চ চিপীটশ্চ ত্র্যস্রং কৃশকমেব চ।
কৃশপার্শ্বমবৃত্তঞ্চ মৌক্তিকং দোষবদ্ভবেৎ॥"

মুক্তাসম্বন্ধে চারিটি মহাদোষ এবং ছয়টি মধ্যম দোষ আছে। সর্ব্বসমেত দশটি দোষ রত্নপরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক সমাখ্যাত হই-য়াছে। সেই দশটি দোষের নাম ও লক্ষণ যথাক্রমে বলা যাইতেছে।

শুক্তিলগ্ন, মৎস্যাক্ষ, জরঠ বা জঠর ও অতিরক্ত; এই চারিটি মহাদোষ বলিয়া গণ্য। ত্রিবৃত্ত, চিপীট, ত্র্যস্র, কৃশ, কৃশপার্শ্ব ও অবৃত্ত,—এই ছয়প্রকার দোষ মধ্যম বলিয়া খ্যাত। প্রথমোক্ত শুক্তিলগ্ন ও মৎস্যাক্ষ প্রভৃতির লক্ষণাদি কিরূপ, তাহা সেই গরুড়পুরাণেই নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

১ শুক্তিলগ্ন —

"যস্যৈকদেশে সংলগ্নঃ শুক্তিখণ্ডো বিভাব্যতে।
শুক্তিলগ্নঃ সমাখ্যাতঃ স দোষঃ কুষ্ঠকারকঃ॥"

যে মুক্তার কোন এক প্রদেশে বা কোন এক অংশে ভগ্ন-শুক্তিখণ্ড (ঝিনুকের শল্ক) সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা "শুক্তিলগ্ন" নামে খ্যাত এবং তাহা কুষ্ঠরোগের আকর্ষক।

২ মৎস্যাক্ষ—

"মীনলোচনসচ্ছায়ো দৃশ্যতে মৌক্তিকে তু যঃ।
মৎস্যাক্ষঃ স তু দোষঃ স্যাৎ পুত্রনাশকরো ধ্রুবম্॥"

কোন কোন মুক্তায় মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় এক প্রকার চিহ্ন (বা আভা) দেখা যায়। সেই দৃশ্যের নাম মৎস্যাক্ষ। এই মৎস্যাক্ষ-মুক্তা ধারণ করিলে ধারণকর্ত্তার পুত্রনাশ হইয়া থাকে।

৩ জরঠ বা জঠর।—

"দীপ্তিহীনং গতচ্ছায়ং জরঠং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ।
তস্মিন্ সন্ধারিতে মৃত্যুর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥"

যাহার দীপ্তি ও ছায়া নাই, তাহার নাম "জরঠ" বা "জঠর।" এই জরঠজাতীয় মুক্তা ধারণ করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

৪ অতিরক্ত—

"মৌক্তিকং বিদ্রুমচ্ছায়মতিরক্তং বিদুর্ব্বুধাঃ।
দারিদ্র্যজনকং যস্মাৎ তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

কোন কোন স্থানের মুক্তায় প্রবালের ন্যায় রক্তাভা জন্মিয়া থাকে। সেই সকল মুক্তা রত্নশাস্ত্রে "অতিরক্ত" নামে নির্ব্বাচিত হয়। তাহা ধারণ করিলে দরিদ্রতা জন্মে ; সুতরাং তাহা বর্জ্জন করাই বিধেয়।

৫ ত্রিবৃত্ত—

"উপর্য্যুপরি তিষ্ঠন্তি বলয়োযত্র মৌক্তিকে।
ত্রিবৃত্তং নাম তস্যোক্তং সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্॥"

যে মুক্তায় উপর্য্যুপরি বলি অর্থাৎ স্তরের ন্যায় রেখা দেখা যায়, তাহার নাম "ত্রিবৃত্ত"। এই ত্রিবৃত্ত-মুক্তা ধারণে সৌভাগ্য ক্ষয় হইয়া থাকে।

৬ চিপীট—

"অবৃত্তং মৌক্তিকং যত্র চিপীটং তন্নিগদ্যতে।
মৌক্তিকং ধ্রিয়তে যেন তস্যাকীর্ত্তির্ভবেৎ সদা॥"

যাহা অবৃত্ত অর্থাৎ সুগোল নহে, তাহা "চিপীট" বলিয়া উক্ত হয়। যে মনুষ্য এই "অবৃত্ত" বা "চিপীট" (চ্যাপ্টা) মুক্তা ধারণ করে, সে সর্ব্বদাই অযশোভাগী হয়।

৭ ত্র্যস্র—

"ত্রিকোণং ত্র্যস্রমাখ্যাতং সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্।"

ত্রিকোণাকারে যে মুক্তার গঠন নিষ্পন্ন হয়, তাহা "ত্র্যস্র" নামে খ্যাত। ত্র্যস্র মুক্তা সৌভাগ্যের হানিকর।

৮ কৃশ—

"দীর্ঘং যত্তত্ কৃশং প্রোক্তং প্রজ্ঞাবিধ্বংসকারকম্।"

দীর্ঘাকার মুক্তা "কৃশ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই মুক্তা বুদ্ধি-নাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং ইহাও অগ্রাহ্য।

৯ কৃশপার্শ্ব—

"নির্ভগ্নমেকতো যত্র কৃশপার্শ্বং তদুচ্যতে।"

যাহার কোন এক প্রদেশ বা অংশ ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় অথবা বক্র বা বন্ধুর, তাহাকে "কৃশপার্শ্ব" বলা যায়। এই কৃশপার্শ্ব মুক্তাও নিন্দনীয়।

১০ অবৃত্ত—

"অবৃত্তং পিড়কোপেতং সর্ব্বসম্পত্তিহারকম্।"

* পিড়কাযুক্ত মুক্তাফল "অবৃত্ত" নামে ব্যবহৃত হয়। এই অবৃত্তমুক্তা ধারণ করিলে সকল সম্পত্তি নষ্ট হয়।

"যদ্বিচ্ছায়ং মৌক্তিকং ব্যঙ্গকায়ম্
শুক্তিস্পর্শং রক্তনাভ্রাতিধত্তে।
মনুষ্যাণাঙ্ক্ষ্য ত্বনুত্তানকম্
নৈতদ্ধার্য্যং ধীমতা দোষদায়ি॥"

---

* ক্ষুদ্র কুস্ক্রির ন্যায় চিহ্নকে পিড়কা বলে।

যে মুক্তায় দুই প্রকার ছায়া বা বর্ণ থাকে, যাহার অবয়ব বিকল, যাহার গাত্রে শুক্তির অংশ থাকে, যাহা অতি রক্তবর্ণ, যাহা মৎস্যচক্ষুচিহ্নে অঙ্কিত, যাহা রূক্ষ, যাহা উত্তান অর্থাৎ উঁচু, যাহা নম্র অর্থাৎ নেওলা, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ মুক্তা ধারণ করিবেন না। যেহেতু উক্তরূপ মুক্তা ধারণ করিলে দোষ হয়। এরূপ মুক্তা সকল কেবল ঔষধের জন্যই গৃহীত হয়, ধারণের জন্য নহে।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, মুক্তাসম্বন্ধে গুণ ও দোষ—যাহা পুরাতন রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমুদয় সঙ্কলন করা দুঃসাধ্য ও নিষ্প্রয়োজন। এ বিধায় অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল স্থূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইল। পূর্ব্বে যে, মধ্যে মধ্যে মুক্তাসম্বন্ধীয় ছায়া ও কান্তির কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহারই বর্ণনা করা আবশ্যক হইতেছে। কান্তি ও ছায়ার প্রভেদ এই যে, মুক্তার লাবণ্যবিশেষের নাম "কান্তি" আর বর্ণবিশেষের নাম "ছায়া"। "ভরতরসপ্রকরণ" নামক গ্রন্থে মুক্তাফলের কান্তির সহিত স্ত্রীশরীরের লাবণ্যের উপমা দিয়া কান্তিশব্দের অর্থ বুঝান হইয়াছে। সেই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, মুক্তাতে যে একপ্রকার টল্‌টলে চিক্কণভাব দৃষ্ট হয়, তাহাই স্ত্রীশরীরের লাবণ্য। অতএব, উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা পাঠকগণ বুঝুন যে, মুক্তার কান্তি কি। ফল লাবণ্যের নাম কান্তি,আর বর্ণের নাম ছায়া। সেই ছায়া চারি প্রকার ; যথা—

"চতুর্ধা মৌক্তিকে ছায়া পীতা চ মধুরা সিতা।
নীলা চৈব সমাখ্যাতা রত্নতত্ত্বপরীক্ষকৈঃ॥"
"পীতা লক্ষ্মীপ্রদা ছায়া মধুরা বুদ্ধিবর্দ্ধিনী।
শুক্লা যশস্করী ছায়া নীলা সৌভাগ্যদায়িনী॥"
"সিতা ছায়া ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়স্তাকরশ্মিমান্।
পীতচ্ছায়া ভবেদ্ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণাভচিহ্নিতঃ॥"

বর্ণের স্ফুরণের নাম ছায়া। সর্ব্বসমেত মুক্তার চারি প্রকার ছায়া বা বর্ণস্ফুরণ নির্দ্দিষ্ট আছে। পীত, মধুর, (পিঙ্গলপ্রায়), শুভ্র ও নীল। রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই চারি প্রকার মুক্তা-ছায়া বলিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে পীতচ্ছায়া স্ত্রীসম্পত্তি আনয়ন করে। মধুর ছায়াটী বুদ্ধিবৃদ্ধি করে। শুক্লা যশঃ প্রদান করে; এবং নীলা সৌভাগ্য দান করে।

মুক্তাসম্বন্ধে প্রধান প্রধান বক্তব্য সকল বলা হইল, এক্ষণে "বেধকার্য্য" ও "মূল্যকল্পনা" বলিতে হইবে।

বেধকার্য্য বা বিদ্ধ করিবার বিধি।

মুক্তাকে একপ্রকার প্রস্তর বলিলেও বলা যায়। মুক্তা অতি কঠিন পদার্থ; সুতরাং তাহার বেধকার্য্য সহজসাধ্য নহে। ইচ্ছা করিলেই যে ইচ্ছামত ছিদ্র করিতে তাহা পারিবে না। অগ্রে প্রক্রিয়া বিশেষদ্বারা কোমল করিয়া লইতে হইবে পশ্চাৎ বিদ্ধ করিতে হইবেক। কোমল করিবার প্রণালী এইরূপ।—

"হৃত্বা পচেত্ সুপিহিতে শুভদারভাণ্ডে *
মুক্তাফলং নিহিতনূতনশুক্তিকাণ্ডম্।
স্ফোটন্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডাত্
সংস্থাপ্য ধান্যনিচয়ে চ তমেকমাসম্॥
আদায় তত্ সকলমেব ততোন্নভাণ্ডম্ †
জম্বীরজাতরসযোজনয়া বিপক্কম্।
ঘৃষ্টং ততো মৃদুতনূকৃতপিণ্ডমূলৈঃ
কুর্য্যাত্ যথেচ্ছমিহ মৌক্তিকমাশু বিদ্রুম্॥"

শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তা আহরণ বা উত্তোলন করিয়া, অন্য এক

---

* এই "দার" দ্রব্যের বাঙ্গালা নাম কি? তাহা আমরা জানি না। অভিধানগ্রন্থে দেখা যায়, "দার" নামে একপ্রকার ওষধি আছে। কেহ কেহ "দারুভাণ্ডে" এরূপ পাঠ কল্পনা করিয়া কাষ্ঠময় পাত্রে স্থাপন করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহাই হউক, কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে কিংবা কোন বনজ ওষধিনির্ম্মিত পাত্রে যে কিরূপে পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। অপিচ,—

কেহ কেহ "স্ফোটং প্রণিদধীত" এই অংশের "ফুট" দিবেক, এরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন্ দ্রব্যের ফুট দিতে হয় তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না।

† "অন্নভাণ্ড" পাঠের পরিবর্ত্তে কোন কোন পুস্তকে "অন্য-ভাণ্ডম্" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কোন্ পাঠ যথার্থ, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। যাহাঁরা মুক্তার শোধনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এরূপ পাঠাপাঠের বিচার করিবার যথার্থ অধিকারী।

শূন্যগর্ভ শুক্তির মধ্যে রাখিয়া পুটিত করতঃ "দার" নামক দ্রব্যের দ্বারা ভাণ্ডরচনা করিয়া তন্মধ্যে রাখিবেক। যে পরিমাণ পাকে কিঞ্চিৎ স্ফোটতা (উচ্ছূনতা) জন্মে, সেই পরিমাণ পাক হইলে মুক্তাসকল ভাণ্ড হইতে বাহির করিবে। অনন্তর তাহা একমাস কাল ধান্যরাশিমধ্যে স্থাপন করিবে। একমাস পরে সেই সকল মুক্তা অন্নযুক্ত অন্য ভাণ্ডে জামির লেবুর রস-সংযোগে পাক করিবে। পরে মদনবৃক্ষমূলের দ্বারা সূক্ষ্ম ও মৃদু কুচী প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। এইরূপ করিলে মুক্তাকে ইচ্ছানুরূপ বিদ্ধ বা ছিদ্রিত করা যাইবে। এই প্রক্রিয়া কেবল শুক্তিজ মুক্তার প্রতিই বিহিত। অন্যান্য মুক্তাকে বিদ্ধ করা যায় না, অথবা করিবার যোগ্য নহে বলিয়া রত্নশাস্ত্রে তাহার নিষেধ দৃষ্ট হয়। যথা—

"শঙ্খ-তিমি-বেণু-বারণ-বরাহ-ভুজগাম্বুজান্যবেধ্যানি।
অমিতগুণত্বাচ্চৈষামর্ঘঃ শাস্ত্রে ন নির্দ্দিষ্টঃ॥"

বৃহৎ সংহিতা।

শঙ্খ, মৎস্য, বাঁশ, মাতঙ্গ, বরাহ, সর্প ও মেঘ হইতে যে মুক্তা উৎপন্ন হয় তাহা অবেধ্য এবং অপরিমিত গুণ বিধায় শাস্ত্রে উহাদের মূল্যেরও নির্দ্দেশ করা হয় নাই। গ্রন্থান্তরেও লিখিত আছে যে—

"বেধ্যন্ত মুক্তারত্নমেব তেষাং শেষাণ্যবেধ্যানি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।"

ফলকথা এই যে, শুক্তিজ মুক্তাই সুপ্রাপ্য ও সুখবেধ্য, অন্যান্য মুক্তা দুষ্প্রাপ্য ও কৃচ্ছ্রবেধ্য। গরুড়পুরাণ বলেন যে,—

"ত্বক্‌সারনাগেন্দ্রতিমিপ্রসূতং যচ্ছঙ্খজং যচ্চ বরাহজাতম্।
প্রায়োবিমুক্তানি ভবন্তি ভাসা শস্তানি মাঙ্গল্যতয়া তথাপি॥"

বাঁশ, হস্তী ও মৎস্য-জাত মুক্তা, বরাহজ মুক্তা ও শঙ্খজ মুক্তা প্রায়ই নির্দ্যুতি হয়; কিন্তু তাহা হইলেও সে সকল মুক্তা প্রশস্ত ও মঙ্গল্যজনক বলিয়া গ্রাহ্য।

শোধন-বিধি।

শুক্তিগর্ভে থাকা অবস্থায় মুক্তার ঔজ্জ্বল্য ও সুকান্তি থাকে না। মণিকারেরা প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা তাহার মালিন্য দূর করিয়া অতি উত্তম কান্তিযুক্ত করিয়া লয়। গরুড়পুরাণ ও যুক্তি-কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে মুক্তার ঔজ্জ্বল্যবৃদ্ধি ও নির্ম্মলীকরণসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে। যথা—

জম্বীরমত্স্যপুটমধ্যগতন্তু কৃত্বা,
পশ্চাৎ পচেত্তনু ততশ্চ বিতানপত্র্যা।
দুগ্ধে ততঃ পয়সি তদ্বিপচেৎ সুধায়াং
পক্বন্ততোঽপি পয়সা শুচি চিক্কণেন॥
শুদ্ধং ততো বিমলবস্ত্রনিঘর্ষণেন
স্যান্মৌক্তিকং বিমলসদ্‌গুণকান্তিযুক্তম্।

অর্থ এই যে, মুক্তাসকল মৃত্তিকালিপ্ত মৎস্যপুটযন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া উশীরমূলযুক্ত দুগ্ধে পাক করিবে। তৎপরে উষ্ণজলে প্রক্ষেপ, পরে সুধা অর্থাৎ চূর্ণদ্রবে পাক, তৎপশ্চাৎ পুনরপি কেবল জলে পাক করিবে। অনন্তর নির্ম্মল, শুভ্র ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা মার্জ্জন করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা মুক্তাসকল নির্ম্মল ও উত্তম ঔজ্জ্বল্যযুক্ত হয়, এবং সদ্‌গুণ ও সুকান্তি ধারণ করে*।

কৃত্রিমতা-পরীক্ষা।

মুক্তা অতি মূল্যবান্ ও সুন্দর পদার্থ। ভারতবাসীরা ইহাকে মহারত্ন বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। আদর ও মূল্যের আধিক্য দেখিলেই ধনপিপাসুগণের লোভ বৃদ্ধি হয়। তৎসঙ্গে তাহার কৃত্রিমতাও ঘটে। মুক্তাও মূল্যবান্ ও আদরের বস্তু বলিয়া দুষ্টলোকেরা তাহা কৃত্রিম করিয়া থাকে। যুক্তি-কল্পতরুকার ভোজদেব লিখিয়াছেন যে, সিংহলদেশের কৌশলী মনুষ্যেরা অতি আশ্চর্য্য কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া ক্রেতা-দিগের মনোহরণ করিয়া থাকে। তাহারা কাচের ন্যায় শুভ্র "তার" অর্থাৎ রজতে তৎশতাংশ হেম (সুবর্ণ) যোগ দিয়া

* যুক্তিকল্পতরুধৃত বচনের সংস্কৃতানুরূপ অর্থ ব্যক্ত করা গেল; পরন্তু মুক্তাব্যবসায়ীরা যে কিরূপ করিয়া থাকেন তাহা আমরা অনুসন্ধান করি নাই। উক্ত বচনের "সুধা" শব্দের পরিবর্ত্তে "সুরা" শব্দ পাঠ করিতেও দেখা যায়।

পারদমধ্যে রক্ষাকরতঃ একপ্রকার মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সে মুক্তা দেহভূষণমাত্র, ফলাফল কিছু নাই*। যুক্তিকল্পতরু বলেন, মুক্তায় যদি কৃত্রিমতা সন্দেহ হয়, তবে তাহার পরীক্ষার্থ এইরূপ প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। যথা—

"यस्मिन् कृत्रिमसन्देहः क्वचिद्भवति मौक्तिके।
उष्णे सलवणे स्नेहे निशां तद्वासयेज्जले॥
व्रीहिभिर्मर्द्दनीयं वा शुष्कवस्त्रोपवेष्टितम्।
यत्तु नायाति वैवर्ण्यं विज्ञेयं तदकृत्रिमम्॥"

যদি কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তাহা জলে ও উষ্ণ সলবণ স্নেহে অর্থাৎ লবণাক্ত তৈল কিম্বা ঘৃত প্রভৃতির মধ্যে একরাত্র রাখিয়া দেখিবেক। অথবা শুষ্কবস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ধান্যদ্বারা ঘর্ষণ করিবেক। এইরূপ করিলে যদি বিবর্ণ না হয় তবেই সে মুক্তা অকৃত্রিম নচেৎ কৃত্রিম বলিয়া জানিবে।

"व्याड़िर्जगाद जगतां हि महाप्रभावः
सिद्धोविदग्धोहिततत्परया दयालुः।"

সিংহলীয় শিল্পীরা যেমন নানা উপাদানে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত

---

* "শ্বেতকাচসমং তারং হেমাংশশতযোজিতম্। রসমধ্যে প্রধার্য্যোত মৌক্তিকং দেহভূষণম্॥ এবং হি সিংহলে দেশে কুর্ব্বন্তি কুশলা জনাঃ"—ইত্যাদি। গরুড়পুরাণ দেখ।

করিতে পারিত, তেমনি ব্যাড়ি প্রভৃতি মুনিরাও তাহার নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে পারিতেন।

কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে কৃত্রিম মুক্তাপরীক্ষাসম্বন্ধে অন্য কয়েকটি বচন লিখিত হইয়াছে। কর্ত্তব্যবোধে এ স্থানে সেগুলিও প্রদত্ত হইল। যথা—

"क्षिपेत् गोमूत्रभाण्डे तु लवणक्षारसंयुते।
स्वेदयेद्वह्निना वापि शुष्कवस्त्रेण वेष्टयेत्॥
हस्ते मौक्तिकमादाय व्रीहिभिश्चोपघर्षयेत्।
कृत्रिमं भङ्गमाप्नोति सहजञ्चाति दीप्यते॥"

কৃত্রিম কি অকৃত্রিম, সন্দেহ হইলে তাহা লবণ ও ক্ষার-সংযুক্ত গোমূত্রভাণ্ডে ফেলিয়া রাখিবেক, অথবা বহ্নিদ্বারা স্বেদ (তাপ) লাগাইবেক। অনন্তর শুষ্কবস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া পশ্চাৎ তাহা হস্ততলে রাখিয়া ধান্যের সহিত মর্দ্দন করিবেক। যদি কৃত্রিম হয়, তবে ভাঙ্গিয়া যাইবেক, আর যদি অকৃত্রিম হয়, তবে তাহা ভাঙ্গিবে না, প্রত্যুত নির্ম্মল দীপ্তিযুক্ত হইবেক।

প্রকারান্তর।

"लवणक्षारक्षोदिनि पात्रेऽजगोमूत्रपूरिते क्षिप्तम्।
मर्द्दितमपि शालीतुषैर्यदविकृतं तत् जात्यम्॥"

লবণ ও ক্ষারচূর্ণযুক্ত পাত্রে ও ছাগমূত্র কি গোমূত্রপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া রাখিবেক। পরে তাহা উঠাইয়া শালী ধান্যের তুষে

মর্দ্দন করিবেক। ইহাতে যদি বিকৃতি প্রাপ্ত না হয় তবে তাহা জাত্য মুক্তা, আর বিকৃত হইলে কৃত্রিম মুক্তা।

প্রকারান্তর।

"কুর্ব্বন্তি কৃত্রিমং তদ্বৎ সিংহলদ্বীপবাসিনঃ।
তৎসন্দেহবিনাশার্থং মৌক্তিকং সুপরীক্ষয়েৎ॥
উষ্ণে সলবণস্নেহে জলে নিশুষিতং হি তৎ।
ব্রীহিভির্মর্দ্দিতং নৈযাৎ বৈবর্ণ্যং তদকৃত্রিমম্॥"

শুক্রনীতি।

সিংহলদ্বীপবাসীরা কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে। অতএব মুক্তা দেখিলে, কৃত্রিম কি জাত্য? এরূপ সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত মুক্তাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে হয়। লবণাক্ত তৈল কি ঘৃতকে উষ্ণ করিয়া তন্মধ্যে মুক্তাটী রাখিবেক। পরে জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাত্রিবাসিত করিবেক। অনন্তর তাহাকে ধান্যের সহিত একত্রে মর্দ্দিত করিবেক। ইহাতে যদি বিবর্ণ না হয় তবেই তাহা অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে।

মূল্যব্যবস্থা।

যুক্তিকল্পতরু, গরুড়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা, শুক্রনীতি ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মুক্তার দোষ, গুণ, ও শোধনবিধি প্রভৃতি যেরূপ বিচারিত হইয়াছে, তাহা বলা হইল। এক্ষণে মূল্যের ব্যবস্থা কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বকালে ভার, তেজ, কান্তি এবং অন্যান্য গুণনিচয় (যাহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে) অনুসারেই মুক্তার মূল্যাবধারণ করা হইত। এখন আর প্রায় সেরূপ প্রথা দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বকালে যেরূপ আকারের মুক্তা যে পরিমাণ মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহা বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাবলির বচননিচয় আলোচনার দ্বারা জানা যায়। যথা—

"মাষকচতুষ্টয়ধৃতস্যৈকস্য শতাহ্বতা ত্রিপঞ্চাশৎ।
কার্ষাপণা নিগদিতা মূল্যং তেজোগুণযুতস্য॥"

৪ মাষক* পরিমিত অর্থাৎ ২০ রতি ওজনের মুক্তা যদি সতেজ, সুতার ও সুবৃত্ত (সুগোল) হয়, পূর্ব্বোক্ত গুণনিচয়ে সুশোভিত হয়, তবে তাহার মূল্য শতগুণিত ত্রিপঞ্চাশৎ কার্ষাপণ অর্থাৎ ৫৩০০০ কাহন কড়ি। এস্থলে যুক্তিকল্পতরুর মত এইরূপ—

"একস্য যুক্তিপ্রভবস্য যুদ্ধমুক্তামণেঃ মাষকসম্মিতস্য।
মূল্যং সহস্রাণি কপর্দ্দকানি ত্রিভিঃ শতৈরভ্যধিকানি পঞ্চ॥"

---

* "মাষ" শব্দের অর্থ অনেক। মাষশব্দে তন্নামক কলায় ও পরিমাণবিশেষ বুঝাইয়া থাকে। পরিমাণসম্বন্ধেও নানা মত দৃষ্ট হয়। এখানে মাষশব্দের অর্থ ৪ গুঞ্জা পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবেক। যেহেতু মণি ও মুক্তাসম্বন্ধে ঐরূপ পরিমাণ গ্রহণ করিবার জন্য যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে বিস্পষ্ট উক্তি আছে। যথা—"পঞ্চভির্মাষকো জ্ঞেয়ো গুঞ্জাভির্মাষকৈস্তথা। চতুর্ভিঃ শাণমাখ্যাতং মাষকৈর্মণিবেদিভিঃ॥"

শুক্তিজাত বিশুদ্ধমুক্তামণি যদি শাণ অর্থাৎ ৪ মাষা পরিমিত হয়, তবে তাহার একটির মূল্য ৫ অধিক তিনশত সহস্র কপর্দ্দক। অপিচ—

"यन्माषकार्द्धेन ततो विहीनं
चतुःसहस्रं लभतेऽस्य मूल्यम्।"

তাদৃশ গুণযুক্ত মুক্তা যদি ওজনে তদপেক্ষা অর্দ্ধমাষা ন্যূন হয়, তবে তাহার মূল্য চারিসহস্র কপর্দ্দক হইবে।

এস্থলে বৃহৎসংহিতার মত এইরূপ—

"माषकदलहान्याऽतो द्वात्रिंशत् विंशतिस्त्रयोदश च।
अष्टौ शतानि च शतत्रयं त्रिपञ्चाशता सहितम्॥"

পূর্ব্বোক্ত ৪ মাষা পরিমাণ হইতে যদি মাষকদল অর্থাৎ একমাষার এক চতুর্থাংশ হীন হয়, তবে তাদৃশ অর্থাৎ ৩॥ মাষা পরিমিত মুক্তার মূল্য ৩২।২০১৩।৮০০।৩০০।৫৩। কার্ষাপণ।

"यन्माषकांस्त्रीन् बिभृयात् गुरुत्वे
द्वे तस्य मूल्यं परमं प्रदिष्टम्।"

যে মুক্তা গুরুত্বে ৩ মাষা পরিমাণ হয় তাহার মূল্য দুইসহস্র কার্ষাপণ।

পূর্ব্বকালে এইরূপ নিয়মে কপর্দ্দক অর্থাৎ কড়ির বিনিময়ে মুক্তারত্ন ক্রীত বিক্রীত হইত। যখন স্বর্ণ, রৌপ্য, কি তাম্রাদি

মুদ্রার বিনিময় আরম্ভ হইয়াছিল তখনও উল্লিখিত কার্ষাপণের নিয়ম ব্যতিক্রান্ত হইত না। ভিন্ন ভিন্ন ওজনের মুক্তার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অনুসারে রত্নশাস্ত্রে যেরূপ মূল্য অবধারিত আছে, সে সমস্ত সঙ্কলন করা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু এক্ষণে নূতন প্রথাই প্রবল। তথাপি প্রস্তাবের শেষে মূল্যজ্ঞাপক কএকটী বচন ও তাহার যথাশ্রুত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। উল্লিখিত গ্রন্থে মূল্যনিয়ামক কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয় তাহাও এক্ষণে নিষ্প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেগুলি এস্থলে ব্যক্ত করিলে "মুক্তা কত বড় হইবার সম্ভব?" এই এক কুতূহল চরিতার্থ হয়। সেই জন্য অর্থাৎ কুতূহল চরিতার্থতার জন্য এস্থলে সেগুলির উল্লেখ করা হইল।

গুঞ্জা	... ১ কুচ বা রতি।	হিক্কা	... ১৩ ধরণ।
মাষক বা মাষা	.. ৪ ,, ।	দার্ব্বিক	.. ১৬ ,, ।
শাণ	... ২০ ,, ।	সুপূর্ণ	... ২০ ,, ।
কৃষ্ণল	(গুঞ্জা)	শিক্য	.. ৩০ ,, ।
রূপক	৩ (০)	সোম	... ৪০ ,, ।*
ধরণ	... ২৪ রতি	কলঞ্জ	... ১০ রূপক।

(মতান্তরে ১০ রতি।)

* বৃহৎসংহিতা ও যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে পরিমাণবোধক "নিকর" "শীর্ষক" "কূপ্য" "চূর্ণ" প্রভৃতি আরও কয়েকটি শব্দ আছে। তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, প্রাচীনকালে কেহ না কেহ উল্লিখিত পরিমাণের বৃহৎ মুক্তা দেখিয়াছেন।

বৃহৎসংহিতা অপেক্ষা "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে মূল্যসম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ৺ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্বকৃত কল্পদ্রুমে কেবল যুক্তিকল্পতরুর বচনমালা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, বৃহৎসংহিতার একটি বচনও উদ্ধৃত করেন নাই। বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে ক্ষুদ্র মুক্তার মূল্যসম্বন্ধে কোন নির্দ্ধারিত ও বিস্পষ্ট নিয়ম না থাকিলেও "মাষক" পরিমাণ হইতে মূল্যের অতি সুনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। "মাষক" হইতে "শাণ" পর্য্যন্ত নামগ্রাহী মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে, কোন এক সাধারণ নিয়ম নাই। "শাণ" হইতেই তাদৃশ সাধারণ নিয়ম আবদ্ধীকৃত হইয়াছে। যথা—

"শাণাৎপরং মাষকমেকমেকং যাবদ্বিবর্দ্ধেত গুণৈরপীদম্।
মূল্যেন তাবদ্দ্বিগুণেন যোগ্যমাসোত্যনাবৃষ্টিহতেঽপি দেশে॥"

"শাণ" পরিমাণের পর ওজনে যত মাষা অধিক হইবে, অনাবৃষ্টিহত অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ্য দেশেও তাহার প্রত্যেক অধিক মাষার মূল্যের দ্বৈগুণ্য স্থির থাকিবেক।

"পঞ্চত্রিংশং শতমিতি চত্বারঃ কৃষ্ণলা নবতি মূল্যাঃ।
সার্দ্ধাস্তিস্রোগুঞ্জাঃ সপ্ততি মূল্যং ধৃতং রূপম্॥"

বৃহৎসংহিতা।

৪ কৃষ্ণল অর্থাৎ ৪ গুঞ্জাপরিমিত হইলে ৩৫০০।৯০ মূল্য ও সার্দ্ধ ত্রিগুঞ্জা হইলে সপ্ততি রূপক মূল্য হয়। এইরূপ,—

"গুঞ্জাত্রয়স্য মূল্যং পঞ্চাশদ্রূপকা গুণযুতস্য।
রূপকপঞ্চত্রিংশৎ ত্রয়স্য গুঞ্জার্দ্ধহীনস্য॥"
"পলদশভাগোধরণং তদ্যদি মুক্তাস্ত্রয়োদশ সুরূপাঃ।
ত্রিশতোষপঞ্চবিংশা রূপকসংখ্যাকৃতং মূল্যম্॥"
"ষোড়শকস্য দ্বিশতো বিংশতিরূপস্য সপ্ততিঃ সশতা।
যৎ পঞ্চবিংশতিধৃতং তস্য শতং ত্রিংশতা সহিতম্॥"
"ত্রিংশৎ সপ্ততি মূল্যা চত্বারিংশচ্ছতার্দ্ধ মূল্যা চ।
ষষ্টিঃ পঞ্চোনা বা ধরণং পঞ্চাষ্টকং মূল্যম্॥"
"মুক্তাশীত্যাস্ত্রিংশৎ শতস্য সা পঞ্চরূপকবিহীনা।
দ্বিত্রিচতুঃপঞ্চশতা দ্বাদশ ষট্পঞ্চকত্রিতয়ম্॥"
"পিক্কা পিচ্চার্ঘার্ঘা রবকঃ সিকৃথং ত্রয়োদশাদ্যানাম্।
সংজ্ঞাঃ পরতোনিগরাস্চূর্ণাশ্চাশীতিপূর্ব্বাণাম্॥"
"এতদ্গুণযুক্তানাং ধরণধৃতানাং প্রকীর্ত্তিতং মূল্যম্।
পরিকল্প্যমন্তরালে হীনগুণানাং চয়ঃ কার্য্যঃ॥"
"কৃষ্ণাশ্বেতকপীতকতাম্রাণামীষদপি চ বিষমানাম্।
ত্র্যংশোনং বিষমকপোড়য়োশ্চ ষড়্ভাগদলহীনম্॥"

তিন রতি প্রমাণ একটী গুণযুক্ত মুক্তার মূল্য ৫০ রূপক; আর অর্দ্ধহীন তিন অর্থাৎ ২॥০ গুঞ্জা পরিমিত একটী গুণান্বিত মুক্তার মূল্য ৩৫ রূপক। (এই রূপক তৎকালের এক প্রকার রৌপ্যমুদ্রা)।

১ পলের ১০ ভাগের এক ভাগের নাম ধরণ। এই ধরণ যদি ১৩ ভাগান্বিত হয় তবে তৎপরিমিত একটী সুন্দর মুক্তার (ওজনে) মূল্য ৩।২৫ রূপক। ইত্যাদি ক্রমে ওজনের ন্যূনাধিক্য অনুসারে মূল্যের ন্যূনাধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশেষে বলা হইয়াছে যে, উত্তম গুণযুক্ত মুক্তার পরিমাণ ক্রমে কথিতপ্রকারে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিবে। পরন্তু তাহার অন্তরাল অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী পরিমাণগুলিতে উক্ত নিয়মের ভাগহারক্রমে মূল্য কল্পনা করিবেক এবং গুণের হীনতা অনুসারে মূল্যেরও অল্পতা নির্দ্দেশ করিবেক। কৃষ্ণ, শ্বেত, (লাবণ্যহীন শ্বেত), পীত, তাম্র ও বিষম (অর্থাৎ যাহা সুগোল নহে) মুক্তার মূল্য উত্তম মুক্তার মূল্য হইতে তিন ভাগের এক ভাগ হীন হইবেক এবং অপূর্ণ ও অল্পবিষম ও পীড়কাযুক্ত হইলে ৬ ভাগের এক ভাগ হীন করিবেক।

ভোজকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মোত্তমমধ্যমানাং যন্মৌক্তিকানামিহ মূল্যমুক্তম্।
তজ্জাতিমাত্রেণ ন জাতু কার্য্যং গুণৈরহীনস্য হি তস্য দিষ্টম্॥"

মদুক্ত রত্নশাস্ত্রে সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, উত্তম ও মধ্যমাদি মুক্তার যেরূপ মূল্যাবধারণ করা হইল, তাহা, যে সে মুক্তার জন্য নহে। মুক্তার যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, যদি সেই সকল

গুণ থাকে, তবেই সে মুক্তা নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রীত হওয়ার যোগ্য।

" যস্তু চন্দ্রাংশুসংকাশমীষদ্বিল্বফলাকৃতি।
স্বমূল্যাত্ সপ্তমং ভাগমহত্তস্তাদ্রমেত তত্ ॥"

যে মুক্তা চন্দ্রাংশু অর্থাৎ জ্যোৎস্নার ন্যায় মধুরশুভ্রবর্ণযুক্ত, কিন্তু আকৃতি ঈষৎ বিল্বফলের ন্যায় অর্থাৎ সুগোল নহে, সে মুক্তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সপ্তমভাগের এক ভাগ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মুক্তার আকারগত বৈলক্ষণ্য অনেকবিধ হইয়া থাকে। মুক্তার গঠন যতই বিলক্ষণ হউক, সুবৃত্ত অর্থাৎ সুগোল মুক্তারই মূল্য অধিক। গোলতার তারতম্যানুসারে বিষমগঠনের মুক্তার মূল্য নির্ণয় করিতে হয়।

" পীতকস্য ভবেদর্দ্ধং মহত্তস্য ত্রিভাগতঃ।
বিষমব্যস্তজাতীনাং ষড়্ভাগং মূল্যমাদিশেত্ ॥"

গুণযুক্ত ও অবৃত্ত মুক্তা অপেক্ষা পীতক জাতীয় মুক্তার অর্দ্ধ মূল্য হইয়া থাকে। আর বিষম ও ব্যস্তজাতীয় মুক্তার মূল্য প্রকৃতাবস্থ মুক্তা অপেক্ষা ছয়ভাগের একভাগ।

" অর্দ্ধরূপাণি সস্ফোটাত্ পঙ্কচূর্ণানি যানি চ।
অসারাণি চ যানি স্যুঃ করকাকারবন্তি চ ॥"
" একদেশপ্রভাবন্তি সকলাস্নেষিতানি চ।
যানি চাতকবর্ণানি কাংস্যবর্ণানি যানি চ।

মীননেত্রসবর্ণানি গ্রন্থিভিঃ সংবৃতানি চ।
সদোষাণি চ যানি স্যুস্তেষাং মূল্যং পদোনিকম্ ॥"

যে মুক্তা স্ফোটযুক্ত, কি অর্দ্ধরূপ, এবং যে মুক্তা পঙ্কচূর্ণ অর্থাৎ চূর্ণবিন্দুবিলিপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়, যে মুক্তা সার-রহিত, যাহার আকার, করকার ন্যায় যাহার একদেশমাত্র প্রভাযুক্ত, যাহাতে সুসূক্ষ্ম শুক্তিখণ্ড আশ্লিষ্ট থাকে, যাহার বর্ণ চাতক-পক্ষীর বর্ণের, অথবা কাংস্যবর্ণের সদৃশ, যাহা মীননেত্রের ন্যায়, যাহা গ্রন্থিযুক্ত অথবা অন্য কোন দোষে দূষিত, সে মুক্তার মূল্য প্রকৃত অপেক্ষা একচতুর্থাংশ হীন।

" পঞ্চভির্মাষকোজ্ঞেয়ো গুঞ্জাভির্মাষকৈস্তথা।
চতুর্ভিঃ শাণমাখ্যাতং মাষকৈর্মণিবেদিভিঃ ॥"

মণিবেত্তারা বলেন যে, ৫ গুঞ্জায় ১ মাষা হয়, আর ৪ মাষায় এক শাণ হয়। (কিন্তু শুক্রনীতির মতে ৪ গুঞ্জায় ১ মাষা)।

" অর্দ্ধাধিকদ্বৌ বহতোঽস্য মূল্যং
ত্রিভিঃ শতৈরভ্যধিকং সহস্রম্।
দ্বিমাষকোন্মাষকোন্মাপিতগৌরবস্য
শতানি চাষ্টৌ কথিতানি মূল্যম্ ॥"

১ শাণ ওজনের উত্তম শুক্তিজ মুক্তার মূল্য, ১৩০৫ এবং অর্দ্ধমাষা ন্যূন হইলে ৪০০০। ২॥০ মাষা হইলে ১৩০০, ২ মাষা হইলে ৭০০ পণ।

" अर्द्धाधिकमाषकसम्मितस्य सपञ्चविंशं त्रितयं शतानाम्।
षन्माषकोन्मापितमानमेकं तस्याधिकं विंशतिभिः शतं स्यात्॥"

১॥০ মাষা মুক্তার মূল্য ৩২৫, ৬ মাষা পরিমিত তাদৃশ মুক্তার মূল্য উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা ১২০ অধিক।

" गुञ्जाश्च षट् धारयतः शते द्वे मूल्यं परं तस्य वदन्ति तज्ज्ञाः।
गुञ्जाश्चतस्रोविधृतं शतार्द्धादर्द्धं लभेताप्यधिकं त्रिभिर्वा॥"

৬ গুঞ্জা ওজনের মুক্তা ২০০ পণ এবং ৪ গুঞ্জা ওজনের মূল্য ৩ অধিক শতার্দ্ধের অর্দ্ধ।

" अतः परं स्याद्धरणप्रमाणं संख्याविनिर्द्दिष्टविनिश्चयोक्तिः।
त्रयोदशानां धरणे धृतानां द्विक्केति नाम प्रवदन्ति तज्ज्ञाः।
अध्यर्द्धमानञ्च शतं क्षतं स्यात् मूल्यं गुणैस्तस्य समन्वितस्य॥"

" यदि षोड़शभिर्भवेत् सुपूर्णं धरणं तत् प्रवदन्ति दार्विकाख्यम्।
अधिकं दशभिः शतञ्च मूल्यं समवाप्नोत्यपि वालिशस्य हस्तात्॥"

" यदि विंशतिभिर्भवेत् सुपूर्णं धरणं मौक्तिकजं वदन्ति तज्ज्ञाः।
नवसप्ततिमाप्नुयात् स्वमूल्यं यदि न स्यात् गुणयुक्तितोविहीनम्॥"

" त्रिंशता धरणं पूर्णं शिक्येति परिकीर्त्त्यते।
चत्वारिंशत् परं तस्य मूल्यमेष विनिश्चयः॥"

" चत्वारिंशद्भवेत् शिक्या त्रिंशन्मूल्यं लभेत सा।
पञ्चाशत्तु भवेत् सोमस्तस्य मूल्यन्तु विंशतिः॥"

" षष्टिर्निष्करयोर्यत्र स्यात् तस्य मूल्यं चतुर्द्दश।
अशीतिर्नवतिस्त्वेति कृष्येति परिकल्प्यते॥"
" एकादश स्मृतैव च तयोर्मूल्यमनुक्रमात्।
शतमर्द्धाधिकं द्वे च चूर्णोऽयं परिकीर्त्तितः।
सप्त पञ्च त्रयस्त्वेव तेषां मूल्यमनुक्रमात्॥"

এই সকল বচনের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। যেহেতু ইহার সহিত সম্প্রতি-প্রচলিত মূল্যের কিছুমাত্র ঐক্য নাই। সুতরাং অনুবাদের প্রয়াস পাইয়া গ্রন্থ বাহুল্য করার প্রয়োজনও নাই। বস্তুতঃ সকল বস্তুরই মূল্য সময়বিশেষে বিভিন্ন হইয়া থাকে। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

" राजदौष्ट्याच्च रत्नानां मूल्यं हीनाधिकं भवेत्।"

রাজাদিগের দুরভিসন্ধিতে রত্ন সকলের মূল্যের অল্পতা ও আধিক্য হইয়া থাকে।

" तुलाकल्पिनमूल्यं स्यात् रत्नं गोमेदकं विना।
त्र्यमाविंशतिभीरत्ती रत्नानां मौक्तिकं विना।
रत्तित्रयन्तु मुक्तायास्तुःक्ष्णलकैर्भवेत्।
चतुर्विंशतिभिस्ताभीरत्नटङ्कस्तु रत्तिभिः।
टङ्कैश्चतुर्भिस्तोलः स्यात्————————॥"

शुक्रनीति।

গোমেদ ব্যতীত সকল রত্নেরই ওজন অনুসারে মূল্য কল্পনা করা হইয়া থাকে। মুক্তা ভিন্ন অন্যান্য রত্ন সম্বন্ধে বিংশতি ক্ষুমায় এক রতি ধরা হয়। কিন্তু মুক্তার বেলা ৪ কৃষ্ণল অর্থাৎ ৪ কুঁচে তিন রতি ধরা হয়। রত্নশাস্ত্রে তাহার ২৪ গুণ ওজনকে রত্নটঙ্ক বলে এবং ৪ রত্নটঙ্কে এক তোলা ধরা হয়। মুক্তার পরিমাণ বা ওজন সম্বন্ধে এইরূপ পরিভাষা অতি পুরাতনকালে গৃহীত হইত। এক্ষণে তাহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে।

রত্নশাস্ত্রে মুক্তার পরীক্ষা ও মূল্যসম্বন্ধে এতদ্রূপ অনেক কথাবার্ত্তা থাকিলেও এই স্থানেই প্রস্তাব শেষ করা গেল। যেহেতু এরূপ প্রস্তাবের কুতূহল চরিতার্থতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবহারযোগ্য ফল নাই।

আর এক কথা—কল্পদ্রুম অভিধানে যুক্তিকল্পতরু ও গরুড়-পুরাণের বচন ভিন্ন বৃহৎসংহিতা ও মুক্তাবলি প্রভৃতি গ্রন্থের একটি কথাও লিখিত হয় নাই। সুতরাং সেই সকল গ্রন্থ হইতে মুক্তাহারসম্বন্ধীয় দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করা বিধেয় বোধ হইতেছে। হারের যে ভাগকে আমরা "নহর" বলি, তাহার সংস্কৃত নাম "লতা"। কোন কোন স্থানে "হার" বলিয়াও উল্লেখিত হইয়াছে। বৃহৎসংহিতা বলেন, ভূষণবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথক্ পৃথক্ নহরযুক্ত মুক্তাহারের পৃথক্

পৃথক্ নাম দিয়া থাকেন, যথা—"ইন্দ্রচ্ছন্দ" "বিজয়চ্ছন্দ" "দেবচ্ছন্দ" "অর্দ্ধহার" "হার" "রশ্মিকলাপ" "গুচ্ছ" "অর্দ্ধগুচ্ছ" "মাণবক" "অর্দ্ধমাণবক" "মন্দর" "হার-ফলক" "নক্ষত্রমালা" "মণিসোপান" "চাটুকার" "একা-বলী" ও "যষ্টি"। এই সকল হারের সঙ্গে রত্নান্তরের যোগ থাকিলে নামান্তরও হইয়া থাকে।

দীর্ঘে চতুর্হস্ত এবং লতায় (নহর) অষ্টাধিক সহস্র* ; এরূপ মুক্তাহারের নাম "ইন্দ্রচ্ছন্দ" ইহা দেবতাদের ভূষণ। ইহার অৰ্দ্ধেক হইলে "বিজয়চ্ছন্দ" এবং অষ্টাধিক শতসংখ্যক নহরের মুক্তাহার "দেবচ্ছন্দ" নামে কীর্ত্তিত হয়। একাশীতি লতাযুক্ত হইলে "হার" এবং চতুঃষষ্টি লতায় "অর্দ্ধহার"। ৫৪ কিম্বা ৬৯ নহর হইলে "রশ্মিকলাপ" ৩২ লতা হইলে "গুচ্ছ" এবং ২০ লতা হইলে "অর্দ্ধগুচ্ছ" ১৬ লতায় "মাণবক" ১২ লতায় "অর্দ্ধমাণবক" ৮ লতায় "মন্দর" ৫ নহর হইলে "হারফলক" ২৭ নহর হইলে "নক্ষত্রমালা" অথবা "মুক্তাহস্ত" তাহাতে মধ্যমণি এবং সুবর্ণগুলিকা থাকিলে "মণিসোপান" বলা যায়। উক্তরূপ হার যদি তরলক অর্থাৎ মধ্যমণিযুক্ত হয় তবে তাহাকে "চাটুকার" সংজ্ঞাও দেওয়া হয়।

---

* কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক "নহর" নহে, অষ্টোত্তর সহস্র "মুক্তা"।

ইচ্ছানুরূপসংখ্যক মুক্তাহারদ্বারা যে মণিহীন ও হস্তপরিমিত মালা প্রস্তুত হয় তাহার নাম "একাবলী" আর সেই একাবলী মালার মধ্যস্থলে যদি মণি থাকে, তবে তাহার নাম "যষ্টি"। এই সংজ্ঞাসমূহ বৃহৎসংহিতার বচনসমূহে উক্ত আছে। যথা—

"সুরভূষণং লতানাং সহস্রমষ্টোত্তরং চতুর্হস্তম্।
ইন্দ্রচ্ছন্দোনাম্না বিজয়চ্ছন্দস্তদর্দ্ধেন॥
শতমষ্টযুতং হারো দেবচ্ছন্দো হ্যশীতিরেকযুতা।
অষ্টাষ্টকোঽর্দ্ধহারো রশ্মিকলাপশ্চ নবষট্কঃ॥
দ্বাত্রিংশতা তু গুচ্ছো বিংশত্যা কীর্ত্তিতোঽর্দ্ধগুচ্ছাখ্যঃ।
ষোড়শভির্মাণবকো দ্বাদশভিশ্চার্দ্ধমাণবকঃ॥
মন্দরসংজ্ঞোঽষ্টাভিঃ পঞ্চলতা হারফলকমিত্যুক্তম্।
সপ্তবিংশতিভির্মুক্তাহস্তো নক্ষত্রমালেতি॥
অন্তরমণিসংযুক্তা মণিসোপানং সুবর্ণগুলিকৈর্বা।
তরলকমণিমধ্যং তদ্বিজ্ঞেয়ং চাটুকারমিতি॥
একাবলী নাম যথেষ্টসংখ্যা হস্তপ্রমাণা মণিবিপ্রযুক্তা।
সংযোজিতা যা মণিনা তু মধ্যে যষ্টীতি সা ভূষণবিদ্ভিরুক্তা॥

ইত্যাদি।

এই স্থানেই রত্নরহস্যের "মুক্তা" প্রস্তাব সমাপ্ত হইল। শাস্ত্রান্তরে এতদপেক্ষা অধিক কথা থাকিলেও তাহা বাহুল্য-

ভয়ে গ্রহণ করা হইল না। মুক্তাবলী নামক গ্রন্থে মুক্তার অনেকগুলি নাম একত্র পর্য্যায়বদ্ধ হইয়াছে। যথা—

“অন্তঃসারং মৌক্তিকেয়মিন্দুরত্নঞ্চ মৌক্তিকম্।”

এইরূপ হেমচন্দ্রও মুক্তার ও মুক্তাহারের নাম সকল পর্য্যায়-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ সকল দেখিলে কাহার না বোধ হয়, যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা প্রচুর ধনশালী ছিল? এবং মুক্তাকে অতি সমাদরে ও সযত্নে ব্যবহার করিত? মুক্তা যখন অতি মূল্যবান্ বস্তু, তখন ইহার গুণাগুণ অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি প্রাচীনকালে ইহার যেরূপ পরীক্ষাদি করা হইত, তাহা প্রায় সমস্তই এই “মুক্তা” প্রস্তাবে বলা হইল। এক্ষণে অন্যান্য রত্নসম্বন্ধে পুরাতনী পরীক্ষা কিরূপ রীতিতে বর্ত্তমান ছিল তাহার অনুসন্ধান করা যাউক।

মাণিক্য বা পদ্মরাগমণি* ।

পূর্ব্বোক্ত নবরত্নবোধক কবিতার ক্রম অনুসারে অগ্রে মুক্তারত্নের বিবরণ লেখা হইয়াছে। এক্ষণে মাণিক্য নামক রত্নের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"এক মাণিক সাত রাজার ধন" এই নারী-প্রবাদ একবারে অসত্য মনে করিবেন না। পূর্ব্বকালের অনেক রাজা (এক্ষণেও বটে) কেবলমাত্র শস্য ও পশুসম্পত্তি লইয়াই রাজাভিমান চরিতার্থ করিতেন। মণি মাণিক্য যে তাঁহাদের নিকট দুর্লভ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এমন কি সুবর্ণও তাঁহাদের নিকট দুর্লভ বস্তু ছিল বলিয়া অনুমান হয়। সুতরাং

---

* অমরসিংহ ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি শাব্দিকাচার্য্যেরা পদ্মরাগ ও মাণিক্যকে এক পর্য্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং পদ্মরাগমণি বা মাণিক্য একই বস্তু তবে যে তন্ত্রসারকার, "মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য্য গোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ। পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ।" বলিয়াছেন তাহার ভাব অন্যবিধ। পদ্মরাগ ও মাণিক্য এক বস্তু হইলেও বর্ণগত বৈলক্ষণ্য থাকায় দুইটী স্বতন্ত্র নাম স্বীকার করা যায়। শুক্রনীতিগ্রন্থেও "পদ্মরাগস্তু মাণিক্যভেদঃ কোকনদচ্ছবিঃ।" এইরূপ উক্তি আছে। অতএব মাণিক্য শব্দটী সাধারণ নাম, বর্ণের পার্থক্য অনুসারে পদ্মরাগ তাহার বিশেষ নাম। তদ্ভিন্ন উহার কুরুবিন্দ প্রভৃতি আরও নাম ও প্রভেদ আছে। সে সকল বিবরণ প্রস্তাবমধ্যে প্রকাশিত আছে।

এক মাণিক যে, সেরূপ সাত রাজার ধন হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কৌণ্ট বুরনন রুবি, সেফায়ার, প্রভৃতি নাম দ্বারা মাণিক্যের শ্রেণী বদ্ধ করেন। এক্ষণে মাণিক্য শ্যামদেশ, ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রেজিল, বোরনিও, সুমাত্রা, ফ্রান্স, প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্মদেশের মাণিক্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কথিত আছে যে, ব্রহ্মদেশের রাজার নিকট পারাবতের অণ্ডের ন্যায় একখানি বৃহৎ মাণিক্য আছে। টাবরনিয়ার লিখিয়াছেন, যে তিনি দিল্লীশ্বর মোগল সম্রাটের সিংহাসনোপরি ১০৮ খণ্ড বৃহৎ মাণিক্য সুশোভিত দেখিয়াছিলেন। তাহার প্রত্যেক খণ্ডের ১০০ হইতে ২০০ শত রত্তিক পর্য্যন্ত পরিমাণ হইবেক। মার্কপলো কহেন, সিংহলেশ্বরের একখানি বৃহৎ মাণিক্য ছিল। কব্লাই খাঁ এই বহুমূল্য প্রস্তর-খণ্ডের জন্য সিংহলাধিপতিকে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তিনি এই প্রস্তর বিক্রয় করেন নাই। টাবরনিয়ার তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, বিশাপুরের রাজার একখানি উৎকৃষ্ট ৫০ রত্তিক ওজনের মাণিক্য ছিল। এক্ষণে আর তাদৃশ বৃহৎ মাণিক্য পাওয়া যায় না, সকল রাজ-ভাণ্ডারেই তাহা দুর্লভ হইয়াছে। লুই নেপোলিয়ানের রাজমুকুটে কয়েকখানি উত্তম মাণিক্য ছিল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মহাপ্রদর্শনীতে আমাদিগের মহারাজ্ঞী এম্প্রেশ মহোদয়ার যে দুইখানি বৃহৎমাণিক্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাও প্রশংসার যোগ্য। রুশিয়ার রাজভাণ্ডারে একখানি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট মাণিক্য আছে। উহা সুইডেনের নৃপতি তৃতীয় গষ্টেভস উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন অষ্ট্রীয়ার রাজমুকুটে কয়েকখানি বহুমূল্য মাণিক্য আছে।

প্রাচীন ইতিবৃত্তলেখকেরা বহুমূল্য মাণিক্য-মণির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। থিওফ্রেষ্টস্ এবং প্লিনি প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার ন্যায় দীধিতি-বিকাশক একখানি উৎকৃষ্ট মাণিক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রীকগণ বৃহৎ মাণিক্যের উপর যে সকল সুদৃশ্য প্রতিকৃতি খোদিত করিতেন, তাহার কএকখান এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রসঙ্গাগত সংবাদাবলী পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে মাণিক্যের নামগুলি নির্ণয় করা যাউক। তাহা হইলে মাণিক্ কি ? তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইবে।

মাণিক্য-রত্নের অনেকগুলি নাম আছে। অমরসিংহ ইহার শোণরত্ন, লোহিতক ও পদ্মরাগ,—এই তিন নামের উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রও ইহার পদ্মরাগ, লোহিতক, লক্ষ্মীপুষ্প ও অরুণোপল,—এই চারিটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অন্যান্য কোষকারেরাও ইহার আরও কএকটী নাম পর্য্যায়-

ভুক্ত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার সর্ব্বসমেত চৌদ্দটী নাম আছে। যথা—

"মাণিক্য" ১, "শোণরত্ন" ২, "রত্নরাজ" ৩, "রবিরত্ন" ৪, "শৃঙ্গারী" ৫, "রঙ্গমাণিক্য" ৬, "তরুণ" ৭, "রাগযুক্" ৮, "পদ্মরাগ" ৯, "রত্ন" ১০, "শোণোপল" ১১, "সৌগন্ধিক" ১২, "লোহিতক" ১৩, "কুরুবিন্ধ" ১৪। কল্পদ্রুম অভিধানে এই ১৪টী নামের উল্লেখ আছে।

রত্নশাস্ত্রোক্ত এই সকল নামের মধ্যে ২।৪।৬।৭।৮।৯।১১।১৩ নামগুলি বর্ণঘটিত। বিশেষ ১১ অর্থাৎ শোণোপল নামটীতে উহার বর্ণ ও স্বরূপ স্পষ্টতঃ প্রকাশিত আছে। শোণোপল অর্থাৎ রক্তবর্ণ প্রস্তর। "রক্তবর্ণ প্রস্তরই মাণিক্" এই কথা বলিলাম বলিয়া, যে সে রাঙ্গা পাথর মাণিক নহে। রত্নশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও পরীক্ষাদি নির্ণীত আছে। সেই সকল লক্ষণাদিযুক্ত প্রস্তরবিশেষই মাণিক্য। রত্নশাস্ত্রে মাণিক্য নামক রত্নের যেরূপ লক্ষণাদি নির্ণীত আছে, তদনুসারে বোধ হয় যে, "চুনী" নামক প্রস্তরকেই পূর্ব্বকালের লোকেরা "মাণিক্য" নামে অভিহিত করিত *।

---

* আধুনিক রত্নপরীক্ষকেরাও (জহরীরা) বলেন যে, চুণী মাণিক্ আর মাণিক্য এক বস্তু। তাঁহারা আরও বলেন যে, চুণী নরম্, চুণী শ্যামম্বেৎ, চুণী কড়া ও চুণী মাণিক্, এই চারি রকমের চুণী আছে।

পুরাণাদি শাস্ত্রে রত্নোৎপত্তির বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহার অন্তস্তত্ত্ব আমাদের বোধগম্য হয় না। লিখিত আছে যে, বল নামে এক অসুর ছিল, তাহার বিশুদ্ধস্বত্বসম্পন্ন অবয়ব সকল রত্নোৎপত্তির কারণ। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রকার প্রলাপকল্প গল্প আছে। সেই সকল প্রলাপকল্প গল্পের দ্বারা আমরা রত্নোৎপত্তির মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিতে অসমর্থ। কিন্তু রত্নশাস্ত্রে এমন দুই একটী কথার উল্লেখ আছে যে, তদনুসারে অতি সামান্যাকারে রত্নোৎপত্তির বীজ-ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায়। রত্নোৎপত্তির মূলকারণসম্বন্ধে রত্নশাস্ত্রে তিন প্রকার মতের আভাস পাওয়া যায়। যথা—

" মহোদধৌ সরিতি বা পর্ব্বতে কাননেঽপি বা।
তত্তদাকারতাং যাতং স্থানমাধেয়গৌরবাত্ ॥"

যুক্তিকল্পতরু।

" কেচিদ্বদন্তি ভুবঃ স্বভাবাত্ বৈচিত্র্যান্যোন্যেষাম্ভূতানাম্।
প্রাদুর্ভবন্তি রত্নানি———————"

সমুদ্রেই হউক, নদীতেই হউক, পর্ব্বতেই হউক, কিংবা অরণ্যে (অরণ্যস্থ সর্পাদি জন্তুতে) হউক, স্থান অর্থাৎ তত্তৎ-

---

প্রাচীনকালের সংস্কৃত রত্নপরীক্ষাগ্রন্থেও পদ্মরাগ ও কুরুবিন্দ প্রভৃতি চারিপ্রকার মাণিক্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

স্থানীয় বস্তুবিশেষ, আধেয় অর্থাৎ আগন্তুক কিংবা আকাশিক (জলাদি) বস্তুর সংসর্গবলে সেই সেই রত্নের আকার প্রাপ্ত হয়।

কেহ বলেন, পার্থিব-স্বভাবের বলেই রত্ন সকল প্রাদুর্ভূত হয়। অপরে বলেন, ভূত সকল অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু ও তেজ, এই সকল ভূত পরস্পর পরস্পর-কর্তৃক অনুবিদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক বিকারভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্বলে রত্ন সকল উৎপন্ন হয়। যাহা হউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতটী আংশিক ভাল বটে।

"রত্নানি বলাত্ দৈত্যাত্ দধীচিতোঽন্যে বদন্তি জাতানি।
কেচিদ্ভুবঃ স্বভাবাত্ বৈচিত্র্যং প্রাহুরুপলানাম্॥"

বৃহৎসংহিতা।

কেহ বলেন বলাসুরের অঙ্গ হইতে, কেহ বলেন দধীচি মুনির অস্থি হইতে, কেহ বলেন মৃত্তিকার শক্তিবিশেষ হইতে রত্ন সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

যে কোন রত্ন হউক, অগ্রে আকার, তৎপরে বর্ণ, তৎপরে গুণ ও দোষ, পরে ফলাফল, পশ্চাৎ তাহার জাতি-বিজাতি-পরীক্ষা, তৎপরে তাহার মূল্যাবধারণ করিতে হয়। যথা—

"আকারবর্ণৌ প্রথমং গুণদোষৌ তত্ফলং পরীক্ষা চ।
মূল্যঞ্চ রত্নকুশলৈর্বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রাণাম্॥"

গরুড় পুরাণ।

অতএব, আমরা মাণিক্যসম্বন্ধেও উক্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অগ্রে আকার, পরে বর্ণ ও গুণদোষাদির কথা বলিব।

আকার।

এস্থলে আকার ও লক্ষণ একই কথা। অতএব রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে লক্ষণ শব্দের উল্লেখে যে সকল আকারগত চিহ্নের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত হইল।

"স্নিগ্ধং গুরু গাত্রযুতং দীপ্তং স্বচ্ছং সমাঙ্গস্ত্ব সুরঙ্গস্ত্ব।
ইতি জাত্যমাণিক্যং কল্যাণং ধারণাৎ কুরুতে॥"

স্নিগ্ধ—অর্থাৎ স্নেহগুণযুক্ত (টলটলে), গুরু ও গাত্রযুত অর্থাৎ দৃশ্যে বড় ও ওজনে ভারি (অন্যান্য সাধারণ কাঁচা পাথর অপেক্ষা ইহা সমধিক ভারি)। দীপ্ত—দীপ্তিমান্। স্বচ্ছ—সুন্দর নির্ম্মল। সমাঙ্গ—গঠন সমান। সুরঙ্গ—সুন্দর রাগ অর্থাৎ রঞ্জনকারী আভা (এই গুণের বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে)। এরূপ গুণযুক্ত হইলে তাহাকে জাত্য অর্থাৎ প্রকৃত মাণিক্ বলা যায়। এই প্রকৃত বা জাত্য মাণিক্ ধারণ করিলে মঙ্গল হয়।

"স্ফটিকজাঃ পদ্মরাগাঃ স্যু রাগবন্তোঽতিনির্ম্মলাঃ।"

পদ্মরাগমণি আর মাণিক্ একই বস্তু। স্ফটিকের আকরে যে মাণিক্ জন্মে তাহা অত্যন্ত নির্ম্মল ও রাগযুক্ত (রক্তবর্ণ) হয়।

"বিরূপং রাগবিকলং লঘু মাণিক্যং ন ধারয়েদ্ধীমান্।"

যাহার রূপ বিকৃত, রাগ অর্থাৎ রক্ততা বিকৃত বা মলিন, আকারে ও ওজনে লঘু, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ মাণিক্য ধারণ করিবেন না। অর্থাৎ এরূপ মাণিক্য উৎকৃষ্ট নহে।

"মাণিক্যং কষঘর্ষণেঽপ্যবিকলং রাগেন জাত্যং জগুঃ।"

রাজনির্ঘণ্ট।

কষ অর্থাৎ কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করিলে যে মাণিক্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং ঘৃষ্ট স্থানের রাগ অর্থাৎ রক্তিমা নষ্ট হয় না, তাহাই জাত্য মাণিক, ইহা রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন।

জাত্য মাণিক্য কি ? তাহা পরীক্ষাস্থলে বর্ণন করা যাইবেক। এক্ষণে দুই চারিটী গুণ ও দোষের কথা বলা যাউক।

বস্তুমাত্রেরই দুই শ্রেণীর গুণ আছে। এক রাসায়নিক গুণ, দ্বিতীয় শোভাগত গুণ। রাসায়নিক বা ভৈষজ্যোপযোগী গুণ সকল বৈদ্যশাস্ত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। সে সকল সংগ্রহ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। অতএব রত্নশাস্ত্রে যে, শোভাগত গুণের উল্লেখ আছে তাহাই এস্থলে সংগ্রহ করা যাউক।

"গুরুত্বং স্নিগ্ধতা চৈব বৈমল্যমতিরক্ততা।"

যুক্তিকল্পতরু।

গুরুত্ব অর্থাৎ ওজনে ভারি। স্নিগ্ধতা অর্থাৎ স্নেহাক্তের ভাব। বৈমল্য অর্থাৎ নির্ম্মলতা। অতিরক্ততা অর্থাৎ অনা-

ধারণ রক্তবর্ণের ভাব। এই রক্তবর্ণের ভাবটী ছায়া-জ্ঞান ব্যতীত বোধগম্য হইতে পারে না। পদ্মরাগ বা মাণিক্য মণির ছায়া কি? তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবে। ফল, উপরোক্ত গুণ থাকিলেই তাহা উৎকৃষ্ট মাণিক্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

এই কয়েকটী মণি-গুণ গ্রন্থান্তরে অতি স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"বর্ণাধিক্যং গুরুত্বঞ্চ স্নিগ্ধতা চ তথাচ্ছতা।
অর্চ্চিষ্মত্তা মহত্তা চ মণীনাং গুণসংগ্রহঃ।"

কল্পদ্রুম।

বর্ণের আধিক্য অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টবর্ণযুক্ততা। গুরুত্ব অর্থাৎ ভারগত আধিক্য। স্নিগ্ধতা—দৃশ্যে স্নেহম্রক্ষিতের ন্যায় অর্থাৎ লাবণ্যযুক্ত। অচ্ছতা—নৈর্ম্মল্য। অর্চ্চিষ্মত্তা—তেজ বা দীপ্তিমত্তা। মহত্তা—বৃহতের ভাব। (অর্থাৎ যে মণি যত বড় সে ততই উৎকৃষ্ট। এই জন্য মহত্তা একটী প্রধান গুণ)। ইহাই মণি সকলের গুণের সংগ্রহ। অর্থাৎ এই সকল গুণ মণিমাত্রেরই থাকা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ গুণ সকল প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত হইবেক।

বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে,—

"সৌগন্ধিককুরুবিন্দস্ফটিকেভ্যঃ পদ্মরাগসম্ভূতিঃ।
সৌগন্ধিকজা ভ্রমরাঞ্জনাব্জজম্বুরসদ্যুতয়ঃ॥

কুরুবিন্দভবাঃ শবলা মন্দদ্যুতয়শ্চ ধাতুভির্বিদ্ধাঃ।
স্ফটিকভবা দ্যুতিমন্তোনানাবর্ণা বিশুদ্ধাশ্চ।
স্নিগ্ধপ্রভানুলেপী স্বচ্ছোঽর্চ্চিষ্মান্ গুরুঃ সুসংস্থানঃ।
অন্তঃ প্রভোঽতিরাগো মণিরত্নগুণাঃ সমস্তানাম্॥"

সৌগন্ধিক, কুরুবিন্দ ও স্ফটিক হইতে পদ্মরাগ মণি উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সৌগন্ধিকজাত পদ্মরাগ সকল ভ্রমর, অঞ্জন, অব্জ ও জম্বুরসের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট এবং কুরুবিন্দভব পদ্মরাগ সকল অল্পদ্যুতি ও ধাতুবিদ্ধ হইয়া থাকে। আর স্ফটিকের পরিণামে যে পদ্মরাগ জন্মে তাহা নানাবর্ণ ও বিশুদ্ধদীপ্তিযুক্ত হয়।

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত "জাত্য-মাণিক্য" শব্দের অর্থ নির্ব্বাচন ও ও পরীক্ষা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মণিমাত্রেরই জাতি আছে। তাহা গুণ অনুসারেই অবধারিত হয়। কি কি গুণে জাতি ও কি কি গুণের অভাবে বিজাতি বলা যায়—তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"মাণিক্যং কষঘর্ষণেঽপ্যবিকলং রাগেণ জাত্যং জগুঃ।"
রাজনির্ঘণ্ট।

ইহার অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যুক্তিকল্পতরু বলেন,—

"অপ্রত্যয়তি সন্দেহে শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ।
ঘৃষ্টা যোঽত্যন্তশোভাবান্ পরিমাণং ন মুঞ্চতি।

स ज्ञेयः शुद्धजातिस्तु ज्ञेयास्त्वन्ये विजातयः ।
स्वजातकं सम्मुखेन विलिखेत् वा परस्परम् ।
वज्रं वा कुरुविन्दं वा विमुच्यान्योन्यकेन चेत् ।
न शक्यं लेखनं कर्त्तुं पद्मरागेन्द्रनीलयोः ॥"

"यः श्यामिकां पुष्यति पद्मरागो योवा तुषाणामिव चूर्णमध्यः ।
स्नेहप्रदिग्धो न च यो विभाति योवा प्रमृष्टः प्रजहाति दीप्तिम् ।
आक्रान्तमूर्द्धा च तथाङ्गुलिभ्यां यः कालिकां पार्श्वगतां बिभर्त्ति ॥"

জাত্য মণি? না বিজাত মণি? এতদ্রূপ সন্দেহ দূর না হইলে তাহা কষ-শিলায় ঘর্ষণ করিবেক। ঘর্ষণ করিলে যদি শোভার আধিক্য হয় এবং পরিমাণ নষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহা জাত্য, নচেৎ বিজাত বলিয়া জানিবে। এই এক প্রকার পরীক্ষা। দ্বিতীয় প্রকার পরীক্ষা এই যে, হীরক হউক, বা মাণিক্য হউক, স্বজাতীয় দুইটী মণি মুখোমুখি করিয়া ঘর্ষণ করিবেক, অথবা একের দ্বারা অন্যের গাত্র বিলেখিত অর্থাৎ আঞ্চোড়িত করিবেক। জাত্য হইলে কেহ কাহারও গাত্রে বিলেখন করিতে সমর্থ হইবেক না। তৃতীয় প্রকার পরীক্ষা এই যে, যে পদ্মরাগ মণি শ্যামিকার পুষ্টি করে, যে মণি তুষবৎ চূর্ণমধ্য, এবং যাহাকে স্নেহাক্ত দেখায় না, মার্জ্জন করিলে যাহার দীপ্তি ন্যূন হয়, অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা যাহার মস্তক অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগ ধারণ করিলে পার্শ্বে কালিমা অর্থাৎ কাল আভা

(কাল দাগ বা দীপ্তিহীন ছায়া) প্রকাশ পায়, নিশ্চিত তাহা জাত্য মণি নহে, তাহা বিজাত বলিয়া জানিবে। জাত্যমণিতে ঐ সকল ঘটনা হয় না। শব্দকল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরু নামক গ্রন্থের অন্য এক প্রমাণে চতুর্থ প্রকার পরীক্ষার কথাও আছে। যথা—

"তুল্যপ্রমাণয়োস্তু তুল্যজাতীয়ৌ বা গুরুত্বেন ভবেন্ন তুল্যঃ।"

তুল্যজাতীয় দুইটী মণি যদি আকারগত প্রমাণে অর্থাৎ দেখিতে তুল্য হয়, পরন্তু তাহা যদি গুরুত্বে অর্থাৎ ওজনে তুল্য না হয়, তাহা হইলে যেটী লঘু সেইটীই বিজাত। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তুল্যাকার অন্য মণির সঙ্গে ওজন করিয়া দেখিলেও জাত্য কি বিজাত তাহা জানা যায়।

"গুণোপপন্নেন সহাববদ্ধো-মণির্ন্নজাত্যো বিগুণেন জাত্যঃ।
সুখং ন কুর্য্যাদপি কৌস্তুভেন বিদ্বান্ বিজাতিং ন বিভর্য্যাত্ বুধস্তম্॥"
"চণ্ডাল একোঽপি যথাভিজাতান্ সমেত্য দূরাদপহন্তি যত্নাত্।
তথা মণীন্ ভূরিগুণোপপন্নান্ যক্ষোঽতিবিদ্রাবয়িতুং বিজাতঃ॥"

গুণযুক্ত জাত্য মণির সঙ্গে নির্গুণ বিজাতমণি ধারণ করিবে না। কৌস্তুভ মণির সঙ্গে বিজাত মণি ধারণ করিলেও সুখের হানি হয়; এজন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কদাচ তাহা ধারণ করিবেন না। একজন চণ্ডাল যেমন বহু ভদ্র লোকের সহিত একত্রিত হইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারে, সেইরূপ, একটী মাত্র

বিজাত মণি বহুগুণসম্পন্ন জাত্য মণিকে নষ্ট বা দোষাবহ করিতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মাণিক্যরত্ন রক্তচ্ছবি-বিশিষ্ট। মাণিক্যমাত্রেই রক্তবর্ণ বটে, পরন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে; রক্তবর্ণতার প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ অনুসারে নামের ভিন্নতা ও মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। উপরে যে জাতি-গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সকল জাতি-গুণ যদি বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরেও সামঞ্জস্য লাভ করে—তবেই তাহাকে মাণিক বলা যাইবে, নচেৎ তাহা প্রস্তরমাত্র।

কোন কোন মতে এই রত্ন রক্তবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণও হইয়া থাকে। সেই বর্ণ অনুসারে মাণিক্য চারি জাতি বলিয়া গণ্য হয়। যথা—

"তদ্রক্তং যদি পদ্মরাগমথ তত্ পীতাতিরক্তং দ্বিধা।
জানীয়াত্ কুরুবিন্দকং যদরুণং স্যাদ্বৈ সৌগন্ধিকম্।
তন্নীলং যদি নীলগন্ধিক-মিতি জ্ঞেয়ং চতুর্ধা বুধৈঃ॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

অর্থ এই যে, সেই মাণিক্য যদি রক্তবর্ণ হয়—তবে তাহাকে "পদ্মরাগ" নাম দেওয়া হইবে। আর যদি তাহা পীতাভ কি অতিরক্ত হয়, তবে তাহা দুই প্রকার স্থির করিবে। যাহা অতিরক্ত—তাহা "কুরুবিন্দ" এবং যাহা পীতাভ—তাহা

"সৌগন্ধিক" নামে খ্যাত। এবং যাহা নীলাভ হয়—তাহা "নীলগন্ধি" বলিয়া জানিতে হইবে।

"কলুষা মন্দদ্যুতয়োলেখাকীর্ণাঃ সধাতবঃ খণ্ডাঃ।
দুর্বিদ্ধা ন মনোজ্ঞাঃ সশর্করাশ্চেতি মণিদোষাঃ॥"

বৃহৎসংহিতা।

কলুষ—মালিন্যযুক্ত। মন্দদ্যুতি—দীপ্তির অল্পতা। লেখাকীর্ণ—দাগযুক্ত। সধাতব—ধাতুলগ্ন। খণ্ড—ভগ্ন। দুর্বিদ্ধ—ভালরূপে ছিদ্র করা যায় না। অমনোজ্ঞ—দেখিতে ভাল নহে। সকর্কর অর্থাৎ কাঁকর-চিহ্নযুক্ত। মণিমাত্রেই এই সকল দোষ থাকিতে পারে। সুতরাং মাণিক্যেও এই সকল দোষ থাকিতে পারে।

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাণিক্যরত্নের যে সকল দোষ ও গুণ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন—ক্রমে তাহাও উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"মাণিক্যস্য সমাখ্যাতা অষ্টৌ দোষা মুনীশ্বরৈঃ।
দ্বিচ্ছায়স্তু দ্বিরূপস্তু সম্ভেদঃ কর্করস্তথা।
অশোভনং কোকিলস্তু জলং ধূম্রাবিধস্তু বৈ।
গুণাশ্চত্বার আখ্যাতাশ্ছায়াঃ ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ॥"

রত্নপরীক্ষক মুনিগণ মাণিক্যরত্নের আটটী দোষ (মহৎ দোষ) স্থির করিয়া গিয়াছেন। দুইটী ছায়াগত দোষ, দুইটী রূপগত দোষ, সম্ভেদ দোষ এবং কর্কর দোষ। এতদ্ভিন্ন অশোভন,

কোকিল, জল ও ধূম্র নামক আর চারিটী দোষ আছে—তাহাও রত্নশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এবং চারিটী গুণ ও ১৬ ষোল প্রকার ছায়ার কথাও লিখিত হইয়াছে। ছায়া কি? এবং তাহা ১৬ ষোল প্রকারই বা কেন? ইহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে "দ্বিচ্ছায়" "দ্বিরূপ" "সম্ভেদ" ও "অশোভন" "কোকিল" "জল" ও "ধূম্র" "কর্কর"—এই আটটী দোষ কিরূপ? তাহা বিবৃত করা যাউক।

"ছায়াদ্বিতয়সম্বন্ধাৎ দ্বিচ্ছায়ং বন্ধুনাশনম্।"
"দ্বিরূপং দ্বিপদং তেন মাণিক্যেন পরাভবঃ।"
"সম্ভেদোভিন্নমিত্যুক্তং শস্ত্রঘাতবিধায়কম্।"
"কর্করং কর্করাযুক্তং পশুবন্ধুবিনাশকৃৎ।"

যুক্তিকল্পতরু।

যে মাণিক্যে দুই প্রকার ছায়ার সম্বন্ধ থাকে—তাহা দ্বিচ্ছায়দোষগ্রস্ত। সেই দ্বিচ্ছায় মাণিক ধারণ করিলে বন্ধুবিনাশ হয়। যাহাতে পদচিহ্ন থাকে—তাহা দ্বিরূপদোষদুষ্ট। পদ কি? তাহাও পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। এই দ্বিরূপদোষগ্রস্ত মাণিক ধারণ করিলে পরাভব হয়। ভিন্ন অর্থাৎ ভাঙ্গা হইলে সম্ভেদ বলে। সম্ভেদ-মাণিক্য ধারণ করিলে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। কর্কর অর্থাৎ কাঁকরদার। কাঁকরদার মাণিক ধারণ করিলে পশুনাশ, বন্ধন ও বংশনাশ ঘটনা হয়।

" दुग्धे नेव समालिप्तमवनीपुटमुच्यते।
अशोभनं समुद्दिष्टं माणिक्यं बहुदुःखकृत्॥"
" मधुविन्दुसमच्छायं कोकिलं परिकीर्त्तितम्।
आयुर्लक्ष्मीयशोहन्ति सदोषं तन्न धारयेत्॥"
" रागहीनं जलं प्रोक्तं धनधान्यापवादकृत्।
धूम्रं धूमसमाकारं वैद्युतं भयमावहेत्॥"

অর্থ এই যে, যে পদ্মরাগ দুগ্ধলিপ্তের ন্যায় দেখায়—তাহা অশোভনদোষাক্রান্ত। এই অশোভন মাণিক ধারণে বহুপ্রকার দুঃখ জন্মে। যাহাতে মধুবিন্দুর ন্যায় অর্থাৎ মধুর ছিটার ন্যায় দাগ দৃষ্ট হয়—তাহাকে কোকিল। কোকিল মাণিক্য ধারণে আয়ু, লক্ষ্মী ও যশ নষ্ট হয়; সুতরাং তাহা ধারণ করিবে না। যাহার রাগ বা রক্ততা নাই অথবা অল্পরক্তিম—তাহার নাম জল। এই জল-মাণিক্ ধারণে ধন-ধান্যাদি নষ্ট হয়। যাহাতে ধূম্রের আভা দৃষ্ট হয় তাহা ধূম্র। এই ধূম্র-মাণিক্য ধারণ করিলে বজ্রভয় হয়। গ্রন্থান্তরে অন্যপ্রকার উক্তি আছে; যথা—

" शोभाद्वितयवन्तोये मणयः क्षतिकारकाः।
उभयत्र पदं येषां तेन च स्यात् पराभवः।
भिन्नेन यद्भ मृत्युः स्यात् कर्करं धननाशकृत्।
दुग्धे नेव समालिप्तः पुटके यस्तु सम्भवेत्।
दुःखकृत् स समाख्यातो न रूपे रमणीयकः।

মধুবিন্দুসমা শোভা কোকিলানাং প্রকীর্ত্তিতা।
তেষান্তু বহুভেদাঃ স্যুর্ন তে ধার্য্যাঃ কদাচন॥"

যে মণির বর্ণ বা ছায়া দ্বিবিধ (কোন দিকে অল্প কোন দিকে অধিক কিংবা এক দিকে একপ্রকার ও অন্য দিকে আর এক প্রকার)—তাহা হানিজনক। যাহার উভয় দিকে পক্ষি-পদাকার দাগ থাকে—তাহা পরাভবের হেতু। অন্তরে ভাঙা বা ছিদ্র থাকিলে তাহা যুদ্ধমৃত্যুর কারণ এবং কর্কর অর্থাৎ কাঁকরদার হইলে তাহা ধনধান্যাদি নাশের হেতু। এবং যাহা দুগ্ধলিপ্তের ন্যায় তাহা দুঃখদায়ক বলিয়া গণ্য। সেরূপ মাণিক রাজাদিগের রাখিবার অযোগ্য। কোকিল নামক মাণিক্যে মধুর ছিটার ন্যায় দাগ থাকে এবং তাহা অনেক প্রকার হইয়া থাকে। সে সকল মাণিক্যও ধারণের অযোগ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ছায়া অনুসারে একই মাণিক্য ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ছায়া কি? এবং তাহার কোন সাদৃশ্য আছে কি না তাহা বলা হয় নাই। এজন্য তাহা অগ্রে ব্যক্ত করিব, পশ্চাৎ তাহার দোষ, গুণ, পরীক্ষা এবং মূল্যাদির নিয়ম যথাক্রমে বিবৃত করিব।

ছায়া বা বর্ণ।

মুক্তা কিংবা মাণিক্য অথবা অন্য যে কোন রত্ন হউক অগ্রে তাহাদের বর্ণবিশেষ, (রঙ্) নির্ণয় করা আবশ্যক। রত্নশাস্ত্রে

তাহা "বর্ণ" "ছায়া" "ত্বিট্" "ভাস্" "আভা" প্রভৃতি নানা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। পরন্তু বর্ণ ও ছায়া এই দুইটি ঠিক এক নহে, কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ টুকু শুক্রনীতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ফলতঃ, ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি তাহা সহসা বোধগম্য করিতে পারেন না। যথা—

" বর্ণাঃ প্রভাঃ সিতা রক্তা পীতকৃষ্ণাস্তু রত্নজাঃ।
যথাবর্ণং যথাচ্ছায়ং রত্নং যদ্দোষবর্জিতম্॥
শ্রীপুষ্টিকীর্তিশৌর্যায়ুঃপ্রদমন্যদসৎ স্মৃতম্।
বর্ণমাক্রমতে ছায়া প্রভা বর্ণপ্রকাশিনী॥"

শুক্রনীতি।

ইহার যথাশ্রুত অর্থ এই যে, রত্নজাত বর্ণ বা প্রভা শুভ্র, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও পীতমিশ্রিত কৃষ্ণ,—এই কয়েক প্রকার হয়। বর্ণহীন না হয়, প্রভাহীন না হয়, কোন প্রকার দোষ না থাকে, এরূপ রত্ন ধারণ করিলে শ্রী, পুষ্টি, কীর্ত্তি ও আয়ু বৃদ্ধি হয়; এবং তাদৃশ রত্নই সৎ, তদ্ভিন্ন অসৎ। যাহা বর্ণ অর্থাৎ রঙ্‌কে আক্রমণ করিয়া অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ যাহা বর্ণকে স্থায়ী করিয়া রাখে—তাহার নাম ছায়া এবং যাহা বর্ণকে প্রকাশ করে—তাহার নাম প্রভা। ফল কথা এই যে, বর্ণের স্থায়িত্বগুণটীই ছায়া এবং তাহার ঔজ্জ্বল্য টুকু প্রভা। রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাণিক্যরত্নের বর্ণসম্বন্ধে এইরূপ নির্ব্বাচন করিয়াছেন যে,

মাণিক্যরত্নের বহুপ্রকার ছায়া বা বর্ণ থাকিলেও তন্মধ্যে প্রধানতম বর্ণ ১৬ ষোলটী। সেই বর্ণ বা রঙ্ অনুসারে উহা পৃথক্ পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদেরই তারতম্য অনুসারে মাণিক্যরত্নের মূল্যাদির ভিন্নতা বা অল্পাধিক কল্পনা করা হয়। ইহা বিস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরুপ্রভৃতিগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল।

"বন্ধূকগুঞ্জাসকলেন্দ্রগোপ-জবাসমাসৃক্সমবর্ণশোভাঃ।
ভ্রাজিষ্ণবো দাড়িমবীজবর্ণাস্তথাপরে কিংশুকপুষ্পভাসঃ॥"
"সিন্দূরপদ্মোৎপলকুঙ্কুমানাং লাক্ষারসস্যাপি সমানবর্ণাঃ।
সান্দ্রে নিরাগে প্রভয়া স্বয়ৈব ভান্তি স্বলক্ষ্যা স্ফটমধ্যশোভাঃ॥"
"কুসুম্ভনীলীব্যতিমিশ্ররাগ-প্রত্যগ্ররক্তাম্বরতুল্যভাসঃ।
তথাপরে স্ফুরকণ্টকারী-পুষ্পত্বিষো হিঙ্গুলকত্বিষোঽন্যে॥"
"চকোরপুংস্কোকিলসারসানাং নেত্রাবভাসাস্তু ভবন্তি কেচিৎ।
অন্যে পুনর্নাতিবিবুদ্ধিতানাং তুল্যত্বিষঃ কোকনদোদরাণাম্॥"

মাণিক্যের "বন্ধূক" বাঁধুলিফুল (১) "গুঞ্জাসকল" গুঞ্জার্দ্ধ অর্থাৎ কাল আদখানা রক্তবর্ণ আদখানা (২) "ইন্দ্রগোপ" বর্ষাকীট বা মকমলী পোকা (৩) "জবা" জবাফুল (৪)' "অসৃক্" শোণিত (৫) এই সকলের বর্ণের ন্যায় বর্ণ ও দীপ্তিযুক্ত হয় এবং "দাড়িমবীজবর্ণ" অর্থাৎ পাকা দাড়িমের বীজের বর্ণ (৬) (ইহাও প্রায় রক্তবর্ণ) "কিংশুকবর্ণ" পলাশ

ফুলের বর্ণ (৭) "সিন্দূর" (৮) "পদ্মোৎপল" রক্তপদ্ম বা রক্তকম্বলনাইল ফুল (৯) "কুঙ্কুম" জাফরান (১০) "লাক্ষারস" অলক্তকতুল্যবর্ণ (১১) "কুসুম্ভ" কুসুমফুল ও "নীলী" নীল রস, এই দুই বর্ণের বিমিশ্রণে যে বর্ণ হয়—তদ্বর্ণ (১২) "রক্তাম্বর" সায়ংকালের রক্তবর্ণ আকাশ অর্থাৎ সিঁদুরে মেঘের বর্ণ (১৩) "অরুষ্করপুষ্প" ভেলার ফুল (১৪) "কণ্টকারীপুষ্প" (১৫) "হিঙ্গুল" হিঙুল ধাতুর বর্ণ বা ছায়া (১৬) হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, মাণিক্য "চকোর" চকোর পক্ষী, পুংস্কোকিল ও সারস পক্ষীর নেত্রের ন্যায় বর্ণযুক্তও হইয়া থাকে। অন্যান্য রত্নতত্ত্ববেত্তারা বলেন যে, অল্পপ্রস্ফুটিত কোকনদ অর্থাৎ রক্ত নাইল ফুলের অভ্যন্তরস্থ বর্ণের ন্যায় বর্ণও হইয়া থাকে।

বর্ণ অনুসারে মাণিক্যের নাম ও উত্তমাধমাদি ব্যবস্থা।

"सिंहले तु भवेद्रक्तं पद्मरागमनुत्तमम्।"
"पीतं कालपुरोद्भूतं कुरुविन्दमिति स्मृतम्।"
"अशोकपल्लवच्छायमन्ध्रं सौगन्धिकं विदुः।"
"तुम्बुरे छायया नीलं नीलगन्धि प्रकीर्त्तितम्।"
"उत्तमं सिंहलोद्भूतं निकृष्टं तुम्बुरोद्भवम्।"
"मध्यमं मध्यजं ज्ञेयं माणिक्यं स्थलभेदतः।"

সিংহলদেশে যে মাণিক্য জন্মে তাহা রক্তবর্ণ, নাম "পদ্মরাগ"। ইহা অপেক্ষা উত্তম কুত্রাপি হয় না। কালপুরদেশ-

জাত* মাণিক্য "পীত" বর্ণ হয় এবং তাহা "কুরুবিন্দ" নামে বিখ্যাত। সেই একই মাণিক্য যদি অশোকপল্লবের কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত হয়, তবে তাহার "সৌগন্ধিক" নাম জানিবে। তুম্বুরদেশজাত মাণিক্য কিঞ্চিৎ নীলাভ হয়, তন্নিমিত্ত তাহা "নীলগন্ধি" নামে প্রসিদ্ধ। সিংহলীয় মাণিক্যই অত্যুত্তম। তুম্বুরদেশীয় (স্ফটিকের আকর যে দেশে আছে) মাণিক্য অধম এবং কালপুরাদি মধ্যদেশোৎপন্ন মাণিক্য মধ্যম। এইরূপ, ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তিস্থানের ভিন্নতা অনুসারে মাণিক্যও বিভিন্ন রূপগুণাদিযুক্ত হইয়া থাকে।

"प्रभावकाठिन्यगुरुत्वयोगैः प्रायः समानाः स्फटिकोद्भवानाम्।
आनीलरक्तोत्पलचारुभासः सौगन्धिकाख्या मणयोभवन्ति॥"

স্ফটিকাকর হইতে একপ্রকার মাণিক্য জন্মে। তাহারা কি প্রভাবে, কি কাঠিন্যে, কি গুরুত্বে, সর্ব্বাংশেই জাত্য মাণিক্যের তুল্য হইয়া থাকে। সৌগন্ধিক নামক মণি ঈষৎ নীলাভাযুক্ত রক্তোৎপলের ন্যায় মনোহর কান্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

"योमन्द्रराजः कुरुविन्दकेषु स एव जातः स्फटिकोद्भवेषु।
निरर्चिषोऽन्तर्बहुलीभवन्ति प्रभावन्तोऽपि न तत्समानाः॥"

---

* কালপুর? না আধুনিক কানপুর? যদি কানপুর পাঠ হয় তবে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, এখন আর তৎপ্রদেশে কোন রত্নই জন্মে না।

"ये तु रावणगङ्गायां जायन्ते कुरुविन्दकाः।
पद्मरागा घनं रागं विभ्राणाः सस्फुटार्चिषः।
वर्णानुयायिनस्तेषामन्ध्रदेशे तथापरे।
न जायन्ते तु ये केचित् मूल्यलेशमवाप्नुयुः।
तथैव स्फटिकोत्थानां देशे तुम्बुरसंज्ञके।
सधर्म्माणः प्रजायन्ते स्वल्पमूल्या हि ते स्मृताः॥"

কুরুবিন্দের মধ্যে যাহার দীপ্তি মৃদু তাহাই স্ফটিকোদ্ভব স্থানে জন্মে। রাবণগঙ্গা নামক স্থানে, যে সকল কুরুবিন্দ জন্মে, তাহারা নিবিড় রক্তবর্ণ ও পরিষ্কার প্রভাযুক্ত। অন্ধ্রদেশে অন্য একপ্রকার পদ্মরাগ জন্মে তাহা রাবণগঙ্গাজাত পদ্মরাগের বর্ণের অনুরূপ বর্ণযুক্ত নহে এবং তাহার মূল্যও অল্প। সেইরূপ, স্ফটিকাকর তুম্বুরদেশোদ্ভব পদ্মরাগও অল্পমূল্য; কিন্তু তাহা দেখিতে তৎসমধর্ম্মী হইয়া থাকে।

মাণিক্যরত্নের জাতিনির্ণয়।

রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণ প্রায় সকল রত্নেরই চারিপ্রকার জাতি কল্পনা করেন। তাহাও আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারি নামে নির্দ্দিষ্ট। এরূপ জাতিকল্পনা করিবার মূল কি? তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। চিন্তা করিয়াও বোধগম্য করিতে পারি না। যাহাই হউক, মাণিক্যরত্নের জাতি,—যাহা রত্নশাস্ত্রে

উল্লিখিত আছে,—তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-বর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

"মাণিক্যস্য প্রবক্ষ্যামি যথা জাতিচতুষ্টয়ম্।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যাখ্য শূদ্রাখ্যাঃ যথাক্রমম্॥"
"রক্তশ্বেতো ভবেদ্বিপ্রস্ত্বতিরক্তস্তু ক্ষত্রিয়ঃ।
রক্তপীতোভবেদ্বৈশ্যোরক্তনীলস্তথান্ত্যজঃ॥"

অর্থ এই যে, যে প্রকারে মাণিক্যরত্নের জাতিচতুষ্টয় নির্ণীত হয় তাহা বলিতেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি প্রকার জাতি। যাহা রক্তশ্বেত অর্থাৎ অল্প রক্তিম—তাহা ব্রাহ্মণ-জাতীয়। যাহা অত্যন্ত লোহিত—তাহা ক্ষত্রিয়জাতীয়। যাহা রক্তপীত অর্থাৎ পীতাভাযুক্ত রক্তবর্ণ—তাহা বৈশ্য-জাতীয় এবং যাহা নীল-আভাযুক্ত রক্তিম—তাহা অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্রজাতীয় মাণিক্য।

এই জাতিবিভাগসাধক বচনাবলির দ্বারা পূর্ব্বের লিখিত পীতাদি শব্দের অর্থ ইহার অনুরূপ করিয়া লইবেন। অর্থাৎ যেখানে পীতবর্ণ বলা হইয়াছে, সেখানে তাহা পরিষ্কার পীত নহে, পীতাভ রক্তিম, এইরূপ অর্থ হইবেক। কেননা রক্তবর্ণ মণিই মাণিক্য ইহা "শোণোপল" প্রভৃতি নামদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে এই জাতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

"पद्मरागो भवेद्विप्रः कुरुविन्दस्तु बाहुजः।
सौगन्धिको भवेद्वैश्यो मांसखण्डस्तथापरे॥"

পূর্ব্বোক্ত পদ্মরাগমণিই বিপ্রজাতীয়। কুরুবিন্দনামক মাণিক্য বাহুজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতীয়। সৌগন্ধি নামক মাণিক্য বৈশ্য-জাতীয় এবং মাংসখণ্ডনামক মাণিক্য শূদ্রজাতীয়।

মাণিক্যের বর্ণের সাদৃশ্যাদি।

মাণিক্যরত্নের বর্ণের প্রভেদ থাকায় উহা নানা নামে ব্যবহৃত হয় এবং তদনুসারেই জাতি, বিজাতি ও মূল্যাদির কল্পনা করা হয়। অতএব মাণিক্যরত্ন সাধারণতঃ রক্তবর্ণ, ইহা স্থির রাখিয়া, তাহার প্রভেদ বুঝাইবার জন্য, বর্ণান্তরের সহিত সংযোগের কথা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। যথা—"রক্তশ্বেতোভবেদ্বিপ্রঃ" ইত্যাদি। সেই মিশ্রবর্ণগুলির যথার্থ ভাব ও অবস্থা বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রক্তিম-বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া কোন্ মাণিক্যের কিরূপ রঙ্ তাহা বুঝান হইয়াছে। পরন্তু রত্নপরীক্ষা অভ্যস্ত না হইলে কেবল বচনাবলির দ্বারা সে সকল প্রভেদ অনুভূত হইতে পারে না। মাণিক্য চেনা সুকঠিন। ব্যবসায়ী ব্যতীত সহস্র লেখা-পড়া জানিলেও মাণিক্যের ভাল মন্দ নির্ব্বাচনে সক্ষম হওয়া যায় না। ফল, বচনগুলি উদ্ধৃত না করিলে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ ও

পাঠকবর্গের কুতূহল বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা ভাবিয়াই সেগুলি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

"শোণপদ্মসমাকারঃ খদিরাঙ্গারসন্নভঃ।
পদ্মরাগোদ্বিজঃ প্রোক্তশ্ছায়াভেদেন সর্ব্বদা॥"
"গুঞ্জা-সিন্দূর-বন্ধূক-নাগরঙ্গসমপ্রভঃ।
দাড়িমীকুসুমাভাসঃ কুরুবিন্দস্তু বাহুজঃ॥"
"হিঙ্গুলাভাশোকপুষ্পাভমীষৎপীতলোহিতম্।
জবালাক্ষারসপ্রায়ং বৈশ্যং সৌগন্ধিকং বিদুঃ॥"
"আরক্তঃ কান্তিহীনশ্চ চিক্কণশ্চ বিশেষতঃ।
মাংসখণ্ডসমাভাসোহন্ত্যজঃ পাদনায়নঃ॥"

শোণপদ্ম অর্থাৎ রক্তোৎপল এবং খদিরাঙ্গার (জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও খদিরকাষ্ঠ) সদৃশ ছায়াযুক্ত মাণিক্যের নাম "পদ্মরাগ" এবং তাহা ব্রাহ্মণজাতীয়।

কুঁচ, সিন্দূর, বাঁধুলিফুল, নাগরঙ্গ এবং দাড়িমপুষ্পের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত হইলে তাহা "কুরুবিন্দ" ও ক্ষত্রিয়জাতীয়।

হিঙ্গুল, অশোকপুষ্প কি ঈষৎ পীতযুক্ত লোহিত, অথবা জবাপুষ্প কিংবা অলক্তকসদৃশ কান্তিযুক্ত হইলে তাহা "সৌগন্ধিক" এবং তাহা বৈশ্যজাতি।

অল্পলোহিত, কান্তিবর্জ্জিত, কিন্তু চিক্কণগুণযুক্ত মাংসখণ্ডের ন্যায় আভাযুক্ত হইলে তাহা "মাংসখণ্ড" অথবা "নীলগন্ধি"

নামে উক্ত হয় এবং তাহাই অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্রজাতীয় বলিয়া গণ্য হয়।

" भानोश्च भासामनुवेधयोगमासाद्यरश्मिप्रकरेण दूरम् ।
पार्श्वानि सर्व्वान्यनुरञ्जयन्ति गुणोपपन्नाः स्फटिकप्रसूताः ॥"

সূর্য্যের কিরণ লাগিলে যে পদ্মরাগ আপন রশ্মির দ্বারা পার্শ্বস্থ বস্তুসমূহ রঞ্জিত করে সেই স্ফটিক-প্রসূত পদ্মরাগমণি গুণ-যুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য।

মাণিক্যরত্নের আটপ্রকার দোষ, ৪ প্রকার গুণ, ১৬ প্রকার ছায়া, সমস্তই বিবৃত করা হইল। এক্ষণে সদোষ মাণিক্য ধারণের আরও কয়েকটী ফলাফল বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ পরীক্ষা ও মূল্যাদি নিরূপণ করিব।

" ये कर्कराच्छिद्रमलोपदिग्धाः प्रभाविमुक्ताः परुषा विवर्णाः ।
न ते प्रशस्ता मणयो भवन्ति समासतोजातिगुणैः समस्तैः ॥"

" दोषोपसृष्टं मणिमप्रबोधात् बिभर्त्ति यः कश्चन कश्चिदेकम् ।
तं बन्धुदुःखाय सबन्धवित्तनाशाद्यो दोषगणा भजन्ते ॥"

" सपत्नमध्ये ऽपि कृताधिवासं प्रमादवृत्तावपि वर्त्तमानम् ।
न पद्मरागस्य महागुणस्य भर्त्तारमापत् समुपैति काचित् ॥"

" दोषोपसर्गप्रभवाश्च ये ते नोपद्रवास्तं समभिद्रवन्ति ।
गुणैः समुस्थै : सकलैरुपेतं यः पद्मरागं प्रयतोबिभर्त्ति ॥"

কর্কর অর্থাৎ কাঁকরদার, সচ্ছিদ্র, মলিন, বা মললিপ্ত, প্রভা-হীন, কর্কশ ও বিবর্ণ হইলে সে মণি অপ্রশস্ত অর্থাৎ ভাল নহে।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ একটি সদোষ মণি ধারণ করে, তাহাকে নানাপ্রকার আপদ্ আশ্রয় করে।

শত্রুমধ্যে বাস করিলেও এবং অসাবধান অবস্থায় অবস্থান করিলেও গুণসম্পন্ন পদ্মরাগমণির ধারণকর্ত্তা কদাপি আপদ্‌গ্রস্ত হয় না।

প্রধান প্রধান গুণযুক্ত পদ্মরাগ মণি যদি শুচি ও যত্নবান হইয়া ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দোষ ও উৎপাতসম্ভব কোনপ্রকার আপদ্ উপস্থিত হইতে পারে না।

"অন্তঃপ্রভত্বং বৈমল্যং সুসংস্থানত্বমেব চ।
সুধার্য্যা নৈব ধার্য্যাস্তু নিষ্প্রভা মলিনাস্তথা॥"

অগ্নিপুরাণ।

যাহার অভ্যন্তর হইতে প্রভামণ্ডল স্ফুরিত হয়, যাহা নির্ম্মল, যাহার গঠন সুন্দর, সেই সকল মণি ধারণ করিবেক। যাহার প্রভা নাই, যাহা মলিন, তাহা ধারণ করিবে না।

পরীক্ষা।

পদ্মরাগ বা মাণিক্যকে এক প্রকার হীরক বলিলেও বলা যায়; সুতরাং হীরকপরীক্ষাকালে ইহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রকটিত

হইবে। এক্ষণে সামান্যাকারে, কেবলমাত্র জাত্য ও বিজাতীয়, এই দুই প্রকারের ভেদবোধক পরীক্ষা ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"বালার্ককরসংস্পর্শাৎ যঃ শিখাং লোহিতাং বমেৎ।
রঞ্জয়েদাশ্রয়ং বাপি স মহাগুণ উচ্যতে॥"

নবোদিত সূর্য্যের কিরণস্পর্শে যে পদ্মরাগ মণি রক্তবর্ণ শিখা উদ্বমন করে অর্থাৎ যাহা হইতে রক্তিম আভা স্ফুরিত হয়, কিংবা যাহার আধারস্থান রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়, সেই পদ্মরাগমণি মহাগুণশালী।

"দুগ্ধে শতগুণে ক্ষিপ্তো রঞ্জয়েৎ যঃ সমন্ততঃ।
বমেচ্ছিখাং লোহিতাং বা পদ্মরাগঃ স উত্তমঃ॥"

শতগুণ দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত করিলে যে পদ্মরাগমণি তৎসমস্ত দুগ্ধকে রক্তবর্ণ করে কিংবা রক্তবর্ণ শিখা বমন করে, সেই পদ্মরাগই উৎকৃষ্ট।

"অন্ধকারে মহাঘোরে যো ন্যস্তঃ সন্ মহামণিঃ।
প্রকাশয়তি সূর্য্যাভঃ স শ্রেষ্ঠঃ পদ্মরাগকঃ॥"

যে মহামণি ঘোর অন্ধকারে রক্ষিত হইলেও সূর্য্যবৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করে, সেই পদ্মরাগই শ্রেষ্ঠ।

"পদ্মকোষে তু যো ন্যস্তো বিকাশয়তি তৎক্ষণাৎ।
পদ্মরাগো বরোহ্যেষ দেবানামপি দুর্লভঃ॥

যাহা পদ্মোদরে স্থাপন করিলে পদ্মটি তন্মুহূর্ত্তে বিকশিত হয়, সেই পদ্মরাগই শ্রেষ্ঠ ও দেবদুর্লভ।

"চত্বারস্তু মযোদিতা গুণিনশ্চ যথোত্তরম্।
সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনাঃ সর্ব্বসম্পত্তিদায়কাঃ॥"

উল্লিখিত চারি প্রকার পদ্মরাগ আমি বর্ণন করিলাম, উহারা উত্তরোত্তর অধিক গুণযুক্ত এবং উহারা সকলেই অনিষ্টনাশক ও সকলেই সম্পত্তিবৃদ্ধিকারক।

"যো মণির্দৃশ্যতে দূরাৎ জ্বলদগ্নিসমচ্ছবিঃ।
বংশকান্তিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বসম্পত্তিকারকঃ॥"

যে মণি দূর হইতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দৃশ্য হয়, তাহার নাম "বংশকান্তি" এই বংশকান্তি মণি ধারণ করিলে ধারণকর্ত্তার সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।

"পঞ্চ সপ্ত নববিংশতি রাগঃ শ্রিয় এব সকলং খলু বস্ত্রে।
রঞ্জয়েদ্বমতি বা করজালমুত্তরোত্তরমেতা গুণিনস্তে॥"
"নীলীরসং দুগ্ধরসং জলং বা যে রঞ্জয়ন্তি দ্বিশতপ্রমাণম্।
তে তে যথাপূর্ব্বমতিপ্রশস্তাঃ সৌভাগ্যসম্পত্তিবিধানদায়কাঃ॥"

যে মণি আপনার ওজন অপেক্ষা দুই শত গুণ পরিমাণ ওজনের নীলরস, দুগ্ধ, অথবা জলকে রাগবান অর্থাৎ রক্তবর্ণ করে সেই সকল মণি পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পর ক্রমে প্রশস্ত অর্থাৎ

নীলরসরঞ্জক অধিক উত্তম, দুগ্ধরঞ্জক অপেক্ষাকৃত অনুত্তম, জলরঞ্জক তদপেক্ষা অনুত্তম। ইত্যাদি।

বিশেষ পরীক্ষা।

পরীক্ষাসম্বন্ধে অনেক কথাই ইত্যগ্রে বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট কএকটি বচন—যাহা বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য—এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে।

" केचिद्वाह्यतराः सन्ति जातीनां प्रतिरूपकाः ।
विजातयः प्रयत्नेन विद्वांस्तानुपलक्षयेत् ॥"
" कलसपुरोद्भवसिंहलतुम्बुरुदेशोत्थमुक्तमालीयाः ।
श्रीपर्णिकाश्च सदृशा विजातयः पद्मरागाणाम् ॥"
" कलुषोपसर्गात् कलसाभिधानमाताम्रभावादपि तुम्बुरोत्थम् ।
काष्ण्यात्तथा सिंहलदेशजातं मुक्ताभिधानं नभसः स्वभावात् ।"
" श्रीपर्णिकं दीप्तिनिराकृतित्वात् विजातिलिङ्गान्यय एष भेदः ॥"

দেখিতে ঠিক জাত্য মণির ন্যায় সুসুন্দর—এরূপ অনেক মণি আছে। রত্নতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সে সকলকে পরীক্ষারূঢ় করিবেন।

দেখিতে পদ্মরাগের ন্যায়, এরূপ বিজাত পদ্মরাগ পাঁচ প্রকার আছে। যথা—

কলসপুরোদ্ভব, সিংহলোত্থ, তুম্বুরোত্থ, মুক্তমালীয় ও শ্রীপর্ণিক।

কলস পুরোদ্ভব নামক বিজাত পদ্মরাগের চিহ্ন এই যে, তাহা তুষের ন্যায় দাগযুক্ত হয়। তুম্বুরোত্থের লক্ষণ এই যে, তাহাতে কিঞ্চিৎ তাম্রভাব লক্ষ্য হয়। সিংহলজাত বিজাতীয় পদ্মরাগের চিহ্ন এই যে, তাহাতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণতা থাকে। আকাশের স্বভাব অনুসারে মুক্তমালীয় নামক বিজাত পদ্মরাগমণিতেও বৈজাত্যবোধক চিহ্ন থাকে এবং দীপ্তিহীনতারূপ বিজাতীয় চিহ্ন, শ্রীপর্ণিক নামক পদ্মরাগাকার প্রস্তরে থাকে। এই সকল বৈজাত্যবোধক চিহ্ন, ভিন্ন ভিন্ন রত্নশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ আরও কতকগুলি চিহ্ন আছে। যথা—

"স্নেহাপদেহো মৃদুতা লঘুত্বং বিজাতিলিঙ্গং খলু সার্ব্বজন্যম্।
যঃ শ্যামিকাং পুষ্যতি পদ্মরাগো যো বা তুষাণামিব চূর্ণমধ্যঃ॥
স্নেহপ্রদিগ্ধো ন চ যো বিভাতি যো বা প্রমৃষ্টঃ প্রজহাতি দীপ্তিম্।
আক্রান্তমূর্দ্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভর্ত্তি॥
সম্প্রাপ্য চোত্ক্ষেপপথানুবৃত্তিং বিভর্ত্তি যঃ সর্ব্বগুণানতীব।
তুল্যপ্রমাণস্য চ তুল্যজাতে র্যো বা গুরুত্বেন ভবেন্ন তুল্যঃ॥
প্রাপ্যাপি রত্নাকরজাং স্বজাতিং লক্ষেদ্গুরুত্বেন গুণেন বিদ্বান্।"

অস্নিগ্ধ অর্থাৎ রুক্ষ। মৃদু অর্থাৎ নরম। লঘু অর্থাৎ হাল্কা। এই কয়েকটি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ বিজাতীয়তার অনুমাপক চিহ্ন। যে পদ্মরাগে শ্যামিকা লক্ষিত হয় এবং যাহার অভ্যন্তরে তুষের ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণভাব দৃষ্ট হয়, যাহা স্নেহাক্তের ন্যায় অর্থাৎ

টলটলে দেখায় না, যাহাকে মার্জিত করিলেই দীপ্তিহীন হয়, অঙ্গুলির দ্বারা ধারণ করিলে যাহার পার্শ্বে কাল ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা বিজাতীয় বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য এক পরীক্ষা এই যে, দেখিতে তুল্যাকার ও তুল্যপ্রমাণ দুইটী মণি লইয়া ওজন করিলে যেটী লঘু হইবে—রত্নবিৎ ব্যক্তি সেটীকে বিজাত বলিয়া স্থির করিবেন। গুরুত্ব ও গুণ এই উভয় দ্বারাই মণির বৈজাত্য পরীক্ষা হইয়া থাকে। সার কথা এই যে,—

"জাত্যস্য সর্ব্বেঽপি মণের্ন জাতু বিজাতয়ঃ কান্তিসমানবর্ণাঃ।
তথাপি নানাকরণার্থমেবং-ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদিষ্টঃ॥"

বিজাতীয় মণি সকল কি কান্তিতে কি বর্ণে কোন অংশেই জাত্য মণির তুল্য হইতে পারে না। তথাপি ভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত উল্লিখিত ভেদপ্রণালীসকল উদ্দিষ্ট হইল।

"অপ্রত্যয়ে সতি সন্দেহে শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ।
ঘৃষ্টা যোঽত্যন্তশোভাবান্ পরিমাণং ন মুঞ্চতি॥"

মাণিক্য দেখিলেই তাহা জাত্য কি বিজাতীয়? অকৃত্রিম কি কৃত্রিম? এরূপ সন্দেহ হয়। সে সন্দেহ যদি অন্য কোন প্রকারে অপনীত না হয়, তবে, তাহা অন্য এক জাত্যমাণিক্যে ঘর্ষণ করিবেক। ঘর্ষণ করিলে যদি শোভা বৃদ্ধি হয় আর পরিমাণ অর্থাৎ ওজনে হালকা না হয়, তাহা হইলে তাহা—

"স জ্ঞেয়ঃ শুদ্ধজাতিস্তু জ্ঞেয়াস্ত্বন্যে বিজাতয়ঃ।"

—শুদ্ধ জাতি হইবে, নচেৎ তাহা বিজাতীয় বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

পরিমাণ।

মাণিক্যরত্নের আকারের ও ওজনের উচ্চসীমা কি? তাহা বলা যাইতেছে। দেখিতে কুঁচের সমান একটি মাণিক্য ওজন করিলে দশ কুঁচ, অর্থাৎ দশ রতি পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং দেখিতে বিম্বফল সমান একটি মাণিক্য ওজনে দশ তোলা পর্য্যন্ত হইতে পারে। রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, কি আকারে কি ওজনে, এতদপেক্ষা অধিক হয় এরূপ মাণিক্য কেহ কথন লাভ করেন নাই।

"গুঞ্জাফলপ্রমাণস্তু দশ সপ্ত ত্রিগুঞ্জকান্।
পদ্মরাগস্তুলয়তি যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ॥"

যে পদ্মরাগ দেখিতে গুঞ্জাপ্রমাণ, তাহা ১০, ৭ ও ৩ গুঞ্জার দ্বারা তুলিত অর্থাৎ ওজন হইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ওজনযুক্ত পদ্মরাগই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ একটি গুঞ্জাকার পদ্মরাগ ওজন করিলে যদি ১০ গুঞ্জা পরিমিত হয়, তাহা হইলে তাহা যত ভাল, ৭ গুঞ্জার সমান হইলে তাহা তত ভাল নহে। এইরূপ ৩ গুঞ্জার সমান হইলে তাহা অপেক্ষা অধম বলিয়া জানিতে হইবেক।

"কোলু কোলফলাকারো দ্বাদশাষ্টত্রিগুঞ্জকান্।
পদ্মরাগস্তুলয়তি যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ॥"

ক্রোষ্টকোল অর্থাৎ শৃগালবদরী, যাহার বঙ্গভাষা "শ্যাকুল" সেই শ্যাকুলের সমান দৃশ্য একটি পদ্মরাগ ১২, ১০, ৮, কি ৭ গুঞ্জার সহিত তুলিত অর্থাৎ ওজন হইতে পারে। তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমে মহাগুণ বলিয়া গণ্য হইবে। ওজনে ভারি হওয়াই যে একটি মহদ্‌গুণ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

"বদরীফলতুল্যো যঃ স্বরদিক্‌ বসুমাষকঃ।
তথা ধাত্রীফলত্রিংশদ্বিংশতিষ্যষ্টমাষকঃ॥"

বদরী অর্থাৎ কুল। দেখিতে কুলের মত একটি মাণিক, ওজনে ১৪, ১০, ৮, মাষা হইতে পারে। এইরূপ ধাত্রী অর্থাৎ দেখিতে আমলকী ফলের মত একটি মাণিক ৩০ ও ২০ ও ১৬ মাষা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এখানেও যে যত ভারি সে তত ভাল ইহা বুঝিতে হইবেক।

"বিল্বীফলসমাকারো বসুষট্‌দশতোলকঃ।
অতঃপরং প্রমাণেন মানেন চ ন লভ্যতে॥"

"যদি লভ্যেত পুণ্যেন তদা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।"

বিল্বফলের সমানাকার একটি মাণিক্য গুরুত্বে ৮, ৬, ও দশ তোলা হইতে পারে। কি প্রমাণে কি মানে ইহার অধিক হয় এরূপ মাণিক্য লাভ হয় না। যদি কেহ কখন পুণ্যবলে লাভ করিতে পারেন, তবে তিনি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিবেন, বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত বচননিচয়ে যে প্রমাণ ও মানের নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা কেবল দিক্‌দর্শন মাত্র। ফল, উহার তারতম্যও হইয়া থাকে। বিম্বফল যেমন ছোট বড় হয়, বিম্বফলাকার মাণিক্যও তেমনি কিঞ্চিৎ ছোট বড়, এবং তাহাদের ওজন ৮, ৬, ও ১০ না হইয়া ৮॥০, ৬॥০, ১০॥০ কি তাহারও কিঞ্চিৎ নূন্যাধিক হয়, ইহাও বুঝিতে হইবেক।

মূল্য।

এক্ষণে মূল্যের কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাউক। পরন্তু শাস্ত্রানুযায়ী মূল্যই লিখিত হইবেক। যে সময়ে ভারত-বর্ষে রত্নশাস্ত্র সকল লিখিত হইয়াছিল, তৎকালে যেপ্রকার মূল্যে ক্রীত বিক্রীত হইত, শাস্ত্রকারেরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক অন্যথা হইয়া গিয়াছে। এখন গরজ বুঝিয়া দর; এবং যে যাহার নিকট যত লইতে পারে সে তত লয়। পূর্ব্বে ওরূপ অবস্থা ছিল না। প্রায় সকল বস্তুরই এক একটা মূল্যের নিয়ম ছিল। পূর্ব্বকালে কিরূপ নিয়মে ও কিরূপ মূল্যে মাণিক্যরত্নের ক্রয় বিক্রয় নিষ্পত্তি হইত, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

" বালার্কাভিমুখং কৃত্বা দর্পণে ধারয়েন্মণিম্।
তত্র কান্তিবিভাগেন ছায়াভাগং বিনির্দ্দিশেৎ॥"

প্রাতঃকালে নবোদিত সূর্য্যের অভিমুখে দর্পণের উপর মণিটি রাখিবেক। রাখিয়া মণির কান্তির প্রভেদ স্থির করিবেক। স্থির করিয়া ছায়া বা কান্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের তারতম্য নির্ণয় করিবেক। (এ নিয়ম আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি এবং এক্ষণকার মণিকারেরাও জ্ঞাত আছেন কি না সন্দেহ।) নির্দ্দিষ্ট মূল্য কি? তাহা ব্যক্ত করা যাইতেছে। যথা—

"বজ্রস্য যত্তণ্ডুলসংখ্যয়োক্তং মূল্যং সমুন্মাপিতগৌরবস্য।
তত্ পদ্মরাগস্য গুণান্বিতস্য স্যান্মাষকাখ্যা তুলিতস্য মূল্যম্॥"

অর্থ এই যে, এক তণ্ডুল গুরু হীরকের যে মূল্য; এক মাষা পরিমাণ উৎকৃষ্ট পদ্মরাগের সেই মূল্য।

"যন্মূল্যং পদ্মরাগস্য সগুণস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
তাবন্মূল্যং তথা শুদ্ধে কুরুবিন্দে বিধীয়তে॥"

গুণযুক্ত অর্থাৎ উত্তম পদ্মরাগের যে মূল্য বলা হইল, বিশুদ্ধ "কুরুবিন্দ" মণিরও সেই মূল্য বিহিত আছে।

"সগুণে কুরুবিন্দে চ যাবন্মূল্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তাবন্মূল্যচতুর্থাংশহীনং স্যাদ্ধি সুগন্ধিকে॥"

উৎকৃষ্ট কুরুবিন্দের যে মূল্য বলা হইল, "সৌগন্ধিক" মাণিক্যের মূল্য তাহার এক চতুর্থাংশ ন্যূন হইবেক।

"যাবন্মূল্যং সমাখ্যাতং বৈশ্যবর্ণে চ সূরিভিঃ।
তাবন্মূল্যচতুর্থাংশং হীনং স্যাত্ শূদ্রজন্মনি॥"

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা "সৌগন্ধিক" মণির যে মূল্য অবধারিত করিয়াছেন, শূদ্রবর্ণের মণি অর্থাৎ মাংসখণ্ড বা নীলগন্ধি মণির মূল্য তাহার এক চতুর্থাংশ হীন।

"পদ্মরাগঃ যথা যস্তু ধত্তে লাক্ষারসপ্রভঃ।
কার্ষাপণসহস্রাণি ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সঃ॥"

অলক্তকাভ পদ্মরাগ যদি কর্ষ পরিমাণ গুরুত্ব ধারণ করে, তবে তাহার মূল্য ত্রিশ সহস্র কার্ষাপণ।

"ইন্দ্রগোপকসচ্ছায়ঃ কর্ষত্রয়ধৃতোমণিঃ।
দ্বাবিংশতিঃ সহস্রাণাং তস্য মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥"

ইন্দ্রগোপ অর্থাৎ মকমলী পোকের ন্যায় বিচিত্রচ্ছায় একটী মণি যদি ৩ কর্ষ ভারি হয়, তবে তাহার মূল্য দ্বাবিংশতি সহস্র কার্ষাপণ নির্দ্দেশ করিবেক।

"একোনো নূয়তে যস্তু জবাকুসুমসন্নিভঃ।
কার্ষাপণসহস্রাণি তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ॥"

জবাপুষ্পের ন্যায় আভাযুক্ত এক মণি যদি ওজনে পাদোন, কর্ষ পরিমাণ হয়, তবে তাহার মূল্য চতুর্দ্দশ সহস্র কার্ষাপণ।

"বালাদিত্যদ্যুতিনিভং কর্ষং যস্তু প্রতুল্যতে।
কার্ষাপণশতানান্তু মূল্যং সদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥"

নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় অনতিগাঢ় লোহিত দ্যুতিযুক্ত একটী মাণিক যদি ওজনে কর্ষ পরিমিত হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাহার মূল্য একশত কার্ষাপণ।

"যস্তু দাড়িমপুষ্পাভঃ কর্ষার্দ্ধেন তু সম্মিতঃ।
কার্ষাপণসহস্রাণাং দ্বিশতিং মূল্যমাদিশেৎ॥"

দাড়িমপুষ্পের আভার ন্যায় আভাযুক্ত মণি যদি গুরুত্বে অর্দ্ধকর্ষ হয়, তবে তাহার মূল্য দুই সহস্র কার্ষাপণ অবধারিত করিবেক।

"চত্বারো মাষকা যস্তু রক্তোৎপলদলপ্রভঃ।
মূল্যং তস্য বিধাতব্যং সূরিভিঃ শতপঞ্চকম্॥"

রক্তপদ্মের দলের ন্যায় প্রভাযুক্ত মণি যদি ওজনে চারি মাষা হয়, তবে রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা তাহার মূল্য পঞ্চশত কার্ষাপণ স্থির করিবেন।

"দ্বিমাষকো যস্তু গুণৈঃ সর্ব্বৈরেব সমন্বিতঃ।
তস্য মূল্যং বিধাতব্যং দ্বিশতং তত্ত্ববেদিভিঃ॥"

সর্ব্বপ্রকার গুণসম্পন্ন মণি যদি গুরুত্বে দুই মাষা পরিমিত হয়, তাহা হইলে রত্নতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ তাহার দুইশত কার্ষাপণ মূল্য ব্যবস্থা করিবেন।

"মাষকমিতোযস্তু পদ্মরাগো গুণান্বিতঃ।
শতকসম্মিতং বাচ্যং মূল্যং রত্নবিচক্ষণৈঃ॥"

যে গুণযুক্ত পদ্মরাগ ওজনে এক মাষা পরিমিত হয়, রত্ন-তত্ত্ববিচক্ষণগণ তাহার এক শত কার্ষাপণ মূল্য বলিবেন।

“ অতোন্যূনপ্রমাণাস্তু পদ্মরাগা গুণোত্তরাঃ।

স্বর্ণদ্বিগুণমূল্যেন মূল্যং তেষাং প্রকল্পয়েৎ॥”

উহা অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ গুণযুক্ত পদ্মরাগের স্বর্ণের দ্বিগুণ মূল্য স্থির করিবেক। অর্থাৎ একরতি স্বর্ণের যে মূল্য, ১ রতি পদ্মরাগের মূল্য তাহার দ্বিগুণ*।

“ অন্যে কুসুম্ভপানীয় মঞ্জিষ্ঠোদকসন্নিভাঃ।

কাষায়া ইতি বিখ্যাতাঃ স্ফটিকপ্রভবাশ্চ তে॥”

“ তেষাং দোষো গুণো বাপি পদ্মরাগবদাদিশেৎ।

মূল্যমল্পন্তু বিজ্ঞেয়ং ধারণেঽল্পফলং তথা॥”

অন্যান্য যে সকল মণির রঙ্ কুসুমফুলের বা মাঞ্জিষ্ঠোদকের ন্যায় তাহারা স্ফটিক হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাদিগকে “কাষায়” মণি বলে। তাহাদিগেরও দোষগুণ পদ্মরাগমণির ন্যায় বিচার্য্য, কিন্তু তাহাদের মূল্য অত্যল্প এবং ধারণেও অল্প ফল।

---

* ৮০ রতি কাঞ্চনকে পূর্ব্বকালে স্বুবর্ণ বলিত। উহাই তৎকালের মুদ্রা। সে অর্থ এস্থলে গৃহীত হইবেক না। কার্ষাপণ শব্দে এস্থলে ২ পুরাণ গৃহীত হয়। যথা—“কার্ষাপণঃ সমাখ্যাতঃ পুরাণদ্বয়সম্মিতঃ।” পুরাণ শব্দের অর্থ এক মতে ১ পণ এবং এক মতে ১ কাহন।

ভোজকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎসংহিতা গ্রন্থটী বহু প্রাচীন। তাহাতে পদ্মরাগ মণি বা মাণিক্য সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"ষড়্বিংশতিসহস্রাণ্যেকস্য মণেঃ পলপ্রমাণস্য।
কর্ষত্রয়স্য বিংশতিরুপদিষ্টা পদ্মরাগস্য।
অর্দ্ধপলস্য দ্বাদশ কর্ষস্যৈকস্য ষট্সহস্রাণি।
যচ্চাষ্টমাষকধৃতং তস্য সহস্রত্রয়ং মূল্যম্।
মাষকচতুষ্টয়ং দশশতক্রয়ম্ দ্বৌ তু পঞ্চাশতমূল্যৌ।
পরিকল্প্যমন্তরালে মূল্যং হীনাধিকগুণানাম্।
বর্ণ ন্যূনস্যার্দ্ধং তেজোহীনস্য মূল্যমষ্টাংশঃ।
অল্পগুণো বহুদোষো মূল্যাৎ প্রাপ্নোতি বিংশাংশম্।
আধূম্রং ব্রণবহুলং স্বল্পগুণং চাপ্নুয়াৎ দ্বিশতভাগম্।
ইতি পদ্মারাগমূল্যং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ সমুদ্দিষ্টম্।"

পল পরিমাণ একটী পদ্মরাগ মণির মূল্য ২৬০০০ (কার্ষাপণ)। ৩ কর্ষ পরিমাণ হইলে ২০০০০। অর্দ্ধপল পরিমাণ হইলে ১২০০০। ১ কর্ষ পরিমাণ হইলে ৬০০০। ওজনে ৮ মাষা হইলে ৩০০০। ৪ মাষা ওজন হইলে ১০০৩। ২ মাষা হইলে ৫০০। এই ওজন ও মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল বটে; কিন্তু উহাদের অন্তরাল অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী দশা দেখিয়া মূল্যের ন্যূনাধিক কল্পনা করিবেক। ওজনের ও গুণের আধিক্য দৃষ্ট হইলে

মূল্যের আধিক্য এবং অল্পতা দৃষ্ট হইলে মূল্যেরও অল্পতা (ভাগ-হারক্রমে) কল্পনা করিবেক। পরন্তু বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, বর্ণের বা ছায়ার ন্যূনতা দৃষ্ট হইলে সাধারণ মূল্যের অর্দ্ধাংশ এবং তোজোহীন দৃষ্ট হইলে ৮ ভাগের এক ভাগ প্রদান করিবেক। অল্প গুণ ও দোষ অনেক, এরূপ হইলে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ২০ অংশ প্রাপ্ত হইবেক। অল্প ধূম্রবর্ণ ও ব্রণবহুল ও অত্যল্প গুণযুক্ত হইলে তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগ স্থির করিবেক। পূর্ব্বাচার্য্যেরা পদ্মরাগ মণির এইরূপ মূল্যই অবধারিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

"राजदोषात्तु रत्नानां मूल्यं हीनाधिकं भवेत्।"

রাজাদিগের দোষে রত্ন সকলের মূল্যের ন্যূনাধিক ঘটনা হইয়া থাকে।

বৈদূর্য্য ।

এই বৈদূর্য্য মণি মহারত্ন বলিয়া গণ্য। কেহ কেহ বলেন যে,বিদূর দেশীয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার "বৈদূর্য্য" নাম হইয়াছে*। এই মণি অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া

* "বিদূরে ভবং বৈদূর্য্যং" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই মণি বিদূর নামক দেশে অথবা বিদূর নামক পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়। আবার কেহ বলেন যে, বিদূর নামক দেশ কিংবা বিদূর-নামক পর্ব্বত, কি তদ্দেশীয় পর্ব্বতের কোন বিস্পষ্ট বিবরণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না; কেবল জটাধর বিদূরাদ্রি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার টীকাকার "বিদূরদেশস্থ পর্ব্বতবিশেষ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরকোণে বিদূর নামক পর্ব্বত ছিল এক্ষণে তাহার নামান্তর হইয়া গিয়াছে। যদি তন্নামক পর্ব্বত সত্যসত্যই তৎস্থানে না থাকিবে, তবে কালিদাস ও মল্লীনাথ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ নিম্নলিখিত প্রকার লিখিবেন কেন? যথা—"বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দাৎ।" (কালিদাস) "বিদূরস্য অদ্রেঃ প্রান্তভূমিঃ" (মল্লীনাথ) "অবিদূরে বিদূরস্য গিরেরুত্তুঙ্গরোধসঃ।" (বুদ্ধ) যাহাই হউক, বিদূর নামক দেশ কিংবা বিদূর নামক পর্ব্বত নাই বলিয়াই আমাদের অনুভূত হয়, সুতরাং বৈদূর্য্য বা বিদূরজ শব্দের অতিদূর দেশ-জাত অর্থ করিলেই ভাল হয়। বোধ হয় পূর্ব্বে উহা বোখারা প্রভৃতি অতি দূর দেশ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে আনীত হইত বলিয়া আর্য্যেরা বৈদূর্য্য নামে উল্লেখ করিতেন।

আসিতেছে। রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীন পুস্তকেই ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্যবহারের বস্তু বলিয়া বৈদূর্য্য মণির অনেক সংস্কৃত নাম পর্য্যায়-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র ইহার দুইটী মাত্র নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"বৈদূর্য্য বালবায়জমং" কিন্তু রাজনির্ঘণ্ট প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার "কেতুরত্ন" "কৈতব" "প্রাবৃষ্য" "অভ্ররোহ" "খরাব্দাঙ্কুর" "বিদূররত্ন" "বিদূরজ" নাম দৃষ্ট হয়। শুক্রনীতিকার বলিয়াছেন যে, "বৈদূর্য্যঃ কেতুপ্রীতিকৃৎ।" "বৈদূর্য্যং মধ্যমং স্মৃতম্।" এই বৈদূর্য্য মণিকেতুগ্রহের প্রীতিজনক এবং ইহা হীরকাদি উত্তম রত্নাপেক্ষা মধ্যমরত্ন বলিয়া গণ্য এতদ্ভিন্ন রাজবল্লভ গ্রন্থে ইহার ভৈষজ্যোপযোগী বিবিধ গুণ বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"मुक्ता-विद्रुम-वज्रेन्द्र-वैदूर्य्य-स्फटिकादिकम्।
मणि-रत्नं सरं शीतं कषायं स्वादु लेखनम्।
चाक्षुष्यं धारणात्तच्च पापालक्ष्मीविनाशनम्॥"

মুক্তা, বিদ্রুম, হীরক, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য ও স্ফটিক প্রভৃতি মণিরত্ন সকল সারকগুণ-বিশিষ্ট, শীতল, কষায়রস, স্বাদুপাকী, উল্লেখনকর, চক্ষুর হিতকারী, এবং ধারণ করিলে উহারা পাপ ও অলক্ষ্মী বিনাশ করে।

শাস্ত্রকারেরা যাহাকে "বৈদূর্য্য-মণি" বলিয়া গিয়াছেন, বঙ্গ-ভাষায় তাহাকে "বৈদূর্য্য" ভিন্ন অন্য কোন নামে ব্যক্ত করা যায় না; কিন্তু আধুনিক জহরীরা তাহাকে "লহসুনীয়া" বা "লেশনীয়া" বলিয়া থাকেন।

রাজনির্ঘণ্ট, গরুড়পুরাণ ও যুক্তি-কল্পতরু প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই বৈদূর্য্য-মণির ছায়া, বর্ণ ও পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে।

রাজনির্ঘণ্টকার বলেন যে, বৈদূর্য্যমণি সাধারণতঃ কৃষ্ণ-পীতবর্ণ; কিন্তু শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে, "নীলরক্তন্তু বৈদূর্য্যং শ্রেষ্ঠং হীরাদিকং ভবেৎ।" যে বৈদূর্য্য-মণি নীলরক্তবর্ণ সেই বৈদূর্য্যই শ্রেষ্ঠ। যাহাই হউক, কৃষ্ণ-পীত বা নীল-রক্ত হইলেও তাহার ছায়া বা কান্তিগত বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে সন্দেহ নাই। রাজনির্ঘণ্টকার বংশপত্র প্রভৃতি বস্তুর সাদৃশ্য দ্বারা বৈদূর্য্য-মণির স্বরূপগত কান্তির বর্ণন করিয়া উহাকে সহজবোধ্য করিয়া গিয়াছেন যথা—

"एकं वेणु पलाश कोमलरुचा मायूरकण्ठत्विषा,
मार्जारेक्षणपिङ्गलच्छविजुषा ज्ञेयं त्रिधा च्छायया।
यद्गात्रं गुरुतां दधाति नितरां स्निग्धन्तु दोषोज्झितम्,
वैदूर्य्यं विमलं वदन्ति सुधियः स्वच्छञ्च तच्छोभनम्॥"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, বৈদূর্য্য-মণি তিন প্রকার ছায়ার দ্বারা ত্রিধা অর্থাৎ তিন প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার "বেণু-পলাশ" অর্থাৎ কচি বাঁশের পাতার রঙ্। দ্বিতীয় প্রকার ময়ূরকণ্ঠের রঙ্। তৃতীয় প্রকার "মার্জ্জার" অর্থাৎ বিড়ালের চক্ষুর রঙ। তন্মধ্যে যাহা বিশদ ও স্বচ্ছ, তাহাই উত্তম। এই উত্তম বৈদূর্য্য স্নিগ্ধ, ওজনে ভারী ও নির্দোষ।

"বিচ্ছায়ং মৃচ্ছিলাগর্ভং লঘু রূক্ষঞ্চ সক্ষতম্।
সত্রাসং পরুষং কৃষ্ণং বৈদূর্য্যং দূরতো নয়েৎ॥"

যাহা বিচ্ছায় অর্থাৎ বিবর্ণ (অথবা দ্বিবর্ণ), যাহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকা বা শিলাচিহ্ন দৃষ্ট হয়, যাহা ওজনে হালকা, রূক্ষ, অস্নিগ্ধ, ক্ষতযুক্ত, ত্রাসচিহ্নে চিহ্নিত, কর্কশ, কৃষ্ণভাতি, এরূপ বৈদূর্য্য দূরে নিক্ষেপ করিবেক।

পরীক্ষা।

"ঘৃষ্টং যদাত্মনা স্বচ্ছং স্বচ্ছায়াং নিকষাশ্মনি।
স্ফুটং প্রদর্শয়েদেতদ্বৈদূর্য্যং জাত্যমুচ্যতে॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

ইহার ভাবার্থ এই যে, কষ্টি-পাথরে ঘর্ষণ করিলে যাহার স্বচ্ছতা ও ছায়া পরিস্ফুট হয়, সেই বৈদূর্য্যই জাত্য অর্থাৎ ভাল।

গরুড়পুরাণে বৈদূর্য্যসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে। যথা—

"বৈদুর্য্য-পুষ্পরাগাণাং কর্কেত-ভীষ্মকৌ বদে।

পরীক্ষাং ব্রহ্মণা প্রোক্তং ব্যাসেন কথিতাং দ্বিজ॥"

হে দ্বিজ! "বৈদূর্য্য" "পুষ্পরাগ" "কর্কেত" ও "ভীষ্মক" মণির পরীক্ষা যাহা প্রথমে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, পশ্চাৎ ব্যাস যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই বলিতেছি; শ্রবণ কর।

"কল্পান্তকালক্ষুভিতাম্বুরাশি-নির্হ্রাদকল্পাদ্দিতিজস্য নাদাৎ।

বৈদুর্য্যমুৎপন্নমনেকবর্ণং শোভাভিরামং দ্যুতিবর্ণবীজম্॥"

সেই দৈত্যের মহাপ্রলয়ক্ষুভিত সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় অথবা বজ্রনিষ্পেষশব্দের ন্যায় শব্দ হইতে অনেক রঙের বৈদূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সে সমস্তই শোভাযুক্ত, মনোহর, আভা ও বর্ণ-বিশিষ্ট।

"অবিদূরে বিদূরস্য গিরেরুত্তুঙ্গরোধসঃ।

কাম-ভূতিক-সীমান-মনু তস্যাকরোঽভবৎ॥"

বিদূর-নামক পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশের নিকটে অর্থাৎ প্রান্ত-দেশে কামভূতি নামক স্থানে তাহার আকর অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান আছে।*

---

* মল্লীনাথসূরি কুমারসম্ভবের টীকায় বুদ্ধবচন বলিয়া "কামভূতিক-সীমানং" পাঠের পরিবর্ত্তে "কাকতালীয়সীমান্তে মণীনামাকরোঽভবৎ" পাঠ করিয়াছেন।

"तस्य नादसमुत्थत्वादाकराः सुमहागुणाः ।
अभूदुत्तारितोल्लोके लोकत्रयविभूषणः ॥"

"तस्यैव दानवपतेर्निनदानुरूप-
प्रावृट्पयोदवरदर्शितचारुरूपाः ।
वैदूर्य्यरत्नमणयो विविधावभासा-
स्तस्मात् स्फुलिङ्गनिवहादिव सम्बभूवुः ॥"

দৈত্যধ্বনিসমুত্থ বলিয়া তাহার আকর সুন্দর ও মহাগুণবিশিষ্ট হইয়াছিল। সেই মহাগুণ আকর হইতে উত্থিত বা উৎপন্ন হওয়ায় তাহা ত্রিলোকের ভূষণ হইয়াছে। সেই দানবরাজের গর্জ্জনের অনুরূপ বর্ষাকালের মেঘরাজের ন্যায় বিচিত্র, মনোহর বর্ণবিশিষ্ট ও নানাপ্রকার ভাস অর্থাৎ দীপ্তিযুক্ত বৈদূর্য্য-মণি সেই সকল আকর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সমূহের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিল।

"तेषां प्रधानं शिखिकण्ठनीलं यद्वा भवेद्वेणुदलप्रकाशम् ।
चाषाग्रपक्षप्रतिमश्रियो ये न ते प्रशस्ता मणिशास्त्रविद्भिः ॥"

বৈদূর্য্য বহুপ্রকার হইলেও ময়ূরকণ্ঠ রঙের এবং বংশপত্র বর্ণের বৈদূর্য্যই প্রধান বা উৎকৃষ্ট। যাহার বর্ণ "চাষ" বা নীলকণ্ঠ নামক পক্ষীর পক্ষাগ্রভাগের ন্যায়, সে বৈদূর্য্য-মণি উত্তম নহে।

" গুণবান্ বৈদূর্য্যমণির্যোজয়তি স্বামিনং বরভাগ্যৈঃ।
দোষৈর্যুক্তো দোষৈস্তস্মাৎ যত্নাৎ পরীক্ষেত॥"

যেহেতু গুণযুক্ত বৈদূর্য্য-মণি ধারণকর্ত্তার ও প্রভুর সৌভাগ্য আনয়ন করে, আর দোষবান্ বৈদূর্য্য দোষ আনয়ন করে, সেইহেতু যত্নপূর্ব্বক তাহাকে পরীক্ষা করিবেক।

" গিরিকাচ-শিশুপালৌ কাচ-স্ফটিকাশ্চ ভূমিনির্ভিন্নাঃ।
বৈদূর্য্য-মণেরেতে বিজাতয়ঃ সন্নিভাঃ সন্তি॥"

"গিরিকাচ" "শিশুপাল" "কাচ" ও "স্ফটিক" ভূমি-নির্ভিন্ন অর্থাৎ ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন উক্ত কয়েক প্রকার বস্তুই বৈদূর্য্য-মণির সদৃশ ও বিজাতীয়। অর্থাৎ উল্লিখিত নামীয় মণি সকল বৈদূর্য্য-মণির ন্যায় দেখায় বটে, কিন্তু তাহা পরীক্ষায় তত্তুল্য নহে, সুতরাং তাহারা বিজাতীয়। গিরিকাচ প্রভৃতির লক্ষণ এই যে,—

" লিখ্যাভাবাৎ কাচং লঘুভাবাচ্ছিশুপালকং বিদ্যাৎ।
গিরিকাচমদীপ্তিত্বাৎ স্ফটিকং বর্ণোজ্জ্বলত্বেন॥"

লিখ্যাভাব অর্থাৎ প্রমাণ-গত ক্ষুদ্রতা হেতু "কাচ"। লঘু-ভাব অর্থাৎ ওজনে হালকা বলিয়া "শিশুপাল"। দীপ্তিহীনতা হেতু "গিরিকাচ"। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য থাকায় "স্ফটিক"। বিজাত বৈদূর্য্য এই চারি প্রকার লক্ষণাক্রান্ত হয়।

"স্নেহপ্রভেদো লঘুতা মৃদুত্বং বিজাতিলিঙ্গং খলু সার্ব্বজন্যম্।"

অন্যান্য মণির ন্যায় বৈদূর্য্য-মণিরও বিজাতি আছে। সমস্ত বিজাত মণিই জাত্যমণিই সমানবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। নানা-প্রকার উপকরণ দ্বারা তাহাদের প্রভেদ-অনুমানের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্বান্ মনুষ্য সে সকলকে বিচার ও সুখে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। "স্নেহ প্রভেদ" অর্থাৎ লাবণ্যের ত্রুটি, "লঘুতা" অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, "মৃদুত্ব" অর্থাৎ অকঠিনতা, এই কয়েকটী বিজাতি-পরীক্ষার সর্ব্বজন-বিদিত চিহ্ন। অর্থাৎ এই কয়েকটী লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই তাহা জাত্য মণি নহে বলিয়া জানিতে হইবেক। এইরূপ প্রভেদপরীক্ষা স্থানান্তরেও উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সুখোপলক্ষ্যশ্চ সদা বিচার্য্যোঽয়ং প্রভেদোবিদুষা নরেণ।
স্নেহ-প্রভেদো লঘুতা-মৃদুত্বং বিজাতি-লিঙ্গং খলু সার্ব্বজন্যম্॥"

মূল্য।

"যদিন্দ্রনীলস্য মহাগুণস্য সুবর্ণ-সংখ্যা-কলিতস্য মূল্যম্।
তদেব বৈদূর্য্য-মণেঃ প্রদিষ্টং পলদ্বয়োন্মাপিত-গৌরবস্য॥"

এক সুবর্ণের দ্বারা যে পরিমাণ নির্দ্দোষ "ইন্দ্রনীল" মণি লাভ হয়, ওজনে দুই পল পরিমাণ বৈদূর্য্য-মণির সেই মূল্য; ইহা রত্ন-শাস্ত্রবেত্তারা বলিয়া থাকেন।

"কুশলাকুশলৈঃ প্রযুজ্যমানাঃ প্রতিবদ্ধাঃ প্রতিসন্তৃক্রিয়াপ্রয়োগৈঃ।
গুণদোষসমুদ্ভবং লভন্তে মণয়োঽর্থান্তরমূল্যমেব ভিন্নাঃ॥"
"ক্রমশঃ সমতীতবর্ত্তমানাঃ প্রতিবদ্ধা মণিবন্ধকেন যত্নাত্।
যদি নাম ভবন্তি দোষহীনা মণয়ঃ ষড়্গুণমাপ্নুবন্তি মূল্যম্॥"
"আকরান্ সমতীতানাং উদধেস্তীরসন্নিধৌ।
মূল্যমেতন্মণীনান্তু ন সর্ব্বত্র মহীতলে॥"

শাস্ত্রে যে প্রকার মণি-মূল্য উক্ত হইয়াছে, আকর-স্থান অতিক্রম করিলে সে মূল্য পৃথিবীর স্থান-সাধারণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট নহে। সমুদ্র-তীরের নিকটবর্ত্তী দেশে ও অপর স্থানের নিমিত্তই উল্লিখিত মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সুবর্ণো মনুনা যস্তু প্রোক্তঃ ষোড়শমাষকঃ।
তস্য সপ্ততিমো ভাগঃ সং . জ্ঞং করিষ্যতি॥"
"মাষশ্চতুর্মাষমানো মাষকঃ পঞ্চকৃষ্ণলঃ।
পলস্য দশমো ভাগো ধরণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
"ইতি মানবিধিঃ প্রোক্তো রত্নানাং মূল্য-নিশ্চয়ে।"

মনু ১৬ মাষা পরিমাণ কাঞ্চনকে সুবর্ণ সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাহার ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ নাম উৎপাদন করে। ৪ মাষায় ১ শাণ, ৫ মাষায় কৃষ্ণল, পলের দশম ভাগ ধরণ নামে উক্ত হয়। রত্ন-সকলের মূল্যাবধারণের জন্যই এই সকল পরিমাণ উক্ত হইয়াছে।

শুক্রাচার্য্য বলেন যে, "ত্রিসূত্রো বৈদূর্য্যো উত্তমং মূল্যমর্হতি।" ত্রিসূত্র বৈদূর্য্য অধিক মূল্যের যোগ্য। ফল কথা এই যে বৈদূর্য্যই হউক আর রত্নান্তরই হউক, রমণীয় ও দুর্লভ হইলেই তাহার সেই দুর্লভত্বাদি অনুসারে যথেচ্ছ মূল্য হয়, তাহাতে মান পরিমাণ অপেক্ষা করে না। যথা—

" অত্যন্তরমণীয়ানাং দুর্লভানান্তু কামতঃ।
ভবেন্মূল্যং ন মানেন তথানিগুণশালিনাম্॥"

শুক্রনীতি।

যুক্তিকল্পতরুমতের পরীক্ষাদি।

" সিতস্তু ধূম্রসঙ্কাশমীষৎকৃষ্ণানিভং ভবেৎ।
বৈদূর্য্যং নাম তদ্রত্নং রত্নবিদ্ভিরুদাহৃতম্॥"

অল্প কৃষ্ণমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ যে মণি—রত্নবেত্তৃগণ তাহাকে বৈদূর্য্যনামক রত্ন বলিয়া থাকেন।

" ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রজাতিভেদাচ্চতুর্ব্বিধম্।
সিতনীলো ভবেদ্বিপ্রঃ সিতরক্তস্তু বাহুজঃ।
পীতানীলস্তু বৈশ্যঃ স্যাৎ নীল এব হি শূদ্রকঃ॥"

বৈদূর্য্য-মণিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারি প্রকার ভেদ অনুসারে চারি জাতি। যাহা "সিত-নীল" অর্থাৎ শ্বেত-কৃষ্ণ-মিশ্রিত বর্ণবান্, তাহা ব্রাহ্মণ-জাতীয়। "সিতরক্ত"

অর্থাৎ যাহা ঈষৎরক্ত-মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ তাহা ক্ষত্রিয়। "পীত-রক্ত" অর্থাৎ যাহা অল্পরক্তমিশ্রিত পীতবর্ণ তাহা বৈশ্যজাতীয় এবং যাহা কেবল কাল তাহা শূদ্রজাতীয়।

" মার্জ্জার-নয়ন-প্রখ্যং রসোন-প্রতিমং হি বা।
কলিলং নির্ম্মলং ব্যঙ্গং বৈদূর্য্যং দেব-ভূষণম্ ॥"

বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় কিম্বা লসুনের বর্ণের ন্যায় বর্ণযুক্ত, কলিল, নির্ম্মল ও ব্যঙ্গ-গুণ-বিশিষ্ট যে বৈদূর্য্য—তাহা দেবভূষণ অর্থাৎ দেবতারাও তাহা ভূষণার্থ ধারণ করেন। শ্লোকস্থ "কলিল" ও "ব্যঙ্গ" শব্দের অর্থ কি ? তাহা বলা যাইতেছে—

" সুতারং ঘনমত্যচ্ছং কলিলং ব্যঙ্গমেবচ।
বৈদূর্য্যাণাং সমাখ্যাতা এতে পঞ্চ মহাগুণাঃ ॥"

"সুতার" "ঘন" "অত্যচ্ছ" "কলিল" ও "ব্যঙ্গ" এই পাঁচটী বৈদূর্য্য-মণির মহাগুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

"সুতার" গুণের লক্ষণ এই যে—

" ভঙ্গিরর্চ্চিষ দীপ্তিং যোঽসৌ সুতার ইতি গদ্যতে।"

মণি যদি দীপ্তি অর্থাৎ তেজ বমন করিতে থাকে তবে তাহাকে "সুতার" নামক মহাগুণ বলা যায়।

"ঘন" প্রভৃতি মহাগুণ কি? তাহাও বলা যাইতেছে—

"प्रमाणतोल्पं गुरु यत् घनमित्यभिधीयते ।
कलङ्कादिविहीनं तदत्यच्छमिति कीर्त्तितम् ।
चन्द्र-स्फुटं कलाकारश्चञ्चलो यत्र दृश्यते ।
कलिलं नाम तद्राज्ञः सर्व्वसम्पत्तिकारकम् ॥"
"विश्लिष्टाङ्गन्तु वैदूर्य्यं व्यङ्गमित्यभिधीयते ।"

প্রমাণে অল্প, কিন্তু পরিমাণ-গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারি। এইরূপ হইলে তাহাকে "ঘন" গুণ বলা যায়। কলঙ্ক প্রভৃতি দোষরহিত হইলে, তাহা "অত্যচ্ছ" গুণ বলিয়া কথিত হয়। যাহাতে চন্দ্রকলার ন্যায় এক প্রকার চঞ্চলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাই "কলিল" এবং তাহা রাজাদিগের সম্পত্তি-দায়ক। যাহার অবয়ব বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ বিশেষরূপে অসংহত তাহা "ব্যঙ্গ"।

দোষ।

যেমন পাঁচটী গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ পাঁচটী দোষও নির্ণীত আছে। যথা—

"कर्करं कर्कशं त्रासः कलङ्को देह इत्यपि ।
एते पञ्च महादोषा वैदूर्य्याणामुदीरिताः ॥"

মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, বৈদূর্য্য-মণির পাঁচটী প্রধান দোষ আছে। যথা—"কর্কর" "কর্কশ" "ত্রাস" "কলঙ্ক" "দেহ"। কিরূপ? তাহাও বর্ণিত হইতেছে।

" শর্করায়ুক্তমিব যৎ প্রতিভাতি চ কর্করম্।"

যাহা দেখিবামাত্র শর্করাযুক্তের ন্যায় (কাঁকর-যুক্ত) বোধ হয়, তাহাই " কর্কর" দোষ।

" স্পর্শেঽপি চ যত্তজ্জ্ঞেয়ং কর্কশং বন্ধুনাশনম্।"

স্পর্শ করিবামাত্র যাহা কাঁকরযুক্ত বলিয়া অনুভব হয়, তাহাই " কর্কশ " দোষ। এই দোষ বন্ধুনাশ করিয়া থাকে।

" ভিন্ন-ভ্রান্তিকরস্ত্রাসঃ স কুর্য্যাৎ কুল-সংক্ষয়ম্।"

যাহা দেখিবামাত্র ভাঙ্গা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, তাহাই "ত্রাস" নামক দোষ। ত্রাসদোষদূষিত বৈদূর্য্য বংশবিনাশ করিয়া থাকে।

" বিজাতিবর্ণো যস্যাঙ্কে কলঙ্কঃ ক্ষয়কারকঃ।"

যাহার ক্রোড়ে বিজাতীয় বর্ণ লক্ষ্য হয়, তাহার সেই দোষের নাম "কলঙ্ক" এই কলঙ্ক-দুষ্ট মণি ধারণ করিলে বিনষ্ট হইতে হয়।

" মলদিগ্ধ ইবাভাতি দেহোদেহ-বিনাশনঃ।"

যাহা দেখিতে মল-বিলিপ্তের ন্যায় তাহাও সদোষ। এই দোষকে "দেহ" দোষ বলা যায়। এই দেহ দোষ-দুষ্ট বৈদূর্য্য শরীর ক্ষয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ রোগ জন্মায়।

গরুড়পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদূর্য্য-মণির যেরূপ দোষগুণাদির বর্ণনা আছে তাহাই বর্ণিত হইল।

বৈদূর্য্য (Lapis lazuli) পারস্য, বেলুচিস্থান, চীন, বোখারা এবং সাইবিরিয়া দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন চীনদেশে এক প্রকার নিকৃষ্ট শ্রেণীর বৈদূর্য্য পাওয়া গিয়া থাকে। অতি উৎকৃষ্ট বৈদূর্য্য ইতালীয় এবং স্পেন-দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্ম-মন্দিরের বেদীর উপর সুশোভিত দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। ক্রসীয়জারস্কোসেলো নামক রাজ-প্রাসাদের একটী হর্ম্ম্যের ভিত্তি উত্তম বৈদূর্য্য দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। উহা দ্বিতীয় কাথারিনের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সাম্‌সুল্‌ওম্‌রার বংশধরগণের মধ্যে এক খান অতি বহুমূল্য বৈদূর্য্য ছিল, তাহার মূল্য লক্ষ মুদ্রা। সেই বৈদূর্য্যখণ্ড এক্ষণে হাইদ্রাবাদের নবাবের নিকট আছে।

সম্প্রতি বিলাতের "টাইমস্" পত্র দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া গেল, মেং ব্রাইশরাইট নামক একজন রত্নপরীক্ষকের নিকট এক খণ্ড বৈদূর্য্যনির্ম্মিত ও বিবিধ রত্ন দ্বারা খচিত একটী শিবলিঙ্গ আছে। উহা অনুমান ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে কোন হিন্দু-নৃপতির নিকট ছিল, তৎপরে দিল্লীর বাদসাহের হস্তগত হয়, রাইট্ সাহেব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় দিল্লীর কোন বেগমের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন।

গোমেদ-মণি ।

এই মণি বা রত্ন স্বনামখ্যাত। আধুনিক জহরীরাও ইহাকে "গোমেদক্" বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ পীত মণিও বলেন। বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ পীত নহে; কিঞ্চিৎ অরুণপ্রভাও আছে। যথা—

"গোমেদ: প্রিয়ক্তত্ রাহ্বোরীষত্ পীতারুণপ্রভঃ।"

শুক্রনীতি।

সংস্কৃত অভিধানে ইহার ৫টী নাম দেখা যায়। যথা—গোমেদ, রাহুরত্ন, তমোমণি, স্বর্ভানব, পিঙ্গস্ফটিক। পিঙ্গস্ফটিক ও পীতমণি এই দুইটী নাম গুণ ও দৃশ্য অনুসারী। ইহা এক প্রকার স্ফটিক বলিলেও বলা যায়। কেবল রঙের ও রাসায়নিক গুণের প্রভেদ থাকাতেই স্বতন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। স্ফটিক শ্বেতবর্ণ কিন্তু ইহা পিঙ্গলবর্ণ বা পীতবর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পীতমণি ও পিঙ্গস্ফটিক বলা যায়। হিমালয় ও সিন্ধুপ্রদেশে এই রত্ন অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

রাজনির্ঘণ্ট নামক বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার ভৈষজ্যোপযোগী গুণ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। যথা—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, বিকারনাশক, উত্তেজক, অগ্নিশুদ্ধিকারক।

জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে ইহা ধারণ করিলে পাপ নষ্ট হয়। শুক্র-নীতি নামক প্রাচীন নীতিগ্রন্থের রত্নপরীক্ষাপ্রকরণে গোমেদ-মণি মহারত্ন মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যথা—

"বজ্রং মুক্তা প্রবালঞ্চ গোমেদশ্চেন্দ্রনীলকঃ।
বৈদূর্য্যঃ পুষ্পরাগশ্চ পাচির্মাণিক্যমেব চ।
মহারত্নানি চৈতানি নব প্রোক্তানি সূরিভিঃ॥"

উল্লিখিত শ্লোকে যে সকল মহারত্নের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুক্তা, মাণিক্য ও বৈদূর্য্য-রত্নের বিষয় আমরা বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে গোমেদ-মণির বর্ণন করা যাউক।

শুক্রনীতিপ্রণেতা গোমেদ-মণিকে মহারত্ন মধ্যে পরিগণিত করিয়া অবশেষে বলিলেন যে,—

"রত্নশ্রেষ্ঠতরং বজ্রং নীচে গোমেদবিদ্রুমে।"

রত্নের মধ্যে বজ্র অর্থাৎ হীরকই শ্রেষ্ঠ। আর গোমেদ ও বিদ্রুমই অধম।

শুক্রনীতিকার গোমেদ-মণির পরীক্ষাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা লেখেন নাই, কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন, যে—

"নায়সোল্লিখ্যতে রত্নং বিনা মৌক্তিকবিদ্রুমাৎ।
পাষাণে চাপি চ প্রায় ইতি রত্নবিদোবিদুঃ॥"

রত্নতত্ত্ববেত্তারা জানেন যে, মুক্তা ও বিদ্রুম ভিন্ন কোন রত্নই লৌহশলাকার দ্বারা উল্লিখিত (গাত্রে আঁচোড় দেওয়া) করা

যায় না। সুতরাং গোমেদকেও লৌহের দ্বারা আক্ষোড়িত ও পাষাণে ঘৃষ্ট করা যায় না; ইহা প্রায়িক জানিতে হইবে।

মূল্যসম্বন্ধেও কোন বিশেষ বিধান করেন নাই। সামান্যাকারে বলিয়াছেন যে,—

" অত্যল্পমূল্যো গোমেদো নোন্মানন্তু যতোঽর্হতি।"

" সংখ্যাতঃ স্বল্পরত্নানাং মূল্যং স্যাৎ———"

শুক্রনীতি।

অর্থাৎ গোমেদ মণির মূল্য অতি অল্প; সেই হেতু উহা উন্মান অর্থাৎ ওজন করিবার যোগ্য নহে। গোমেদ ও অন্যান্য স্বল্প রত্ন সকলের সংখ্যা অর্থাৎ গণতি অনুসারে মূল্য অবধারিত করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে,—

" অত্যন্তরমণীয়ানাং দুর্লভানাঞ্চ কামতঃ।
ভবেন্মূল্যং ন মানেন তথাতিগুণশালিনাম্॥"

শুক্রনীতি।

স্বল্পরত্ন হইলেও যদি দেখিতে সুন্দর হয় বা দুষ্প্রাপ্য হয় তবে তাহার মূল্য ক্রেতা বিক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং অত্যন্ত গুণান্বিত মহারত্নের পক্ষেও এই নিয়ম আছে। পরন্তু রাজার দোষে কখন কখন ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে স্বর্ণের মহার্ঘতা পর্য্যালোচনা করিলেই উক্ত বাক্যের যথার্থতা সপ্রমাণ হইবেক।

"রজতং ষোড়শগুণং ভবেৎ স্বর্ণস্য মূল্যকম্।"

পূর্ব্বে স্বর্ণের মূল্য রজতের ১৬ গুণ ছিল এক্ষণে উক্ত নিয়ম রাজার দুরভিসন্ধিক্রমে ব্যতিক্রান্ত হইয়া ১৬ গুণের পরিবর্ত্তে ২০ গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রৌপ্যের মূল্য কম ও সুবর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের ক্ষতি ও বিলাতের বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। এরূপ ঘটনা পুরাতন কালেও কখন কখন হইত বলিয়া শুক্রনীতিকার স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে—

"রাজদৌষ্ট্যাত্তু রত্নানাং মূল্যং হীনাধিকং ভবেৎ।"

সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। গোমেদ-মণির উৎপত্তিস্থান, বর্ণ, কান্তি, পরীক্ষা ও মূল্যাদির বিষয় অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা যুক্তিকল্পতরু ও গরুড়পুরাণে কিছু অধিক লিখিত আছে। পরন্তু গরুড়পুরাণের পাঠ এবং শব্দ-কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থের পাঠ প্রায় একরূপ দেখা যায়। তন্মতের বিবরণ এইরূপ—

আকর।

হিমালয় ও সিন্ধু প্রদেশেই গোমেদ-মণির আকর বা উৎপত্তিস্থান। যথা—

"হিমালয়ে বা সিন্ধৌ বা গোমেদমণিসম্ভবঃ।"

পরীক্ষা।

"পরীক্ষা বহ্নিনা কার্য্যা শাণে বা রত্নকোবিদৈঃ।"

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অগ্নিতে অথবা শাণযন্ত্রে ইহার পরীক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

পরীক্ষার প্রয়োজন।

"স্ফটিকেনৈব কুর্ব্বন্তি গোমেদপ্রতিরূপিণম্।"

চতুর শিল্পীরা স্ফটিকের দ্বারা কৃত্রিম গোমেদ মণি প্রস্তুত করিয়া থাকে এজন্য পরীক্ষা করা আবশ্যক।

বর্ণাদি।

"স্বচ্ছকান্তির্গুরুঃ স্নিগ্ধো বর্ণাঢ্যো দীপ্তিমানপি।
বলক্ষঃ পিঞ্জরো ধন্যো গোমেদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

গোমেদ মণির কান্তি অতি স্বচ্ছ এবং স্নিগ্ধ। ওজনে ভারি এবং বর্ণও গাঢ়। দীপ্তি অর্থাৎ তেজ বা আভাও আছে। কিঞ্চিৎ শ্বেত ও পিঞ্জর বর্ণও হয় এবং তাহা ধন্য বলিয়া গণ্য।

জাতি।

রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বৈদূর্য্যাদি মণির ন্যায় ইহারও চারি প্রকার জাতি কল্পনা করিয়া থাকেন। যথা—

"চতুর্দ্ধা জাতিভেদস্তু গোমেদেঽপি প্রকাশ্যতে।"

"ব্রাহ্মণঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো রক্ত উচ্যতে।
আপীতো বৈশ্যজাতিস্তু শূদ্রস্ত্বানীল উচ্যতে॥"

যাহা শ্বেতাভ তাহা ব্রাহ্মণ জাতি, রক্তের আভা থাকিলে তাহা ক্ষত্রিয় জাতি, কিঞ্চিৎ পীত থাকিলে বৈশ্য জাতি এবং নীল আভা থাকিলে তাহা শূদ্র জাতি।

ছায়া।

অন্যান্য মণির ন্যায় ইহারও চারি প্রকার ছায়া আছে।

"ছায়া চতুর্ব্বিধা শ্বেতা রক্তা পীতাঽসিতা তথা।"

শ্বেত ছায়া, রক্ত ছায়া, পীত ছায়া ও নীল ছায়া। গোমেদমণির এই চারি প্রকার ছায়া হয়; পরন্তু পীতের ভাগ প্রত্যেক ছায়ায় অনুগত থাকে এবং পীতই অধিক বলিয়া ইহার নাম "পীতমণি"। মাংসপ্রভব ধাতুবিশেষকে মেদ বলে। মাংস কায়াগ্নির দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া মেদ উৎপাদন করে, তাহা মাংসেই আশ্লিষ্ট থাকে। গোমাংসের মেদ যেরূপ পীতবর্ণ এই মণিও সেইরূপ পীতবর্ণ। সুতরাং গোমেদ-নাম অযোগ্য হয় নাই।

দোষ।

"যে দোষা হীরকে জ্ঞেয়াস্তে গোমেদমণাবপি।"

হীরক-প্রকরণে হীরকের যে সকল দোষ উক্ত হইয়াছে, গোমেদমণিতেও সেই সকল দোষ জানিবে। হীরকের দোষ কি কি? তাহা হীরকপ্রস্তাবে বিশেষরূপে বিবৃত হইবেক। এক্ষণে স্থূলতর দোষের উল্লেখ করিতেছি।

" লঘুর্ব্বিরূপোঽতিখরোঽন্যমানঃ স্নিগ্ধোপলিপ্তোমলিনঃ খরোঽপি।
করোতি গোমেদমণির্বিনাশং সম্পত্তিভোগাবলবীর্য্যরাশেঃ॥"

লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, বিরূপ অর্থাৎ দেখিতে বিবর্ণ, অত্যন্ত খর অর্থাৎ কর্কশ, স্নিগ্ধতাসত্ত্বেও মলিন, এরূপ গোমেদ-মণি ধারণ করিলে সম্পত্তি, ভোগ, বল ও বীর্য্য বিনাশ হয়।

গুণ।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গুন সকল হীরকপ্রস্তাব হইতে জ্ঞাতব্য; পরন্তু স্থূলতর গুণ এই যে—

" গুরুঃ প্রভাঢ্যঃ সিতবর্ণরূপঃ স্নিগ্ধোমৃদুর্বৈতিমহাপুরাণঃ।
স্বচ্ছস্তু গোমেদমণিপ্রতীতোঽয়ং করোতি লক্ষ্মীং ধনধান্যবৃদ্ধিম্॥"

গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারি, প্রভাপরিপূর্ণ, শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, মৃদু অর্থাৎ কার্কশ্যবর্জ্জিত ও পুরাতন অর্থাৎ উৎপত্তির পর দীর্ঘ-কালে উদ্ধৃত (পাকা); এরূপ গোমেদমণি ধারণ করিলে লক্ষ্মীর কৃপা হয় ও ধনধান্য বৃদ্ধি হয়।

মূল্য।

ইহার মূল্য অতি স্বল্প। তথাপি এতৎসম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

" শুদ্ধস্য গোমেদমণেস্তু মূল্যং সুবর্ণতোদ্বিগুণমাহুরেকে।
অন্যে তথা বিদ্রুমতুল্যমূল্যং তথাঽপরে চামরতুল্যমাহুঃ॥"

শুদ্ধ অর্থাৎ নির্দ্দোষ গোমেদমণির মূল্য এক সুবর্ণ অপেক্ষা দ্বিগুণ। কেহ বলেন যে, বিক্রমের সহিত সমান মূল্য। অপরে বলেন যে, তাহাও নহে। উৎকৃষ্ট চামরের যে মূল্য, একখণ্ড গোমেদমণিরও সেই মূল্য।

"**চতুর্বিধানামেষান্তু ধারণে পরিসম্মতম্।**"

উল্লিখিত চতুর্বিধ গোমেদই ধারণের যোগ্য।

বজ্র বা হীরক।

প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে এই রত্নের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা আছে। অধুনাতনকালেও ইহার সমধিক মান্যের কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই। পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন আছে, সমুদায়ের মধ্যে হীরকই শ্রেষ্ঠ। হীরক অপেক্ষা মূল্যবান্ রত্ন আর নাই। হীরক কি পদার্থ, তাহার দোষ গুণ কিরূপ? পরীক্ষা কিরূপ? পূর্ব্বকালে কোথায় জন্মিত? এবং এখনই বা ইহা কোথায় জন্মে? এই সকল পর্য্যালোচনা করাই হীরক-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

হীরক বহুমূল্য। ইহার বর্ণ শুভ্র ও ভাস্বর। প্রাচীন রত্ন-শাস্ত্রে ইহার অন্যান্য বর্ণের কথা আছে বটে, কিন্তু সে সকল বর্ণের হীরকের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এবং সে সকল, প্রকৃত হীরকের খনিতে একত্র জন্মে বলিয়া, সেই সেই নানা বর্ণের প্রস্তরকেও হীরক বলা হইয়া থাকে।

হীরকের অনেক নাম আছে। তন্মধ্যে হীর, হীরক, সূচী-মুখ, বরারক, রত্নমুখ্য, অভেদ্য, অশির, রত্ন, দৃঢ়, ভার্গবক, ষট্-কোণ, বা সৎকোণ, বহুধার ও শতকোটী,—এই ১৩টী নাম এবং বজ্রের যত নাম আছে সে সমস্তই হীরকের নাম। সকল শাস্ত্রেই হীরকের বজ্র ও কুলিশ প্রভৃতি নাম দেখা যায়।

উৎপত্তি-কারণ।

হীরক কি পদার্থ, এবং কি কারণে ও কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, ইহা জানিবার জন্য পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়াও কোন বিশেষ-নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।

আদিমকালের লোকেরা বলিতেন যে, হীরক ও অন্যান্য রত্ন সকল বলাসুরের হাড় হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ বলনামে এক অসুর ছিল, ইন্দ্র তাহাকে বজ্রাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ করিলে, তাহার সেই অঙ্গারময় চূর্ণিত অস্থি সকল পৃথিবীর যে যে স্থানে পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থানে সেই সেই দগ্ধাস্থি-সংস্পৃষ্ট মৃত্তিকা হইতে কোন এক প্রকার অজ্ঞাতকারণে হীরক প্রভৃতি রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীতে হীরক উৎপন্ন হইত না, বলাসুরের মৃত্যুর পর হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এ কথা গরুড়পুরাণ প্রভৃতি মহাপুরাণ ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি জ্যোতিঃসংহিতাগ্রন্থে বিস্পষ্টরূপে লিখিত থাকা দৃষ্ট হয়। যথা—

“ वक्ष्ये परीक्षां रत्नानां वलो नामासुरोऽभवत्।
इन्द्राद्या निर्जितास्तेन निर्जेतुं तैर्न शक्यते।
वरव्याजेन पशुतां याचितः स सुरैर्मखे।
वलोददौ स्व पशुतामतिसत्त्वोमखे हतः।
पशुवत् स विशेत् स्तम्भे स्ववाक्यायनियन्त्रितः॥”

" বলো লোকোপকারায় দেবানাং হিতকাম্যয়া।
তস্য সত্ত্ববিশুদ্ধস্য সুবিশুদ্ধেন কর্ম্মণা।
কায়স্যাবয়বাঃ সর্ব্বে রত্নবীজত্বমাপ্নুয়ুঃ।
দেবানামথ যক্ষাণাং সিদ্ধানাং পবনাশিনাম্।
রত্নবীজময়ং যাহঃ সুমহানভবত্তদা॥"
" তেষান্তু পততাং বেগাৎ বিমানেন বিহায়সা।
যৎ যৎ পপাত রত্নানাং বীজং ক্বচন কিঞ্চন।
মহোদধৌ সরিতি বা পর্ব্বতে কাননেঽপি বা।
তত্তদাকরতাং যাতং স্থানমাধেয়গৌরবাৎ।
তেষু রক্ষোবিষব্যালব্যাধিঘ্নান্যঘহানি চ।
প্রাদুর্ভবন্তি রত্নানি তথৈব বিগুণানি চ।
মহাপ্রভাবং বিবুধৈর্যস্মাদ্বজ্রমুদাহৃতম্।
বজ্রপূর্ব্বা পরীক্ষেয়ং ততোঽস্মাভিঃ প্রকীর্ত্ত্যতে॥"

হে ঋষে! রত্নসকলের পরীক্ষা বলিতেছি শ্রবণ কর। বল-নামে এক অসুর ছিল। সে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাজয় করিয়াছিল; পরন্তু দেবতারা তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর দেবতারা তাহাকে যজ্ঞীয় পশু হইবার অনুরোধ করায় সে আপনার পশুত্ব স্বীকার করিয়া হত হইল। সে আপনিই আপনার বাক্যে নিযন্ত্রিত হইয়া লোকের উপকার ও দেবতাদির হিতের জন্য পশুর ন্যায় হাড়িকাঠে মস্তক দিয়াছিল।

পরে সেই বিধ্বস্ত বলাসুরের অবয়ব সকল তদীয় শুভকর্ম্মের ফলে রত্নোৎপত্তির মূল কারণ হইয়া উঠিল।

দেবতারা তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিলে পর সেই রত্নবীজ সকল যে যে স্থানে পতিত হইল,—কি মহাসমুদ্র, কি সরিৎ, কি পর্ব্বত, কি কানন, সর্ব্বত্রই তত্তৎ স্থানে তত্তৎ সেই অস্থিময় আধেয়ের অনুরূপ সেই সেই রত্ন সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল।

“ तस्यास्थिलेशो निपपात येषु भुवः प्रदेशेषु कथञ्चिदेव ।
वज्राणि वज्रायुधनिर्जिगीषोर्भवन्ति नानाकृतिमन्ति तेषु ॥”

সেই বলাসুরের অস্থির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সকল পৃথিবীর যে যে স্থানে নিপতিত হইয়াছিল—সেই সেই প্রদেশেই নানা-আকারের বজ্র বা হীরক সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা দধীচি মুনির অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিলে, তদবশিষ্ট অস্থিখণ্ড সকল মৃত্তিকায় পতিত থাকিয়া কালক্রমে হীরক উৎপাদন করিয়াছিল*। আবার কোন ঋষি বলেন, তাহা নহে, উহা

* দগ্ধ অস্থি বা কেবল অস্থিসংযুক্ত ভূ-বিশেষ হইতে হীরকের উৎ-পত্তিসম্বন্ধে কোন কার্য্য-কারণভাব আছে কি না, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে, হীরক ক্ষার -

মৃত্তিকার শক্তিবিশেষ দ্বারাই উৎপন্ন হয়। বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থে উক্ত তিন মতেরই উল্লেখ আছে। যথা—

" रत्नानि बलात् दैत्यात् दधीचितोऽन्ये वदन्ति जातानि ।
केचिद्भुवः स्वभावात् वैचित्र्यं प्राहुरुपलानाम् ।"

আকর বা উৎপত্তিস্থান।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে হীরকের আকর অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান ছিল, এক্ষণে তাহার সকল স্থানে হীরক উৎপন্ন হয় না। না হউক, ভারতবর্ষে যে সময়ে রত্নের বিশেষ আদর ছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষে যতগুলি আকর ছিল, তাহা নিম্নশ্লোকে বর্ণিত আছে।

" हैम-मातङ्ग-सौराष्ट्राः पौण्ड्र-कालिङ्ग-कोशलाः ।
वेन्वातटाः स-सौवीराः वज्रस्याष्टाविहाकराः ॥"

হৈম—হিমালয়প্রদেশ। মাতঙ্গ—মতঙ্গ মুনির আশ্রম-চিহ্নিত দেশ। (পূর্ব্বে ইহা কিরাত জাতির আবাস ছিল। ইহা দাক্ষি-

---

বিশেষ হইতেই জন্মে। প্রাচীন ঋষিদিগের বলিবার ধরণ ছাড়ন এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক অংশে বিভিন্ন। তাহাদের সকল অভিপ্রায়ই রূপকাচ্ছন্ন সুতরাং দগ্ধাস্থি ও মৃত্তিকা এই উভয়-সংযোগে যে হীরক জন্মিয়াছিল, এ কথা নিতান্ত হেয় না হইতেও পারে। কেননা অস্থিতে চূণ আছে, ইহা তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন এবং দগ্ধাস্থিও ক্ষার বটে। সুতরাং হীরককে অস্থিজ বলা আর ক্ষারজ বলা প্রায় তুল্য কথা।

পাত্যের অন্তর্গত সৌরাষ্ট্র—সুরাট প্রদেশ।) পৌণ্ড্র—চন্দেল অথবা বেহার প্রদেশ। কালিঙ্গ—কলিঙ্গ দেশ। কোশল—অযোধ্যা প্রদেশ। বেন্বাতট—বেন্বানদীর উভয় তীরবর্ত্তী দেশ। (ইহা এক্ষণে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত।) সৌবীর দেশ—সিন্ধুনদ-নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

বৃহৎসংহিতানামক গ্রন্থেও "বেন্বাতীর" "কোশলদেশ" "সৌরাষ্ট্রদেশ" "সুর্পারকতীর্থ উপলক্ষিত প্রদেশ" "হিমালয় প্রদেশ" "মতঙ্গাশ্রম উপলক্ষিত দেশ" "কলিঙ্গ দেশ" ও "পৌণ্ড্র দেশ"। এই সকল স্থানকে হীরকাকর বলা হইয়াছে।

বর্ণ ও ছায়া।

গরুড়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও উশনাকৃত নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হীরা সকল বর্ণেরই হয়; কিন্তু শুভ্রবর্ণের হীরাই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্। যথা—

"অত্যন্তবিশদং বজ্রং তারকাভং কবেঃ প্রিয়ম্।"

শুক্রনীতি।

অতিশয় শুক্ল ভাস্বর তারকাতুল্য হীরক কবি অর্থাৎ শুক্র-গ্রহের প্রীতিপ্রদ।

"আতাম্রা হিমশৈলজাশ্চ যশিভা বেন্বাতটীয়াঃ স্মৃতাঃ।
সৌবীরে তুসিতাব্জ-মেঘসদৃশাস্তাম্রাশ্চ সৌরাষ্ট্রজাঃ।
কালিঙ্গাঃ কনকাবদাতরুচিরাঃ পীতপ্রভাঃ কোশলে।
শ্যামাঃ পুণ্ড্রভবা মতঙ্গবিষয়ে নাত্যন্তপীতপ্রভাঃ।"
"বেন্বাতটে বিশুদ্ধং শিরীষ-কুসুমোপমঞ্চ কৌশলকম্।
সৌরাষ্ট্রকমাতাম্রং কৃষ্ণং সৌর্পারকং বজ্রম্।
ঈষত্তাম্রং হিমবতি মতঙ্গজং বল্লপুষ্পসঙ্কাশম্।
আপীতঞ্চ কলিঙ্গে শ্যামং পৌণ্ড্রেষু সম্ভূতম্॥"

বৃহৎসংহিতা।

হিমালয়সম্ভূত হীরক ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয়, ইহা গরুড়পুরাণ ও বৃহৎসংহিতা উভয় গ্রন্থেই লিখিত আছে। বেন্বাতটজাত হীরক চন্দ্র-কিরণ-তুল্য শুদ্ধ ও শুভ্রবর্ণ হয়, ইহাও উভয় গ্রন্থসম্মত। সৌবীরদেশজাত হীরক কৃষ্ণজপা কিংবা মেঘের বর্ণ হইয়া থাকে। বৃহৎসংহিতোক্তবচনেও "কৃষ্ণং সৌর্পারকং" লিখিত আছে। সৌরাষ্ট্র-দেশসম্ভূত হীরক তাম্রবর্ণ হয়, আর কলিঙ্গদেশীয় হীরকে সুবর্ণের রঙ হয়। বৃহৎসংহিতাও "আপীতঞ্চ কলিঙ্গে" বলিয়াছেন। কোশল-দেশীয় হীরকের বর্ণ পীত হয়। বৃহৎসংহিতাতেও "শিরীষ-কুসুমোপমঞ্চ" বলা হইয়াছে। পুণ্ড্রদেশোদ্ভব হীরক শ্যামবর্ণ হয়, একথায়

উভয়গ্রন্থের সম্মতি আছে। মতঙ্গদেশস্থ হীরকের বর্ণ অল্প পীত; বৃহৎসংহিতোক্ত বজ্রপুষ্পের বর্ণও তরল পীত।

" वज्रेषु वर्णयुक्त्या देवानामपि परिग्रहः प्रोक्तः ।
वर्णेभ्यश्च विभागः कार्य्यो वर्णाश्रयादेव ॥"
" हरित सित पीतपिङ्ग श्यामाताम्रा स्वभावतोरुचिराः ।
हरि वरुण शक्र हुतवह पितृपतिमरुतां स्वका वर्णाः ॥"

বজ্রের বর্ণযোগ থাকিলে তাহা দেবতাদিগেরও স্বীকার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং বর্ণ অনুসারেই বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতির ও অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নির্ণয় করিবেক।

স্বভাবতঃ মনোহর হরিদ্বর্ণ, শুভ্রবর্ণ, পীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শ্যামবর্ণ, ও ঈষত্তাম্রবর্ণের হীরার দেবতা যথাক্রমে নির্ধার্য্য। হরি (বিষ্ণু), বরুণ, শক্র (ইন্দ্র), হুতবহ (অগ্নি), পিতৃপতি (যম) ও মরুৎ (বায়ু),—এই সকল দেবতাদের আপন আপন বর্ণের অনুরূপ বর্ণের হীরাই প্রিয়। এই বচনের সহিত বৃহৎসংহিতোক্ত বচনাবলির ঐক্য আছে। এবং তদ্দ্বারা অন্য একটী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তও লব্ধ হয়। সে সিদ্ধান্ত কি? না গঠন। রঙ্ ও গঠনের নির্ণায়ক বচন কয়েকটী এইরূপ—

"ऐन्द्रं षड़स्रि शुक्लं याम्यं सर्पास्यरूपमसितञ्च ।
कदलीकाण्डनिकाशं वैष्णवमिति सर्व्वसंस्थानम् ।

वारुणमबलागुह्योपमं भवेत् कर्णिकारपुष्पनिभम् ।
शृङ्गाटकसंस्थानं व्याघ्राक्षिनिभं हौतभुजम् ।
वायव्यञ्च यवोपममशोककुसुमप्रभं समुद्दिष्टम् ॥"

ষড়স্রি অর্থাৎ ষট্‌কোণ। সংস্থানে ষট্‌কোণ ও শুভ্রবর্ণ হীরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র। সর্পাস্য অর্থাৎ ফণিফণার ন্যায় গঠন ও কৃষ্ণবর্ণ হীরকের দেবতা যম। কদলীকাণ্ডের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং গঠনে গোল, এরূপ হীরকের দেবতা বিষ্ণু। অবলাগুহ্যাকার ও রঙে কর্ণিকার পুষ্পসদৃশ এরূপ হীরার দেবতা বরুণ। শৃঙ্গাটক অর্থাৎ চতুষ্পথবৎ সংস্থানযুক্ত ব্যাঘ্রনেত্রবর্ণের হীরার দেবতা অগ্নি। যব কি ধান্যাকার অশোক পুষ্প বর্ণের হীরার দেবতা বায়ু।

বর্ণানুযায়ী গুণ।

রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে জাত্য হীরকের ছায়া বা বর্ণের বিশেষ গুণগুলি পরিষ্কাররূপে লিখিত হইয়াছে। যথা—

"श्वेत लोहित पीतमेचकतया छायाश्चतस्रः क्रमात् ।
विप्रादित्यभिहास्य यत् सुमनसः शंसन्ति सत्यं ततः ।
स्फीतां कीर्त्तिमनुत्तमां श्रियमिदं धत्ते यथा संस्कृतम् ।
मर्त्यानामयथायथन्तु कुलिशं पथ्यं हितं जायते ॥"

"विप्रः सोऽपि रसायनेषु बलवानष्टाङ्गसिद्धिप्रदो
राजन्यस्तु नृणां वलीपलितजित् मृत्युं जयेदञ्जसा।
द्रव्याकर्षणसिद्धिदस्तु सुतरां वैश्योऽथ शूद्रोभवेत्
सर्व्वव्याधिहरस्तदेव कथितो वज्रस्य वर्णोगुणः॥"

মতান্তরে।

"स तु श्वेतः स्मृतोविप्रो लोहितः क्षत्रियो मतः।
पीतो वैश्योऽसितः शूद्रश्चतुर्वर्णात्मकश्च सः॥"
"रसायने मतो विप्रः सर्व्वसिद्धिप्रदायकः।
क्षत्रियो व्याधिविध्वंसी जरामृत्युहरः परः॥"
"वैश्योधनप्रदः प्रोक्तस्तथा देहस्य दार्ढ्यकृत्।
शूद्रोनाशयति व्याधीन् वयस्तम्भं करोति च॥"
"पुंस्त्री नपुंसकाश्चैते लक्षणीयानि लक्षणैः।
सुवृत्ताः फलसम्पूर्णास्तेजोयुक्ता वृहत्तराः॥"
"पुरुषास्ते समाख्याता रेखाविन्दुविवर्जिताः।
रेखाविन्दुसमायुक्ताः षड्स्रास्ते स्त्रियः स्मृताः॥"
"त्रिकोणाश्च सुदीर्घाश्च ते विज्ञेया नपुंसकाः।
तेऽपि स्युः पुरुषाः श्रेष्ठा रसबन्धनकारिणः॥"
"स्त्रियः कुर्व्वन्ति कायस्य कान्तिं स्त्रीणां सुखप्रदाः।
नपुंसकास्त्ववीर्य्याः स्युरकामाः सत्त्ववर्जिताः॥"

"स्त्रियः स्त्रीभ्यः प्रदातव्याः क्लीवं क्लीवे प्रयोजयेत्।
सर्व्वेभ्यः सर्व्वदा देयाः पुरुषा वीर्य्यवर्द्धनाः ॥"
"अशुद्धं कुरुते वज्रं कुष्ठं पार्श्वव्यथान्तथा।
पाण्डुतां पङ्गुरत्वञ्च तस्मात् संशोध्य मारयेत् ॥"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, হীরকের শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ, এই চারি প্রকার ছায়া বা বর্ণ আছে। তন্মধ্যে যাহা শ্বেত তাহা ব্রাহ্মণ জাতি। যাহা রক্তবর্ণ তাহা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহা পীতবর্ণ তাহা বৈশ্য জাতি এবং যাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা শূদ্র জাতি। ব্রাহ্মণজাতীয় হীরক রসায়নকার্য্যে প্রশস্ত ও সিদ্ধিদায়ক। ক্ষত্রিয় হীরক ব্যাধি ও জরানাশক। বৈশ্য হীরক ধন ও শরীরের দৃঢ়তা প্রদান করে, এবং শূদ্র হীরক ব্যাধিনাশ ও বয়ঃস্তম্ভ করে। অপিচ, লক্ষণ অনুসারে ইহাদিগের মধ্যে আবার পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক কল্পনা আছে। যাহা সুগোল, তেজস্বী, সম্পূর্ণ বৃহৎ ও রেখাদোষরহিত—তাহা পুরুষ। যাহা ষড়স্রি অর্থাৎ ষট্‌কোণ (ছয় পোয়ালযুক্ত) ও রেখাদি-যুক্ত—তাহা স্ত্রী। আর যাহা ত্রিকোণ ও লম্বা তাহা নপুংসক অর্থাৎ ক্লীব। এই জাতিত্রয়ের মধ্যে পুরুষ হীরকই শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হীরক ধারণে অনেক সুফল হয়। স্ত্রী হীরক ধারণে পুরুষের কোন সুখ নাই, কিন্তু নারীর সুখ ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। নপুংসক হীরা ধারণ করিলে বীর্য্য ও কাম হানি হয়। এজন্য

স্ত্রীদিগকে স্ত্রী-হীরা ও ক্লীবদিগকে ক্লীব হীরা ধারণার্থে প্রদান করিবেক। পরন্তু পুরুষ হীরা সকলেই ধারণ করিতে পারে। হীরককে শুদ্ধ ও মৃত না করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবেক না। করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা রোগ জন্মে। হীরককে যদি সংশোধনপূর্ব্বক মারিত করিয়া ঔষধরূপে সেবা করা যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক শুভফল পাওয়া যায়। যথা,—

"আয়ঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥"

ভাবপ্রকাশ।

মৃতবজ্র অর্থাৎ হীরকভস্মের সেবা করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়, ধাতু পুষ্টি হয়, বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, বর্ণ উজ্জ্বল হয়, স্বাস্থ্য সুখ জন্মে, ও অশেষ বিশেষ রোগ নাশ হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বে হীরক কি অন্যান্য মহারত্ন সকল কর্ত্তন করিত না। আকরজাত আকারটী বজায় রাখিয়া কেবল মাত্র ধমনকার্য্যের দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়াই ধারণ করিত। কাটিবার প্রথা না থাকায়, হীরকের কর্ত্তন-প্রক্রিয়া কোনও রত্নশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপে লিখিত নাই। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, উল্লিখিত আকারগুলি স্বাভাবিক বা আকরিক। অর্থাৎ কৃত্রিম নহে। একথা কতদূর সঙ্গত তাহা আমরা বুঝিতে

পারি না। পরন্তু আমরা বিশেষরূপ পর্য্যালোচনার দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব্বকালের লোকেরাও হীরকের কর্ত্তনপ্রক্রিয়া জ্ঞাত ছিল। গ্রন্থের অবতরণিকায় আমরা এতৎসম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ দেখাইয়াছি।

শুভাশুভ লক্ষণ।

রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, রত্নের গুণ-দোষ পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তাহা ধারণ করিবে। যে সে ব্যক্তি যে সে রত্ন ধারণ করিলে, তাহা তাহাদের অনিষ্ট আনয়ন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ হীরক-ধারণের পক্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। কিরূপ হীরক কোন্ ব্যক্তির ধারণ করিতে হয়, তাহা বৃহৎ-সংহিতা, গরুড়পুরাণ ও শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে। যথা—

“ रत्नेन शुभेन शुभं भवति नृपाणामनिष्टमशुभेन ।
यस्मादतः परीक्ष्यं दैवं रत्नाश्रितं तज्ज्ञैः ॥”

বৃহৎসংহিতা।

শুভলক্ষণান্বিত রত্ন ধারণে শুভ হয়, অশুভ লক্ষণাক্রান্ত রত্নে অশুভ হয়। অতএব রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের দ্বারা রত্নগত শুভাশুভ লক্ষণ সকল পরীক্ষা করিবেক।

“ रक्तं पीतञ्च शुभं राजन्यानां सितं द्विजातीनाम् ।
शैरीषं वैश्यानां शूद्राणां शस्यतेऽसितनिभम् ॥”

বৃহৎসংহিতা।

রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে শুভদায়ক। ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ, বৈশ্যের পক্ষে শিরীষপুষ্পবর্ণ, শূদ্রের পক্ষে খড়্গ অর্থাৎ পরিষ্কৃত লৌহবর্ণ রত্নই শুভদায়ক।

গরুড়পুরাণেও ঠিক্ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—

"विप्रस्य शङ्खकुमुदस्फटिकावदातः
स्यात् क्षत्रियस्य शशवभ्रुविलोचनाभः।
वैश्यस्य कान्तकदलीदलसन्निकाशः
शूद्रस्य धौतकरवालसमानदीप्तिः॥"

গরুড়পুরাণ।

বৃহৎসংহিতা বলেন যে, সকল হীরক শুভদায়ক নহে। মানব যদি দুষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত হীরক ধারণ করে, তবে তাহার বন্ধু-বান্ধব নাশ, শরীরক্ষয় ও ধনক্ষয় হয় এবং যদি শুভ-লক্ষণা-ক্রান্ত হীরক ধারণ করে, তবে তাহার বিদ্যুৎ বা বজ্রভয় থাকে না, বিষভয়ও থাকে না, শুভ হয়, ও নানা প্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ হয় এবং শত্রুভয় থাকে না। যথা—

"स्वजनविभवजीवितक्षयं जनयति वज्रमनिष्टलक्षणम्।
अशनिविषभयारिनाशनं शुभमुरुभोगकरञ्च भूभृताम्॥"

গরুড়পুরাণেও এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"व्यालवह्निविषव्याघ्रतस्कराम्बुभयानि च
दूरात्तस्य निवर्त्तन्ते कर्म्माण्याथर्व्वणानि च॥"

মনুষ্য যদি নির্দোষ হীরক ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার সর্পভয়, বহ্নিভয়, বিষভয়, ব্যাঘ্রভয়, চৌরভয়, ও জলভয় থাকে না এবং অথর্ব্বশাস্ত্রোক্ত অভিচারজন্য ভয়ও থাকে না।

গরুড়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও নীতিসার গ্রন্থে যাহা ধারণের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, নিম্নে তাহা একত্র করিয়া লিখিত হইল। যথা—

" अत्यर्थं लघु वर्णमस्य गुणवत् पार्श्वेषु सम्यक् समम्।
रेखाविन्दुकलङ्ककाकपदकत्रासादिभिर्वर्जितम्।
लोकेऽस्मिन् परमाणुमात्रमपि यत् वज्रं क्वचिद्दृश्यते।
तस्मिन् देवसमाश्रयोह्यवितथस्तीक्ष्णाग्रधारं यदि॥"

" वज्रेषु वर्णयुक्तो देवानामपि परिग्रहः प्रोक्तः।
वर्णेभ्यस्य विभागः कार्य्यो वर्णाश्रयादेव॥"

" हरितसितपीतपिङ्गश्यामाताम्राः स्वभावतोरुचिराः।
हरिवरुणशक्रहुतवहपितृपतिमरुतां स्वका वर्णाः॥"

" द्वौ वज्रवर्णौ पृथिवीपतीनां सद्भिः प्रतिष्ठौ न तु सार्व्वजन्यौ।
यः स्याद्जवाविद्रुमभङ्गशोणो यो वा हरिद्रारससन्निकाशः॥"

" ईशत्वात् सर्व्ववर्णानां गुणवत् सार्व्ववर्णिकम्।
कामतो धारयेद्राजा न त्वन्योऽन्यत् कथञ्चन॥"

" अधरोत्तरवृत्त्या हि यादृक् स्यात् वर्णसङ्करः।
ततः कष्टतरो वज्रो वर्णानां सङ्करो मतः॥"

"न च मार्गविभागमात्रदृष्ट्या विदुषा वज्रपरिग्रहो विधेयः ।
गुणवत् गुणसम्पदां विभूतिः विपरीतोव्यसनोदयस्य हेतुः ॥"
"एकमपि यस्य शृङ्गं विदलितमवलोक्यते विशीर्णं वा ।
गुणवदपि तन्न धार्य्यं वज्रं श्रेयोऽर्थिभिर्भवने ॥"
"स्फुटिताग्निविशीर्णशृङ्गदेशं मलवर्णैः पृषतैरुपेतमध्यम् ।
न हि वज्रभृतोऽपि वज्रमाशु श्रियमन्याश्रयलालसां न कुर्य्यात् ॥"
"यस्यैकदेशः क्षतजावभासो यद्वा भवेल्लोहितवर्णचित्रम् ।
न तन्न कुर्य्यात् म्रियमाणमाशु स्वच्छन्दमृत्योरपि जीवितान्तम् ॥"

"तीक्ष्णाग्रं विमलमपेतसर्व्वदोषं
धत्ते यः प्रयततनुः सदैव वज्रम् ।
वृद्धिस्तं प्रतिदिनमेति यावदायुः
स्त्रीसम्पत्सुतधनधान्यगोपशूनाम् ॥"

ইহার অর্থ এই যে, অত্যন্ত লঘু অর্থাৎ ওজনে হালকা, নির্দোষ বর্ণ, গুণযুক্ত, পার্শ্বদেশ সমান, রেখা, বিন্দু, শ্যামিকা বা কলঙ্ক, কাকপদ, তীক্ষ্ণধার ও ত্রাস প্রভৃতি দোষশূন্য, এরূপ হীরক পরমাণুপরিমাণ হইলেও তাহাতে নিশ্চিত দেবতার অধিষ্ঠান থাকে অর্থাৎ উক্তরূপ গুণশালী অতি সূক্ষ্ম হীরকও ধারণ করিবে। (১)

দেবতা হইলেও বর্ণ-অনুসারে ধারণ করা কর্ত্তব্য এবং বর্ণ-অনুসারেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ধারণ করা উচিত। (২)

হরিত অর্থাৎ সবুজ, সিত অর্থাৎ শুভ্র, পীত, পিঙ্গ অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণ, শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ, আতাম্র অর্থাৎ অনল্প-লোহিত-বর্ণ, অথচ নৈসর্গিক সুন্দর হীরক যথাক্রমে হরি, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বায়ু কর্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ হরি প্রভৃতি দেবগণ সেই সেই বর্ণের হীরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (৩)

জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ কিংবা বিদ্রুমাভ্যন্তরের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ কোকনদসম বর্ণ হীরক কেবল রাজারাই ধারণ করিবেন। এই দুই প্রকার হীরক সাধারণের ধার্য্য নহে, ইহা সাধুগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। (৪)

রাজা সকল বর্ণের প্রভু। এ নিমিত্ত কেবল রাজাই ইচ্ছা-পূর্ব্বক যে কোন বর্ণের গুণযুক্ত হীরক ধারণ করিতে পারেন, অন্য কোন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ইচ্ছানুরূপ বর্ণের হীরক ধারণ করিতে পারেন না। তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থানুসারেই ধারণ করিবেন। (৫)

উত্তম ও অধম পরস্পর পরস্পরের বৃত্তি গ্রহণ করিলে, যেমন বর্ণ-সঙ্কর হয়, সেইরূপ সঙ্করহীরকও কষ্টপ্রদ হয়। (৬)

জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল বর্ণবিভাগ-অনুসারে হীরক ধারণ করেন না। গুণযুক্ত হীরক ধারণ করিলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়, আর বিপরীতগুণের হীরক ধারণ করিলে বিপরীত ফলের কারণ হয়, ইহার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। (৭)

যে হীরকের একটীমাত্র শৃঙ্গ থাকে, তাহা যদি দলিত কি শীর্ণ বিশীর্ণ হয়, তবে তাহা গুণযুক্ত হইলেও ধারণ করিতে নাই। (৮)

স্ফুটিত ও অগ্নি-জর্জ্জরিত-শৃঙ্গ হীরক যদি মলিন বর্ণ হয়, আর যদি তাহাতে বিন্দু থাকে, তবে তাহার লালসা অর্থাৎ ধারণেচ্ছা করিবেক না। (৯)

যাহার এক প্রান্তে রক্তাভা প্রকাশ পায়, কিম্বা রক্তযুক্ত চিত্রবর্ণ ছুরিত হইতে থাকে, সে হীরক ধারণ করা দূরে থাকুক, গৃহে রাখিলেও, ইচ্ছা-মৃত্যু-ব্যক্তিরও মরণ হয়। (১০)

যে ব্যক্তি শুচি ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা তীক্ষ্ণাগ্র, নির্ম্মল ও সর্ব্বপ্রকার দোষবর্জ্জিত হীরক ধারণ করে, দিন দিন তাহার শ্রী, সম্পত্তি, পুত্র, ধন, ধান্য, গো ও অন্যান্য পশু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (১১)

ভারতবর্ষীয় রত্নশাস্ত্রে ও জ্যোতিঃশাস্ত্রে এইরূপ অনেক কথা আছে। রত্ন-ধারণের সঙ্গে শরীরের উল্লিখিত দোষ-গুণের সহিত যে কি সম্পর্ক আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহাই হউক, শাস্ত্রের লেখাগুলিমাত্র বলিলাম। স্ত্রীলোকেরা সকল রত্নই ধারণ করিবেন; কিন্তু যে নারীর সন্তানকামনা থাকিবে—তিনি যেন হীরক ধারণ না করেন। যদি করেন, তবে দীর্ঘ, চিপিট, ক্ষুদ্র ও গুণহীন হীরক ধারণ

করিবেন। প্রশস্ত হীরক ধারণ করিলে, তাঁহার সন্তানের ব্যাঘাত হইবেক। যথা—

"নার্য্যা বজ্রমধার্য্যং গুণবদপি সুতপ্রসূতিমিচ্ছন্ত্যা।
অন্যত্র দীর্ঘচিপিটত্র্যস্রাৎ গুণৈর্বিযুক্তাচ্চ॥"

বৃহৎসংহিতাতেও এই কথা আছে। যথা—

"বজ্রং ন কিঞ্চিদপি ধারয়িতব্যমেকৈ
পুত্রার্থিনীভিরবলাভিরয়ন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
শৃঙ্গাটচিপিটধান্যবৎ স্থিতং যৎ
শ্রোণীনিভঞ্চ শুভদং তনয়ার্থিনীনাম্॥"

এতদ্ভিন্ন শুক্রাচার্য্যপ্রোক্ত রত্নপরীক্ষাপ্রকরণেও উক্ত হইয়াছে যে, "ন ধারয়েৎ পুত্রকামা নারী বজ্রং কদাচন।" পুত্রকামা নারী কোন ক্রমেই হীরক ধারণ করিবেন না। পুত্রোৎপত্তির সঙ্গে হীরক-ধারণের যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা বুঝি না।

"অম্ভস্তরতি যদ্বজ্রং অভেদ্যং বিমলঞ্চ যৎ।
ষট্কোণং শক্রচাপাভং লঘু চার্কনিভং শুভম্॥"

"অন্তঃপ্রভত্বং বৈমল্যং সুসংস্থানত্বমেব চ।"

"সুধার্য্যা নব ধার্য্যাস্তু নিষ্প্রভা মলিনাস্তথা।"

"খণ্ডাঃ সশর্করা যে চ তেঽপ্যধার্য্যা শুভেচ্ছুভিঃ।"

অগ্নিপুরাণ।

যে হীরক জলে ভাসে, যাহা অভেদ্য, নির্ম্মল, সুন্দর কোণ-বিশিষ্ট, যাহাতে ইন্দ্রধনুর ন্যায় আভা বিকাশিত হয়, যাহা ওজনে লঘু ও সূর্য্যের ন্যায় কিরণাবৃত, সেই হীরকই শুভদায়ক ও উৎকৃষ্ট। অভ্যন্তরে প্রভা থাকা, নির্ম্মল হওয়া, গঠনেও সুন্দর হওয়া, এই কয়েকটী গুণ থাকিলে সে মণি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। উক্ত প্রকার গুণশালী রত্নই ধারণ করিবে। যাহার প্রভা নাই, যাহা মলদিগ্ধ, তাহা ধারণ করিবে না। যাহা খণ্ড অর্থাৎ অন্তর্ভগ্ন, কাঁকরদার, তাহাও ধারণ করিবে না।

দোষগুণ বিচার।

হীরকের গুণ ও দোষ অনুসারে মূল্যের অল্পতা ও আধিক্য হইয়া থাকে এবং ধারণের যোগ্যাযোগ্য নির্ণয় হইয়াও থাকে; সুতরাং গুণ ও দোষগুলি ভাল করিয়া বলা আবশ্যক। গরুড়পুরাণে প্রথমতঃ আকরিকগুণের, পরে অন্যান্য গুণের উল্লেখ আছে। যথা—

"कोट्यः पार्श्वानि धाराश्च षड़ष्टौ द्वादशेति च।
उत्तुङ्गसमतीक्ष्णाग्रा वज्रस्याकरजा गुणाः॥"

কোটী অর্থাৎ প্রান্ত বা কোণ, পার্শ্ব, ৬।৮ কিংবা ১২ প্রকার ধার, উত্তুঙ্গ অর্থাৎ চ্যাপটা নহে, সম, অগ্রভাগ সকল তীক্ষ্ণ। এসকলগুলিই হীরকের আকরিক গুণ অর্থাৎ আকরবিশেষে এ সকল নৈসর্গিক গুণ হইয়া থাকে; পশ্চাৎ ধমন, পরিকর্ম্ম (পলিশ্) ও অস্ত্রীকরণ (কট্) দ্বারা গুণান্তর করা হয়।

"षट्कोटिशुद्धममलं स्फुटतीक्ष्णधारं
वर्णान्वितं लघु सुपार्श्वमपेतदोषम्।
इन्द्रायुधांशुविसृतिच्छुरितान्तरीक्षं
एवंविधं भुवि भवेत् सुलभं न वज्रम्॥"

ছয় কোটি অর্থাৎ ষট্‌কোণযুক্ত, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, সুপার্শ্ব, সুব্যক্ত ও তীক্ষ্ণধারযুক্ত, সুন্দর বর্ণ, লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, পাশ্-

গুলি সুন্দর, দোষবর্জ্জিত, রামধনুর ন্যায় কিরণ বাহির হইতে থাকে, এরূপ হীরক পৃথিবীতে সুলভ নহে অর্থাৎ কখন কখন পাওয়া যায়।

"अत्यर्थं लघु वर्णतश्च गुणवत् पार्श्वेषु सम्यक् स्थितम्।
रेखाबिन्दुकलङ्ककाकपदकत्रासादिभिर्वर्जितम्॥"

অত্যন্ত লঘু, বর্ণ ভাল, পার্শ্বদেশ উত্তম ও রেখাশূন্য, বিন্দুবর্জিত, নিষ্কলঙ্ক, কাক-পদ ও ত্রাসনামক দোষ না থাকা, এই সকল হীরকের গুণ এবং ইহার বিপরীত হইলেই দোষ।

বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে, যে হীরক, হীরকভিন্ন অন্যান্য পদার্থের দ্বারা অভেদ্য, লঘু, জলে ভাসে, চন্দ্ররশ্মির ন্যায় স্নিগ্ধ, বিদ্যুৎ, অগ্নি বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রভা বিস্তার করে, সেই হীরকই উত্তম। আর যাহা কাকপদ নামক দোষযুক্ত, মক্ষিকা ও কেশযুক্ত (এই দুইটী এক প্রকার দোষ নামানুরূপ জানিবে) ধাতুযুক্ত, কর্করবিদ্ধ (কাঁকরের চিহ্ন) চতুষ্কোণ, দিগ্ধ অর্থাৎ প্রলিপ্ত, মলাযুক্ত, ত্রাস-দোষে দূষিত, বিশীর্ণ (ভাঙ্গার দাগ), এই সকল দোষ যাহাতে থাকে, তাহা ভাল নহে। এবং যাহা বুদ্বুদের ন্যায়, দলিতের ন্যায় (অগ্রভাগ ভোঁতা), চ্যাপ্টা, বাসা ফলের ন্যায় লম্বা, এরূপ হীরকও ভাল নহে। যথা—

"सर्वद्रव्याभेद्यं लघ्वम्भसि तरति रश्मिवत् स्निग्धम्।
तडिदनलशक्रचापोपमञ्च वज्रं हितायोक्तम्॥"

" কাকপদমক্ষিকাকেশধাতুযুক্তানি শর্করাবিদ্ধম্।
দ্বিগুণাশ্রিদিগ্ধকলুষত্রস্তবিশীর্ণানি ন শুভানি॥"
" যানি চ বুদ্বুদদলিতাগ্রচিপিটবাসাদলপ্রদীর্ঘানি।"
" যদ্যপি বিশীর্ণকোটিঃ সবিন্দুরেখান্বিতো বিবর্ণো বা।
তদপি ধনধান্যপুত্রান্ করোতি সেন্দ্রায়ুধো বজ্রঃ॥"
বৃহৎসংহিতা।

গরুড়পুরাণ বলেন,—

" সৌদামিনীবিস্ফুরিতাভিরামং রাজা যথোক্তং কুলিশং দধানঃ।
পরাক্রমাক্রান্তপরপ্রতাপঃ সমস্তসামন্তভুবং ভুনক্তি॥"

অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত হীরক দোষান্বিত হইলেও, তাহা ধারণকর্ত্তার ধন, ধান্য ও পুত্র বৃদ্ধি করে। সৌদামিনীর ন্যায় স্ফুরণ-গুণবিশিষ্ট ও মনোহর পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন হীরক ধারণ করিলে, রাজা পরাক্রম দ্বারা পরের পরাক্রম ধ্বংস করিয়া রাজ্যভোগ করিতে পারেন।

" স্বচ্ছং বিদ্যুত্প্রভং স্নিগ্ধং সৌন্দর্য্যং লঘু লেখনম্।
ষট্কারং তীক্ষ্ণধারঞ্চ শুভ্রাকারং শ্রিয়ং দিশেত্॥"
রাজনির্ঘণ্ট।

সুন্দর স্বচ্ছ, বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহ-ম্রক্ষিতের ন্যায়, মনোহর, লঘু অর্থাৎ হাল্কা, লেখন অর্থাৎ

রত্নান্তরকে আঞ্চোড়িত করিতে সক্ষম, ষট্‌কোণ, তীক্ষ্ণধার,—এরূপ হীরক লক্ষ্মীভাগ্য আনয়ন করে।

"भस्माभं काकपादश्च रेखाक्रान्तश्च वर्त्तुलम् ।
आधारमलिनं विन्दुसत्रासं स्फुटितन्तथा ॥"
"नीलाभं चिपिटं रूक्षं तद्वज्रं दोषदं त्यजेत् ।"

রাজনির্ঘণ্ট।

ভস্মের ন্যায় আভাযুক্ত, কাকপদ ও রেখাক্রান্ত, বর্ত্তুল, আধার মলিন অর্থাৎ আকরিক-মালিন্য-যুক্ত, বিন্দু ও ত্রাস-দোষে দুষ্ট, স্ফুটিত অর্থাৎ ফাটা, নীল আভাযুক্ত, চ্যাপ্টা, রূক্ষ,—এরূপ বজ্র দোষ বহন করে বলিয়া পরিত্যাজ্য।

রাজনির্ঘণ্ট প্রভৃতি বৈদ্যক-গ্রন্থে হীরকের ভৈষজ্যোপযোগী গুণ বর্ণিত আছে, তাহার কতিপয় গুণের উল্লেখ করিতেছি।

"হীরক ষড়্‌রসযুক্ত, সর্ব্ব রোগনাশক, সর্ব্বানিষ্ট-নিবারক, সুখজনক, দেহ-দৃঢ়কারক, রসায়ন, সারক, শীতল, কষায়, স্বাদু, বমনকারক, ও চক্ষুর হিতকারী।"

এই সকল গুণ মৃতহীরকের, ইহা বুঝিতে হইবে। হীরকের জারণ মারণাদির প্রণালী কিরূপ? তাহা বর্ণনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

হীরক অতি মূল্যবান্ পদার্থ এবং উহা শিল্পকুশল ধূর্ত্ত ব্যক্তিরা কৃত্রিম করিয়া থাকে। সেই জন্য ইহার পরীক্ষা

করা আবশ্যক। গরুড়পুরাণোক্ত রত্নপরীক্ষায় লিখিত আছে যে,—

" अयसा पुष्परागेण तथा गोमेदकेन च।
वैदूर्य्यस्फटिकाभ्याञ्च काचैश्चापि पृथग्विधैः।
प्रतिरूपाणि कुर्व्वन्ति वज्रस्य कुशला जनाः।
परीक्षा तेषु कर्त्तव्या विद्वद्भिः सुपरीक्षकैः॥"

অয়ঃ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট লৌহ, (কিংবা ক্ষার,) পুষ্পরাগমণি, গোমেদমণি, বৈদূর্য্যমণি, স্ফটিক, কাচ, (ক্ষারৈশ্চাপি পাঠও দৃষ্ট হয়,) সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্ষার দ্বারা দক্ষ মানবেরা হীরকের প্রতিরূপ অর্থাৎ দৃশ্যতঃ ঠিক্ হীরক এরূপ কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করিয়া থাকে, এজন্য বিচক্ষণ পরীক্ষকদ্বারা তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

" यत्पाषाणतले निकाषनिकरे नोदृश्यते निष्ठुरे
यच्चान्योपललोहमुद्गरमुखैर्लेखाञ्च यात्याहनम्।
यच्चान्यत् निजलीलयैव दलयेत् वज्रेण वा भिद्यते
तज्जात्यं कुलिशं वदन्ति कुशलाः श्लाघ्यं महार्घञ्च तत्॥"
রাজনির্ঘণ্ট।

যাহা অতি কঠিন নিষ্ঠুর বা কঠিন কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করিলেও কষদাগ লাগে না, অন্য প্রস্তর কি লৌহ প্রভৃতির দ্বারা

যাহাকে উল্লেখিত (আঙ্কোড়িত) বা ক্ষোদিত করা যায় না, যাহা অন্য প্রস্তরকে অনায়াসে বিদলিত বা বিদীর্ণ করিতে পারে এবং যাহা বজ্র ভিন্ন অন্য কিছুতেই বিদলিত হয় না, রত্নজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, তাহাই জাত্য বজ্র এবং তাহাই সমধিক মূল্যবান্।

"क्षारोल्लेखनशालाभिस्तेषां कार्य्यं परीक्षणम् ।"

ক্ষার, উল্লেখন (চাঁচা) ও শালাকার্য্য, এই তিন প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা হীরকের পরীক্ষা হইয়া থাকে।

"पृथिव्यां यानि रत्नानि ये चान्ये लौहधातवः ।
सर्व्वाणि विलिखेत् वज्रं तच्च तैर्न विलिख्यते ॥"

পৃথিবীতে যে কিছু রত্ন ও তৈজস ধাতু আছে, হীরক দ্বারা সমস্তই উল্লেখিত হয়, (উল্লেখন চাঁচা কিংবা দাগ লাগান) কিন্তু হীরক তাহাদিগের দ্বারা উল্লেখিত হয় না।

"गुरुता सर्व्वरत्नानां गौरवाधारकारणम् ।
वज्रे तत्तु वैपरीत्येन सूरयः परिचक्षते ॥"

গুরুত্ব অর্থাৎ ওজনে ভারি হওয়া সকল রত্নেরই গৌরবের কারণ; কিন্তু হীরকে তাহার বিপরীত অর্থাৎ রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, ওজনে হাল্কা হওয়াই হীরকের গৌরবের কারণ।

" प्रकटानेकदोषस्य स्वल्पस्य महतोऽपि वा।
स्वमूल्याच्छतशोभागो वज्रस्य न विधीयते ॥"
" स्पष्टदोषमलङ्कारे वज्रं यद्यपि दृश्यते।
रत्नानां परिकर्म्मार्थं मूल्यं तस्य भवेल्लघु ॥"

হীরক স্বল্প হউক, আর বৃহৎ হউক, যদি তাহাতে অনেক দোষের প্রকাশ থাকে, তবে তাহার মূল্য প্রকৃত মূল্যের শত ভাগের এক ভাগ বিধান করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি অলঙ্কারে দোষযুক্ত হীরক থাকে, তবে তাহার মূল্য অল্প এবং হীরক কি অন্যান্য রত্ন যদি পরিকর্ম্মীকৃত (পালিশ) না হয়, তাহা হইলে, সেই অপরিকর্ম্মীকৃত রত্নের পরিকর্ম্ম করাইবার জন্য মূল্যেরও অল্পতা হইবে। এতদ্ভিন্ন বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে, যে সকল হীরকে কাকপদ, মক্ষিকা, কেশ, ধাতুযুক্ততা, শর্করাবিদ্ধ, লিপ্ত, কলুষিত, ত্রস্ত, বিশীর্ণ, বুদ্বুদ, দলিতাগ্র, চিপিট, বাসাফলবৎ দীর্ঘতা প্রভৃতি দোষ থাকে, সে সকল হীরকের প্রকৃত অর্থাৎ নির্দোষ হীরকের মূল্য অপেক্ষা আট ভাগ ন্যূন মূল্য অবধারণ করিবে। যথা—

" काकपद मक्षिका केशधातुयुक्तानि शर्करविद्धम्।
द्विगुणाश्रिदिग्ध कलुष त्रस्तविशीर्णानि न शुभानि।
यानि यानि च वुद्वुद्दलिताग्रचिपिटवासाफलप्रदीर्घाणि।
सर्व्वेषां च तेषां मूल्यात् भागोऽष्टमोहानिः ॥"

অপিচ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য স্বকৃত নীতিগ্রন্থের রত্নপ্রকরণে বলিয়াছেন যে, রাজাদিগের দোষ-গুণেই রত্ন সকলের মূল্যের অল্পতা বা আধিক্য হইয়া থাকে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার কথা অতীব সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কেননা কাল, দেশ ও পাত্র অনুসারে কেবল রত্ন নহে, সকল দ্রব্যেরই মূল্যের তারতম্য ঘটনা হয়। তদীয় নীতিগ্রন্থের রত্নপরীক্ষাপ্রকরণে হীরকের মূল্যসম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, অধুনা প্রায় সেই নিয়ম অনুসারেই হীরক সকল ক্রীতবিক্রীত হইয়া থাকে। যথা—

" একস্যৈব হি বজ্রস্য ত্বেকরক্তিমিতস্য চ।
সুবিস্তৃতদলস্যৈব মূল্যং পঞ্চ-সুবর্ণকম্ ॥"
" রক্তিকাদলবিস্তারাৎ শ্রেষ্ঠং পঞ্চগুণং যদি।
যথা যথা ভবেন্ন্যূনং হীনমৌল্যং তথা তথা ॥"

এক রত্তি ওজনের এক খানি নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট হীরকের মূল্য ৫ পাঁচ সুবর্ণ (৮০ রতি অর্থাৎ ৵১০ আনা ওজনের স্বর্ণ মুদ্রার নাম সুবর্ণ।) ইহাই হীরকের মূল্যের উচ্চসীমা বা মূল্যকেন্দ্র। ইহা অপেক্ষা যত রত্তি ওজনে অধিক, বিস্তারে অধিক ও উৎকৃষ্টতায় অধিক হইবে, ততই তাহার মূল্য প্রত্যেক রত্তি অনুসারে ৫ পাঁচ গুণ অধিক হইতে থাকিবে, এবং যেমন যেমন হীন হইবে, তেমনি তেমনি মূল্যও হীন হইবে। এই

নিয়মটী এদেশে বহুকাল প্রচারিত আছে এবং অধুনাতন-কালেও প্রায় এই নিয়মেই হীরকের ক্রয়বিক্রয় সাধিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত গ্রন্থে এই সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম আছে, এস্থলে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম।

"যথা গুরুতরং বজ্রং তন্মূল্যং রক্তিবর্গতঃ।
তৃতীয়াংশবিহীনন্তু চিপীটস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥"
"তদর্দ্ধং শর্করাভস্য চোত্তমং মূল্যমীরিতম্।"
"রক্তিকায়াস্ত দ্বে বজ্রে তদর্দ্ধং মূল্যমর্হতঃ।"
"তদর্দ্ধং বহবোঽর্হন্তি মধ্যাহীনা যথা গুণৈঃ।"
"ভস্মমার্দ্ধং তদর্দ্ধং বা হীরকো গুণহীনতঃ।
বর্গরক্তিষু সংধার্য্যং কলানাং নবকং পৃথক্ ॥"
"তথাংশপঞ্চকং পূর্ব্বং ত্রিংশদ্ভিস্তদ্ভজেত্ ততঃ।"

হীরকের যেরূপ যেরূপ গুরুত্ব অর্থাৎ ওজন হইবে, সেইরূপ সেইরূপ ওজনকে বর্গরতি অর্থাৎ কালী করিয়া রতির পরিমাণ বা সংখ্যা কল্পনা করিবেক। পশ্চাৎ সেই বর্গ-রতির সংখ্যা বা পরিমাণ অনুসারে মূল্য কল্পনা করিবেক। এক বর্গ-রতি-পরিমিত উত্তম হীরকের যে মূল্য এক বর্গ-রতি চিপীট হীরকের মূল্য তাহার এক তৃতীয়াংশ হীন এবং এক শর্করাভ হীরকের মূল্য তাহার অর্দ্ধ। এক বর্গ-রতি এক খণ্ড হীরকের যে মূল্য, দুই খণ্ডে

এক বর্গ-রতি হইলে তাহা তাহার অর্দ্ধ-মূল্য এবং বহুখণ্ডে এক বর্গ-রতি হইলে তাহা তদপেক্ষা অর্দ্ধ-মূল্য হইবার যোগ্য। এইরূপ, গুণের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারেও মূল্যের উত্তমাধম-মধ্যমতা কল্পনা করিবেক। অর্থাৎ অল্পগুণ হীরক সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন হীরক অপেক্ষা অর্দ্ধমূল্য এবং মধ্যমগুণযুক্ত হীরক মধ্যম মূল্য, ইত্যাদিক্রমে নির্ণয় করিবেক। সমদ্বিগুণিত রতির নাম বর্গ-রতি, যত বর্গ-রতিই হউক, তাহার উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নবকলা ও পাঁচ অংশ যোজনা করিবেক। প্রথম স্থাপিত নব-কলাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে অথবা যত ভাগ হয়, ততকে কলা সংখ্যায় যুক্ত করিবেক। অনন্তর কলা সংখ্যার ২৬ অংশ অবলম্বন করিয়া মূল্যাবধারণ করি-বেক। এই নিয়মটী মুক্তামূল্যের জন্য ব্যবস্থিত হইলেও হীরকের বর্গ-কল্পনা ইহারই দৃষ্টান্তে কৃত হইত। অপিচ, রত্নের মূল্যসম্বন্ধে আর একটী নিয়ম আছে, তাহা সর্ব্বরত্ন সাধারণ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে নিয়মটী এই যে—

"মূল্যাধিক্যয় ভবতি যদ্রত্নং লঘু বিস্তৃতম্।
গুর্ব্বল্পং হীনমৌল্যায় স্যাদ্রত্নং লমপি যদ্ঘনম্॥"
শুক্রনীতি।

যে রত্ন লঘু অথচ দেখিতে বড়—তাহার মূল্য অধিক।

আর যাহা দেখিতে ছোট অথচ ওজনে ভারি—তাহা গুণযুক্ত হইলেও অল্প মূল্য হইবেক।

উপসংহার।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ও চীনদেশের রত্নবিৎপণ্ডিতেরা উত্তমরূপে কাটিয়া হীরকের দীপ্তি প্রকাশ করিতে অবগত ছিলেন। প্রাচীন কালের ইউরোপীয়গণ খনি হইতে হীরক প্রাপ্ত হইলে, তাহা পরিষ্কৃত করিয়া অলঙ্কারে ব্যবহার করিতেন; কিন্তু হীরক কাটিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য-প্রকাশের নিয়ম পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে লুই ভ্যান্ য়র্গেন্ দ্বারা প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের গলকণ্ডার হীরক অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ। বোর্ণিও ও মলক্কায় যে হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচুর-পরিমাণে ব্রেজিলে হীরক প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহা ভিন্ন অধুনা ইউরেল পর্ব্বত, উত্তর আমেরিকার কোন কোন অংশ, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় হীরক পাওয়া গিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত যত হীরক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় হীরক উত্তম, সর্ব্ব প্রসিদ্ধ ও বহুমূল্য। কিংবদন্তী আছে যে, কোহিনুর নামক হীরক শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শোভা বিস্তার করিয়াছিল।

ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন আর্ষগ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের স্যমন্তক নামক একখানি উৎকৃষ্ট মণি ছিল। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে,—

"মণিঃ স্যমন্তকো হস্তে ভুজমধ্যে তু কৌস্তুভঃ।"

শ্রীকৃষ্ণের হস্তে স্যমন্তক মণি ছিল। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা অক্রূরকে প্রদান করেন। তৎসম্বন্ধে জনপ্রবাদ এই যে, সেই স্যমন্তকমণিই কোহিনুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, কোহিনুর যে স্যমন্তকমণি—তাহার কোন প্রমাণ নাই। স্যমন্তকমণির সংক্ষেপ বৃত্তান্তটী পরিশিষ্টে লিখিত হইবেক। ইহার প্রাচীন ইতিবৃত্ত আর বিশেষ কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। ইহা কোন এক অজ্ঞাত-ঘটনায় আলাউদ্দীনের হস্তগত হয়। পরে, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান বাবর ইহা বহুযত্নে অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। ফরাশীশ্ ভ্রমণকারী টাবর্ নিয়ার্ আরঙ্গজীবের নিকটে কোহিনুর দর্শন করিয়াছিলেন। এ সময় হর্টন্ সিও বর্জ্জিয়া ইহা কাটিয়া সুদৃশ্য করিতে গিয়া, তাহার দীপ্তির হানি করিয়াছিল, এজন্য নৃপতি আরঙ্গজীব তাহাকে অপমানিত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। দীল্লি হইতে নাদির সাহা ইহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান, তৎপরে তাঁহার বংশধরের নিকট হইতে আহম্মদ সাহ প্রাপ্ত হইলে, তৎপুত্র সা সুজার নিকট হইতে উহা মহারাজ রণজিৎ সিংহ গ্রহণ করিয়া স্ববাহুতে ধারণ করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পঞ্জাব জয়ের পরে কোহিনুর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকটে প্রেরিত হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডীয় মহা-

প্রদর্শনে উহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সে সময়ে আমষ্টারডম্ নগরবাসী কাষ্টার নামক একজন প্রসিদ্ধ রত্নব্যবসায়ীর দ্বারা উহার উত্তমরূপ অস্ত্রীকরণ ও পরিকর্ম্ম সাধিত হইয়াছিল। ভূমণ্ডলের রাজভাণ্ডারে যত হীরক আছে, তাহার মধ্যে কোহিনুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহা এক্ষণে মহারাজ্ঞী এম্প্রেস্ ভিক্টোরিয়ার মুকুটে পরিশোভিত রহিয়াছে।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আর একখানি বহুমূল্য হীরক আছে, তাহার নাম কম্বারল্যাণ্ড হীরক। উহা ডিউক্ অব্ কম্বারল্যাণ্ডের অধিকারে ছিল।

রুষিয়ার সম্রাটের নিকটে যে "অর্লফ্" হীরক আছে, সেখানি অতিবহুমূল্য ভারতবর্ষীয় হীরক। উহা নাদির সাহার "ময়ূর-সিংহাসন" হইতে এক জন ফরাসী অপহরণ করিয়া আর্মেনিয়ায় এক বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। ঐ বণিক্ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার এম্প্রেস্ দ্বিতীয় কাথারিনের নিকটে উক্ত হীরক বিক্রয় করিয়াছিলেন। রুসিয়ার সম্রাটের আর দুই খানি বহুমূল্য হীরক আছে, তাহার এক খানির নাম "পোলারষ্টার," অপর খানির নাম "সা"।

"সা" হীরক খানি আব্বাস্ মির্জার পুত্র খসরু, সম্রাট্‌কে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। তাহাতে পারস্ত-ভাষায় নাম খোদিত আছে। তৃতীয় নেপোলিয়ান্ ভূপতির যে সকল বহুমূল্য হীরক

ছিল, তাহার মধ্যে "পিট" ও "ইউজিনি" হীরক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রথমোক্ত মণিখণ্ড গলকণ্ডার খনি হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

রুসিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ৮ আট লক্ষ টাকা মূল্যে "স্যান্সি" হীরক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই হীরকখণ্ড ইউরোপে প্রথম অস্ত্রীকৃত হইয়াছিল।

ফরাশীশ্ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্প্রতি একজন ইংরাজ রত্নবণিক্ চারিলক্ষ টাকা মূল্যে রিজেণ্ট হীরকখণ্ড ক্রয় করিতে চাহিয়াছেন। উহা অতি বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট হীরক। এই হীরক প্রথমে একজন গলকণ্ডার জামল চাঁদ নামক বণিকের নিকট হইতে ক্রয় করেন, তৎপরে তাহা ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়। সম্রাট্ প্রথম নেপোলিয়ন ইহা অসিকোষ-উপরে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বিদ্রুম বা প্রবাল।

বিদ্রুম ও প্রবাল একই বস্তু। ইহার ভাষা নাম "পলা" এবং হিন্দি নাম "মুঙ্গা"। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার আর ৬টী নাম আছে। যথা—অঙ্গারকমণি, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাঙ্গ, রক্তাকার ও লতামণি।

জ্যোতিঃশাস্ত্র বলেন যে, এই রত্ন মঙ্গলগ্রহের অতিপ্রিয়, তজ্জন্য উহার নাম ভৌমরত্ন। ভৌমরত্ন ধারণ করিলে পাপ নষ্ট হয়, অলক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকে না।

রাজনির্ঘণ্টকার বলেন, প্রবাল দ্বারা অশেষবিধ ঔষধ প্রস্তুত হয়, যেহেতু উহার নিম্নলিখিত গুণসমূহ আছে। মধুর, অম্লরস, কফপিত্তাদি দোষের নাশক, স্ত্রীলোকের বীর্য্য ও কান্তিপ্রদ।

রাজবল্লভ বলেন, তদ্ভিন্ন উহার আরও কয়েকটী গুণ আছে, তাহা এই,—সারক, শীতবীর্য্য, কষায়যুক্ত, স্বাদুপাকী, বমি-কারক, চক্ষুর হিতজনক। শুক্রনীতির মতে "**নীচে গোমেদ-বিদ্রুমে**"। ঐ বিদ্রুম রত্নটী অন্যান্য রত্নাপেক্ষা হীন। অথবা ইহা স্বল্পরত্ন বলিয়া গণ্য।

আকর বা উৎপত্তিস্থান।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রবালরত্ন সনীসক, দেবক ও রোমক প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য স্থানেও উৎপন্ন হয়, কিন্তু সে সকল উৎকৃষ্ট নহে। তাহার মূল্যও শিল্পীর অধীন

অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের গুণে তাহার মূল্যের আধিক্য হইতেও পারে। যথা—

“ मनीवकं देवकरोमकस्य स्थानानि तेषु प्रभवः सुरागम् ।

अन्यत्र जातस्य न तत्प्रधानं मूल्यं भवेत् शिल्पिविशेषयोगात् ॥”

প্রবালমণির উৎপত্তিসম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ বচন আছে। যথা—

“ श्वेतसागरमध्ये तु जायते वल्लरी तु या ।

विद्रुमानाम रत्नाख्या दुर्लभा वज्ररूपिणी ॥”

“ पाषाणं प्रभजत्येषा प्रयत्नात् क्वथिता सती ।

विद्रुमं नाम तद्रत्नमामनन्ति मनीषिणः ॥”

শ্বেত সমুদ্রের মধ্যে বিদ্রুমা নামে একপ্রকার লতা জন্মে তাহাই বিদ্রুমরত্ন নামে খ্যাত। এই লতারত্ন অতি দুর্লভ ও বজ্রের সদৃশ গুণবিশিষ্ট। রত্নতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ বলেন, যে, উহা যে প্রস্তরের মত কঠিন হয়, তাহা তাহার স্বাভাবিক নহে। যত্নপূর্ব্বক জলের সহিত অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে পর তাহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হয়, নচেৎ প্রথমে উহা ঘনীভূত মাংস-নির্য্যাস অর্থাৎ আঠার মত থাকে। ইউরোপীয় পরীক্ষকেরা দেখিয়াছেন যে, প্রবাল এক প্রকার কীট। তাহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

পরীক্ষা।

শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

" নায়সোল্লিখ্যতে রত্নং বিনা মৌক্তিকবিদ্রুমাৎ।"

মুক্তা ও বিদ্রুম ব্যতীত অন্যান্য রত্নে লৌহশলাকার দ্বারা আঁচোড় পাড়া যায় না। অতএব উহার উল্লেখন বা কষ্টিতে নিকষণরূপ পরীক্ষা নাই। না থাকাই সুসঙ্গত; যেহেতু বিদ্রুমে কৃত্রিম অকৃত্রিম সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে ইহার ভাল মন্দ পরীক্ষা আছে বটে; পরন্তু তাহা বর্ণ ও গুণের দ্বারাই হইয়া থাকে।

বর্ণ।

প্রবালের বর্ণপরীক্ষাসম্বন্ধে শুক্রনীতিতে উক্ত হইয়াছে যে,—

" সপীত রক্তচ্ছক্ ভৌমপ্রিয়ং বিদ্রুমমুত্তমম্।"

অল্প পীতমিশ্রিত রক্তকান্তি বিদ্রুমই উত্তম এবং তাহাই মঙ্গলগ্রহের প্রিয়। এতদ্ভিন্ন গরুড়পুরাণে ইহার বর্ণাদি বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

" তত্র প্রধানং যযলোহিতাভং গুঞ্জা জবা পুষ্পনিভং প্রদিষ্টম্।"

" জবা বন্ধুক সিন্দূর দাড়িমী কুসুমপ্রভম্।"

" পলাশ কুসুমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্।"

" রক্তোৎপলদলাকারং—"

যে সকল প্রবালের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায়, সে সকল প্রবাল প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ প্রধান। যাহা গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ, বাঁধুলিফুল, সিন্দুর, অথবা দাড়িম্ব ফুলের বর্ণের ন্যায়, তাহারা ২য় শ্রেণীর প্রবাল। যাহা পলাশ পুষ্প, কি পাটলা পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহারা ৩য় শ্রেণীর বিদ্রুম। যে সকল প্রবাল কোকনদ-দলের রঙ ধারণ করে—তাহা ৪র্থ শ্রেণীর প্রবাল অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা হীন।

জাতি ও গুণ।

" प्रसन्नं कोमलं स्निग्धं सुरागं विद्रुमं हि तत्।
धनधान्यकरं लोके विषाग्निभयनाशनम् ॥"

প্রসন্ন অর্থাৎ পরিষ্কার কান্তিযুক্ত, কোমল অর্থাৎ সুখবেধ্য, স্নিগ্ধ অর্থাৎ দেখিতে ঘৃত তৈলাদি ম্রক্ষিতের ন্যায়, সুরাগ অর্থাৎ মনোজ্ঞ রঙ্। এইরূপ গুণবিশিষ্ট বিদ্রুমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহা ধারণ করিলে ধনধান্যাদি বৃদ্ধি হয় এবং বিষভয় নষ্ট হয়।

অন্যান্য রত্নের ন্যায় বিদ্রুমেরও চারি প্রকার জাতি আছে। যথা,—

" ब्रह्मादि जातिभेदेन तच्चतुर्विधमुच्यते।
अरुणं शशरक्ताभ्यं कोमलं स्निग्धमेव च।
प्रवालं विप्रजातिः स्यात् सुखवेध्यं मनोरमम्।
जवा बन्धूक सिन्दूर दाड़िमी कुसुमप्रभम्।

কঠিনং দুর্ব্বেধ্যমস্নিগ্ধং ক্ষত্রজাতিং তদুচ্যতে।
পলাশকুসুমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্‌।
বৈশ্যজাতির্ভবেৎ স্নিগ্ধং বর্ণাঢ্যং মন্দকান্তিমৎ।
রক্তোৎপলদলাকারং কঠিনং ন চিরদ্যুতি।
বিদ্রুমং শূদ্রজাতি স্যাদ্দ্রাগ্‌বেধ্যং তথৈব চ॥"

পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর প্রবালকে ব্রাহ্মণ জাতি বলা যায়। ব্রাহ্মণজাতীয় বিদ্রুমই সুন্দর, সুখবেধ্য ও ধারণে শুভপ্রদ হয়।

২য় শ্রেণীর প্রবাল ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া গণ্য, তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন সুতরাং দুর্ব্বেধ্য ও অস্নিগ্ধ। ৩য় শ্রেণীর বিদ্রুম বৈশ্যজাতি মধ্যে গণ্য। এই জাতীয় বিদ্রুম স্নিগ্ধ বটে, ইহার বর্ণও উত্তম বটে, কিন্তু ইহার লাবণ্য অল্প। ৪র্থ শ্রেণীর বিদ্রুম শূদ্রজাতীয় বলিয়া পরিগণিত। শূদ্রজাতীয় বিদ্রুম অতি কঠিন এবং তাহার দ্যুতি অল্পকালেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

"রক্ততা স্নিগ্ধতা দার্ঢ্যং চিরদ্যুতি সুবর্ণতা।
প্রবালানাং গুণাঃ প্রোক্তাঃ ধনধান্যকরাঃ পরাঃ॥"

সুরাগ, সুস্নিগ্ধ, সুখবেধ্য, বহুকালস্থায়ী লাবণ্য, সুন্দরবর্ণ, এই কয়েকটী প্রবালের প্রধান গুণ। গুণবান্‌ প্রবাল ধারণেই ধনধান্য লাভ হইয়া থাকে।

"হিমাদ্রৌ যস্য সংজাতং তদ্রক্তমতিনিষ্ঠুরম্‌।
তস্য ধারণমাত্রেণ বিষবেগঃ প্রযাস্যতি॥"

হিমালয় সর্ব্বরত্নের আকর, না হয় এমন রত্নই নাই। এতাদৃশ হিমালয়ে যে এক প্রকার প্রবাল জন্মে তাহা রক্তবর্ণ ও অতি কঠিন, তাহা ধারণ করিলে বিষ নষ্ট হয়।

" शुद्धं दृढ़ं घनं वृत्तं स्निग्धं गात्रसुरक्तकम्।
समं गुरु सिराहीनं प्रवालं धारयेत् शुभम्॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

বিশুদ্ধ অর্থাৎ শ্যামিকাদি দোষরহিত, দৃঢ়, ঘন অর্থাৎ সংহত, বৃত্ত অর্থাৎ সুগোল, স্নিগ্ধ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুন্দরবর্ণ-বিশিষ্ট, সমান, ওজনে ভারি, সিরাশূন্য,—এরূপ প্রবাল শুভ-জনক এবং এই শুভ প্রবালই ধারণ করিবেক।

" विवर्णता तु खरता प्रवाले दूषणद्वयम्।
रेखा काकपदौ विन्दुर्यथा वज्रेषु दोषकृत्।
तथा प्रवाले सर्व्वत्र वर्ज्जनीयं विचक्षणैः॥"

বিবর্ণ ও খর অর্থাৎ খশ্‌খশে, এই দুইটী প্রধান দোষ। তদ্ভিন্ন রেখা প্রভৃতি আরও কয়েকটী দোষ আছে, তাহাও পরিত্যজ্য।

" रेखा हन्यात् यशोलक्ष्मीमावर्त्तः कुलनाशनः।
पट्टलो रोगकृत् ख्यातो विन्दुर्धनविनाशकृत्।
त्रासः सन्त्रासयेत् त्रासं नीलिका मृत्युकारिणी॥"

রেখা থাকিলে সে প্রবাল ধারণে যশ ও লক্ষ্মীভাগ্য ধ্বংস করে। আবর্ত্ত থাকিলে তাহা বংশনাশক হয়। পটুল নামক

দোষ (ইহা হীরক-পরীক্ষায় বিবৃত হইয়াছে) রোগ আনয়ন করে। বিন্দু থাকিলে তাহা ধন বিনাশ করে। ত্রাসনামক দোষ (ইহাও হীরকোক্ত দোষ) ভয় উৎপাদন করে। নীলিকা দোষ থাকিলে তাহা মৃত্যুকর হয়।

"ধারণেঽস্যাপি নিয়মো জাতিভেদেন পূর্ব্ববৎ।
বিরূপজাতিং বিষমং বিবর্ণং খরং প্রবালং প্রবহন্তি যে যে।
তে মৃত্যুমেবাত্মনি বৈ বহন্তি সত্যং বদন্ত্যেষ যতো মুনীন্দ্রঃ॥"

অন্যান্য রত্নের ন্যায় প্রবাল রত্ন ধারণেও জাত্যাদি নিয়ম আছে। যথা—বিবর্ণ, বিজাতি, বিষম (উচ্চ নীচ), কর্কশ,—যে যে ব্যক্তি এরূপ প্রবাল ধারণ করে—সে ব্যক্তি আপনার মৃত্যু বহন করে, ইহা মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন সুতরাং যে ইহা সত্য।

রাজনির্ঘণ্টকার বলেন যে,—

"গৌরং রক্তং জলাক্রান্তং বক্রং সূক্ষ্মং সকোটরম্।
রূক্ষং কৃষ্ণং লঘু শ্বেতং প্রবালমশুভং ত্যজেৎ॥"

গৌরবর্ণ, রক্ত ও জলভাবাপন্ন (ইহা বৈদূর্য্য প্রস্তাবে বলা হইয়াছে), বক্র, সূক্ষ্ম, কোটর অর্থাৎ ছিদ্রপ্রায় চিহ্নযুক্ত, রূক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ, হাল্কা, শ্বেতদাগযুক্ত,—এরূপ প্রবাল অশুভজনক অতএব তাহা ত্যাগ করিবেক।

নীতিশাস্ত্রকার ভগবান্ শুক্রাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া

ছেন, যে কেবল মুক্তা ও প্রবাল এই প্রকার রত্নই কালে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অন্যান্য রত্ন জীর্ণ হয় না।

"ন জরাং যান্তি রত্নানি বিদ্রুমং মৌক্তিকং বিনা।"

মূল্য।

শুক্রনীতির মতে ১ তোলা উৎকৃষ্ট প্রবাল এক সুবর্ণের অর্দ্ধ মূল্য হইবার যোগ্য। (এস্থলে সুবর্ণ শব্দের অর্থ তৎকাল-প্রচলিত ৮০ রতি পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা। অথবা এরূপ অর্থ হইতেও পারে যে, ১ তোলা প্রবাল অর্দ্ধ তোলা স্বর্ণের সমান) যথা—

"প্রবালং তোলকমিতং স্বর্ণার্দ্ধং মূল্যমর্হতি।"

কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর মতে—

"মূল্যং যুক্তপ্রবালস্য রৌপ্যদ্বিগুণমুচ্যতে।"

নির্দ্দোষ ও পরীক্ষিত প্রবাল রূপার দ্বিগুণ মূল্য অর্থাৎ দুই তোলা শুদ্ধ রৌপ্যের যে মূল্য—এক তোলা প্রবালের সেই মূল্য।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই পৃথিবীর সকল সভ্য জনপদে প্রবাল রত্ন অলঙ্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। থিওফ্রাস্‌টস্‌ তাঁহার গ্রন্থে প্রবালের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাচীন সুসভ্য গলজাতি ইহার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। এক্ষণে উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ প্রবাল—যাহা অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়—তাহা ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর প্রভৃতি জলমধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুষ্পরাগ।

আধুনিক রত্নপরীক্ষক অর্থাৎ জহরীরা ইহাকে "পুখ্‌রাজ" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। ভাবপ্রকাশ ও অন্যান্য কোষগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে ইহার ৮টী নাম পাওয়া যায়। "মঞ্জুমণি" "বাচস্পতিবল্লভ" "পীত" "পিঙ্গস্ফটিক" "পীতরক্ত" "পীতাশ্ম" "গুরুরত্ন" ও "পীতমণি"। রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে ইহার ভৈষজ্যোপযোগী গুণ ও ধারণের ফলাফল বর্ণিত আছে। গরুড়-পুরাণের ৭৫ অধ্যায়ে ইহার বর্ণ, গুণ, পরীক্ষা ও মূল্যাদির ব্যবস্থাও লিখিত আছে।

সুলক্ষণ।

রত্নবিৎ শুক্রাচার্য্য ঋষি ইহাকে মধ্যম শ্রেণীর রত্ন বলিয়াছেন, কেহ বা ইহাকে মহারত্ন-মধ্যে গণনা করিয়াছেন। কেহ নব-সংখ্যক মহারত্নের মধ্যে গণনা না করিয়া, একাদশ রত্ন মধ্যে গণনা করিয়া ইহার স্বল্পতা জানাইয়াছেন।

"सुच्छायपीतगुरुगात्रसुरङ्गयुक्तं
स्निग्धञ्च निर्म्मलमतीव सुवृत्तशीतम् ।
यः पुष्परागमकलं कलयेन्मनुष्य
पुष्णाति कीर्त्तिमतिशौर्य्यसुखायुरर्थान् ॥"

সুন্দর পীত, ছায়া বা বর্ণবিশিষ্ট, ওজনে ভারি, সুন্দরকান্তি এবং সর্ব্বাঙ্গে সমান রঙ্, পরিষ্কার, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সুগোল ও

সুশীতল,—যে ব্যক্তি এতদ্রূপ পুষ্পরাগ মণি ধারণ করে, তাহার কীর্ত্তি ও শৌর্য্য বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। সুখী, দীর্ঘায়ু ও ধনবানও হয়।

কুলক্ষণ।

"কৃষ্ণবিন্দুচ্ছিতং রূক্ষং ধবলং মলিনং লঘু ।
বিচ্ছায়ং শর্করাকারং পুষ্পরাগং সদোষকম্ ॥"

কৃষ্ণবিন্দুচিহ্নযুক্ত অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালীর ছিটার ন্যায় দাগ-দার, রুক্ষ, ধবল, মলিন, হাল্কা, বিকৃত বর্ণ, হিবর্ণ, বা ছায়া-হীন, শর্করা অর্থাৎ কাঁকরদার, এরূপ পুষ্পরাগ সদোষ।

বর্ণ।

"ঈষত্পীতস্তু বজ্রাভং পুষ্পরাগং প্রচক্ষতে।"

মানসোল্লাস।

রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, পুষ্পরাগ অল্পপীতবর্ণ অথচ হীরকের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া থাকে।

প্রকারান্তর।

"শণপুষ্পসমঃ কান্ত্যা স্বচ্ছভাবঃ সুচিক্কণঃ ।
পুত্রধনপ্রদঃ পুণ্যঃ পুষ্পরাগমণির্ধৃতঃ ॥"

শণপুষ্পের ন্যায় কান্তি, স্বচ্ছ ও সুচিক্কণ,—এরূপ পুষ্পরাগ মণি ধারণ করিলে, ধন পুত্র লাভ ও পুণ্য হয়।

"দৈত্যধাতুসমুদ্ভূতঃ পুষ্পরাগমণির্দ্বিধা ।
পদ্মরাগাকরে কশ্চিৎ কশ্চিত্তার্ক্ষ্যোপলাকরে ॥"

"ঈষৎপীতচ্ছবিচ্ছায়াযুক্তং কান্ত্যা মনোহরম্ ।
পুষ্পরাগমিতি প্রোক্তং রঙ্গসোমমহীভুজা ॥"
"ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন তদ্বিজ্ঞেয়ং চতুর্বিধম্ ।
ছায়া চতুর্বিধা তস্য সিতা পীতাসিতাসিতা ॥"

যুক্তিকল্পতরু।

দৈত্যের ত্বক্ ধাতু হইতে সমুৎপন্ন পুষ্পরাগমণি দুই প্রকার হইয়া থাকে। যাহা পদ্মরাগমণির আকরে উৎপন্ন হয়, তাহা এক প্রকার, এবং যাহা ইন্দ্রনীল-আকরে উৎপন্ন, তাহা অন্য প্রকার।

রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রঙ্গসোম বলেন যে, যাহা ঈষৎ পীতবর্ণ, নির্ম্মল, ছায়াযুক্ত ও মনোহরকান্তি, তাহাই উৎকৃষ্ট পুষ্পরাগ।

এই পুষ্পরাগমণির ব্রাহ্মণাদি চারি প্রকার জাতি আছে। সুতরাং উহাদের ছায়াও চারি প্রকার। শুভ্র, তরলপীত, অল্পকৃষ্ণ ও কৃষ্ণ। এই চতুর্বিধ ছায়ার দ্বারা চতুর্বিধ জাতির নির্ণয় হয়। গরুড়পুরাণে এতদপেক্ষা কিছু বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

"পতিতা যা হিমাদ্রৌ হি ত্বচস্তস্য সুরদ্বিষঃ ।
প্রাদুর্ভবন্তি তাভ্যস্তু পুষ্পরাগা মহাগুণাঃ ॥"

সেই অসুরের চর্ম্ম সকল হিমালয়ে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই মহাগুণ পুষ্পরাগ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

"आपीत पाण्डु रुचिरः पाषाणः पुष्परागसंज्ञस्तु ।
कौरुण्टकनामा स्यात् स एव यदि लोहितापीतः ॥"
"आलोहितस्तु पीतः स्वच्छः काषायकः स एवोक्तः ।
आनीलशुक्लवर्णः स्निग्धः सोमालकः सगुणैः ।
"अत्यन्तलोहितोयः स एव खलु पद्मरागसंज्ञः स्यात् ।
अपिचेन्द्रनीलसंज्ञः स एव कथितः सुनीलः सन् ॥"

তরলপীত বা পাণ্ডু কান্তিবিশিষ্ট নির্ম্মল প্রস্তরবিশেষ, পুষ্পরাগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার সেই পাথর যদি রক্তবর্ণ-মিশ্রিত অল্প পীত রঙের হয়, তাহা হইলে তাহা পুষ্পরাগ না হইয়া কুরুণ্টক নাম প্রাপ্ত হয়। আবার তাহাই যদি স্বচ্ছ ও অল্প-রক্তযুক্ত পূর্ণপীতবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কাষায় বলিয়া অভিহিত করা যায়; এবং সেই বস্তুই আবার অল্পনীল মিশ্রিত শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ ও গুণোৎপন্ন হইলে, উহা সোমালক নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই একই প্রস্তর অত্যন্ত লোহিতবর্ণ হওয়ায় পদ্মরাগ নাম ধারণ করিয়াছে এবং সুন্দর নীলবর্ণ হওয়ায় তাহাই আবার ইন্দ্রনীল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

পরীক্ষা।

"कर्कोद्भवं भवेत् पीतं किञ्चित्ताम्रञ्च सिंहले ।
विन्दुत्रयसमायुतं दहनैर्दीप्तिमद्गुरु ॥"

মণিপরীক্ষা।

কর্কস্থানোদ্ভব পুষ্পরাগ পীতবর্ণ হয়। সিংহলদেশে অল্প তাম্রবর্ণের পুষ্পরাগ জন্মে। কিন্তু তাহাতে বিন্দু, ব্রণ ও ত্রাস দোষ থাকে। অগ্নি-সংযোগে ইহার দীপ্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্বভাবতঃই ইহা ওজনে ভারি।

"घृष्टोविकाशयेत् पुष्परागमधिकमात्मीयम् ।
न खलु पुष्परागोजात्यतया परीक्षकैरुक्तः ॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

পুষ্পরাগমণি শণবস্ত্রাদির দ্বারা ঘৃষ্ট হইলে তাহার বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়। রত্নপরীক্ষকেরা এই মণির জাতি বিজাতি থাকা অর্থাৎ কৃত্রিম কি অকৃত্রিম তদ্বিষয়ের পরীক্ষার কথা বলেন নাই।

মূল্য ও ফলশ্রুতি।

"मूल्यं वैदूर्य्यमणेरिव गदितं ह्यस्य रत्नशास्त्रविद्भिः ।
धारणफलञ्च तद्वत् किन्तु स्त्रीणां सुतप्रदोभवति ॥"

গরুড়পুরাণ।

রত্নশাস্ত্রবেত্তৃগণ বলিয়াছেন যে, বৈদূর্য্যমণির ন্যায় পুষ্পরাগ-মণির মূল্য কল্পিত হইয়া থাকে। ধারণ করিলে, বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ফল হয়। পরন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্রদায়ক হয়।

মূল্যসম্বন্ধে শুক্রনীতির মত এই যে,—

"रतिमात्रः पुष्परागोमौक्तः स्वर्णार्द्धमर्हतः ।"

এক রতি পুষ্পরাগ ও এক রতি নীলম্ সুবর্ণার্দ্ধ মূল্য পাইবার যোগ্য।

মানসোল্লাস গ্রন্থকারের মতে রত্নের মূল্যের অবধারণা হইতে পারে না। তিনি বলেন যে, মূল্যের একটা সামান্যাকারে ব্যবস্থা আছে মাত্র। নচেৎ,—

"নিজবর্ণসমুৎকর্ষাৎ কান্তিমত্ত্বাৎ মহার্ঘতা।"

বর্ণের উৎকর্ষ, কান্তির আধিক্য ও মনোহারিত্ব অধিক হইলে সকল রত্নেরই অধিক মূল্য হইতে পারে।

মরকত মণি।

উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ মণি-বিশেষের নাম "মরকত"। আধুনিক জহরীরা ইহাকে "পান্না" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অমরসিংহের অভিধান গ্রন্থে ইহার "গারুত্মত," "অশ্মগর্ভ," "হরিন্মণি" এই তিনটী নাম দৃষ্ট হয়। শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি অন্যান্য কোষগ্রন্থেও "মরকত," "রাজনীল," "গরুড়াঙ্কিত," "রৌহিণেয়," "সৌপর্ণ," "গরুড়োদ্গীর্ণ," "বুধরত্ন," "গরুড়," "পাচি," প্রভৃতি নাম আছে। বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, রাজনির্ঘণ্ট, যুক্তিকল্পতরু, অগস্তিমত ও মণিপরীক্ষা প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থনিচয়ে এই রত্নের বর্ণ, ছায়া, গুণ, দোষ, পরীক্ষা ও মূল্যাদি নির্ণীত আছে।

বর্ণ ও লক্ষণ।

"শুকবংশপত্রকদলীশিরীষকুসুমপ্রভং গুণোপেতম্।
সুরপিতৃকার্য্যে মরকতমতীব শুভদং নৃণাং বিহিতম্॥"

বৃহৎসংহিতা।

শুকপক্ষীর পক্ষ, বংশপত্র (বাঁশের পাতা), কদলীপত্র ও শিরীষপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, প্রভাশালী ও গুণযুক্ত মরকত মণি ধারণ করিলে, অত্যন্ত শুভ হয়।

"मयूरचाषपत्राभा पाचिर्दुर्घहिता हरित्।"

শুক্রনীতি।

ময়ূর ও নীলকণ্ঠ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় আভাযুক্ত, হরিদ্বর্ণের মরকত মণি বুধগ্রহের প্রীতিজনক।

“ शुकपक्षनिभः स्निग्धः कान्तिमान् विमलस्तथा ।
स्वर्णचूर्णनिभैः सूक्ष्मैर्मरक्तश्चैव बिन्दुभिः ॥”

অগ্নিপুরাণ।

মরক্ত অর্থাৎ মরকত মণির বর্ণ, শুক পক্ষীর পক্ষের সদৃশ, স্নিগ্ধ, লাবণ্যযুক্ত এবং সুনির্ম্মল। ইহার অভ্যন্তর যেন সূক্ষ্ম-সুবর্ণচূর্ণ পরিপূরিত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়। এ লক্ষণটী সকল পান্নায় থাকে না। (কেহ কেহ এ লক্ষণকে ভাল বলেন না)।

“ इन्द्रायुधस्थगर्भेण हरितेन समप्रभम् ।
कीरपक्षसमच्छायं गरुड़ोरःसमुद्भवम् ।
स्निग्धं मरकतं कान्तं नलिकाग्रदलप्रभम् ॥”

মানসোল্লাস।

ইন্দ্রধনুর গর্ভস্থ হরিদ্বর্ণের ন্যায় বর্ণ, নীলকণ্ঠ বা ময়ূর পক্ষীর পক্ষের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, মনোহর ও কমনীয়কান্তি মরকত গরুড়ের বক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহা তুরুষ্কদেশীয় নলিকা নামক তৃণের অগ্রভাগের প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্টও হইয়া থাকে।

" स्वच्छञ्च गुरु सच्छायं स्निग्धगात्रञ्च मार्दवसमेतम् ।
अव्यङ्गं बहुरङ्गं शृङ्गारी मरकतं शुभं बिभृयात् ॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

স্বচ্ছ অর্থাৎ সুনির্ম্মল, ওজনে ভারি, ছায়াযুক্ত, স্নিগ্ধগাত্র, অতীক্ষ্ণকান্তি, অব্যঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীন নহে বা সুন্দর গঠন, শৃঙ্গারগুণবর্দ্ধক ;—এরূপ শুভ মরকত ধারণ করাই কর্ত্তব্য।

" शर्करिलकलिलरूक्षं मलिनं लघु हीनकान्तिकल्माषम् ।
त्रासयुक्तं विकृताङ्गं मरकतममरोऽपि नोपभुञ्जीत ॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

শর্করিল অর্থাৎ কাঁকরদার, কলিল অর্থাৎ আবিল, রূক্ষ অর্থাৎ অস্নিগ্ধ মলিন, ওজনে হাল্‌কা, হীনকান্তি, কল্মাষবর্ণ, ত্রাসদোষ-যুক্ত, বিকৃতাঙ্গ অর্থাৎ মন্দ গঠন,—অমর হইলেও ঈদৃশ মরকত ধারণ করিবেন না।

এতদ্ভিন্ন গরুড়পুরাণের ৭১ অধ্যায়ে ইহার উৎপত্তি, আকর, বর্ণ, ছায়া, দোষ, পরীক্ষা ও মূল্যাদি উত্তমরূপে নির্ণীত হই-য়াছে। পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

সূত উবাচ।

" दानवाधिपतेः पित्तमादाय भुजगाधिपः ।
द्विधा कुर्व्वन्निव व्योम सत्वरं वासुकिर्य्ययौ ॥

स तदा खे शिरोरत्नप्रभादीप्ते नभोऽम्बुधौ ।
रराज स महानेकः खण्डसेतुरिवाबभौ ॥
ततः पक्षनिपातेन संहरन्निव रोदसी ।
गरुत्मान् पन्नगेन्द्रस्य प्रहर्त्तुमुपचक्रमे ॥
सहसैव मुमोच तत् फणीन्द्रः
  सुरसाद्युत्तमतुरुष्कपादपायाम् ।
नलिकावनगन्धवासितायां
  वरमाणिक्यगिरेरुपत्यकायाम् ॥
तस्य प्रपातसमनन्तरकालमेव
  तद्वद्वरालयमतीत्य रमासमीपे ।
स्थानं क्षितेरुपपयोनिधितीरलेखम्
  तत् प्रत्ययान्मरकताकरतां जगाम ॥
तत्रैव किञ्चित् पततस्तु पित्तात्
  उत्पत्य जग्राह ततोगरुत्मान् ।
मूर्च्छापरीतः सहसैव घोणा
  रन्ध्रद्वयेन प्रमुमोच सर्व्वम् ॥
तत्राकठोरशुककण्ठशिरीषपुष्प-
  खद्योतपृष्ठवरशाद्वलशैवलानाम् ।
कह्लारशष्पकभुजङ्गभुजाश्च पत्र
  प्राप्तत्विषो मरकताः शुभदा भवन्ति ॥

“ तद्यत्र भोगीन्द्रभुजा विमुक्तं
पपात पित्तं दितिजाधिपस्य ।
तस्याकरस्यातितरां स देशो
दुःखोपलभ्यश्च गुणैश्च युक्तः ॥
तस्मिन् मरकतस्थाने यत्किञ्चिदुपजायते ।
तत् सर्व्वं विषरोगाणां प्रशमाय प्रकीर्त्त्यते ॥
सर्व्वमन्त्रौषधिगणैर्यन्न शक्यं चिकित्सितुम् ।
महाहिदंष्ट्राप्रभवं विषं तत् तेन शाम्यति ॥
अन्यमप्याकरे तत्र यद्दोषैरपवर्जितम् ।
जायते तत् पवित्राणामुत्तमं परिकीर्त्तितम् ॥
अत्यन्तहरिद्वर्णं कोमलमर्च्चिर्विभेदजटिलञ्च ।
काञ्चनचूर्णेनान्तः पूर्णमिव लक्ष्यते यच्च ॥
युक्तं संस्थानगुणैः समरागं गौरवेण हीनम् ।
सवितुः करसंस्पर्शात् छुरयति सर्व्वाश्रमं दीप्त्या ॥
हित्वा च हरितभावं यस्यान्तर्विनिहिता भवेद्दीप्तिः ।
अचिरप्रभा प्रभाहतनवशाद्वलसन्निभा भाति ॥
यच्च मनसः प्रसादं विदधाति निरीक्षितमतिमात्रम् ।
तन्मरकतं महागुणमिति रत्नविदां मनोवृत्तिः ॥
यस्तु भास्करसंस्पर्शात् कृतन्यस्तोयमहामणिः ।
रश्मिवेदात्मपादैस्तु महामरकतं हि तत् ॥

चतुर्धा जातिभेदस्तु महामरकते मणौ ।
छायाभेदेन विज्ञेयोऽनुवर्णोऽस्य सहस्रशः ॥”

সূত ঋষিগণকে বলিতেছেন,—

ফণিপতি বাসুকি সেই দৈত্যপতির পিত্ত আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আকাশকে যেন দ্বিখণ্ডিত করতঃ গমন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন স্বীয় মস্তকস্থ মণির প্রভাসমূহে সমুজ্জ্বলিত আকাশ-সমুদ্রের মধ্যে যেন এক খণ্ড সেতুর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন আকাশকে সংক্ষেপ করতঃ সর্পরাজ বাসুকিকে প্রহার বা গ্রাস করিবার উপক্রম করিলেন।

ফণিপতি বাসুকি তৎক্ষণাৎ সেই পিত্তরাশিকে সর্পগণের আদি মাতা সুরসা প্রভৃতির উক্তিক্রমে তুরষ্কদেশের পাদপীঠ-স্বরূপ বা প্রত্যন্তপর্ব্বতের নলিকাবন-গন্ধ-গন্ধীকৃত উপত্যকা-প্রদেশে নিক্ষেপ করিলেন। (নলিকা এক প্রকার প্রবালাকৃতি সুগন্ধ দ্রব্য। ইহা উত্তরাপথে পঁঠারী নামে প্রসিদ্ধ।)

সেই পিত্তের পতনের পর, সেই পিত্তরূপ কারণ হইতে তৎসমীপস্থ পৃথিবীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সকল মরকতমণির আকর হইল।*

---

* পিত্তের বর্ণ সবুজ, পান্নার বর্ণও সবুজ। এই উপমা উপলক্ষ্য করিয়া রূপকপ্রিয় পৌরাণিকেরা অসুরের পিত্তে পান্নার জন্ম হইয়াছে,

সেই পিত্তের পতনকালে গরুড় তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুনশ্চ তাহা নাসারন্ধ্র দ্বারা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

তাহা হইতেই অকর্কশ অর্থাৎ লাবণ্যযুক্ত, শুকপক্ষীর কণ্ঠ-চ্ছবি, ও শিরীষ পুষ্প, খদ্যোত-পৃষ্ঠ, নবশস্প, শৈবাল ও কহ্লার (শুঁদী ফুল) পুষ্পের পাপড়ীর ন্যায় এবং ময়ূরপুচ্ছের প্রান্ত-ভাগের ন্যায় আভাযুক্ত শুভদায়ক মরকত সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

গরুড় কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত দৈত্যপতির পিত্ত, যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই মরকত মণির আকর হইয়াছে। মরকতাকর স্থানগুলি দুর্গম ও গুণযুক্ত।

এতদ্রূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তুরস্কদেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বত ও উপত্যকায় তাহার আকর আছে, ইহাও নির্ণয় করিয়াছেন। এই মতের সহিত অগস্তি-প্রোক্ত মণি-পরীক্ষা নামক গ্রন্থের মতের ঐক্য আছে। যথা—

"প্রভ্রষ্টং তস্য তৎ পিত্তং মুখস্থং ধরণীতলে।
পতিতং দুর্গমে স্থানে বিষমে দুর্গমেঽপি চ।
তুরস্কবিষয়ে স্থানে উদধেস্তীরসন্নিধৌ।
ধরণীন্দ্রগিরিস্তত্র ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তত্র জাতাকরাঃ শ্রেষ্ঠা মরকতস্য মহাত্মনে॥"

সেই মরকত স্থানে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই বিষ-রোগের নাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সমুদয় ঔষধ ও মন্ত্র দ্বারা যে সকল মহাসর্পের দন্তোৎপন্ন বিষের চিকিৎসা করা যায় না, মরকত দ্বারা সে সমস্ত বিষ উপশান্ত হয়।

সেই আকরে অন্য যে কোন নির্দোষ মণি বা প্রস্তর উৎপন্ন হয়—সে সমস্তই উত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যাহা অত্যুজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ, অতীক্ষ্ণ, কিরণাবলি-জড়িত, যাহার অভ্যন্তর কাঞ্চনচূর্ণপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, যাহার গঠন পরিপাটী উত্তম ও গুণশালী, যাহার সর্ব্বাঙ্গে সমান রঙ্, ওজনে হাল্কা, সূর্য্য কিরণের যোগ হইলে যাহা সমস্ত গৃহকে প্রভা-পরিপূরিত করে, যাহা হরিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ দীপ্তি অভ্যন্তরেই নিহিত রাখে, যাহার অভ্যন্তর নিতান্ত হরিদ্বর্ণ নহে, অথচ যেন দীপ্তিপরিপূর্ণ এবং যাহা বিদ্যুৎ-প্রভা-প্রতিবিম্বিত নূতন তৃণের ন্যায় কান্তিমান্, যাহা দেখিবামাত্র মনোমধ্যে অত্যন্ত হর্ষ উৎপন্ন হয়, রত্নবিৎ পণ্ডিতগণের মতে তাদৃশ মরকতই মহাগুণবিশিষ্ট।

যে মহামণি করতলে রাখিলে করপ্রান্ত ও সূর্য্য-কিরণ-সংসর্গে আত্মরশ্মির দ্বারা নিকটস্থ বস্তুকে অনুরঞ্জিত করে, তাহা মহা-মরকত নামে অভিহিত হয়। মহামরকত-মণির ছায়া বা বর্ণের

ভিন্নতা অনুসারে চারি প্রকার জাতির কল্পনা করা হইয়া থাকে।

মরকতমণির ছায়া।

"ভবেদষ্টবিধা চ্ছায়া মণের্মরকতস্য চ।
বর্হিপুচ্ছসমাভাসা চাষপক্ষসমাপরা॥
হরিত্কাচনিভা চান্যা তথা শৈবালসন্নিভা।
খদ্যোতপৃষ্ঠসংকাশা বালকীরসমা তথা॥
নবশাদ্বলসচ্ছায়া শিরীষকুসুমোপমা।
এবমষ্টৌ সমাখ্যাতাশ্ছায়া মরকতাশ্রয়াঃ॥
ছায়াভির্যুক্তমেতাভিঃ শ্রেষ্ঠং মরকতং ভবেত্।
পদ্মরাগগতঃ স্বচ্ছো জলবিন্দুর্যথা ভবেত্।
তথা মরকতচ্ছায়া শ্যামলা হরিতামলা॥"

মরকতমণির আট প্রকার ছায়া দৃষ্ট হয়—ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়, চাষ অর্থাৎ নীলকণ্ঠ পক্ষীর পক্ষের ন্যায়, হরিদ্বর্ণ কাচের ন্যায়, শৈবালের ন্যায়, খদ্যোত (জোনাক পোকার) পৃষ্ঠের ন্যায়, শুকশাবকের ন্যায়, নবদূর্ব্বাদলের ন্যায় ও শিরীষ পুষ্পের ন্যায়। মরকতের এই প্রকার ছায়া বা বর্ণ বিখ্যাত। এই সকল বর্ণের মকরতই শ্রেষ্ঠ। পদ্মরাগগত নির্ম্মল জলবিন্দু যেরূপ, মকরতের ছায়াও সেইরূপ, উহা অতি ও নির্ম্মল হরিৎ বা শ্যামল।

গুণ ও দোষ।

"স্বচ্ছতা গুরুতা কান্তিঃ স্নিগ্ধত্বং পিত্তকারণম্।

হরিদ্বিরঞ্জকত্বঞ্চ সপ্ত মারকতে গুণাঃ॥"

নির্ম্মলত্ব, গুরুত্ব (ভার), কান্তিযুক্তত্ব, স্নিগ্ধত্ব, পিত্তকারণত্ব, হরিদ্বর্ণতা ও রঞ্জকতা,—মরকতমণিতে এই সাত প্রকার গুণ আছে। মতান্তরে সাতটী দোষ ও পাঁচটী গুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"দোষাঃ সপ্ত ভবন্ত্যস্য গুণাঃ পঞ্চবিধা মতাঃ।"

সেই মরকত মণির সাত প্রকার দোষ ও পাঁচ প্রকার গুণ আছে। যথা—

"অস্নিগ্ধং রুক্ষমিত্যুক্তং ব্যাধিস্তস্মিন্ ধৃতে ভবেৎ।
বিস্ফোটঃ স্যাৎ সপিড়কে তত্র শস্ত্রহতির্ভবেৎ॥
সপাষাণ ভবেদ্বিষ্টনাশো মরকতে ধৃতে।
বিচ্ছায়ং মলিনং প্রাহুর্বর্জয়েৎ ন তু ধারয়েৎ॥
শর্করং কর্করাযুক্তং পুত্রশোকপ্রদং ধৃতম্।
জরঠং কান্তিহীনন্তু দংষ্ট্রবহ্নিভয়াবহম্॥
কল্মাষবর্ণং ধবলং ততো মৃত্যুভয়ং ভবেৎ।
ইতি দোষাঃ সমাখ্যাতা বর্ণ্যন্তেঽথ মহাগুণাঃ॥"

রুক্ষ, বিস্ফোট, সপাষাণ, বিচ্ছায়, শর্কর, জরঠ বা জঠর ও ধবল,—এই সাতটী মহাদোষ বলিয়া গণ্য। রুক্ষ—অস্নিগ্ধ। রুক্ষ

বা অস্নিগ্ধ মরকত ধারণ করিলে ব্যাধি জন্মে। বিস্ফোট—পিড়কাযুক্ত (ফুসকুড়ির ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুমালায় আচিত।) এই বিস্ফোট মরকত ধারণ করিলে শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। সপাষাণ—অন্য প্রস্তরখণ্ডযুক্ত। সপাষাণ মরকত ধারণ করিলে ইষ্টনাশ হয়। বিচ্ছায়—মলিন অথবা বিকৃতবর্ণ। এই বিচ্ছায় মরকত পরিত্যাগ করিতেই হয়, ধারণ করিতে হয় না। শর্কর—কাঁকরদার। কাঁকরদার মরকত ধারণ করিলে পুত্রশোক উপস্থিত হয়। জরঠ—কান্তিহীন। জরঠ বা কান্তিবর্জিত মরকত ধারণ করিলে দন্তুর (জন্তুর) ভয় ও বহ্নিভয় উৎপন্ন হয়। ধবল—কল্মাষ অর্থাৎ বিচিত্র বা বিরুদ্ধ বর্ণযুক্ত। এই ধবল মরকত ধারণ করিলে মৃত্যুভয় জন্মে। মরকত মণির সাত প্রকার মহাদোষ ব্যাখ্যাত হইল, এক্ষণে পাঁচ প্রকার মহাগুণের বর্ণনা করিব।

"निर्म्मलं कथितं स्वच्छं गुरु स्यात् गुरुतायुतम।
स्निग्धं रूक्षविनिर्म्मुक्तमरजस्कमरेणुकम्॥
सुरागं रागबहुलं मणेः पञ्चगुणा मताः।
एतैर्युक्तं मरकतं सर्व्वपापभयापहम्॥"

স্বচ্ছ, গুরু (ভারি), স্নিগ্ধ, অরজস্ক, সুরাগ,—এই পাঁচটী মহাগুণ। এতদ্‌গুণযুক্ত মরকত ধারণে পাপ নাশ হয়। স্বচ্ছ—নির্ম্মল। গুরু—ওজনে ভারি। অরজস্ক—রেণুবর্জিত। সুরাগ—বর্ণাধিক্য বা সকল দিকে সমান রঙ্।

ফলশ্রুতি।

" गजवाजिरथान् दत्त्वा विप्रेभ्यो विस्तराद्धि में।
तत्फलं समवाप्नोति शुद्धे मरकते धृते॥
धनधान्यादिकरणे तथा सैन्यक्रियाविधौ।
विषरोगापशमने कर्म्मस्वाथर्वणेषु च॥
शस्यते मुनिभिर्यस्मादयं मरकतोमणिः॥"

ব্রাহ্মণকে হস্তী, অশ্ব ও রথ দান করিলে যে ফল হয়, নির্দ্দোষ মরকত ধারণ করিলেও সেই ফল হইয়া থাকে। মুনিগণ বলিয়াছেন যে, ধনধান্যাদি-ঘটিত কার্য্যে, সৈনিককার্য্যে, বিষচিকিৎসায় ও অভিচারাদি কার্য্যে এই মণি অর্থাৎ মরকতমণি অতি সুপ্রশস্ত।

" स्नानाचमनजप्येषु रक्षामन्त्रक्रियाविधौ।
ददद्भिर्गोहिरण्यानि कुर्व्वद्भिः साधनानि च॥"
" देवपित्र्यातिथेयेषु गुरुसम्पूजनेषु च।
बाध्यमानेषु विषमैर्दोषजातैर्विषोद्भवैः॥
दोषैर्हीनं गुणैर्युक्तं काञ्चनप्रतियोजितम्।
संग्रामे विविद्भिश्च धार्य्यं मरकतं बुधैः॥"

স্নান, আচমন, জপ, রক্ষাকার্য্য, মন্ত্রপ্রয়োগ ও তদনুষ্ঠানে এবং যাঁহারা গোহিরণ্যাদি দান করিবেন, সাধনা করিবেন, তাঁহারা দেব, পিতৃ ও অতিথি-সৎকারকালে ও গুরু-পূজাকালে

সুবর্ণযুক্ত নির্দোষ ও গুণযুক্ত মরকত ধারণ করিবেন। যাঁহারা যুদ্ধে বিবাদ করিবেন তাঁহারাও উহা ধারণ করিবেন।

পরীক্ষা।

অন্যান্য মণির ন্যায় ইহাও কৃত্রিম, কি অকৃত্রিম, জাত্য, কি বিজাত্য, তাহা পরীক্ষা করিতে হয়।

"কৃত্রিমত্বং সহজত্বং দৃশ্যতে সূরিভিঃ ক্বচিৎ।
ঘর্ষয়েৎ প্রস্তরে বাজ্রকাচস্তস্মাদ্বিপদ্যতে॥"

রত্নজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, রত্ন কৃত্রিম, কি স্বাভাবিক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কখন কখন পরীক্ষাবলম্বন করিয়াও বুঝিতে হয়। কৃত্রিম কি অকৃত্রিম এতদ্রূপ সন্দেহ হইলে তাহাকে প্রস্তরে ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণ করিলে বাজ্র ও কাচ নামক কৃত্রিম মাণিক্য ভাঙ্গিয়া যাইবে, অকৃত্রিম বা সাচ্চা হইলে ভাঙ্গিবে না।

"লেখয়েল্লৌহশঙ্কুনা চূর্ণেনাথ বিলেপয়েৎ।
সহজঃ কান্তিমাপ্নোতি কৃত্রিমো মলিনায়তে॥"

অথবা তীক্ষ্ণাগ্র লৌহশলাকার দ্বারা উল্লেখন অর্থাৎ আচোঁড়ন করিবেক। পরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে চূর্ণ লেপন করিবেক। ইহা করিলে, স্বাভাবিক মরকত উজ্জ্বল হইবে, আর কৃত্রিম হইলে মলিন হইয়া যাইবে।

" বর্ণস্যাতিবহুলত্বাৎ যস্যান্তঃ স্বচ্ছকিরণপরিধানম্ ।
সান্দ্রস্নিগ্ধবিশুদ্ধং কোমলবর্হিপ্রভাদিসমকান্তি ।
চলোজ্জ্বলয়া কান্ত্যা সান্দ্রাকারং বিভাসয়া ভাতি ।
তদপি গুণবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি হি যাদৃশাং পূর্ব্বম্ ।
সকলং কঠোরং মলিনং রূক্ষং পাষাণকর্করোপেতম্ ।
দিগ্ধঞ্চ শিলাজতুনা মরকতমেবংবিধং বিগুণম্ ॥"

অত্যন্ত রঙদার অথচ অভ্যন্তর নির্ম্মল ও প্রভাপরিপূর্ণ, যাহা নিবিড়, স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ, কোমল কান্তিযুক্ত এবং ময়ূরপুচ্ছপ্রভার ন্যায় কান্তিযুক্ত, এরূপ মরকত উত্তম এবং যাহা অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি-ছটার দ্বারা নিবিড়ের ন্যায় দেখায় তাহাও গুণবৎ অর্থাৎ উত্তম আখ্যা পাইবার যোগ্য ।

অন্তর্ভগ্ন, কঠোর, মলিন, রূক্ষ, পাষাণ ও কর্করযুক্ত এবং শিলাজতুবিলিপ্ত । এরূপ মরকত নির্গুণ ও অগ্রাহ্য ।

" সন্ধিবিশ্লেষিতং রত্নমন্যন্মরকতাদ্ভবেৎ ।
শ্রেয়স্কামৈর্ন তৎ ধার্য্যং ক্রেতব্যং বা কথঞ্চন ॥"

যে রত্ন মরকত দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া যায় অথবা যাহা বিশ্লিষ্টসন্ধি, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সে রত্ন ধারণ করিবেন না, ক্রয়ও করিবেন না ।

" ভল্লাতঃ পুত্রিকা কাচস্তদ্বর্ণমনুযোগতঃ ।
মণের্মরকতস্যৈতে লক্ষণীয়া বিজাতয়ঃ ॥"

মরকত মণির ভল্লাত, পুত্রিকা ও কাচ এই তিন প্রকার বৈজাত্য আছে। অর্থাৎ তিন প্রকার ঝুটা পান্না আছে। পণ্ডিতেরা তাহা বর্ণ ও যোগক্রমে পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

"ক্ষৌমেণ বাসসা ঘৃষ্টা দীপ্তিং ত্যজতি পুত্রিকা।
লাঘবেনৈব কাচস্য শক্যা কর্ত্তুং বিভাবনা॥
কস্যচিদনেকরূপৈর্মরকতমনুগচ্ছতোঽপি গুণবর্ণৈঃ।
ভল্লাতস্য নির্ণীতুর্বৈশদ্যমুপৈতি বর্ণস্য॥"

ক্ষৌমবস্ত্রদ্বারা ঘর্ষণ করিলে পুত্রিকা নামক বিজাত মরকতের দীপ্তি লোপ হইয়া যায়। লঘুতর অর্থাৎ ওজন দ্বারা কাচ নামক বিজাত মণি জানা যায়। অনেকবিধ গুণবর্ণ-বিশিষ্ট মরকতের সঙ্গে অনুগত করিয়া বর্ণের বৈশদ্য নির্ণয় করিয়া দেখিলে ভল্লাত নামক বৈজাত্যও নির্ণয় করা যায়। এতদ্ভিন্ন উৰ্দ্ধগামিনী প্রভার দ্বারা অন্যান্য প্রকার বৈজাত্য জানা যায়। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মূল্য।

"তুলয়া পদ্মরাগস্য যন্মূল্যমুপজায়তে।
লভ্যতেঽভ্যধিকং তস্মাৎ গুণৈর্মরকতং মতম্॥"

রত্নশাস্ত্রে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, একটী মরকত মণি যদি ওজনে তত্তুল্যাকার পদ্মরাগের সমান হয় তাহা হইলে সেই পদ্মরাগ অপেক্ষা মরকত মণিটীর মূল্য অধিক হইবে।

"যথাচ পদ্মরাগাণাং দোষৈর্মূল্যং প্রহীয়তে।
তথোঽস্মিন্নপি যা হানির্দোষৈর্মরকতে ভবেৎ ॥"

যে সকল দোষে পদ্মরাগ মণির মূল্যের অল্পতা হয়, মরকত মণিতেও সেই সকল দোষে মূল্যহানির কল্পনা করা হইয়া থাকে।

"গুণপিণ্ডসমাযুক্তে হরিতশ্যামভাস্বরে।
মূল্যং দ্বাদশকং প্রোক্তং জাতিভেদেন সূরিভিঃ।
যবৈকেন শতং পঞ্চ সহস্রং দ্বিতয়ে যবে।
ত্রিভিশ্চৈব সহস্রে দ্বে চতুর্ভিশ্চ চতুর্গুণম্ ॥"

পণ্ডিতেরা সমূহগুণশালী হরিত বা শ্যামভাস্বর মরকত-মণির জাতিক্রমে মূল্যাবধারণ করিয়া থাকেন। ১ যবে ৫০০, ২ যবে ১০০০, ৩ যবে ২০০০, ৪ যবে তাহার চতুর্গুণ।

ফল কথা এই যে, পদ্মরাগ অপেক্ষা মরকতের মূল্যাধিক্য কল্পনা করা হয় বটে; কিন্তু কত আধিক্য তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। রমণীয়তা ও দুর্লভ্যতা অনুসারেই মূল্যের আধিক্য ঘটনা হইয়া থাকে, এই পর্য্যন্ত নির্ণয় আছে।

ইন্দ্রনীল।

ইন্দ্রনীল ও নীলকান্তমণি এক বস্তু। আধুনিক জহরিরা ইহাকে "নীলম্" ও "নীলা" বলিয়া থাকেন। ইহার "সৌরিরত্ন" "নীলাশ্ম" "নীলোপল" "তৃণগ্রাহী" "মহা-নীল" "নীল" প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত নাম আছে।

শুক্রনীতির মতে ইহা মধ্যম শ্রেণীর রত্ন, শনিগ্রহের প্রিয় এবং নিবিড়-নব-মেঘ-প্রভার ন্যায় প্রভাযুক্ত। যথা—

"স্থিতঃ শনেরিন্দ্রনীলোঽসিতো ঘনমেঘবৎ।
ইন্দ্রনীলং পুষ্পরাগবৈদূর্য্যং মধ্যমং স্মৃতম্॥"

মানসোল্লাস গ্রন্থে ইহার বর্ণ, ছায়া ও উৎপত্তি-স্থান নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

"অতসীপুষ্পসংকাশমিন্দ্রনীলং প্রভাযুতম্।
রোহিণ্যাদ্রিসমুদ্ভূতং দৃশ্যতে হি মনোহরম্॥"

এতদ্ভিন্ন অগস্ত্যমুনি-কৃত মণি-পরীক্ষা ও গরুড়পুরাণে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। অগস্তিমতের মণি-পরীক্ষায় লিখিত আছে যে, "সিংহলে ও কলিঙ্গদেশে এই মণি উৎপন্ন হয়।" যথা—

"বিষয়ে সিংহলে চৈব গঙ্গাতুল্যা মহানদী।
তীরদ্বয়ে চ তন্মধ্যে বিস্তীর্ণে নয়নে যথা।

ইযন্মাবে পৃথক স্থানে কালিঙ্গবিষয়ে তথা।
পতিতে লোচনে যত্র তত্র জাতা মহাকরাঃ॥"

সিংহল দেশের মধ্যে গঙ্গার ন্যায় এক মহানদী আছে। তাহার উভয় কূলে সেই মহাদানবের নেত্রদ্বয় পতিত হইয়াছিল এবং তাহার কিয়দংশ কলিঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ তাহার নেত্র যেখানে যেখানে পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থানেই ইন্দ্রনীল মণির মহাকর সকল উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, যাহা সিংহলোৎপন্ন, তাহার নাম মহানীল।

অগস্তিমতের মণিপরীক্ষা পুস্তকখানি আমরা স্বতন্ত্র মুদ্রিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব; এজন্য তদ্‌গ্রন্থের বচনাবলি উদ্ধার না করিয়া এক্ষণে গরুড়পুরাণোক্ত বচনগুলি উপস্থিত করি।

আকর।

"তত্রৈব সিংহলবধূকরপল্লবাগ্র
* * * লবলীকুসুমপ্রবালে।
দেশে পপাত দিতিজস্য নিতান্তকান্তং
প্রোত্ফুল্লনীরজসমদ্যুতি নেত্রযুগ্মম্॥
তত্প্রত্যয়াদুভয়শোভনবীচিভাসা
বিস্তারিণীজলনিধেরুপকচ্ছভূমিঃ।
প্রোদ্ভিন্নকেতকবনপ্রতিবদ্ধলেখা
সান্দ্রেন্দ্রনীলমণিরত্নবতী বিভাতি॥"

সিংহলদেশের সেই সেই স্থানে, সেই দৈত্যের অত্যন্ত রমণীয় ও সুন্দর প্রোৎফুল্ল নীলপদ্মাকার নেত্রযুগল পতিত হইয়াছিল। সেই কারণেই তত্রত্য জলনিধির তীরভূমি সকল নীলরত্নময় হইয়াছে।

বর্ণ ও বর্ণের সাদৃশ্য।

"तत्रासिताब्जहलभृद्वसनासिभृङ्ग-
शार्ङ्गायुधाभ हरकण्ठकलायपुष्पैः।
शुक्लेतरैश्च कुसुमैर्गिरिकर्णिकाया-
स्तस्मिन् भवन्ति मणयः सदृशावभासः।
अन्ये प्रसन्नपयसः पयसां निधातु-
रम्बुत्विषः शिखिगणप्रतिमास्तथान्ये।
नीलीरसप्रभा बुद्बुदभाश्च केचित्
केचित्तथा समदकोकिलकण्ठभासः।
नेकप्रकारा विस्पष्ट-वर्णशोभावभासिनः।
जायन्ते मणयस्तस्मिन्निन्द्रनीला महागुणाः॥"

সেই সকল আকরে যে সমস্ত ইন্দ্রনীল জন্মে—তাহাদের মধ্যে কতক নীলপদ্মের ন্যায়, কতক বলরামের বস্ত্রের ন্যায়, কতক খড়্গধারার ন্যায়, কতক ভ্রমরের ন্যায়, কতক শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের ন্যায়, কতক নীলকণ্ঠ অর্থাৎ শিবকণ্ঠের ন্যায়, অথবা নীলকণ্ঠ নামক পক্ষীর গলবর্ণের ন্যায়, কতক কলায় পুষ্পের বর্ণের ন্যায়,

কতক কৃষ্ণাপরাজিতা পুষ্পের ন্যায়, কতক গিরিকর্ণিকার ন্যায়, (ইহাও এক প্রকার অপরাজিতা পুষ্প) প্রভাযুক্ত হইয়া থাকে। অপর কতকগুলি নির্ম্মল সমুদ্রজলের ন্যায়, কতক বা ময়ূরকণ্ঠের ন্যায়, কতকগুলি নীলীরসের বুদ্‌বুদের ন্যায়, কতক বা মত্ত-কোকিলের কণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তথায় এবমাকারের বহু নীলমণি জন্মে। পরন্তু সে সমস্তই মহাগুণ-শালী ও বিস্পষ্ট বর্ণ ও শোভাধারী।

দোষ ও গুণ।

" মৃৎ-পাষাণ-শিলা-বজ্র-কর্করাভাসসংযুতাঃ।
অভ্রিকাপটলচ্ছায়াবর্ণদোষৈশ্চ দূষিতাঃ॥"

মৃত্তিকা, পাষাণ, শিলা, বজ্র, (অথবা গিরিবজ্র—ইহাও এক প্রকার প্রস্তর) ও কাঁকর-যুক্ততা এবং অভ্রিকাপটলাখ্য ছায়াদি দোষ ও বর্ণদোষে দূষিত মণি সকল উৎপন্ন হয়।

" তত এব হি জায়ন্তে মণয়স্তত্র ভূরয়ঃ।
শাস্ত্রসংবোধিতধিয়স্তান্ প্রশংসন্তি সূরয়ঃ॥"

" ধার্য্যমাণস্য যে দৃষ্টাঃ পদ্মরাগমণের্গুণাঃ।
ধারণাদিন্দ্রনীলস্য তানেবাপ্নোতি মানবঃ।
যথা চ পদ্মরাগাণাং জাতু কর্ত্তৃভয়ং ভবেৎ।
ইন্দ্রনীলেষ্বপি তথা দ্রষ্টব্যমবিশেষতঃ॥"

সে স্থানে তদ্বৎ অনেক প্রকার মণি জন্মে। রত্নশাস্ত্রজ্ঞানজ-নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতেরা সে সকলকেও প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ধার্য্যমান পদ্মরাগমণির যে সকল গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে—মনুষ্য ইন্দ্রনীল ধারণ দ্বারা সে সমস্তই লাভ করিয়া থাকে।

পদ্মরাগ মণিতে যে সকল ভয়-সম্ভাবনা আছে, ইন্দ্রনীল মণিতেও সে সমস্তের সম্ভাবনা আছে।

পরীক্ষা।

"परीक्षाप्रत्ययस्वैव पद्मरागः परीक्ष्यते।
त एव प्रत्यया दृष्टा इन्द्रनीलमणेरपि॥"

যে সকল কারণ বা উপকরণ দ্বারা পদ্মরাগের পরীক্ষা সিদ্ধ হয়, সেই সমস্ত দ্বারা ইন্দ্রনীলের পরীক্ষা হয়।

"यावन्तञ्च क्रमेदग्निं पद्मरागः पयोगतः।
इन्द्रनीलमणिस्तस्मात् क्रमेत सुमहत्तरम्॥"
"तथापि न परीक्षार्थं गुणानामभिवृद्धये।
मणिरग्नौ समाधेयः कथञ्चिदपि कश्चन॥"
"अग्निमात्राऽपरिज्ञाने दाहदोषैश्च दूषितः।
सोऽनर्थाय भवेद्भर्त्तुः कर्त्तुः कारयितुस्तथा॥"

পয়ঃস্থ পদ্মরাগমণি যে পরিমাণে উত্তাপ আক্রম (সহ)

করিতে পারে, ইন্দ্রনীল মণি তাহা অপেক্ষা মহত্তর উত্তাপ সহ্য করিতে পারে।

যদিও অগ্নির দ্বারা পরীক্ষা হয়, তথাপি তাহা করিবে না, অর্থাৎ কোন ক্রমেই পরীক্ষার জন্য অগ্নিসংযোগ করিবে না। যেহেতু অগ্নির পরিমাণ না জানিতে পারিলে তাহা দাহ-দোষে দুষ্ট হয় এবং সেই দূষিত মণি তখন ধারণকর্ত্তার ও পরীক্ষা-কর্ত্তার অনিষ্টের হেতু হইয়া দাঁড়ায়।

বৈজাত্য নির্ণয়।

"কাচোৎপলকরবীরস্ফটিকাদ্যা ইহ বুধৈঃ সবৈদূর্য্যাঃ।
কথিতা বিজাতয় ইমে সদৃশা মণিনেন্দ্রনীলেন।
গুরুভাবকঠিনভাবাভ্যাং তেষাং নিত্যমেব বিজ্ঞেয়ৌ।
কাচাৎ যথাবদুত্তরবিবর্দ্ধমানৌ বিশেষেণ॥"

রত্নজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যে কাচ, উৎপল, করবীর, স্ফটিক ও বৈদূর্য্য নামক কতকগুলি বিজাত মণি আছে—সে সমস্তই দেখিতে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়।

উহাদের প্রত্যেকটীতেই গুরুত্ব ও কাঠিন্য—এই দুটীর অস্তিত্ব সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিবে। বিশেষতঃ কাচ অপেক্ষা ঐ দুএর যথাযোগ্য আধিক্যের সত্তা অনুভব করিবে।

"ইন্দ্রনীলোযদা কশ্চিৎ বিভর্ত্ত্যাতাম্রবর্ণতাম্।
রত্নযোযৌ তথা তাম্রৌ করবীরোৎপলাবুভৌ।

"যস্য মধ্যগতা ভাতি নীলস্যেন্দ্রায়ুধপ্রভা।
তদিন্দ্রনীলমিত্যাহুর্মহার্ঘং ভুবি দুর্লভম্।
যস্তু বর্ণস্য ভূয়স্ত্বাৎ ক্ষীরে শতগুণে স্থিতঃ।
নীলতাং তন্নয়েৎ সর্ব্বং মহানীলঃ স উচ্যতে॥"

যে ইন্দ্রনীল অল্প তাম্রবর্ণ ধারণ করে, তাহা এবং করবীর ও উৎপল, এই দুই তাম্রাভ ইন্দ্রনীল রাখিবার যোগ্য।

যে ইন্দ্রনীলের অভ্যন্তরে রামধনুর ন্যায় আভা বিস্ফুরিত হয়, সে ইন্দ্রনীল মহামূল্য ও দুর্লভ।

প্রচুর-বর্ণশালী নীলমণি যদি আপনা অপেক্ষা শতগুণ দুগ্ধে স্থিত হয় আর সে নিজের বর্ণাঢ্যতাহেতু সেই সমুদায় দুগ্ধকে নীলরঙে রঞ্জিত করে তবে তাহা মহানীল নামে উক্ত হয়। অগ্নিপুরাণেও ঠিক এইরূপ উল্লেখ আছে। যথা—

"ইন্দ্রনীলং শুভং ক্ষীরে রাজতে ভ্রাজতেঽধিকম্।
রঞ্জয়েৎ স্বপ্রভাবেণ তমমূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥"

যে সুশোভন ইন্দ্রনীল রজতপাত্রস্থ-দুগ্ধে স্থাপিত করিলে অধিকতর কান্তিমান্ হয় এবং সেই পাত্রস্থ দুগ্ধকে আপনার ন্যায় বর্ণে অনুরঞ্জিত করে, সেই ইন্দ্রনীল মণি অতিদুর্লভ ও অমূল্য বলিয়া বর্ণনা করিবে।

মূল্য।

"যৎ পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য মূল্যং ভবেন্মাষসমুন্মিতস্য।
তদিন্দ্রনীলস্য মহাগুণস্য সুবর্ণসংখ্যা তুলিতস্য মূল্যম্॥"

ওজনে এক মাষা পরিমিত মহাগুণ পদ্মরাগ মণির যে পরিমিত সুবর্ণ মূল্য উক্ত হইয়াছে—মহাগুণ ইন্দ্রনীল মণিতেও সেই মূল্য প্রদান করিবে। এ বিষয়ে শুক্রনীতিগ্রন্থের মত এইরূপ—

"রত্তিমাত্রঃ পুষ্পরাগোনীলঃ স্বর্ণার্দ্ধমর্হতঃ।"

এক রতি ওজনের পুষ্পরাগ ও নীলকান্তমণি এক সুবর্ণের অর্দ্ধ মূল্য পাইবার যোগ্য। অবশেষে বলিয়াছেন যে, মনোহারিতা ও দুর্লভতা অনুসারে ইহার মূল্য ঐচ্ছিক অর্থাৎ ক্রেতার ও বিক্রেতার ইচ্ছা অনুসারে অধিক ও অল্প হইতে পারে।

কর্কেতন-মণি।

আধুনিক জহরীরা ইহাকে "কর্‌কেতক্" শব্দে উচ্চারণ করিয়া থাকে। সমস্ত প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে; পরন্তু গরুড়পুরাণে ইহার আকার, দোষ, গুণ, পরীক্ষা ও মূল্যাদির বর্ণনা আছে। যথা—

"বায়ুর্নখান্ দৈত্যপতের্গৃহীত্বা চিক্ষেপ সম্যদ্ধ বনেষু হৃষ্টঃ।
ততঃ প্রসূতং পবনোপপন্নং কর্কেতনং পূজ্যতমং পৃথিব্যাম্॥"

বায়ু হৃষ্ট হইয়া সেই দৈত্যপতির নখ সকল অরণ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পবনপ্রেরিত নখনিচয় হইতেই পৃথিবীতে পূজ্যতম কর্কেতন রত্ন উৎপন্ন হইয়াছে।

"বর্ণেন তদ্রুধিরসোমমধুপ্রকাশমাতাম্রপীতদহনোজ্জ্বলিতং বিভাতি।
নীলং পুনঃ খলু সিতং পরুষং বিভিন্নং ব্যাধ্যাদিদোষহরণেন ন তদ্বিভাতি॥"

সেই কর্কেতন-রত্ন রুধিরের ন্যায়, চন্দ্রের ন্যায় ও মধুর ন্যায়, তাম্রের ন্যায় ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ হইয়া থাকে এবং নীল ও শ্বেতবর্ণও হইয়া থাকে। এই নীল ও শুভ্রবর্ণের কর্কেতক্ কর্কশ ও বিভিন্ন অর্থাৎ শীকড়দার হয় সুতরাং তাহাকে ব্যাধি ও দোষ হরণ করিয়া উত্তম দীপ্তিশালী করা যায় না।

গুণ।

" স্নিগ্ধা বিশুদ্ধাঃ সমরাগিণশ্চ আপীতবর্ণা গুরবোবিচিত্রাঃ।
ত্রাসব্রণব্যাধিবিবর্জ্জিতাশ্চ কর্কেতনাস্তে পরমোঃ পবিত্রাঃ॥"

" পত্রেণ কাঞ্চনময়েন তু বেষ্টয়িত্বা হস্তে গলেঽথ ধৃতমেতদতিপ্রকাশম্।
রোগপ্রণাশনকরং কলিনাশনঞ্চ আয়ুষ্করং কুলকরঞ্চ সুখপ্রদঞ্চ॥"

" এবংবিধং বহুগুণং মণিমাবহন্তি
কর্কেতনং শুভমলঙ্কৃতয়ে নরা যে।
তে পূজিতা বহুধনা বহুবান্ধবাশ্চ
নিত্যোজ্জ্বলা প্রমুদিতা অপি যে ভবন্তি॥"

স্নিগ্ধ, সুনির্ম্মল, সর্ব্বাঙ্গে সমান রঙ্, অল্প পীতবর্ণ, ভারি, বিচিত্র, ত্রাস, ব্রণ ও ব্যাধিবিবর্জ্জিত,—এরূপ কর্কেতন উৎকৃষ্ট ও পবিত্র।

সুভাস্বর কর্কেতন স্বর্ণময় পত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাহুতে অথবা গলদেশে ধারণ করিলে রোগনাশ হয়, কলহ বা কলিভয় থাকে না, আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, বংশবৃদ্ধি হয়, সুখবৃদ্ধিও হয়।

যাঁহারা উক্ত প্রকার গুণশালী সুলক্ষণ কর্কেতন অলঙ্কারের নিমিত্ত আহরণ করেন তাঁহারা সম্মানিত, ধনবান্, বন্ধু-বান্ধবপরিবৃত, উজ্জ্বলশ্রীযুক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হন।

"এতে পিনদ্ধ বিকৃতাকৃতনীলভাবঃ
প্রম্লানরাগললিতাঃ কলুষা বিরূপাঃ।
তেজোঽতিদীপ্তিকুলপুষ্টিবিহীনবর্ণাঃ
কর্কেতনস্য সদৃশং বপুরুদ্বহন্তি॥"

কোন কোন বিকৃতকায় কৃষ্ণবর্ণ নিস্তেজ দীপ্তিহীন পুরুষ এই রত্ন ধারণ করিয়া কর্কেতনের সদৃশ শরীর লাভ করিয়াছেন।

মূল্য।

"কর্কেতনং যদি পরীক্ষিতবর্ণরূপং
প্রত্যগ্রভাস্বরদিবাকরসুপ্রকাশম্।
তস্যোত্তমস্য মণিশাস্ত্রবিদা মহিম্না
তুল্যন্তু মূল্যমুদিতং তুলিতস্য কার্য্যম্॥"

কর্কেতন-মণি যদি পরীক্ষাসিদ্ধবর্ণ ও রূপাদিবিশিষ্ট হয় এবং নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সুপ্রকাশ স্বভাব হয়, তবে তৎসম্বন্ধে মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মত এই যে, সেই উত্তম কর্কেতনের মহিমার অনুরূপ মূল্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

স্ফটিক।

ইহাও একপ্রকার প্রস্তর এবং একাদশ রত্নের মধ্যে পরিচিত। ইহার এক জাতি "সূর্য্যকান্ত মণি" নামে বিখ্যাত এবং অন্য এক জাতি "চন্দ্রকান্ত" নামে প্রসিদ্ধ। যাহাতে সূর্য্যকান্ত কি চন্দ্রকান্তের গুণ নাই তাহা স্ফাটিক। এই রত্নটী স্ফটিক, স্ফাটক, স্ফাটিকোপল, ভাস্বর, শালিপিষ্ট, ধৌতশিলা, সিতোপল, বিমলমণি, নির্ম্মলোপল, স্বচ্ছ, স্বচ্ছমণি, অমররত্ন, নিস্তুষ রত্ন, শিবপ্রিয় ইত্যাদি নানা নামে খ্যাত। যাহার সংস্কৃত নাম সূর্য্যকান্তমণি, ভাষায় তাহাকে "আতস্ পাথর" বলে। গরুড়পুরাণ ও কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরু নামক গ্রন্থে এই স্ফটিকরত্নের পরীক্ষাদি অভিহিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন মানসোল্লাস, অগ্নিপুরাণ ও মণিপরীক্ষা গ্রন্থেও ইহার পরীক্ষাদি বর্ণিত আছে। যথা—

"यद्गङ्गातोयविन्दुच्छवि विमलतमं निस्तुषं नेत्रहृद्यम्।
स्निग्धं शुद्धान्तरालं मधुरमतिहिमं पित्तदाहास्रहारि॥
पाषाणे यन्निघृष्टं स्फुटितमपि निजां स्वच्छतां नैव जह्यात्।
तज्जात्यं जातु लभ्यं शुभमुपचिनुते शैवरत्नस्य रत्नम्॥"

গরুড়পুরাণ।

যাহা গোমুখনির্ঝরনিঃসৃত গঙ্গাসলিলবিন্দুতুল্য, নির্ম্মলতম, নিস্তুষ, তুষবৎ জর্জ্জরচিহ্নবর্জ্জিত, নেত্রপ্রিয়, (দেখিতে

সুন্দর), স্নিগ্ধ, নির্ম্মল-অন্তরাল, অত্যন্ত মধুর, হিমবীর্য্য, পিত্ত-দাহ-রক্তদোষ-হারী, যাহা কষনামক পাষাণে ঘর্ষণ করিলেও স্ফুটিত হয় না, হইলেও আপন নৈর্ম্মল্য ত্যাগ করে না, তাহাই জাত্য স্ফটিক। এই শ্রেষ্ঠ শৈবরত্ন, অর্থাৎ স্ফটিক যদি কদাচিৎ পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাপ্ত ব্যক্তির শুভ বৃদ্ধি হয়।

উৎপত্তিস্থান ও বর্ণাদি।

"কাবের-বিন্ধ্য-যবন-চীন-নেপাল-ভূমিষু।
লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্য প্রযত্নতঃ॥
আকাশশুদ্ধং তৈলাখ্যমুৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ।
মৃণাল শঙ্খধবলং কিঞ্চিৎ বর্ণান্তরান্বিতম্॥
ন তত্তুল্যং হি রত্নানামথবা পাপনাশনম্।
সংস্কৃতং শিল্পিনা সদ্যো মূল্যং কিঞ্চিৎ লভেত্ততঃ॥"

বলরাম ঠাকুর সেই দানবের মেদ লইয়া কাবেরী-তীর-সন্নিহিত প্রদেশ, বিন্ধ্যাচলপ্রদেশ, যবনদেশ, চীনদেশ ও নেপালদেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই আকাশতুল্য নির্ম্মল তৈলাখ্য মেদ হইতে স্ফটিকের জন্ম হইয়াছে।* মৃণাল ও

* কেহ কেহ "তৈলাখ্য" শব্দটী স্ফটিকের বিশেষ নাম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ যাহাতে বর্ণান্তরের আভা নাই এরূপ আকাশের ন্যায় শুদ্ধ অর্থাৎ বর্ণহীন বা নির্ম্মল স্ফটিকের নাম "তৈলাখ্য"। এই তৈলাখ্য স্ফটিক রত্নান্তরের সহিত তুলিত হয় না, অর্থাৎ রত্নমধ্যে গণনীয় হয় না। ইহা একপ্রকার উপরত্নমাত্র।

শঙ্খের ন্যায় ধবল কিন্তু তাহাতে অন্য বর্ণের কিঞ্চিৎ সম্মিশ্রণও আছে। ইহা অন্যান্য রত্নের ন্যায় পাপনাশক নহে। অন্যান্য বিষয়েও রত্নান্তরের তুল্য নহে। শিল্পিরা ইহাকে সংস্কার করিয়া মনোজ্ঞ করে বলিয়া ইহার কিছু মূল্য পায়। বস্তুতঃ অসংস্কৃত স্ফটিকের মূল্য অতি অল্প, সংস্কৃত স্ফটিকের মূল্য কিছু অধিক। যুক্তিকল্পতরুকার ভোজদেবের বচনাবলি পর্য্যালোচনার দ্বারা জানা যায় যে, এই স্ফটিকের অন্য দুই জাতি আছে। যথা—

" হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবিতটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভম্॥
হিমাদ্রৌ চন্দ্রসঙ্কাশং স্ফটিকং তত্ দ্বিধা ভবেত্।
সূর্য্যকান্তন্তু তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথাঽপরম্॥"

হিমালয়প্রদেশে, সিংহলদেশে, ও বিন্ধ্যাচলসমীপবর্ত্তী স্থান সমুদায়ে স্ফটিকের খনি আছে। তাহাতে নানা বর্ণের তুল্য-কান্তিবিশিষ্ট স্ফটিক উৎপন্ন হয়। পরন্তু হিমালয়ে যে স্ফটিক উৎপন্ন হয় তাহা চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র বর্ণ। গুণ অনুসারে ইহা আবার দুই প্রকার। তাহার এক প্রকারের নাম সূর্য্যকান্ত ও অপর প্রকারের নাম চন্দ্রকান্ত। সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত স্ফটিকের লক্ষণ ও পরীক্ষা এইরূপ—

"सूर्य्यांशु स्पर्शमात्रेण वह्निं वमति तत् क्षणात्।
सूर्य्यकान्तं तदाख्यातं स्फटिकं रत्नवेदिभिः॥"
"पूर्णेन्दुकरसंस्पर्शात् अमृतं स्रवते क्षणात्।
चन्द्रकान्तं तदाख्यातं दुर्लभं तत् कलौ युगे॥"

যে স্ফটিক সূর্য্যকিরণে রাখিলে বহ্নি উদ্গীরণ করে, তাহার নাম "সূর্য্যকান্ত স্ফটিক"। ইহারই নাম আতস্ পাথর। আর যাহা চন্দ্রকিরণে রক্ষা করিলে জলস্রাব হয়, রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণ তাহাকে "চন্দ্রকান্ত" আখ্যা প্রদান করেন। এই চন্দ্রকান্ত স্ফটিক কলিযুগে অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে দুর্লভ। বোধ হয় এখন আর উহা জন্মে না। শুশ্রুত নামক বৈদ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

"चन्द्रकान्तोद्भवं वारि पित्तघ्नं विमलं स्मृतम्॥"

চন্দ্রকান্তসম্ভূত জল অতি নির্ম্মল, শীতল ও পিত্তনাশক। যুক্তিকল্পতরুর মতে স্ফটিক বর্ণ ও গুণানুসারে বহুপ্রকার। যথা—

"अशोकपल्लवच्छायं दाड़िमीबीजसन्निभम्।
विन्ध्याटवितटे देशे जायते मन्दकान्तिकम्॥
सिंहले जायते कृष्णमाकरे गन्धनीलकै।
पद्मरागभवे स्थाने द्विविधं स्फटिकं भवेत्॥

অত্যন্তনির্ম্মলং স্বচ্ছং স্রবতীব জলং শুচি।
জ্যোতির্জ্জনমাশ্লিষ্টস্তুক্তা জ্যোতীরসং দ্বিজ ॥
তদেব লোহিতাকারং রাজাবর্ত্তস্তদোচ্যতম্।
আনীলং তত্তু পাষাণং প্রোক্তং রাজময়ং শুভম্ ॥"
"ব্রহ্মসূত্রময়ং যত্তু প্রোক্তং ব্রহ্মময়ং দ্বিজ।"

বিন্ধ্যারণ্যসমীপস্থ দেশসমূহে যে স্ফটিক জন্মে তাহা অতি হীনকান্তি এবং তাহার বর্ণ অশোকপল্লবের এবং দাড়িম-বীজের তুল্য। সিংহলদেশে কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক হয় এবং তাহা "নীলম্" নামক হীরকের খনিতে জন্মে। পদ্মরাগ মণির আকরে যে স্ফটিক জন্মে তাহা দুই প্রকার। তাহার এক প্রকারের নাম "রাজাবর্ত্ত" ও দ্বিতীয় প্রকারের নাম "রাজময়"। রাজাবর্ত্ত নামক স্ফটিক অতি নির্ম্মল, অন্তরাল স্বচ্ছ, জলস্রাবীর ন্যায়, অর্থাৎ চন্দ্রকান্তমণির ন্যায়। এরূপ স্ফটিকের জ্যোতিরস নাম প্রদত্ত হয়। এবং এইরূপ গুণযুক্ত স্ফটিক লোহিত বর্ণ হইলে তাহা "রাজাবর্ত্ত" আখ্যা ধারণ করে, এবং নীলবর্ণ হইলে "রাজাময়" নাম প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, "আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ?" এই পুরাতন আর্ষ বাক্যস্থ "কাচমণি" শব্দের অর্থ স্ফটিক নহে। প্রকৃত কাচকেই কাচমণি শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। পদ্মরাগ-আকরে স্ফটিক উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। বরং কাচ

উৎপন্ন হওয়াই সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাচমণি শব্দের প্রকৃত অর্থ, মণিসদৃশ কাচ অর্থাৎ সে কাচ আর স্ফটিক দৃশ্যতঃ প্রায় একরূপ। সুতরাং অনুমিত হইতেছে, যে উক্ত বচনের উৎপত্তি-কালে অতিপরিষ্কার কাচ উৎপন্ন হইত।

মানসোল্লাস গ্রন্থে প্রথমে স্ফটিকরত্নের, পরে তৎপ্রভেদে চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্তের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। তাহাও প্রায় এইরূপ। যথা—

"অমৃতাংশুকরপ্রখ্যং হৈমাদ্রিশিখরোদ্ভবম্।
নির্ম্মলঞ্চ প্রভাযুক্তং স্ফটিকং পরিকীর্ত্তিতম্॥
তপনস্যাতপস্পর্শাৎ উদ্গিরত্যনলং হি যঃ।
সূর্য্যকান্তং বিজানীয়াৎ স্ফটিকং রত্নমুত্তমম্॥
অমৃতাংশুকরস্পর্শাৎ স্রবত্যেবামৃতোদকম্।
দুর্লভং তং মহারত্নং চন্দ্রকান্তং বিদুর্বুধাঃ॥"

অর্থাৎ শশিকিরণের ন্যায় ধবলবর্ণ, হিমালয়াদি পর্ব্বতোদ্ভব, নির্ম্মল ও প্রভাযুক্ত প্রস্তরবিশেষই স্ফটিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে মহাস্ফটিক সূর্য্যকিরণস্পর্শে অগ্নি উদ্গীরণ করে সেই স্ফটিকের নাম সূর্য্যকান্ত এবং ইহাই উৎকৃষ্ট। এবং যে উৎকৃষ্ট স্ফটিক হইতে চন্দ্রকিরণের সংস্পর্শে অমৃতময় জল ঘর্ম্মাকারে প্রস্রুত হয় তাহার নাম চন্দ্রকান্ত। এই চন্দ্রকান্ত

নামক মহারত্ন অতি দুর্লভ, ইহা রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। অতএব জানা গেল যে, বর্ণ, আকর ও গুণের তারতম্য অনুসারে ইহার চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, রাজাবর্ত্ত, রাজময়, ব্রহ্মময়, জ্যোতীরস প্রভৃতি অনেক নাম হইয়াছে।

উপরত্ন।

প্রধান ও বহুমূল্য রত্নসম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে উপরত্ন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

উপরত্ন—অর্থাৎ মণিতুল্য কাচাদি। "উপমিতং রত্নেন" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কাচ ও অন্যান্য প্রকার সামান্য মূল্যের প্রস্তর সকল উপরত্ন বলিয়া গ্রাহ্য। ক্রষ্টাল্ ও দুগ্ধপাষাণ প্রভৃতি পাথর—যাহা প্রায় রত্নতুল্য—সে সমস্তই সংস্কৃতশাস্ত্রে উপরত্ন নামে খ্যাত। পূর্ব্বকালে মুক্তাশুক্তি অর্থাৎ মুক্তার ঝিনুক ও শঙ্খ প্রভৃতিও সামান্যাকারে রত্ন নামে গৃহীত হইত। সেই জন্যই ভাবপ্রকাশ বলিয়াছেন, যে—

"উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈব চ।
মুক্তাশুক্তিস্তথা শঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি॥"

কাচ, কর্পূরাশ্ম, অর্থাৎ শ্বেতপ্রস্তর (ইহাকেই অধুনা মার্বেল বলিয়া থাকে) মুক্তাশুক্তি, শঙ্খ, ইত্যাদি বহুপ্রকার উপরত্ন আছে। উপরত্ন সকল প্রায় রত্নতুল্য গুণসম্পন্ন। যাহা জাত্য-রত্নের বিজাত অর্থাৎ ঝুঠাপাথর তাহাও উপরত্ন বলিয়া গণ্য। জাত্যরত্ন অপেক্ষা উপরত্নের গুণ অল্প বলিয়া সেই সেই উপ-রত্নকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যথা—

"গুণা যথৈব রত্নানাং উপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিত্ততো হীনা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥"

রাজপট্ট নামক এক প্রকার হীরক আছে। তাহাও অল্প মূল্য বলিয়া উপরত্ন মধ্যে গণ্য। "রাজপট্টং বিরাটজম্" বিরাট-দেশোৎপন্ন অল্প মূল্যের হীরককে রাজপট্ট বলে। অপিচ

"উপলানি বিচিত্রাণি নানাবর্ণান্যনেকধা।
দৃশ্যন্তে রত্নকল্পানি তেষাং মূল্যং ন কল্পয়েৎ॥"

অনেক বর্ণের ও অনেক আকারের উপল দেখা যায়—সে সমুদায়ই উপরত্ন। সে সকল উপরত্ন দৃশ্যতঃ রত্নতুল্য হইলেও তাহাদের মূল্যসম্বন্ধে কোন বিধি নাই।

অয়স্কান্তমণি ও দুগ্ধপাষাণ (মার্বেল পাথর) প্রভৃতিও উপরত্নমধ্যে গণ্য।

উপরোক্ত ভাবপ্রকাশের বচনে "কাচ" শব্দ দেখিয়া কাচের প্রাচীনত্ব পক্ষে সংশয় জন্মিতে পারে না। তথাপি অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও দুই চারিটি কাচ শব্দের উল্লেখ প্রদর্শিত হইতেছে।

আজকাল কাচের উন্নতি দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, যে কাচ ইংরাজজাতীর আবিষ্কৃত বস্তু। বস্তুতঃ তাহা নহে। অন্যূন ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কাচের ব্যবহার ছিল, ইহা সপ্রমাণ হয়। উক্ত সময়ের লোকেরা

কাচের প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, ইহাও জানা যায়। পঞ্চতন্ত্র নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "**কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাৎ ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্।**" এই উল্লেখটী পুরাণ হইতে সংগৃহীত। এতদ্ভিন্ন "**আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ?**" এই বচনটীও বহু প্রাচীন। সুশ্রুত নামক প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থেও কাচের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"**পানীয়ং পানকং মদ্যং মৃন্ময়েষু প্রদাপয়েৎ।**
কাচস্ফটিকপাত্রেষু শীতলেষু শুভেষু চ॥"

জল, সরবৎ ও মদ্য, মৃণ্ময়পাত্র, কাচপাত্র ও স্ফাটিকপাত্রে ব্যবহার করিবে। এই সকল পাত্র শীতল ও শুভ অর্থাৎ দোষাবহ নহে। অপিচ,—

"**অনুশস্ত্রাণি তু ত্বক্সারস্ফটিক-কাচকুরুবিন্দাঃ।**"

সুশ্রুত ঋষি শস্ত্রচিকিৎসাপ্রকরণে প্রধান প্রধান অস্ত্রের উল্লেখ করিয়া অবশেষ কতকগুলি অনুশস্ত্রের কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে ত্বক্সার, অর্থাৎ বাঁশের চ্যাঁচাড়ি, কাচ, ও কুরুবিন্দ নামক প্রস্তরই প্রধান। এই দ্রব্যের দ্বারা আংশিক শস্ত্রকার্য্য সমাধা হয় বলিয়া অনুশস্ত্র আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্যাপি পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামের দাই, বাঁশের চ্যাঁচাড়ি দিয়া নবপ্রসূত শিশু-দিগের নাড়ী-ছেদকার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

অনেকের ভ্রম আছে যে, "প্রাচীনকালে কাচ ছিল না। যেখানে যেখানে কাচের উল্লেখ আছে—তাহা কাচ নহে। তাহা স্ফটিক। বর্ত্তমান ক্ষারসম্ভূত কাচ তখন কেহই বিদিত ছিল না।" একথা যে নিতান্তই ভ্রমোচ্চারিত তাহা উপরোক্ত শ্লোকে কাচ ও স্ফটিক পৃথক্‌রূপে উল্লিখিত থাকায় সপ্রমাণ হইতেছে। ক্ষারসম্ভূত কাচ যে তৎকালে বর্ত্তমান ছিল এবং কাচের প্রকৃতি যে ক্ষার তাহা নিম্নলিখিত মেদিনীকোষের উল্লেখ দেখিলে সপ্রমাণ হয়।

"ক্ষারঃ পুং লবণে কাচে।"

লবণ ও কাচ অর্থে ক্ষার শব্দ পুংলিঙ্গ। মেদিনীকারের মতে ক্ষার ও কাচ, নামমাত্রে ভিন্ন, বস্তুতঃ পদার্থ এক। অমরসিংহও "কাচঃ ক্ষারঃ" এইরূপ উল্লেখ করিয়া কাচের নামান্তর ক্ষার বলিয়াছেন। সুতরাং উত্তম বুঝা গেল যে, প্রাচীন কালের লোকেরা কাচের প্রকৃতি বা উপাদান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন আমরা কাচের "ক্ষারমণি" নামও প্রাপ্ত হইয়াছি। চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বাৎস্যায়ন মুনি যে ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া ছাত্রবর্গের মহোপকার করিয়াছেন, ব্যাসশিষ্য অক্ষপাদ ঋষিকৃত সেই ন্যায়সূত্রেও কাচের উল্লেখ আছে। যথা—

"অপ্রাপ্যগ্রহণং কাচাভ্রপটল-
স্ফটিকান্তরিতোপলব্ধেঃ।" (৪৪ সূত্র)

এই সূত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনির্ণয়প্রসঙ্গে লিখিত। চক্ষু-রিন্দ্রিয় যে কাচ, অভ্র ও স্ফটিক ভেদ করিয়া গিয়া তদন্তরালস্থ বস্তুকে গ্রহণ করে, এ সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে। সুতরাং কাচ আর স্ফটিক যে বিভিন্ন পদার্থ এবং তাহা ৩০০০ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের লোকেরা বিদিত ছিল—ইহা বলা বাহুল্য। মহাভারত ও উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে যেভাবে আদর্শ ও দর্পণাদি শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা কাচ বলিয়া গ্রহণ করিলেও করা যায়। অত্যন্ত আদিম অবস্থায় এদেশে তীক্ষ্ণ লৌহ ও অন্যান্য ধাতুবিশেষকে প্রতিবিম্বপাতযোগ্য (পলিস্) নির্ম্মল করিয়া তাহাকে দর্পণ বা আদর্শ নামে আত্মমূর্ত্তি দর্শনার্থ ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু মহাভারতাদির সময় কাচময় ও স্ফটিকময় দর্পণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অসুরগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্য স্বকৃত রাজনীতিগ্রন্থে "কাচাদেঃ করণং কলা।" ইত্যাদি ক্রমে কাচ প্রস্তুত করিবার উপদেশ করিয়াছেন। এতদনুসারেও কাচ এদেশের বহু প্রাচীন ও এদেশেরও কৃতিসাধ্য বস্তু।

প্রাচীন মিশর দেশে কাচের ব্যবহার ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের নৃপতিগণের সমাধির উপরে নানাবর্ণের কাচের কারুকার্য্য পরিলক্ষিত হয়। রাজ্ঞী হাতাসুর সময়ের নীল, লোহিত ও বিবিধ বর্ণের কাচনির্ম্মিত পানপাত্র, পুষ্পগুচ্ছাধার

প্রভৃতি সম্প্রতি "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" প্রেরিত হইয়াছে। এ সকল ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। হিরোডোটস্ লিখিয়াছেন, ইথোপিয়ণরা কাচের আধারমধ্যে মৃতদেহ রাখিত, কিন্তু এপর্য্যন্ত মিশর দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ঐরূপ আধার দর্শন করেন নাই। আসেরিয়া নিমুরডের ধ্বংশ মধ্যে বিবিধ আকারের কাচপাত্র মৃত্তিকা মধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন সময়ের কাচ প্রভাহীন ও স্বচ্ছ নহে। ইউরোপীয়গণ দ্বারা কাচের উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর ইহার উন্নতি হইতেছে। এমন কি, সম্প্রতি ভাইনার কাচের কাপড় পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। মিউনিচ, নারেনবর্জ, পারিশ, বারমিংহ্যাম্, এডিন্বরা প্রভৃতি স্থানে কাচের উপর বিবিধ উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রুধিরাখ্য।

রুধিরাখ্য নামধেয় মণিকে কেহ স্বল্পরত্ন মধ্যে কেহ বা উপরত্ন মধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন। বৃহৎসংহিতা ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি বহুগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহার কান্তি, গুণ, বর্ণ, কি পরীক্ষা কিরূপ? তাহা বর্ণিত হয় নাই। কেবল একমাত্র গরুড়পুরাণে ইহার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা—

"হুতভুগ্রূপমাদায় দানবস্য যথেপ্সিতম্।
নর্ম্মদায়াং নিচিক্ষেপ কিঞ্চিল্লীনাদি ভূতলে॥
তত্রেন্দ্রগোপকলিতং শুকবক্ত্রবর্ণং
সংস্থানতঃ প্রকটপীলুসমানমাত্রম্।
নানাপ্রকারবিহিতং রুধিরাখ্যরত্ন-
মুদ্ভূত্য তস্য খলু সর্ব্বসমানমেব॥
মধ্যেন্দুপাণ্ডুরমতীব বিশুদ্ধবর্ণং
তচ্চেন্দ্রনীলসদৃশং পটলং তুলে স্যাৎ।
ঐশ্বর্য্যভূত্যজননং কথিতং তদেব
পক্কঞ্চ তৎ কিল ভবেৎ সুরবজ্রবর্ণম্॥"

হুতাশন সেই দানবের রূপ যথেপ্সিত গ্রহণ করিয়া নর্ম্মদা নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

তাহাতে মকমলীপোকার চিহ্নবিশিষ্ট শুকচঞ্চুতুল্য এক প্রকার মণি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা প্রমাণে প্রায় বড়

পীলুফলের ন্যায় হয় এবং তাহা উত্তোলন করিলে পর শিল্পীরা তাহাকে নানা আকারপ্রকারবিশিষ্ট করিয়া থাকে।

যাহার মধ্যস্থল জ্যোৎস্নার ন্যায় বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ ও পার্শ্ব ইন্দ্রনীল তুল্য হয়, কথিত আছে যে, তাহা ধারণ করিলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। এই রত্ন পক্ক হইলে বজ্রবর্ণ হইয়া থাকে।

ভীষ্মরত্ন।

ভীষ্মরত্ন বা ভীষ্মমণির উৎপত্তি ও পরীক্ষাদির বিষয় গরুড়-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে ইহার জন্ম হয়। ইহার বর্ণ দুগ্ধাপেক্ষাও শুক্লবর্ণ এবং ইহা এক প্রকার বিষপাথর মধ্যে গণ্য।

" হিমবত্যুত্তরে দেশে বীর্য্যং পতিতং সুরদ্বিষস্তস্য।

সম্প্রাপ্তমুত্তমানামাকরতাং ভীষ্মরত্নানাম্ ॥"

হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী দেশে সেই অসুরের বীর্য্য পতিত হইয়াছিল। তাহা হইতেই সেই দেশে অত্যুত্তম ভীষ্মরত্নের আকর সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

" শুক্লাঃ শঙ্খাব্জনিভাঃ স্যোনাকসন্নিভাঃ প্রভাবন্তঃ।

প্রভবন্তি ততস্তরুণা বজ্রনিভা ভীষ্মপাষাণাঃ ॥"

শুভ্রবর্ণ শঙ্খ ও পদ্মতুল্য আভাবিশিষ্ট, কতক শোণালুপুষ্পের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট, এবং তরুণ অবস্থায় হীরকের ন্যায় তেজস্বান্ ভীষ্মমণি সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

" হেমাদ্রিপ্রতিবদ্ধং শুদ্ধমপি শ্রদ্ধয়া বিধত্তে যঃ।

ভীষ্মমণিং গ্রীবাদিষু স সম্পদং সর্ব্বদা লভতে ॥

গুণযুক্তস্য তস্যৈব ধারণান্মুনিপুঙ্গব।

বিষাণি তানি নশ্যন্তি সর্ব্বাণ্যেব মহীতলে ॥

विषमा ना बाधते ये तमरण्यनिवासिनः समीपेऽपि ।
द्वीपिवृकशरभकुञ्जरसिंहव्याघ्रादयो हिंस्राः ॥
तस्योत्कवलितवर्त्तिनो भवन्ति भयं नचापि समुपस्थितम् ।
भीष्ममणिर्गु णयुक्तः सम्यक् सम्प्राप्तार्ङ्गुलितलियः ।
पितृतर्पणे पितृणां तृप्तिर्बहुवार्षिकी भवति ॥
शाम्यन्त्युग्रतान्यपि सर्पाखुजाखुवृश्चिकविषाणि ।
सलिलाग्निवैरितस्करभयानि भीमानि नश्यन्ति ॥
शैवालवलाहकाभं परुषं पीतप्रभं प्रभाहीनम् ।
मलिनद्युतिं विवर्णं दूरात्परिवर्जयेत् दाक्षः ॥
मूल्यं प्रकल्प्य मेषां विबुधवरैर्देशकालविज्ञानात् ।
दूरे भूतानां बहु किञ्चिन्निकटप्रसूतानाम् ॥"

গরুড়পুরাণ।

যে ব্যক্তি হিমপর্ব্বতসমুদ্ভূত বিশুদ্ধ ভীষ্মমণি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রীবাদি স্থানে ধারণ করে সে সর্ব্বকালে সম্পত্তি লাভ করে।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই গুণসম্পন্ন ভীষ্মমণি ধারণ করিলে তদ্দ্বারা পৃথিবীতে যত প্রকার বিষ আছে তৎসমস্তই নষ্ট হয়।

ভীষণ অরণ্যচর হিংস্র-জন্তুরা সমীপাগত হইয়াও সেই মণিকে অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ ভীষ্মমণিকে ব্যাঘ্রাদি জন্তুরাও ভয় করে।

ভীষ্মরত্ন-ধারণকর্ত্তার কোন ভয়ই উপস্থিত হয় না। গুণযুক্ত ভীষ্মমণি অঙ্গুলিত্রয়ে ধারণ করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহুবর্ষব্যাপিনী তৃপ্তি হয়।

সর্প, বৃশ্চিক, অণ্ডজ ও আখু অর্থাৎ ইন্দুরের বিষ এতদ্দ্বারা নষ্ট হয় এবং ভয়ঙ্কর সলিলভয়, অগ্নিভয় ও চৌরভয় থাকে না।

পণ্ডিত ব্যক্তি সৈবাল ও বকবর্ণ, কর্কশ, পীতাভ, নিষ্প্রভ, মলিন, ও বিবর্ণ ভীষ্মমণি দূরে পরিত্যাগ করিবেন।

বিজ্ঞব্যক্তিরা ইহার দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া মূল্যাবধারণ করিবেন। দূরোৎপন্ন হইলে কিছু অধিক মূল্য এবং নিকটোৎপন্ন হইলে কিছু অল্প মূল্য নির্ণয় করিবেন।

পুলকমণি।

ইহাও এক প্রকার প্রস্তর এবং রত্নমধ্যে গণ্য। ইহার ভাষা নাম কি? তাহা আমরা জানি না।* পরন্তু কেহ ইহাকে স্বল্পরত্ন মধ্যে কেহ বা উপরত্ন মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহার দোষ, গুণ ও পরীক্ষা অন্য কোন গ্রন্থে দেখা যায় না, কেবল একমাত্র গরুড়পুরাণ হইতেই ইহার যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। যথা—

"পুণ্যেষু পর্ব্বতবরেষু চ নিম্নগাসু
স্থানান্তরেষু চতথোত্তরদেশগত্বাত্।
সংস্থাপিতাস্ব নখরা ভুজগৈঃ প্রকাশং
সম্পূজ্য দানবপতিং প্রথিতে প্রদেশে॥"

"দাশার্ণবাগদবমেকলকালগাদৌ
গুঞ্জাঞ্জনক্ষৌদ্রমৃণালবর্ণাঃ।
গন্ধর্ব্ববহ্নিকদলীসদৃশাবভাসা
এতে প্রশস্তাঃ পুলকাঃ প্রসূতাঃ॥"

---

* বিশেষ চেষ্টা করিলে গোরী, পিটোনিয়া, সোদগু প্রভৃতি আধুনিক নানা নামের প্রস্তর হইতে কোন এক অন্যতম নাম ঠিক করিয়া

"शङ्खाब्जभृङ्गार्कविचित्रभङ्गाः
सूत्रैरुपेताः परमाः पवित्राः।
मङ्गल्ययुक्ता बहुभक्तिचित्रा
वृद्धिप्रदास्ते पुलका भवन्ति॥"

"काकश्वरासभशृगालवृकोग्रवक्त्रै-
र्गृध्रैः समांसरुधिरार्द्रमुखैरुपेताः।
मृत्युप्रदास्तु विदुषा परिवर्जनीया
मूल्यं पलस्य कथितञ्च शतानि पञ्च॥"

ভুজঙ্গগণ সেই দানবপতিকে সম্যক্ পূজা করিয়া তদীয় নখ সকল পুণ্যজনক পর্ব্বতে, নদীতে ও অন্যান্য বিখ্যাত স্থানে স্থাপন করিয়াছিল; সেই কারণে সেই সেই স্থানে পুলকমণি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

দশার্ণদেশ, বাগদব অর্থাৎ বোগ্‌দাৎ দেশ, মেকল ও কালগা প্রভৃতি দেশে যে কুঁচফলের কৃষ্ণভাগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, মধুপিঙ্গলবর্ণ, মৃণালবর্ণ, গন্ধর্ব্ব (এক প্রকার উদ্ভিজ্জ) বর্ণ, বহ্নিবর্ণ (অল্প লোহিত শুক্লবর্ণ) ও কদলীবর্ণ পুলকমণি উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই প্রশংসনীয়। আর যাহা শঙ্খবর্ণ, পদ্ম-বর্ণ, ভৃঙ্গবর্ণ, অর্কবর্ণ ও বিচিত্রাঙ্গ,—তাহাও পবিত্র, মঙ্গলাবহ ও উত্তম। এবম্প্রকারের সমস্ত পুলকই বৃদ্ধিকর বলিয়া উক্ত আছে।

কাক, কুক্কুর, গর্দ্দভ, শৃগাল, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও গৃধ্রের রক্তমাংস-বিলিপ্ত মুখের ন্যায় উগ্ররূপ পুলক সকল মৃত্যুকারক, এ নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা দূরে পরিহার করিবেন। এই মণির মূল্য প্রত্যেক পল প্রতি ৫০০ শত (তৎকালের মুদ্রা বলিয়া) নির্দ্দিষ্ট আছে।

পরিশিষ্ট।

স্যমন্তকোপাখ্যানম্।*

শুক উবাচ।

"আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্য্য-ভক্তস্য পরমঃ সখা।
প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ স চ তুষ্টঃ স্যমন্তকম্॥
স তং বিভ্রন্মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
প্রবিষ্টো দ্বারকাং রাজন্ তেজসা নোপলক্ষিতঃ॥
তং বিলোক্য জনা দূরাৎ তেজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ।
দিব্যতেঽক্ষৈর্ভগবতে শশংসুঃ সূর্য্যশঙ্কিতাঃ॥

---

* ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে স্যমন্তক-মণি সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ উপাখ্যান আছে। বিষ্ণুপুরাণোক্ত উপাখ্যানটী কিছু অধিক বিস্তীর্ণ এবং ভাগবতোক্ত উপাখ্যানটী তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। বিশেষ প্রয়োজন নাই বলিয়া আমরা ভাগবতোক্ত সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটীউদ্ধৃত করিলাম এবং তাহার বঙ্গানুবাদও সংযোজিত করিলাম। আচার্য্য হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, স্যমন্তক শ্রীকৃষ্ণের হস্তমণি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উহা হস্তে ধারণ করিতেন। যথা—"**মণিঃ স্যমন্তকোহস্তে ভুজমধ্যে তু কৌস্তুভঃ।**" পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ উহা গ্রহণ করেন নাই। মূল প্রস্তাব পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ উহার সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

एष आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते।
मुष्णन् गभस्तिचक्रेण नृणां चक्षूंषि तिग्मगुः॥
निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः।
प्राह नासौ रविर्देवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन्॥
दिने दिने स्वर्णभारानष्टौ स सृजति प्रभो।
दुर्भिक्षमार्य्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयोऽशुभाः॥
न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेऽभ्यर्च्चितोमणिः।
स याचितोमणिं क्वापि यदुराजाय शौरिणा॥
नैवार्थकामुकः प्रादात् याच्ञाभङ्गमतर्कयन्।
तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभम्॥
प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरन् वने।
प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केशरी॥
गिरिं विशन् जाम्बवता निहतोमणिमिच्छता।
सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीड़नकं गले॥
अपश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजित् पर्य्यतप्यत।
प्रायः कृष्णेन निहतोमणिग्रीवो वनं गतः॥
भ्राता ममेति तत् श्रुत्वा कर्णे कर्णेऽजपन् जनाः।
भगवांस्तदुपश्रुत्य दुर्यशोलिप्तमात्मनि॥
मार्ष्टुं प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागरैः।
हतं प्रसेनमश्वञ्च वीक्ष्य केशरिणा वने॥

तमद्रिपृष्ठे निहत-मृक्षेण दद्दशुर्जनाः।
ऋक्षराजविलं भीम-मन्धेन तमसावृतम् ॥
एकोविवेश भगवानवस्थाप्य वहिः प्रजाः।
तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं वालक्रीड़नकं कृतम् ॥
हर्त्तुं कृतमतिस्तस्मिन्नवतस्थेऽर्भकान्तिके।
तमपूर्व्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चक्रोश भीरुवत् ॥
तत् श्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्ववान् वलिनां वरः।
स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः ॥
आसीत्तदष्टविंशाह-मितरेतरमुष्टिभिः।
क्षीणसत्वः स्विन्नगात्रस्तमाहातीव विस्मितः ॥
जाने त्वां सर्व्वभूतानां प्राण ओजः सहो वलम्।
विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम् ॥
इति विज्ञातविज्ञान-मृक्षराजानमच्युतः।
व्याजहार महाराज भगवान् देवकीसुतः ॥
मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमृक्षपते विलम्।
मिथ्याभिशापं प्रमृजन्नात्मनो मणिनामुना ॥
इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्ववतीं मुदा।
अर्हनार्थं स मणिना कृष्णायोपजहार सः ॥
सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ।
प्राप्तिञ्चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै न्यवेदयत् ॥

सोऽनुध्यायंस्तदेवाघं वलवद्विग्रहाकुलः ।
कथं मृजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्वाऽच्युतः कथम् ॥
एवं व्यवसितोवुद्ध्या सत्राजित् स्वसुतां शुभाम् ।
मणिञ्च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहार सः ॥
भगवानाह न मणिं प्रतीच्छामोवयं नृप ।
तवास्तु देवभक्तस्य वयञ्च फलभागिनः ॥

শ্রীভাগবত, ১০, ৫৬।

স্যমন্তক মণির ইতিহাস।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ !

সূর্য্যোপাসক ও সূর্য্যভক্ত সত্রাজিৎ নামক জনৈক যাদব ছিলেন। সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্যমন্তক নামে এক মণি প্রদান করিয়াছিলেন।*

সত্রাজিৎ এক দিন সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া, সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি মণি-কিরণে এরূপ দেদীপ্যমান হইয়াছিলেন যে, দূরস্থ লোকেরা তাঁহাকে সত্রাজিৎ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই।

মণিতেজে অভিভূতদৃষ্টি বালকেরা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া সূর্য্য মনে করিল। ভগবান্ বাসুদেব পাশ-ক্রীড়া করিতেছিলেন, বালকেরা তাঁহার সমীপস্থ হইয়া উক্ত সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিল।

বালকেরা গিয়া বলিল, জগৎপতে ! সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণাবলির দ্বারা লোকের চক্ষু অভিভূত করতঃ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

---

* বিষ্ণুপুরাণোক্ত উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূর্য্য উহা সমুদ্র-তীরে প্রদান করেন—অর্থাৎ সত্রাজিৎ উহা স্বেষ্টদেবতার প্রসাদে সমুদ্রে পাইয়াছিলেন।

ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ বালকবৃন্দের সে কথা শুনিয়া হাস্য সহকারে কহিলেন, তিনি সূর্য্য নহেন, সত্রাজিৎ। সত্রাজিৎ মণির প্রভাবে উক্ত প্রকারে উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে।

সেই মণি প্রতিদিন ৮ ভার * সুবর্ণ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং সেই মণি যেস্থানে পূজিত হইয়া থাকে, সেস্থানে দুর্ভিক্ষ, মরক, উৎপাত, রোগ, শোক, ও সর্পভয় প্রভৃতি কোন অমঙ্গল থাকে না। মায়াবী প্রতারক লোকেরাও তথায় বাস করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ কোন এক সময়ে রাজা উগ্রসেনের নিমিত্ত সত্রাজিতের নিকট উহা চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অর্থলোভী সত্রাজিৎ তাহা তাঁহাকে প্রদান করেন নাই। কৃষ্ণের প্রার্থনা ভঙ্গ করিলে যে দোষ হইবে তাহা তিনি তৎকালে মনে করেন নাই।

সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন একদিন সেই মহাপ্রভান্বিত মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া মৃগয়ার নিমিত্ত অশ্বারোহণে বনভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক মহাসিংহ আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার অশ্বকে বিনাশ করিয়া সেই চাকচিক্যময় অদ্ভুত মণিখণ্ড লইয়া পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিল।

---

* ২০ তোলায় এক ভার। ৮ ভারে ১৬০ তোলা। ভাবার্থ এই যে, বিপুল ধনাগমের সময় ও নিতান্ত উন্নতির সময় ভিন্ন উহা কাহারও হস্তগত হয় না। "কহিনুর্" মণিই ইহার দৃষ্টান্ত।

ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনিও সেই মণিলোভে সিংহকে বিনাশ করিলেন এবং সেই মণিটী লইয়া স্বীয় শিশু-আত্মজের কণ্ঠভূষা করিয়া দিলেন।

এদিকে সত্রাজিৎ, ভ্রাতা প্রসেনের অনাগমনে নিতান্ত পরি-তপ্ত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, আমার ভ্রাতা মণিগ্রীব হইয়া বনে গিয়াছিল, হয় ত কৃষ্ণই মণির লোভে তাহার প্রাণসংহার করিয়াছেন।

সত্রাজিতের এই বিরল বিলাপ ক্রমে লোকের কর্ণগোচর হইল। ক্রমে সকল ব্যক্তিই ঐ কথা লইয়া কর্ণাকর্ণি করিতে লাগিল এবং ক্রমে কৃষ্ণও তাহা শুনিলেন।

কৃষ্ণ নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়া সেই অপযশ মার্জনের উদ্দেশে নাগরিক লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রসেন যে পথে গিয়াছিল—সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন।

সকল ব্যক্তিই বনপ্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রসেন ও প্রসেনের অশ্ব সিংহকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া পতিত আছে। অনন্তর তাহারা কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিল, সেই সিংহও এক ভল্লুক কর্ত্তৃক হত হইয়া পর্ব্বতোপরি নিপতিত আছে এবং সেই স্থানে এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার-পরিপূর্ণ বৃহৎ ভল্লুকের গর্ত্তও আছে।

তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গী লোকদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া একাকী সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভল্লুক-গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন এবং

কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভল্লুকেন্দ্র জাম্ববানের পুরী দেখিতে পাইলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, সেই মণিরাজ এক বালকের কণ্ঠে ক্রীড়নক (খেলনা) হইয়া আছে। দেখিবামাত্র তিনি তাহা কাড়িয়া লইবার উদ্দেশে বালকের নিকটস্থ হইলেন।

বালকের রক্ষিকা (ধাত্রী) সেই আশ্চর্য্য মনুষ্যকে দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। বলিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ তাহা শুনিতে পাইয়া ক্রোধে তদভিমুখে দৌড়িয়া আসিলেন এবং আপনার প্রভু বা ইষ্টদেব ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টাবিংশতি দিন বাহুযুদ্ধ হইল। ২৮ দিনের পর জাম্ববান্ দুর্ব্বল হইলেন। তাঁহার গাত্রে ঘর্ম্ম জন্মিল, তিনি তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

আমি জানিলাম, আপনি সর্ব্বভূতের প্রাণ, তেজ, ও বলস্বরূপ আপনি সেই পুরাতন পুরুষ বিষ্ণু। আপনিই সেই প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বজগতের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর।

ঋক্ষরাজের যখন উক্তপ্রকার জ্ঞানোদয় হইল, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

হে ঋক্ষরাজ! ঐ মণির জন্য আমি এই গর্ত্তমধ্যে আসিয়াছি। এই মণি লইয়া গিয়া আমি আমার মিথ্যা কলঙ্ক দূর করিব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকার বলিলে জাম্ববান্ হৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আপনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জাম্ববতী নাম্নী দুহিতা ও সেই মণি উপহার প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে রাজসভা মধ্যে আহ্বান করিয়া, যেরূপে সেই মণি পাওয়া গিয়াছে তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই মণি প্রদান করিলেন।

সত্রাজিৎ মণি পাইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনে ঘোরতর চিন্তা ও ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের উপর অকারণ মিথ্যা কলঙ্কার্পণ করিয়াছেন এবং অতি বলবানের সঙ্গে তাঁহার যে বিরোধ উপস্থিত হইল, ইহাই ভাবিয়া তিনি ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। কিরূপেই বা আমি আত্মাপরাধ ক্ষালন করি? এবং কি কার্য্য করিলেই বা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন? এই-রূপ বহুচিন্তার পর তিনি আত্ম-কর্ত্তব্য-নিশ্চয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সত্যভামা নাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন ও যৌতুকস্বরূপে সেই মণিও তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পাণিগ্রহণ করিলেন বটে, পরন্তু মণিটী লইলেন না। বলিলেন, রাজন্! আমি মণি গ্রহণে ইচ্ছুক নহি। ইহা আপনারই থাকুক। আপনি দেবভক্ত

অর্থাৎ ধার্ম্মিক ; আপনার নিকট থাকিলেই আমরা ইহার ফল-ভাগী হইব।*

* অতঃপর সেই মণি কিছু দিন অক্রূরের নিকট ছিল। কিছু দিন শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিধৃত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর দ্বারকার পূর্ব্বপ্রদেশবাসী দস্যুরা (ভিলজাতি) তাহা অপহরণ করিয়াছিল। কেহ বলেন, তাহা পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক হস্তিনায় আনীত হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহার প্রকৃত তথ্য কিছুই জানা যায় না।

কৌস্তুভোৎপত্তিঃ।*

সৌতিরুবাচ।

*　　*　　*　　*　　*

मन्थानं मन्दरं कृत्वा तथा नेत्रञ्च वासुकिम्।
देवा मथितुमारब्धाः समुद्रं निधिमम्भसाम्॥
अमृतार्थं ततोब्रह्मन् तथैवासुरदानवाः।
एकमन्तमुपाश्लिष्टा नागराज्ञो महासुराः।
विबुधाः सहिताः सर्व्वे यतः पुच्छं ततः स्थिताः।

*　　*　　*　　*　　*

नारायणवचः श्रुत्वा बलिनस्ते महोदधेः।
तत् पयः सहिता भूयश्चक्रिरे भृशमाकुलम्॥
ततः शतसहस्रांशुर्मथ्यमानात्तु सागरात्।
प्रसन्नात्मा समुत्पन्नः सोमः शीतांशुरुज्ज्वलः॥
श्रीरनन्तरमुत्पन्ना घृतात् पाण्डुरवासिनी। †
सुरा देवी समुत्पन्ना तुरगः पाण्डरस्तथा॥

---

* মহামুনি ব্যাস মহাভারতীয় আদিপর্ব্বে অমৃত-মন্থন-কথাপ্রসঙ্গে কৌস্তুভমণির উৎপত্তিকথা বলিয়াছেন। এস্থলে সে প্রস্তাবের বহুল অংশ পরিত্যাগ করিয়া, উপযুক্ত অংশটুকু লিখিত হইল।

† ঘৃতং জলং তস্মাৎ শ্রীরুৎপন্না। ক্রমৌষধিরসাৎ জলস্য ক্ষীরত্বং ততোঘৃতমিতি ক্রমেণ সারত্বমাত্রং বিবক্ষিতম্।

কৌস্তভস্ত মণির্দিব্য উৎপন্নো ঘৃতসম্ভবঃ।
মরীচিবিকচঃ শ্রীমান্ নারায়ণ উরোগতঃ॥ *

* * * * *

"কৌস্তভস্ত মহাতেজাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ।"

---

* মরীচিবিকচঃ রশ্মিভিরুজ্জ্বলঃ। নারায়ণ উরোগত ইত্যত্র সন্ধি-রার্ষঃ।

কৌস্তভ-মণির ইতিবৃত্ত।

সৌতি কহিলেন,—

*　　*　　*　　*　　*

অনন্তর দেবগণ মন্দর-পর্ব্বতকে মন্থদণ্ড ও নাগরাজ বাসুকিকে মন্থরজ্জু করিয়া জলনিধি সমুদ্রের মন্থন আরম্ভ করিলেন।

হে ব্রহ্মন্! অনন্তর অমৃতার্থী অসুরগণ সেই নাগরাজের শীর্ষদেশ এবং দেবগণ তাহার পুচ্ছদেশ ধারণ করতঃ স্থিত হইলেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*

অনন্তর বিষ্ণু-বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণুতেজে তেজীয়ান্ সেই সকল দেব ও অসুর পুনর্ব্বার মকরালয় সমুদ্রকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই মথ্যমান সমুদ্র হইতে শতসহস্র কিরণযুক্ত উজ্জ্বল ও প্রসন্নস্বভাব চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন।

তৎপরে সুশুভ্রবসনধারিণী লক্ষ্মী, সুরা-দেবী, ও উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব উৎপন্ন হইল।

তৎপরে কিরণোজ্জ্বল ও শ্রীসম্পন্ন দিব্য কৌস্তভমণি উৎপন্ন হইল। এবং তাহা ভগবান্ নারায়ণের উরোভূষণ হইল। এই কৌস্তভমণি মহাতেজস্বী এবং কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী।

রত্নালঙ্কার।

পূর্ব্বকালে যে সকল রত্নালঙ্কার ব্যবহৃত হইত, তত্তাবতের একটী সবিবরণতালিকা প্রদত্ত হইতেছে। অমরবিবেক, মানসোল্লাস * হেমকোষ ও তট্টীকা হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ রমণীদিগের শিরোভূষণ বা মস্তকাভরণগুলির বর্ণনা করা যাইতেছে।

শিরোলঙ্কার।

[গর্ভক— ললামক— বালপাশ্য— পারিতথ্য— হংসতিলক— দণ্ডক—চূড়ামণ্ডন—চূড়িকা ও লম্বন।]

গর্ভক বা প্রভ্রষ্টক।—"**गर्भकः केशमध्यगम्।**" বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য কেশের মধ্যে এক প্রকার কাঁটা প্রবেশ করাইয়া থাকে, তাহার নাম গর্ভক।

ললামক।—"**शिखालम्बिपुरोन्यस्तं यत्तज्ज्ञेयं ललामकम्।**" চুল বাঁধিয়া তাহার মূলদেশে আবদ্ধ অথচ সম্মুখভাগে বিন্যস্ত

---

* এই মানসোল্লাস গ্রন্থ চালুক্যবংশীয় রাজা সোমেশ্বরকৃত। এই সোমরাজ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুস্তক দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু ভোজরাজ স্বকৃতযুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে "প্রোক্তং সোম-মহীভৃতা" বলিয়া এক সোমরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সোম আর মানসোল্লাস গ্রন্থকার সোম যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে মানসোল্লাস গ্রন্থকার ভোজরাজের সমকালিক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালবর্ত্তী। ভোজরাজ আনুমানিক খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

অর্থাৎ ঝুলিতে থাকে, এরূপ অলঙ্কারকে ললামক বলা যায়।

বালপাশ্য।—"প্রথমং বালবন্ধনং" চুলে যে পাশাকৃতি রত্না-লঙ্কার জড়ান হয়, তাহার নাম বালপাশ্য।

পারিতথ্য।—"সীমন্তভূষণং তদ্বৎ পারিতথ্যমুদাহৃতম্।" তদ্রূপ প্রকারের সীমন্তভূষণের নাম পারিতথ্য। ইহার ভাষা নাম "শিঁথি"।

হংসতিলক।—

"অশ্বত্থপত্রসংস্থানং সুবর্ণেন বিনির্ম্মিতম্।
মাণিক্যবজ্রখচিতমায়তৈর্মৌক্তিকৈর্যুতম্॥
নব মুক্তাফলৈঃ পার্শ্বৈঃ.... বিরাজিতম্।
তাভ্যাং বহির্মরালাভং নানারত্নৈঃ প্রকল্পয়েৎ।
তদূর্দ্ধ্বং বজ্রমাণিক্য-মৌক্তিকৈঃ কৃতবন্ধনম্।
তদিদং হংসতিলকং যোষিৎসীমন্তভূষণম্॥"

অশ্বত্থপত্রাকৃতি, মণিমুক্তাখচিত, স্বর্ণনির্ম্মিত শিরোভূষণের নাম হংসতিলক। ইহা এক্ষণকার পানৃপাত্ নামক চুলফুলের ন্যায় ছিল।

দণ্ডক।—

"কাঞ্চনস্তনপট্টেন পিনদ্ধং বলয়াকৃতি।
মুক্তাজালতদূর্দ্ধ্বং চ কৃতং দণ্ডকমুচ্যতে॥"

শব্দায়মান স্বর্ণপত্রে পিনদ্ধ অর্থাৎ গাঁথা, ঊর্দ্ধভাগ মুক্তাজালে বিজড়িত, এরূপ বলয়াকৃতি শিরোভূষণকে দণ্ডক নাম দেওয়া হয়। (অদ্যাপি হিন্দুস্থানে ইহার ব্যবহার আছে, পরন্তু তাহার তদ্দেশীয় ভাষা নাম জ্ঞাত নহি)।

চূড়ামণ্ডন।—

"ক্রমযোবর্দ্ধমানং তনু চূড়ামণ্ডনমুত্তমম্।
কেতকীদলসংকাশং কল্যাণকাঞ্চনকল্পিতম্।
দণ্ডকস্যোর্দ্ধভাগস্য ভূষণং তদুদাহৃতম্॥"

সেই দণ্ডকের উপরিভাগের শোভার্থ চূড়ামণ্ডন নামক অত্যুত্তম অলঙ্কার কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহার আকার কেতকীপুষ্পের দলের ন্যায়।

চূড়িকা।—

"সৌবর্ণৈঃ কল্পিতং পদ্মৈ নানারত্নৈর্বিরাজিতম্।
চূড়িকা পরভাগস্য ভূষণং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

সুবর্ণের দ্বারা পদ্ম বা তৎসদৃশ পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া নানা প্রকার রত্নের দ্বারা খচিত করিলে তাহা চূড়িকা নাম প্রাপ্ত হয়। এই চূড়িকা মস্তকের পরভাগের ভূষণ। (কেহ কেহ বলেন, পুরোভাগের ভূষণ)।

লম্বন।—

"সৌবর্ণৈঃ কুসুমৈঃ কৢপ্তং মুক্তাবস্ত্রেণ সমন্বিতম্।
মহামাণিক্যনীলৈশ্চ লম্বনং চূড়িভূষণম্॥"

ছোট ছোট সোণার ফুল, তাহাতে ছোট ছোট মুক্তাহার আবদ্ধ, এবং মধ্য স্থানটী মাণিক্য বা ইন্দ্রনীলযুক্ত। এরূপ ভূষণের নাম লম্বন (ঝুলিতে থাকে বলিয়া লম্বন) এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত চূড়িকার ভূষণ অর্থাৎ ইহা চূড়িকায় ঝুলান থাকে।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা এই সাত প্রকার শিরোভূষণ ধারণ করিত। এক্ষণে ইহা অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হয় নাই, কেবল আকার-প্রকার ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

কর্ণাভরণ।

[মুক্তাকণ্টক—দ্বিরাজিক—ত্রিরাজিক—স্বর্ণমধ্য—বজ্রগর্ভ—ভূরিমণ্ডন—কুণ্ডল—কর্ণপূর—কর্ণিকা—শৃঙ্খল—কর্ণেন্দু।]

মুক্তাকণ্টক।—

"কেবলৈর্মৌক্তিকৈরেব তুল্যপংক্তিনিষেবিতম্।
মুক্তাকণ্টকসংজ্ঞন্তু কর্ণভূষণমুত্তমম্॥"

কেবল মুক্তার দ্বারা মুক্তাকণ্টক নামক উত্তম কর্ণাভরণ প্রস্তুত হয়। উহা ঠিক সমানাকার মুক্তার পঙ্ক্তিগুচ্ছ।

দ্বিরাজিক।—

"বলয়দ্বয়বিন্যস্তমুক্তাফলবিরাজিতম্।
মধ্যে নীলেন সংযুক্তং দ্বিরাজিকমুদাহৃতম্॥"

সুবর্ণনির্ম্মিত বলয়াকৃতি দুই বেষ্টনের দুই পার্শ্বে মুক্তা, তন্মধ্যে নীলমণি। এরূপ কর্ণভূষার নাম দ্বিরাজিক। (এক্ষণে ইহা হিন্দুস্থানে "বীর বউলী" নামে খ্যাত)।

ত্রিরাজিক।—

"এবং ত্রিরাজিকং প্রোক্তং পূর্ণমধ্যস্থ মৌক্তিকং।"

তদ্রূপ কর্ণাভরণের মধ্যভাগ মুক্তাপূর্ণ হইলে তাহা ত্রিরাজিক নামে উক্ত হয়।

স্বর্ণমধ্য।—

"তত্ স্বর্ণমধ্যমাখ্যাতং মুক্তাফলবিভূষণম্।"

সেই কর্ণাভরণ যদি স্বর্ণমধ্য হয়, তবে তাহার নাম স্বর্ণমধ্য।

বজ্রগর্ভ।—

"মৌক্তিকানি বহিঃ পঙ্ক্ত্যোস্তদন্তর্নৈলকং ততঃ।
বজ্রানি চ ততোঽন্ত-র্বজ্রগর্ভমিতীরিতম্॥"

দুই পাশে দুই দুই মুক্তা-পঙ্‌ক্তি, মধ্যস্থলে হীরক, তাহাতে রত্ন-নোলক ঝুলান, এরূপ কর্ণাভরণের নাম বজ্রগর্ভ। ইহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে "চৌদানী" ব্যবহার হইতেছে।

ভূরিমণ্ডন।—

"এবং বহিঃস্থমুক্তং যত্ মধ্যং বজ্রেণ পূরিতম্।
মধ্যমাণিক্যসংযুক্তং ভূরিমণ্ডনমুচ্যতে॥"

পার্শ্বে মুক্তা, মধ্যে হীরক, তন্মধ্যে মাণিক্য অর্থাৎ পান্না, এরূপ কর্ণাভরণের নাম ভূরিমণ্ডন।

কুণ্ডল।—

"সোপানক্রমবিন্যস্তং বজ্রপঙ্‌ক্তিবিরাজিতম্।

ষড়ষ্টনেমিভিঃ কান্তং কুণ্ডলং তত্‌ প্রচক্ষ্যতে॥"

সোপান (সিঁড়ী) পরিপাটীর অনুরূপক্রমে গঠিত, হীরকের পঙ্‌ক্তির দ্বারা খচিত ৬ কি ৮ নেমি অর্থাৎ চক্রপ্রান্তাকার দ্বারা সুদৃশ্য, এরূপ কর্ণাভরণকে আলঙ্কারিকেরা কুণ্ডল বলিয়া থাকেন। (এক্ষণ কুণ্ডল পরা উঠিয়া গিয়াছে।)

কর্ণপূর।—

"পুষ্পাকৃতিঃ কর্ণভূষা কর্ণপূরং প্রচক্ষ্যতে।"

পুষ্পাকৃতি কর্ণাভরণের নাম কর্ণপূর। এখনও "চাঁপা" "ঝুম্‌কা" প্রভৃতি কর্ণপূরনামক কর্ণাভরণ অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

কর্ণিকা।—"কর্ণিকা তাড়পত্রং স্যাত্।"

তাড়পত্র নামক কর্ণভূষণ আর কর্ণিকা একই পদার্থ। হিন্দুস্থানে ইহা "তান্‌বড়্" নামে প্রসিদ্ধ।

শৃঙ্খল।—

"শোধিতেন সুবর্ণেন রচিতৈর্নালিকান্তিমা।

শৃঙ্খলা বিবিধাঃ কার্য্যাস্তাটঙ্ককটকানি চ॥"

অতি বিশুদ্ধ সুকান্তি সুবর্ণের দ্বারা নানাবিধ শৃঙ্খল, তাড়ঙ্ক ও কটক প্রস্তুত করিবেক।

কর্ণেন্দু।—"কর্ণেন্দুঃ কর্ণপৃষ্ঠগঃ।"

কর্ণের পৃষ্ঠদিকে যাহা স্থাপিত করিতে হয়, তাহার নাম কর্ণেন্দু ও বালিকা।

ললাটভূষণ।

ললাটিকা।—"পত্রপাশ্যা ললাটিকা।"

পত্রপাশ্যা ও ললাটিকা এই দুই সাধারণ নাম। ফল, নানাপ্রকার ললাটভূষণ হইয়া থাকে। (পূর্ব্বে যে টিকা পড়িত তাহাই তৎকালের ললাটিকা। এখন আর তাহা পরে না, শিঁথির ঝোল্‌না-চাঁদের দ্বারাই এক্ষণে ললাটিকার কার্য্য সমাধা হয়।)

কণ্ঠভূষণ।*

[ললন্তিকা,—প্রালম্বিকা—উরঃসূত্রিকা—মুক্তাবলী—দেবচ্ছন্দ—গুচ্ছ—গুচ্ছার্দ্ধ—গোস্তন—অর্দ্ধহার—মানবক—একাবলী—নক্ষত্রমালা—সরিকা—বজ্রসঙ্কলিকা।

---

* মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থে সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কারের বর্ণনা আছে, কিন্তু নাসিকাভরণের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশের নারীজাতির মধ্যে ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের ন্যায় নাসিকাভরণ ব্যবহারের প্রথা ছিল না, থাকিলে অবশ্যই কোন না কোন প্রকার উল্লেখ থাকিত।

ললন্তিকা।—

"আনাভিলম্বিনা ভূষা লম্বনস্তু ললন্তিকা।"

নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত সাধারণ কণ্ঠভূষার নাম লম্বন ও ললন্তিকা।

প্রালম্বিকা।—

"স্বর্ণৈঃ প্রালম্বিকা—"

তাদৃশ সোণার হার প্রালম্বিকা নামে উক্ত হয়।

উরঃসূত্রিকা।—

"উরঃসূত্রিকা মৌক্তিকৈঃ কৃতা।"

উক্ত ললন্তিকা যদি মুক্তা ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উরঃসূত্রিকা বলা যায়।

মুক্তাবলী।

ইহা মুক্তাহারের সাধারণ নাম। পরন্তু রচনাবিশেষে বিশেষ বিশেষ নাম আছে। যথা—

দেবচ্ছন্দ।—

"দেবচ্ছন্দোঽসৌ শতযষ্টিকা।"

শতলতার মুক্তাহারের নাম দেবচ্ছন্দ। (লতা অর্থাৎ লহর।)

গুচ্ছ।—

"দ্বাত্রিংশত্তু যষ্টিকো গুচ্ছঃ।"

৩২ লহর মুক্তাহারের নাম গুচ্ছ।

গুচ্ছার্দ্ধ।—"চতুর্ব্বিংশতিযষ্টিকো-গুচ্ছার্দ্ধঃ।"

২৪ লহর মুক্তাহার গুচ্ছার্দ্ধ নামে খ্যাত।

গোস্তন।—

"চতুর্যষ্টিকোগোস্তনঃ।"

৪ লহর মুক্তাহার গোস্তন নামধেয়।

অর্দ্ধহার।—

"দ্বাদশযষ্টিকোঽর্দ্ধহারঃ।"

১২ লহর মুক্তাহার অর্দ্ধহার নামে খ্যাত।

মানবক।—

"বিংশতিযষ্টিকো মানবকঃ।"

২০ লহর মুক্তাহারের নাম মানবক।

একাবলী।—

"একাবল্যেকযষ্টিকা।"

১ লহর মুক্তাহারের নাম একাবলী।

নক্ষত্রমালা।—

"সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈঃ।"

ঐ একাবলী মালা যদি ২৭টী স্থূল মুক্তার দ্বারা রচিত হয়, (কণ্ঠ আঁটা হয়,) তবে তাহার নাম নক্ষত্রমালা।

মানোসোল্লাস গ্রন্থে মুক্তাহার রচনা সম্বন্ধে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে। যথা—

" স্থূলমুক্তাফলৈঃ কার্য্যা কণ্ঠে ত্বেকাবলী বরা।
মধ্যে মুক্তাফলৈঃ কুর্য্যাৎ ভ্রামরং সুবিচক্ষণম্॥"

বড় বড় মুক্তার দ্বারা উৎকৃষ্ট একাবলী মালা প্রস্তুত করিবেক এবং মধ্যমাকার মুক্তার দ্বারা ভ্রমর নামক কণ্ঠী প্রস্তুত করিবেক।

" তথা পঞ্চসরং কুর্য্যাৎ নবসপ্তসরং তথা।
উপান্তে নীলমাণিক্যমিশ্রিতং সুমনোহরম্॥
কাঞ্চনীভির্স্থুবালীভিঃ পংক্তিস্থাভিঃ সুশোভিতান্।
ক্রমশো হীয়মানাংশ্চ সরান্ কুর্য্যান্মনোরমান্॥
গুটীকৃতস্থুবালীভির্হারে সর্ব্বান্ সমান্ সমান্।
নীলমাণিক্যসংযুক্তান্ পূর্ব্বং হি পরিকল্পয়েৎ॥
নীলৈর্মুক্তাস্তথা মুক্তা মধ্যে সিদ্ধান্তিকা যুতাঃ।
নীললবনিকা খ্যাতা হরিন্মাণিক্যজাস্তথা॥
নীলমাণিক্যসংযুক্তা, মুক্তাঃ পূর্ব্বং ক্রমেণ চ।
কৃতা বর্ণসরো নাম দর্শনীয়ো মনোহরঃ॥
এত এব সরা হীনা স্থুবালীভিঃ সুসংস্থিতাঃ।
আনাভিলম্বিতা ভূষা ব্রহ্মসূত্রমিতীরিতা॥"

একাবলীর ন্যায় ৫।৭ ও ৯ সংখ্যক সর অর্থাৎ লহর বা লতা গ্রন্থন করিবেক। তাহার উপান্ত্য স্থানে মনোহর নীল-

মাণিক্য সংযুক্ত করিবেক। পংক্তিগুলি সুবর্ণময় মৃণালিকার দ্বারা সুশোভিত করিবেক। সর বা লহরগুলি ক্রমে ছোট ও সুদৃশ্য করা আবশ্যক। ইহার যতগুলি সর অর্থাৎ লহর থাকিবেক, সমস্তগুলিতে গুটিকাকৃতি মৃণালিকা ও নীলম্ সকল সংযুক্ত বা গ্রথিত করিবেক। মধ্যে সিদ্ধান্তিকা অর্থাৎ "ধুক্‌ধুকী" যোগ করিবেক। এরূপ কণ্ঠভূষার নাম "নীললবনিকা"।

হরিণ্মণি ও নীলমণির সংযোগে পূর্ব্বোক্ত পরিপাটীক্রমে "বর্ণসর" নামক কণ্ঠভূষা কৃত হইয়া থাকে। এই বর্ণসর বা কণ্ঠী দেখিতে অতীব মনোহর। পূর্ব্বোক্ত নীললবনিকায় লহর না করিয়া যদি কেবল মৃণালিকার দ্বারা সংহত অর্থাৎ "লপে গাঁথা" হয়, তবে তাহা বর্ণসর নাম প্রাপ্ত হয়। যে কোন কণ্ঠভূষা হউক, নাভিপর্য্যন্ত লম্বিত হইলে তাহা "ব্রহ্মসূত্র" নামে খ্যাত হয়।

সরিকা।—"নবভির্দশভির্বাপি স্থূলমুক্তাফলৈঃ কৃতা।
কণ্ঠপ্রমাণরচিতা সরিকা গলভূষণম্॥"

৯ কি ১০টী বৃহৎ মুক্তার দ্বারা কণ্ঠপরিমাণ অর্থাৎ গলায় আঁটিয়া থাকে এরূপ পরিমাণের মুক্তাহার "সরিকা" নামে খ্যাত।

বজ্রসংকলিকা।—

"তয়া বজ্রৈশ্চ সংলগ্না লম্বনী নীলনির্ম্মিতা।
.. .. বজ্রসংকলিকা শুভা॥"

সেই সরিকার বহির্ভাগে নীলকান্তনির্ম্মিত লম্বনী অর্থাৎ "থোপ্‌না" সংযোজিত থাকিলে তাহার নাম "বজ্রসংকলিকা"।

উরোভূষণ।

[পদক ও বন্ধুক।]

পদক।—সুবর্ণোপরি বিন্যস্তরত্নেরাজিসমন্বিতম্।
হরিন্মাণিক্য নীলেন।

* * * *

মধ্যদেশনিবিষ্টেন মণিনা পরিশোভিতম্।
পদকং রুচিরং রম্যং বক্ষঃস্থলবিভূষণম্॥"

সুবর্ণের পত্রাকৃতি আকৃতি প্রস্তত করিয়া তাহাতে নানা রত্নের কারুকার্য্য করিবেক। হরিদ্বর্ণ, রক্তবর্ণ ও নীলবর্ণ মণির দ্বারা প্রান্তভাগ সমস্ত চিত্রিত করিবেক এবং মধ্যে কোন এক উজ্জ্বল মণি সন্নিবিষ্ট করিবেক। এরূপ বক্ষঃ-ভূষণের নাম পদক এবং উহা দেখিতে রমণীয়।

বন্ধুক।—

"নানারত্নবিচিত্রস্তু মধ্যনায়কসংযুতম্।
সুরত্নৈর্লম্বিতং রম্যং পদকং বন্ধুকং বিদুঃ॥"

উক্ত পদক যদি লম্বিত অর্থাৎ রত্নরজ্জুর দ্বারা বক্ষে ঝুলাইবার উপযুক্ত হয়, তবে তাহার নাম বন্ধুক। এই দুই প্রকার পদক প্রায় স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতির ব্যবহার্য্য।

বাহুভূষণ।

[কেয়ূর—অঙ্গদ—পঞ্চকা—কটক—বলয়—কঙ্কণ।]

কেয়ূর।—

> " सिंहवक्त्रसमाकारं नानारत्नविचित्रितम् ।
> सुसूक्ष्मैर्लम्बनैर्युक्तं केयूरं बाहुभूषणम् ॥"

রত্নবিচিত্রিত সিংহমুখাকৃতি লম্বনযুক্ত বাহুভূষণের নাম কেয়ূর। কনুয়ের উপরিভাগে যে "তাবিজ্" ও "বাজু" পরিধান করে, তাহাই পূর্ব্বকালের কেয়ূর। ইহার হিন্দুস্থানী নাম "বাহুবট" ও "বাজুবন্দ্"। "থোপ্না" না থাকিলে তাহা অঙ্গদ নামে উক্ত হয়। এই অঙ্গদ আর এখনকার "বাঘমুখো অনন্ত" প্রায় সমান। পূর্ব্বে ইহার গাত্রে মুক্তাজড়িত করা হইত। এখনও বড় ক্রটি হয় না। যথা—

> " सुवर्णमणिविन्यस्तमुक्ताजालकमङ्गदम् ।"

পঞ্চকা।—

> " पञ्चका प्रतिसंयुक्तं बाहुसन्धिविभूषणम् ।"

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী রত্ন বা স্বর্ণগুলিকা সংযুক্ত করিয়া গাঁথিলে তাহা পঞ্চকা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহা বাহুসন্ধি বা করসন্ধির আভরণ। ইহার হিন্দুস্থানীয় নাম "পোঁচী" আর বাঙ্গালা নাম "পোঁইচা"।

কটক।—"স্বর্ণোপরি বিন্যস্তনানারত্নবিরাজিতম্।
হস্তস্য কটকং রম্যং স্বপ্রভাপরিশোভিতম্॥"

সুবর্ণময় মৃণালাকৃতির উপর নানা রত্ন খচিত করিলে তাহা কটক নামে উক্ত হয়। ইহা অতি সুরম্য ও প্রভাপরিশোভিত অর্থাৎ "ঝক্‌ঝকে"। এইরূপ অলঙ্কার এক্ষণে "ডায়মন্‌ডকাটা বলয়" নামে ব্যবহৃত হইতেছে।

অঙ্গদ ও বলয়।—

"সিংহবক্ত্রসমাকারৌ স্বর্ণরত্নবিনির্ম্মিতৌ।
মুক্তাসূক্ষ্মকসংযুক্তৌ নীলমাণিক্যলম্বনৌ॥
কঙ্কৌ কীলকৌ কার্য্যৌ ভূজভূষণকৌ বরৌ।
নামতো বাহুবলয়ৌ পুংসি তাবঙ্গদাভিধৌ॥"

সোণার "বাঘ্‌মুখো" বলয়, তদগাত্রে মুক্তা জড়িত, নীলমের লম্বন এবং কীলিত অর্থাৎ "খিল্‌ওয়ালা"। এই শ্রেষ্ঠ বাহুভূষণ স্ত্রীহস্তে বলয়, আর পুরুষের হস্তে অঙ্গদ নামে ব্যবহৃত হয়।

চূড়।—

"কাঞ্চনীভিঃ শলাকাভিঃ সুসূক্ষ্মাভির্বিনির্ম্মিতৌ।
মণিরত্নমিতাদূর্দ্ধং বলয়ৈর্বেষ্টিতঃ ক্রমাৎ॥
প্রাদেশমাত্রকং দৈর্ঘ্যং বিস্তারে বাহুবেষ্টনম্।
দ্বিধা বিভজ্য কর্ত্তব্যং গ্রথিতং কীলকেন তু॥
অতীব রমণীয়ং তৎ চূড়মিত্যভিধীয়তে॥"

সূক্ষ্ম-স্বর্ণ-শলাকার দ্বারা নির্ম্মিত, প্রাদেশপরিমাণ দীর্ঘ, বাহুপরিমাণ বিস্তার, দুই থাকে বিভক্ত, কীলক দ্বারা গ্রথিত অর্থাৎ আবদ্ধ, এই সুন্দর বাহুভূষণের নাম চূড় এবং ইহা বলয়ের উপরে পরিতে হয়। এই চূড় এক্ষণে অনেক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অর্দ্ধচূড়।—"অনেনৈব প্রকারেণ তদর্দ্ধেন বিনির্ম্মিতম্।
অর্দ্ধচূড়মিতি খ্যাতং স্ত্রীণাং প্রিয়তমং সদা॥"

ঐ প্রকার সোণার তারের দ্বারা উহার অর্দ্ধেক পরিমাণে নির্ম্মিত হইলে তাহা অর্দ্ধচূড় নামে খ্যাত হয় এবং ইহা স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই ভাল বাসে। (বাস্তবিক এখনকার বিলাসিনীরাও হাপ্‌চূড় পরিতে ভাল বাসেন।) এতদ্ভিন্ন কঙ্কণ, বলয়, পারিহার্য্য ও আবাপ নামক কর-ভূষণ ছিল। এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রকার কর-ভূষণের সৃষ্টি হইয়াছে।

অঙ্গুরীয় বা অঙ্গুলী-ভূষণ।

[দ্বিহীরক— বজ্র— রবিমণ্ডল— নন্দ্যাবর্ত্ত— নবরত্ন— বজ্র-বেষ্টিত— ত্রিহীরক— শুক্তি-মুদ্রিকা— অঙ্গুলী-মুদ্রিকা— মুদ্রা-মুদ্রিকা।]

দ্বিহীরক।—

"বজ্রদ্বিতয়মধ্যস্থ' স্বর্ণমাণিক্যনীলকম্।
দ্বিহীরকমিতি খ্যাতমঙ্গুলীয়কমুত্তমম্॥"

অনেক প্রকার অঙ্গুরীয় আছে, তন্মধ্যে দ্বিহীরক নামক অঙ্গু-রীয়ের লক্ষণ এই যে, দুই দিকে দুই খানি হীরা, মধ্যে হরিণ্মণি বা নীলমণি। এই দ্বিহীরক অঙ্গুরীয়ক অতি উত্তম।

বজ্র।—

"त्रिकोणविनिविष्टैश्च पविभिः परिशोभितम्।
मध्ये रत्नसमायुक्तं अन्ते वज्रमितीरितम्॥"

ত্রিকোণাকার, মধ্যভাগে হীরক, পার্শ্বত্রয়ে অন্যান্য রত্ন, এইরূপ অঙ্গুরীয়ের নাম বজ্র।

রবিমণ্ডল।—

"वृत्ताकारैर्विनिविष्टैः कुलिशैरपि वेष्टितम्।
मध्ये च मणिना युक्तं रविमण्डलमीरितम्॥"

গোলাকার, চারিদিকে হীরকখণ্ডে খচিত, মধ্যভাগে মণি,—এরূপ অঙ্গুরীয়ের নাম রবিমণ্ডল।

নন্দ্যাবর্ত্ত।—

"ऋज्वायतचतुष्कोणक्रमोन्नतनिवेशिभिः।
वज्रमध्यगमाणिक्यं नन्द्यावर्त्ताङ्गुलीयकम्॥"

সরল, দীর্ঘ অথচ ক্রমোন্নত,—এরূপ চতুষ্কোণাকার গঠনের মধ্যে বৃহৎ হীরক বা বৃহন্মাণিক্য থাকিলে তাহা নন্দ্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত হয়।

নবগ্রহ বা নবরত্ন।—

"মাণিক্যেন সুরক্তেন মৌক্তিকেন সুশোভিনা।
প্রবালেনাপি রম্যেন তথা মরকতেন চ॥
পুষ্পরাগেন বজ্রেণ নীলেন পরিশোভিনা।
গোমেদকেন রত্নেন বৈদূর্য্যেণাভিনির্ম্মিতম্॥
রত্নৈর্নবগ্রহচ্ছায়ৈর্নবভিঃ পরিকল্পিতম্।
নবগ্রহমিতি খ্যাতমঙ্গুলীয়কমুত্তমম্॥"

সুরাগ মাণিক্য, সুন্দর মুক্তা, রমণীয় প্রবাল, সুন্দর মরকত, শোভান্বিত পুষ্পরাগ, উত্তম হীরক, শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রনীল ও উৎকৃষ্ট বৈদূর্য্য,—নবগ্রহের এই নবরত্নের দ্বারা মনোহররূপে নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক নবগ্রহ নামে খ্যাত। এই অঙ্গুরীয়ক অতি উত্তম। (এরূপ অঙ্গুরী অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।)

বজ্রবেষ্টিত।—

"অঙ্গুলীবেষ্টকং বজ্রৈর্বেষ্টিতং বজ্রবেষ্টিতম্।
অন্যরত্নৈশ্চ যদ্যেব তদ্বদ্বেষ্টকমুচ্যতে॥"

হীরকের বেষ্টিত বেষ্টক (বেড়) বজ্রবেষ্টক এবং অন্য রত্নের দ্বারা বেষ্টিত বা বেড় হইলে সেই সেই রত্নের নামানুরূপ বেষ্টিত নাম প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ মুক্তাবেষ্টিত, পদ্মরাগ-বেষ্টিত ইত্যাদি।

ত্রিহীরক।—

" হীরয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে কীলিতং হীরমুত্তমম্।

ত্রিহীরকমিতি খ্যাতমঙ্গুরীয়কমুত্তমম্॥"

দুই পার্শ্বে দুখানি ছোট হীরা ও মধ্যে একখানি উত্তম বড় হীরা যদি কীলিত করিয়া অর্থাৎ তারের দ্বারা বন্ধন করিয়া অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করা হয়, তবে তাহার নাম ত্রিহীরক। ইহা অতি উত্তম।

শুক্তি-মুদ্রিকা।—

" যত্তু নাগফণাকারং বহুরত্নৈর্বিভূষিতম্।

অঙ্গুরীবলয়ে বজ্রৈর্ষ্টিতে শুক্তি-মুদ্রিকা॥"

যাহা ফণিফণার আকারে গঠিত ও বহুরত্নে বিভূষিত এবং যাহার বলয়ভাগ হীরকে বেষ্টিত, তাদৃশ অঙ্গুরীয়ের নাম শুক্তি-মুদ্রিকা।

মুদ্রা, মুদ্রিকা, অঙ্গুলিমুদ্রা।—

" সাক্ষরাঽঙ্গুলিমুদ্রা স্যাৎ।"

সেই সেই প্রকারের অঙ্গুরী যদি অক্ষরযুক্ত অর্থাৎ নাম-খোদিত হয়, তবে তাহার তিন নাম মুদ্রা, মুদ্রিকা ও অঙ্গুলিমুদ্রা।

" অন্যৈশ্চ বিবিধৈ রত্নৈঃ সন্নিবেশবিশেষতঃ।

নানারূপাভিধানৈশ্চ কল্পিতা মুদ্রিকাঃ শুভাঃ॥"

অন্যান্য বিবিধ রত্নের দ্বারা বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্নভাবে সাজান বা গঠনের দ্বারা নানাপ্রকারের ও নানা নামের মুদ্রিকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

কটিভূষণ।

[কাঞ্চী—মেখলা—রসনা—কলাপ—কাঞ্চীদাম—শৃঙ্খল]

কাঞ্চী।—

"একযষ্টির্ভবেৎকাঞ্চী—।"

এক "লহর" হারাকৃতি অথবা রজ্জুর আকৃতি কটিভূষণের নাম কাঞ্চী। এক্ষণে ইহা "গোট্" নামে খ্যাত।

মেখলা।—

"মেখলাত্বষ্টযষ্টিকা।"

৮ লহর কাঞ্চীর নাম মেখলা। এখনকার "চন্দ্রহার" আর পূর্ব্বকালের "মেখলা" প্রায় একাকার।

রসনা।—"রশনা ষোড়শ জ্ঞেয়া।"

১৬ লহর হইলে তাহার নাম রসনা।

কলাপ।—

"কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ।"

২৫ লহর হইলে কলাপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ২৫ লহরের চন্দ্রহার ব্যবহার করা এক্ষণকার রমণীর দুঃসাধ্য।

কাঞ্চীদাম।—

"চতুরঙ্গুলবিস্তারং জঘনাভোগবেষ্টিতম্।
সৌবর্ণরত্নরচিত * * লম্বনৈর্যুতম্॥
হেমঘর্ঘরঘণ্টাভির্নির্ম্মিতং রবসংযুতম্।
কাঞ্চীদামেতি বিখ্যাতং কটিভূষণমুত্তমম্॥"

৪ অঙ্গুল বিস্তৃত, সুবর্ণ ও অন্যান্য রত্নের দ্বারা নির্ম্মিত, লম্বনযুক্ত, সুবর্ণ ঘণ্টিকাযুক্ত, শব্দায়মান ও জঘনদ্বয়ের বেষ্টনকারী, এরূপ কটিভূষণের নাম কাঞ্চীদাম। ইহা এক্ষণে বালক বালিকার ব্যবহার্য্য "কোমরপাট্টা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

শৃঙ্খল।—

"পুংস্কট্যাং শৃঙ্খলং——"।

পুরুষের কটিভূষণের নাম শৃঙ্খল। ইহার গঠনও প্রায় শৃঙ্খলের অর্থাৎ "শিকলীর" ন্যায়। (হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া ভিন্ন এখন আর কেহ শৃঙ্খল পরে না।)

পাদভূষণ।

পাদচূড়।—

"হস্তচূড়কবৎ * * জঙ্ঘাকাণ্ডসমাধিকৌ।
নানারত্নৈশ্চ রচিতৌ বিখ্যাতৌ পাদচূড়কৌ॥"

হস্তচূড়ের ন্যায় কাঞ্চনী শলাকার দ্বারা নির্ম্মিত, জঙ্ঘাদণ্ডের পরিমাণানুরূপ পরিমাণবিশিষ্ট, নানারত্নে খচিত,—এরূপ পদ-

ভূষণ পাদচূড় নামে খ্যাত। (ইহার গঠনচ্ছবি এক্ষণে অনু-ভবারূঢ় হয় না।)

পাদকটক।—

"সুবর্ণরচিতৌ কার্য্যৌ ত্রিভাগৌ ক্রমখণ্ডনৌ।
সন্ধিদেশেষু সংশ্লিষ্টৌ কীলকেন চ কীলিতৌ॥
চতুরস্রৌ ষড়স্রৌ বা তথাষ্টাস্রৌ চ কারয়েত্।
সৌবর্ণৈর্বুদ্বুদৈরম্যৈঃ পঙ্ক্তিস্থৈর্বা বিরাজিতৌ॥
শ্লক্ষ্ণৌ বা কুঞ্চিসংযুক্তৌ নাদবন্তাবথাপি বা।
রত্নৈর্বা বিবিধৈর্যুক্তৌ কটকৌ পাদভূষণৌ॥"

সুবর্ণরচিত, ভাগত্রয়যুক্ত অর্থাৎ "তে-থাকা" অথচ খণ্ডিত। সন্ধিস্থান কীলকদ্বারা আবদ্ধ, চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ অথবা আট্‌কোণ, অর্থাৎ "আট্‌পোলে" অথবা সুবর্ণ বুদ্বুদের পঙ্‌ক্তিসমূহদ্বারা সুশোভিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দকারী সুন্দর সুদৃশ্য কুঞ্চিকাযুক্ত,—এরূপ পাদাভরণের নাম পাদকটক। হিন্দুস্থানে ইহা "পৈজন্" ও বঙ্গদেশে "পাইজোর" নামে বিখ্যাত।

পাদপদ্ম।—

"ত্রিপঞ্চশৃঙ্খলাযুক্তৌ নানারত্নৈর্ঘনৈঃ কৃতৌ।
কীলকাবিব সন্ধিতৌ পাদপদ্মাবিতীরিতৌ॥"

৩ ও ৫ টী শৃঙ্খলযুক্ত (অঙ্গুলিতে বাঁধিবার জন্য) বহুবিধ বহুরত্নের দ্বারা গঠিত, কীলকের ন্যায় সন্ধিত,—এরূপ পদ-

ভূষণের নাম পাদপদ্ম। ইহা এক্ষণে "চরণচাপ" ও "চরণপদ্ম" নামে বিখ্যাত।

কিঙ্কিণী।—

"কিঙ্কিণ্যঃ স্বর্ণরচিতা গুণগুম্ফিতবিগ্রহাঃ।

নাদবন্ত্যঃ সরম্যাস্তাঃ পাদঘর্ঘরিকাভিধাঃ॥"

স্বর্ণের ক্ষুদ্রঘণ্টিকা সকল সূত্রের দ্বারা গ্রথিত, এরূপ শব্দায়মান পদালঙ্কারের নাম কিঙ্কিণী ও পাদঘর্ঘরিকা অর্থাৎ পায়ের "ঘাঘরা" ও "ঘুংঘুর"।

পাদকণ্টক।—

"নাদস্তূপসমাকারা নানারত্নৈর্বিনির্ম্মিতাঃ।

ধ্বনিহীনাঃ সুশোভাঢ্যাঃ কণ্টকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

ঠিক্ সেইরূপ আকারের রত্ননির্ম্মিত ঘুংঘুর যদি ধ্বনিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পাদকণ্টক বলা যায়। (ঘুংঘুরগুলি নীরেট করিলেই শব্দবর্জ্জিত হয়।)

মুদ্রিকা।—

"আয়তাস্ত সুরক্তাস্ত কণ্টকা রত্ননির্ম্মিতাঃ।

স্থূলাস্ত ধ্বনিসংযুক্তাঃ কথিতা মুদ্রিকা বরাঃ॥"

আয়ত ও সুরক্ত রত্ননির্ম্মিত কণ্টক যদি মোটা ও শব্দকারী হয়, তবে তাহাকে মুদ্রিকা নাম দেওয়া যায়। এক্ষণকার

"কড়াইয়ার মল" আর এই মুদ্রিকা প্রায় তুল্য কার্য্য-কারী।*

এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে প্রায় সমস্তই স্ত্রীলোকের ব্যব-হার্য্য বটে; কিন্তু হিন্দুস্থানী পুরুষদিগকেও এই সকলের কোন কোনটীকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া ধারণ করিতে দেখা যায়। পুরুষের জন্য শেখর, মুকুল, শিরোবেষ্টন, (শির পেঁচ্) এবং কিরীট ও মুকুট—এই কয়েক প্রকার শিরোভূষণ নির্দ্দিষ্ট আছে মাত্র।

---

* পদে সুবর্ণ কি অন্য কোন রত্ন ধারণ করিতে নাই, এ সংস্কার কেবল দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের নাই। অদ্যাপি মাড়বারিরা নির্ভয়ে স্বর্ণনির্ম্মিত পাদভূষণ ধারণ করিয়া থাকে এবং তাহাতে হীরকাদি বিন্যস্ত করিতে সংকুচিত হয় না। এই মানসোল্লাস রচয়িতা সোম-রাজ একজন দাক্ষিণাত্যবাসী রাজা। সেই জন্যই তিনি স্বর্ণরত্নাদির পদাভরণ রচনা করিতে বলিয়াছেন। বাঙ্গালী গ্রন্থকার হইলে "পায়ে সোণা দিতে নাই" বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইতেন।

ধাতু।

রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণ ধাতুকেও রত্ন মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। এজন্য আমরা এতৎ গ্রন্থে ধাতুসম্বন্ধেও কতিপয় বিবরণ ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

কোন পণ্ডিত বাতপিত্তশ্লেষ্মাদি শরীরধারক বস্তুকে ধাতু-সংজ্ঞা প্রদান করেন। কেহ বা পৃথিব্যাদি মহাভূতকে, কেহ বা প্রস্তর-বিকার গৈরিকাদি (গেরুমাটী) প্রভৃতি পদার্থকে, কেহ বা গিরিজাত বহু পদার্থকে ধাতু মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। এক জন প্রস্তর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত একাদশবিধ পর্ব্বত-প্রভব ধাতুর নামোল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, অবশিষ্ট গৈরিক পদার্থের নামোল্লেখ করেন নাই। যথা—

"सुवर्णरौप्यताम्राणि हरितालं मनःशिला।
गैरिकाञ्जनकासीसं सीसलोहं सहिङ्गुलम्।
गन्धकोऽभ्रकमित्याद्या धातवो गिरिसम्भवाः॥"

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হরিতাল, মনঃশিলা [মনছাল], গৈরিক [গেরুমাটী], অঞ্জন (স্থর্ম্মী), কাসীস (হিরাকস), সীসক, লৌহ, হিঙ্গুল, গন্ধক, ও অভ্র ইত্যাদি অনেক প্রকার ধাতু আছে। সে সমস্তই গিরি-সম্ভব অর্থাৎ পর্ব্বতাঙ্গে উৎপন্ন হয়।

প্রয়োজন অনুসারে কেহ নবধাতুর সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা—

"হেমতারারনাগাশ্চ তাম্ররঙ্গে চ তীক্ষ্ণকম্।
কাংস্যকং কান্তলৌহঞ্চ ধাতবো নব কীর্ত্তিতাঃ॥"
সুখবোধ।

সুবর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, সীসক, তামা, রাঙ, ইসপাত, কাংস্য, কান্ত লৌহ,—এই নবধাতু "নবধাতু" নামে কথিত হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রধান ধাতু এবং কতকগুলি সঙ্কর ধাতু বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।

প্রয়োজনানুরোধে কেহ বা অষ্ট ধাতুর সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা—

"হিরণ্যং রজতং কাংস্যং তাম্রং সীসকমেব চ।
রঙ্গমায়সরৈত্যঞ্চ ধাতবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
দানসাগর।

সুবর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, তাম্র, সীসক, রাঙ, লৌহ এবং পিত্তল,—এই অষ্টধা বস্তু "অষ্টধাতু" নামে বিখ্যাত।

কেহবা অন্য প্রকারে অষ্টধাতুর গণনা করিয়াছেন। যথা—

"সুবর্ণং রজতং তাম্রং লৌহং কুপ্যং সপারদম্।
রঙ্গঞ্চ সীসকঞ্চ ব হ্যষ্টৌ দেবসম্ভবাঃ॥"
বৈদ্যক।

সোণা, রূপা, তামা, লোহা, দস্তা, পারা, রাঙ ও সীসা,—এই আট প্রকার ধাতু "অষ্টধাতু" নামে খ্যাত এবং এ সকলগুলিই দেবতা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে।

কোন কোন গ্রন্থে সপ্ত ধাতুর গণনা দৃষ্ট হয়। যথা—

"স্বর্ণং রৌপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ রঙ্গং যশদমেবচ।
সীসং লৌহঞ্চ সপ্ত তে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥"

ভাবপ্রকাশ।

সোণা, রূপা, তামা, রাঙ, দস্তা, সীসে, লোহা,—এই সপ্ত প্রকার ধাতু "সপ্ত ধাতু" বলিয়া গণ্য এবং ইহাদের সকলগুলিই গিরিসম্ভূত।

শুক্রনীতি নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, গিরিজাত ধাতু সকল তিন শ্রেণীভুক্ত। ধাতু, সঙ্কর ধাতু, ও উপধাতু। যাহা অমিশ্র, তাহা ধাতু। যাহা দুই বা ততোধিক ধাতুর সংযোগে জন্মে, তাহা সঙ্কর ধাতু এবং যাহা অতি সুলভ, ঘনতা-বর্জ্জিত ও সামান্য, তাহা উপধাতু।

"সুবর্ণং রজতং তাম্রং রঙ্গং সীসঞ্চ রঙ্গকম্।
লৌহঞ্চ ধাতবঃ সপ্ত হ্যেষামন্যেতু সঙ্করাঃ॥"

শুক্রনীতি।

সোণা, রূপা, তামা, রাঙ, সীসে, দস্তা, ও লৌহ,—এই সাতটী মূল ধাতু; এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই সঙ্কর অর্থাৎ মিশ্র ধাতু।

"রঙ্গতাম্রভবং কাংস্যং পিত্তলং তাম্ররঙ্গজম্।"

শুক্রনীতি।

রাঙ ও তামা মিশ্রিত করিয়া কাংস্য এবং তামা ও রাঙ বা দস্তা মিশ্রিত হইলে পিত্তল জন্মে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু উৎপন্ন করা যায়। কাংস্যে রাঙের ভাগ অধিক দিতে হইবে। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত রঙ্গ ও তাম্র শব্দের প্রথমে সন্নিপাত করা হইয়াছে।

"সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণমাক্ষিকং তারমাক্ষিকম্।
তুত্থং কাংস্যঞ্চ রীতিশ্চ সিন্দূরঞ্চ শিলাজতুঃ॥"

স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, এই দুই দ্রব্য প্রস্তরের গাত্রে জন্মে। তুতে, কাঁসা, পিত্তল, সিন্দুর ও শিলাজতু,—এই সাত প্রকার বস্তু উপধাতু, তদ্ভিন্ন সমস্তই ধাতু বলিয়া গণ্য।

এই সকল ধাতু, উপধাতু, ও সঙ্কর ধাতু সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য থাকিলেও আমরা সংক্ষেপের জন্য অল্প কথাই বলিব। রাসায়নিক গুণ দোষ কি উৎপত্তি-প্রক্রিয়া কিছুই বলিব না। কত প্রকার ধাতু আছে এবং তাহাদের কাহার কিরূপ লক্ষণ এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কথাই বলা হইবে না। স্বর্ণ ধাতুটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কেবল তাহারই বিষয়ে অধিক কথা বলা হইল। তথাপি তাহার উৎপত্তিপ্রক্রিয়া ও ভৈষজ্যোপযোগী গুণ বলা হইল না। শুক্রনীতিকার বলেন যে,—

"রত্নে স্বাভাবিকা দোষাঃ সন্তি ধাতুষু কৃত্রিমাঃ।
যতো ধাতূন্ সমস্তীক্ষ্য তন্মূল্যং কল্পয়েদ্ বুধঃ॥"

রত্নে স্বাভাবিক দোষই অধিক ; পরন্তু ধাতুতে কৃত্রিম দোষই অধিক দৃষ্ট হয়। এ নিমিত্ত পরীক্ষা করিয়া সে সকলের মূল্য কল্পনা করা কর্ত্তব্য।

সুবর্ণ।

"স্বর্ণং শ্রেষ্ঠতরং মতম্।"

শুক্রনীতি।

প্রধান সপ্ত ধাতুর মধ্যে সুবর্ণই শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান্। রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে ইহার গুণ, দোষ, ও পরীক্ষাদি উক্ত হইয়াছে। রাজ-নির্ঘণ্টকার বলেন যে, তিন প্রকার সুবর্ণ আছে। এক পারদ-সম্ভূত, দ্বিতীয় লৌহ-সঙ্কর-জাত এবং তৃতীয় ভূমি হইতে স্বতঃ উৎপন্ন। এই তিন প্রকারের মধ্যে * যাহা আকর ভূমি হইতে স্বতঃউৎপন্ন হয়, তাহাই উত্তম। যথা—

* সুবর্ণের অপর একটী নাম "অষ্টাপদ" তাহার অর্থ "অষ্টসু লৌহেষু পদং স্থানং যস্য" আট প্রকার ধাতুতে যাহার স্থান অর্থাৎ স্থিতি আছে। এই নাম ও নির্ব্বাচন অনুসারে লৌহ মধ্যেও সুব-র্ণাংশের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। কান্তলৌহ প্রভৃতি আট প্রকার তৈজস পদার্থের সাংকর্য্য হইতে যে সুবর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাই "লৌহ-সঙ্কর-জাত"। লৌহে যে সুবর্ণের পরমাণু বা অংশ আছে, তাহা বিশ্বাস্য কি না জানি না। কেননা কোন প্রকার রসায়ণ বিদ্যার দ্বারা উহা অদ্যাপি জানা যায় নাই।

"তত্রৈকং রসবেধজং তদপরং জাতং স্বয়ং ভূমিজম্।
কিঞ্চান্যদ্বহুলৌহসঙ্করভবং চেতি ত্রিধা কাঞ্চনম্॥"

রসবেধজ অর্থাৎ পারদসংযোগে এক প্রকার সুবর্ণ উৎপন্ন হয়, ভূমি হইতে স্বতঃই এক প্রকার সুবর্ণ জন্মে এবং লৌহের সাঙ্কর্য্য হইতে অন্য এক প্রকার সুবর্ণ জন্মে। এই তিন প্রকার সুবর্ণের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা রঙ হইয়া থাকে। যথা—

"তত্রাদ্যং কলপীতং রক্তমপরং রক্তং ততোঽন্যদ্যথা।
গৌরাভং তদিতিক্রমেণ গদিতং স্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বোত্তমম্॥"

প্রথমোক্ত প্রকারের সুবর্ণ অল্প পীত বর্ণ, দ্বিতীয় প্রকার সুবর্ণ রক্তবর্ণ, এবং তৃতীয়বিধ সুবর্ণ ঈষৎ গৌরবর্ণ। এই ত্রিবিধ সুবর্ণের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ রসবেধজ সুবর্ণই উত্তম, কেবল ভূমিজ সুবর্ণ অপেক্ষাকৃত অধম এবং লৌহসঙ্করজাত সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধম। অর্থাৎ অল্পপীত মিশ্রিত রক্তবর্ণের কাঞ্চন যেমন উত্তম, কেবল রক্তবর্ণ কাঞ্চন তেমন উত্তম নহে। যে কাঞ্চনে শ্বেত অর্থাৎ শাদা আভা থাকে—তাহা অত্যন্ত অধম। "রসবেধজ" শব্দ শুনিয়া মনে করিবেন না যে, গ্রন্থকার পারদ দ্বারা কৃত্রিম সুবর্ণের কথা বলিতেছেন। ইহাও আকরসম্ভূত। পরন্তু আকরে যদি পারদীয় পরমাণু থাকে—আর কনকোৎপত্তিকালে যদি সেই সকল পরমাণু তাহাতে অনুবিদ্ধ হয়, তবেই তাদৃশ কনক জন্মে এবং তাহা কেবল ভূমিজ কনক ও

লৌহপরমাণুবিদ্ধ কনক হইতে অত্যন্ত পৃথক্। পারদীয় পরমাণুর দ্বারা অনুবিদ্ধ হয় বলিয়া তাহা অল্প পীতাভ হয়। আর লৌহ পরমাণুর বেধ হইলে তাহার শাদা রঙ হয়। আর যাহাতে পারদ কি অন্য কোন ধাতুর পরমাণুর বেধ না থাকে তাহা রক্তবর্ণ হয়*। উত্তম বলিয়া শাস্ত্রকারেরা প্রথমোক্ত প্রকারের কনককে "দেবকনক" বলিয়া থাকেন। এই দেব-কনকের পরীক্ষা ও গুণ এইরূপ—

"দাহেঽতিরক্তমথ যচ্চ সিতং ছিদায়াং
কাশ্মীরকান্তি চ বিভাতি নিকাষপট্টে।
স্নিগ্ধঞ্চ গৌরবমুপৈতি চ যত্তুলায়াং
জানীত দেবকনকং মৃদুরক্তপীতম্ ॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

"দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিকষে কুঙ্কুম-প্রভম্।
তারশুক্রাগ্নিভং স্নিগ্ধং কোমলং গুরুহেম সত্ ॥"

ভাবপ্রকাশ।

---

* খনিজ সুবর্ণে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর পরমাণুর মিশ্রণ থাকায় শাস্ত্রকারেরা উহাকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া থাকেন। যাহাতে কাহারও মিশ্রণ নাই, তাহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। তাহা কেবল তৈজস পরমাণুর দ্বারা উৎপন্ন। তাদৃশ কনককে বাষ্পাকারে পরিণত করিলে কেবল তৈজস পরমাণুই লব্ধ হয়, প্রকারান্তরের পরমাণু পাওয়া যায় না।

যখন দগ্ধ হইতে থাকে, তখন রক্তবর্ণ। যখন ছেদন করা যায়, তখন সেই ছেদন স্থান শুভ্রবর্ণ। যখন কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করা যায়, তখন কুঙ্কুম-বর্ণ। অতএব দাহ, ছেদ ও নিকষে ঘর্ষণ দ্বারা যদি উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ উপলব্ধ হয়, তবেই তাহা উত্তম কনক। অপিচ যদি স্নিগ্ধতা থাকে ও ওজনে ভারি হয় এবং কোমল হয়, তবে সেই কনকই উত্তম।

সদোষ সুবর্ণের লক্ষণ এইরূপ,—

"श्वेतञ्च कठिनं रूक्षं विवर्णं समलं दलम्।
दाहे छेदेऽसितं श्वेतं कषे त्याज्यं लघु स्फुटम्॥"

যে সুবর্ণে কোমলতা নাই, যাহাতে স্নিগ্ধতা নাই অর্থাৎ রুক্ষ, যাহার বর্ণ মনোহর নহে অথবা বিবর্ণ; যাহাতে মালিন্য বা শ্যামিকা আছে, যাহাতে দলদোষ আছে, যাহা দগ্ধ করিলে ও কর্ত্তন করিলে কাল বোধ হয়; যাহা কষ্ঠি পাথরে ঘর্ষণ করিলে শাদা দাগ লাগে, ওজন করিলে যাহা হাল্‌কা হয়, তাড়ন করিলে যাহা স্ফুটিত (ফুটা) হয়, তাহা পরিত্যাজ্য অর্থাৎ সে সকল সুবর্ণ ভাল নহে।

শুক্রনীতিগ্রন্থে সুবর্ণের অন্যবিধ পরীক্ষা দৃষ্ট হয়। যথা—

"मानसममपि स्वर्णं तनु स्यात् पृथुलाः परे।"

"एकच्छिद्रसमाकृष्टे समखण्डे द्वयोर्यदा।
धातोः सूत्रं मानसमं निर्दुष्टस्य भवेत्तदा॥"

সম পরিমাণ এক খণ্ড উত্তম সুবর্ণ ও এক খণ্ড অন্য ধাতু একত্র করিলে সুবর্ণখণ্ড অল্পকায় এবং অন্য ধাতু পৃথুল অর্থাৎ বৃহৎকায় দেখাইবেক। এই স্বভাব অনুসারে সম পরিমাণ দুই খণ্ড সুবর্ণের মধ্যে যে খণ্ড অল্পকায়, সেই খণ্ডই উত্তম আর যে খণ্ড পৃথুল, সে খণ্ড অধম।

এক খণ্ড কৃষ্ণায়স অর্থাৎ ইসপাতের গাত্রে ছিদ্র করিয়া যে কোন নির্দ্দোষ দুই খণ্ড ধাতু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া আকর্ষণ করিলে তাহা হইতে যুগপৎ সমপ্রমাণ সূত্র প্রস্তুত হইবেক। এতদ্রূপ সূত্র নিষ্পাদনপ্রণালীর দ্বারাও সুবর্ণাদি ধাতুর ভাল মন্দ পরীক্ষা হয়।

"টঙ্কনৈস্ব তথা সীস: শ্যামিকা দূয়তেঽগ্নিনা।"

স্বর্ণে ও রৌপ্যে যদি অন্য ধাতুর যোগ থাকে—তবে তাহা টঙ্কন অর্থাৎ সোহাগা ও সীসক একত্রিত করিয়া অগ্নিতে ধমন করিলে তাহার শ্যামিকা বা সাঙ্কর্য্য দোষ নষ্ট হইয়া যায়।

সুবর্ণের দ্বারা নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। তৎপ্রণালী বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।
* সুবর্ণের মূল্য সম্বন্ধে প্রাচীন মত এইরূপ—

---

* স্বভাবজাত তিন প্রকার সুবর্ণের কথা বলা হইল। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে এক প্রকার কৃত্রিম সুবর্ণ ছিল। তাহা কিরূপ? এক্ষণে আর তাহা অনুভূত হয় না এবং সে বিদ্যা [কিমিয়া] এক্ষণে কেহ জানে

"रजतं षोड़शगुणं भवेत् स्वर्णस्य मूल्यकम् ।"
শুক্রনীতি।

স্বর্ণের মূল্য ষোড়শ গুণ রজত। অর্থাৎ ১৬ গুণ রজতের দ্বারা এক গুণ স্বর্ণ ক্রীত বিক্রীত হয়। এ প্রথা অর্থাৎ ১৬

না। পুরাণে ও তন্ত্রে স্বর্ণ প্রস্তুতকরণের বিবিধ বিধি আছে। পরন্তু তাহার প্রক্রিয়া বা ইতিকর্ত্তব্যতা অতি গুপ্ত। পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার দুই একটী বিধির উল্লেখ করিতেছি যথা—

"पीतं धूस्तुरपुष्पञ्च सीसकञ्च पलं मतम् ।
पाठा लाङ्गलशाखाया मूलमावर्त्तनात् भवेत् ॥"

[স্বর্ণমিতিশেষঃ] (গরুড়পুরাণ,১৮৮ অধ্যায়।)

" अथवा परमेशानि स्तपात्रे स्थापयेद्रसं ।
वल्लीरसेन तद्रव्यं शोधयेद्वह्न यत्नतः ।
घृतनारीरसेनैव तथैव शोधनञ्चरेत् ।
एवं कृते तु गुटिका यदि स्यात् दृढ़बन्धनम् ।
धूस्तरञ्च समानीय मध्ये शून्यञ्च कारयेत् ।
कृष्णाख्या तुलसीयोगे तथा घृतकुमारिका ।
एवं कृते वह्नियोगे भस्मसात् जायते किल ।
भस्मयोगे भवेत् स्वर्णं धनदायाः प्रसादतः ।
विवर्णं जायते द्रव्यं यदि पूजां न चाचरेत् ॥"

মাতৃকাভেদ তন্ত্র, ৩ পটল।

টাকায় এক ভরি সোণা বিক্রয় হওয়া এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। এখন ২০ গুণ মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ মূল্য রাজার দোষেই হইয়া থাকে, ইহা শুক্রচার্য্য বলিয়াছেন। যথা,—

" রাজদৌষ্ট্যাত্তু রত্নানাং মূল্যং হীনাধিকং ভবেত্।"

রজত।

" তারন্তু নির্ম্মলং শুভ্রং কোমলং কান্তিমত্ ঘনম্।"

বিশুদ্ধ রূপার বর্ণ শুভ্র অথচ কান্তি আছে। মৃদু অথচ ঘন অর্থাৎ তাড়নে স্ফুটিত হয় না। রূপার কোন দোষ আছে কি না, তাহা অগ্নির দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহার মূল্য তাম্র মূল্যের উপদেশ ও স্বর্ণ মূল্যের উপদেশ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থকার রৌপ্য রত্নের উৎপত্তি ও দোষ গুণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রৌপ্য রুদ্রদেবতার অশ্রুজলে জন্মিয়াছিল। পুরাণে ও বৈদিক শ্রুতিতেও উক্ত কথা লিখিত আছে। ভাবপ্রকাশে রৌপ্যের লক্ষণ, গুণ ও পরীক্ষা যেরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই —

" রূপ্যন্তু রজতং তারং চন্দ্রকান্তি সিতপ্রভম্।
গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহে ছেদে ঘনক্ষমম্॥
বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবত্ স্বচ্ছং রৌপ্যং নবগুণং শুভম্।
রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদু পাকরসং সরম্॥

বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ ।
প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ন্ত্যচিরাৎ ধ্রুবম্ ॥"

উত্তম রজতের লক্ষণ এই যে, তাহার কান্তি চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র। দাহকালেও সে শুভ্রতা নষ্ট হয় না। ছেদনকালেও কোমলতা ও শুভ্রতা দৃষ্ট হয়। দেখিতে স্নিগ্ধ, ওজনে ভারি। লৌহের দ্বারা তাড়না করিলে অর্থাৎ আঘাত করিলে তাহা চ্যাপটা হইবে, তথাপি স্ফুটিত হইবে না। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত উত্তম রজতের ৯টী গুণ আছে। যথা—শীতলত্ব, কষায়যুক্তত্ব, অম্লত্ব (এই কষায়াম্ল রসটি কষ্টিক নামে খ্যাত), স্বাদুপাকিত্ব, সারকত্ব, রসায়নকরত্ব, স্নিগ্ধকারিত্ব, লেখনত্ব, বাতপিত্তনাশকত্ব এবং প্রমেহ প্রভৃতি বহুরোগনাশিত্ব।

খনিজাত উত্তম রৌপ্য ভিন্ন অন্য এক প্রকার কৃত্রিম রৌপ্য আছে। তাহা পারদ ও সীসক প্রভৃতির যোগে প্রস্তুত হয়। সে রূপা দেখিতে রূপার ন্যায় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না। যথা—

"কৃত্রিমঞ্চ ভবেত্তদ্ধি বঙ্গাদিরসযোগতঃ ।"

কৃত্রিম রূপা বঙ্গ অর্থাৎ সীসক প্রভৃতি কএক প্রকার দ্রব্য ও পারদের যোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই কৃত্রিম রূপা ও সদোষ রূপার লক্ষণ এইরূপ। যথা—

" कठिनं कृत्रिमं रूक्षं रक्तं पीतं दलं लघु।
दाहच्छेदघने नष्टं रौप्यं दुष्टं प्रकीर्त्तितम्॥"

কৃত্রিম রূপা কিংবা দুষ্ট রূপার (খাদ-মিশ্রিত) লক্ষণ এই যে, তাহা অত্যন্ত কঠিন, রূক্ষ (রুকা—অর্থাৎ দেখিতে স্নিগ্ধ নহে), কাটিলে কর্ত্তনস্থান রাঙ্গা দেখায়, ওজনে হাল্‌কা হয়, দলিত করিলে পীতবর্ণ হয় এবং দগ্ধ করিয়া বা ছিন্ন করিয়া আঘাত করিলে ফাটিয়া যায়। সদোষ রৌপ্য ঔষধে লাগে না।

তাম্র।

রূপক-প্রিয় হিন্দুরা সকল বিষয়েই রূপক বর্ণনা করিতেন। এই তাম্র ধাতুকেও কার্ত্তিকের শুক্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যথা—

" शुक्रं यत् कार्त्तिकेयस्य पतितं धरणीतले।
तस्मात्ताम्रं समुत्पन्नमिदमाहुः पुराविदः॥"

এইরূপ কল্পনার তাৎপর্য্য কি? তাহা বোধগম্য হইবার নহে।

" जवाकुसुमसङ्काशं स्निग्धं मृदु घनक्षमम्।
लौहनागोज्झितं ताम्रं मारणाय प्रशस्यते।
कृष्णं रूक्षमतिस्तब्धं श्वेतञ्चापि घनासहम्।
लौहनागयुतं तच्च शुल्वं दुष्टं प्रकीर्त्तितम्॥"

জবাফুলের ন্যায় রক্তকান্তি, স্নিগ্ধ, কোমল, ঘন অর্থাৎ সংহত, আঘাতসহ, লৌহ কি রাঙ কি সীসের সংস্রব না থাকে, (এ সকল থাকিলে তামা কিছু কৃষ্ণ বর্ণ হয়), এরূপ তাম্রই মারণের উপযুক্ত অর্থাৎ তাদৃশ বিশুদ্ধ তাম্রদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয়। আর যাহা কৃষ্ণবর্ণ, রূক্ষ, অতি কঠিন, আঘাতে স্ফুটিত হয়, সীসে কি রাঙ্গের সংস্রব থাকে, তাহা সদোষ অর্থাৎ সে তাম্র ভাল নহে। তাম্রের মূল্য সম্বন্ধে এরূপ লিপি দৃষ্ট হয়।

"তাম্রং রজতমূল্যং স্যাৎ প্রায়োঽশীতিগুণং তথা।"

শুক্রনীতি।

প্রায় অশীতিগুণ তাম্র এক রজতের মূল্য। অর্থাৎ এক তোলা রজতের বিনিময়ে অশীতি তোলা তাম্র পাওয়া যাইতে পারে।

লৌহ।

লৌহ অনেক প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন লৌহের তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও কান্ত প্রভৃতি ভিন্ন নাম ও লক্ষণ আছে। সে সকল বলিতে হইলে প্রস্তাব বাড়িয়া যায়। লৌহ অতি অল্প মূল্যের বস্তু বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা যন্ত্র কিংবা অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইলে তাহা মহামূল্য হইয়া পড়ে। শুক্রনীতিকার বলিয়াছেন, যে,—

" যল্লযন্ত্রাস্ত্ররূপং যন্মহামূল্যং ভবেদ্‌য়ঃ।"

যে লৌহ যন্ত্র, শস্ত্র ও অস্ত্ররূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা মহামূল্য। এতদ্ভিন্ন রঙ্গ, সীসক, যশদ ও পারদ প্রভৃতি আরও কয়েকটি ধাতু আছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা গেল। কেননা, সেগুলির লক্ষণালক্ষণ জানিবার কোন কুতূহল বা প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এই সকল ধাতু পরস্পর মিশ্রিত করিয়া বহুপ্রকার মিশ্র ধাতু উৎপাদন করা যাইতে পারে। বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে বজ্রসংঘাত নামক এক প্রকার মিশ্র ধাতুর উল্লেখ আছে; তাহা এস্থলে শিল্পিগণের উপকারার্থ উদ্ধৃত করিলাম।

" অষ্টৌ সীসকভাগাঃ কাংস্যস্য দ্বৌ তু রীতিকাভাগঃ।
ময়কথিতো যোগোঽয়ং বিজ্ঞেয়ো বজ্রসংঘাতঃ॥"

৮ ভাগ সীসে, ২ ভাগ কাঁসা ও ১ ভাগ পিত্তল একত্রে বিদ্রুত বা গালিত করিয়া যে মিশ্র ধাতু জন্মিবে, তাহার নাম বজ্রসংঘাত। এই বজ্রসংঘাত ধাতুটী "বর্ষসহস্রায়ুতস্থায়ী" দশহাজার বৎসরেও নষ্ট হয় না এবং "বজ্রাদপি কঠিনতরঃ" বজ্র অপেক্ষাও কঠিন।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

अगस्तिमतम्

नाम

रत्नशास्त्रम्।

डाक्तार

श्रीरामदास सेनेन

संशोध्य।

—o—

"Go little booke; God send thee good passage."

Chaucer.

——oo——

कलिकाता नगर्य्याम्

१२७ नं मसजिद् वाड़ी ष्ट्रीट् स्थ

वेदान्तयन्त्रे

श्रीनीलाम्बरविद्यारत्नेन

मुद्रितं प्रकाशितञ्च।

1883.

विज्ञापनम् ।

प्राक् चतुःसम्वत्सरादेकदा खल्वस्माकं मतिरभूत् भरतखण्डवासिभिः पुरातनैरार्य्यजनैः कृतं किमपि रत्नशास्त्रमिदानीं लभ्यते न वेति। अथ तत्प्राप्तये वयं सार्द्धत्रिसंवत्सरं यावत् महान्तं यत्नमास्थिताः। तत आरभ्य तेन च महता यत्नेन व्ययेन च महता जीर्णतरं क्षुद्रतरमशुद्धतरञ्चैकं पुस्तकमासदमगस्तिमतस्नाम। अनन्तरं तावत् तत्प्रत्नं वा नूत्नं वेति विचिकित्सा जाता। ततश्च दृष्टं कोलाचल-मल्लिनाथ-सूरिणा प्रत्नेन पण्डितवर्य्येण कालिदासकृत-कुमारोत्पत्ति-काव्यव्याख्यानावसरे एतस्यैवागस्तिमत-ग्रन्थस्योल्लेखः कृत इति सुतरामस्य प्राचीनतैव प्रतिभाति। सोऽय-मिदानीं प्राचीनतरोग्रन्थो मदीयाध्यापक-वेदान्त-वागीशोपनामक-श्रीकालीवर-देवशर्म्मणः सकाशात्

सहायतां लब्ध्वा यथामति संशोध्य चान्तरान्तरा च क्षुद्रटिप्पणमुल्लिख्य यन्त्राक्षरैर्मुद्रितः।

अत्रेदमन्यद्विज्ञाप्यते। अभावे पुस्तकत्रयमिति न्याय्या पुरातनी वाक् ग्रन्थशोधनविधौ बहुपुस्तकदर्शन मुपदिशति। तिष्ठतु तावत् बहुपुस्तकदर्शनं प्रत्युत पुस्तकद्वयमपि न लब्धम्। यच्च पुस्तकमेकं लब्धं तदप्यशुद्धतमम्। सुतरामत्राविशुद्धिसद्भाव एव सम्भाव्यते। अतोवयं विद्वज्जनसकाशे सानुनयं प्रार्थयामहे कृपालुभिर्निपुणमतिभिर्भवद्भि भिरिदं परिशोधनीय-मित्यलं बहुनेति॥

ब्रह्मपुरवास्तव्यस्य

श्रीरामदास सेनस्य।

अगस्तिमतम् ।

अगस्तिमतं नाम रत्नशास्त्रम् ।

पृच्छन्ति मुनयः सर्व्वे कृताञ्जलिपुटाः स्थिताः ।
मुनीनां त्वं मुने ! श्रेष्ठः अगस्त्याय नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥
देवदानवदैत्येन्द्र-विद्याधरमहोरगैः ।
किरीटकटिसूत्रेषु कण्ठाद्याभरणेषु च ॥ २ ॥
संयोजितानां रत्नानां कथयोत्पत्तिकारणम् ।
मुनीनां वचनं श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठोऽब्रवीदिदम् ॥ ३ ॥
उत्पत्तिमाकरान् वर्णान् जातिदोषगुणांस्तथा ।
मूल्यं मण्डलकञ्चैव ग्राहकं हस्तसंज्ञकम् ॥ ४ ॥

---

(२) हे मुने ! इत्यगस्त्यसम्बोधनम् । कटिसूत्रं पुंसां कटिभूषणम् ।

(३) मुनिश्रेष्ठः अगस्त्यः । इदमिति परवचनस्थं रत्नानामुत्पत्त्यादिकम् ।

(४) मण्डल ग्राहकयोर्लक्षणमग्रे स्फुटीभविष्यति ।

अगस्तिरुवाच ।

अवध्यः सर्व्वदेवानां बलोनामासुरोऽभवत् ।
त्रिदिवेशोपकाराय त्रिदशैः प्रार्थितोमखे ॥ ५ ॥
ततस्तेनात्मनः कायो-देवानां सम्मुखे धृतः ।
देहे समर्पिते शक्र-स्तद्वज्रेणाहनच्छिरः ॥ ६ ॥
जातानि रत्नकूटानि वज्रेणाहतमस्तके ।
वज्रसंज्ञा कृता देवैः सर्व्वरत्नोत्तमोत्तमे ॥ ७ ॥
शीर्षे वर्णोत्तमोजातो-भूजयोः क्षत्रियः स्मृतः ।
वैश्योनाभिप्रदेशे तु पद्भ्यां शूद्र उदाहृतः ॥ ८ ॥
सुरदैत्योरगैः सिद्धै-र्यक्षराक्षसकिन्नरः ।

---

(५) उत्पत्तिमाह अवध्य इति । त्रिदिवेश इन्द्रः । त्रिदशाः देवाः मखं यज्ञः ।

(६) कायोदेहः । धृत इत्यत्र कृत इत्यपि पठ्यते क्वचित् । समर्पित इति तदर्थः कार्य्यः ।

(७) कूटं समूह आहतमस्तके इत्यस्मात् तस्मिन् इति पूरणीयम् । तस्मिन् आहतमस्तके सतीत्यर्थः । हीरके वज्रमिति सञ्ज्ञा नाम् । वज्रस्य प्राशस्त्यातिशयद्योतनार्थमुत्तमद्वयम् ।

(८) इदानीं जातिमाह शीर्ष इति । वर्णोत्तमः ब्राह्मणः ब्राह्मण जातीयं रत्नमित्यर्थः एवमन्यत्राप्यूह्यम् ।

गृहीत्वा सुलभाः सर्व्वे त्रैलोक्ये विप्रकाशिताः ॥ ९ ॥
अष्टौ वज्राकराः श्रेष्ठा युगच्छन्दानुवर्त्तिनः ।
द्वौ द्वौ च परिवर्त्तन्ते कृतादिषु यथाक्रमम् ॥ १० ॥
कृते कोशलकालिङ्गौ त्रेतायां वङ्गहैमजौ ।
द्वापरे पौण्ड्रसौराष्ट्रौ कलौ सूर्पारवेणुगौ ॥ ११ ॥
विख्यातिरथ दीप्तिश्च युगार्द्धेन विनश्यति ।
संक्रमेत्तस्य माहात्म्य-माकरादन्यमाकरम् ॥ १२ ॥
जम्बुद्वीपाकराः प्रोक्ता युगेषु परिवर्त्तिनः ।
द्वीपान्तराकरा ये तु तेषां न परिवर्त्तिता ॥ १३ ॥

---

(१०) आकरानाह अष्टाविति । युगं सत्यादिलक्षणः कालः । छन्दः वशता । युगवशात् परिवर्त्तनस्वभावा इत्यर्थः ।

(११) कृते सत्याख्ये युगे । वङ्गः वङ्गाख्योदेशः । हैमः हिमगिरिसन्निहितीदेशः । तज्जौ आकरौ इति यावत् । पौण्ड्रः वेहाराख्यो देशः । सूर्पारकोऽपि देशभेदः । वेणुर्वंशः तदुपलक्षिता नदी वेखा । लक्षित लक्षणया तत्तीरसन्निहितीदेशोवेणुग इत्यनेनोच्यते "वेखा तटीयाः शुभाः" इत्यन्यत्र दर्शनात् ।

(१३) जम्बुद्वीपस्था आकरा युगे युगे परिवर्त्तन्ते । ये तु द्वीपान्तरस्था आकरा तेषां परिवर्त्तनं नास्तीत्यर्थः ।

वज्रं जातिविशेषेण चतुर्वर्णसमन्वितम् ।
प्रयत्नेन तु तद्वर्णो-विचार्य्यश्च पृथक् पृथक् ॥ १४ ॥
शङ्खाभः स्फटिकप्रभः शशिरुचिःस्निग्धश्च वर्णोत्तमः,
आरक्तः कपिपिङ्गचारुविशदश्चोर्व्वीपतिः संज्ञया ।
वैश्यः स्यात् सितपीतवर्णरुचिरोधौताग्निदीप्तिर्भवेत्,
शूद्रोऽपि प्रतिभावशात् विरचितोवर्णश्चतुर्थोवुधैः ॥१५॥
ख्यातमेतद्विशेषेण वज्राणां वर्णलक्षणम् ।
धारणात् यत्फलं पुंसां कथयामि पृथक् पृथक् ॥१६॥
चतुर्व्वेदेषु यज्ज्ञानं सर्व्वयज्ञेषु यत् फलम् ।
सप्तजन्मन्यवाप्नोति विप्रत्वं विप्रधारणात् ॥ १७ ॥

---

(१४) वर्णान्याह वज्रमिति । वज्रं हीरकम् । दुःप्रभेदज्ञानतया प्रयत्नेन विचार्य्यः निरूपणीय इत्यर्थः ।

(१५) वर्णोत्तमः ब्राह्मणः । ऊर्व्वीपतिः क्षत्रियः । अग्निः इन्द्रगोपाख्यः कीटः । तद्दीप्तिः श्वेत पीत वर्णश्च । संज्ञया नाम्ना वैश्यः वैश्यजातीयं वज्रमित्यर्थः । विरचितः विख्यातिं प्रापितः ।

(१६) फलमाह धारणादिति । विशेषेण ख्यातमित्यनेन तस्य वर्णान्तरतापि भवतीति सूचितम् । वर्णलक्षणं वर्णभेदचिह्नम् ।

(१७) विप्रधारणात् ब्राह्मणवज्रधारणात् ।

सर्व्वावयवसम्पूर्णः क्षत्रियस्य धारणात् ।
भवेच्छूरोमहांश्चैव दुर्जयोभयदोद्विषाम् ॥ १८ ॥
प्रगल्भः कुशलोधन्यः कलाविज्ञनसंग्रही ।
प्राप्नोति फलमेतावद्वैश्यवज्रस्य धारणात् ॥ १९ ॥
बहूपार्जितवित्तश्च धनधान्यसमृद्धिमान् ।
साधुः परोपकारी स्याच्छूद्रवज्रस्य धारणात् ॥२०॥
प्राप्नोति परमं मूल्यं शूद्रोऽपि शुभलक्षणः ।
न पुनर्वर्णसामर्थ्य-लक्षणैर्वर्जितं यदि ॥ २१ ॥
अकालमृत्युरसर्पाग्निशत्रुव्याधिभयानि च ।
दूरादेव प्रणश्यन्ति चतुर्वर्णाश्रये गृहे ॥ २२ ॥
दोषाः पञ्च गुणाः पञ्च छाया चैव चतुर्विधा ।
मूल्यं द्वादशकं प्रोक्तं वज्रस्यास्य महात्मनः ॥ २३ ॥

---

(१८) क्षत्रियस्य क्षत्रियजातीयवज्रस्य । द्विषां शत्रूणाम् ।

(२१) परमं उत्कृष्टं अधिकमित्यर्थः । शुभलक्षणादिहीनं चेत् न परमं मूल्यं प्राप्नोति हीनमेव तस्य मूल्यमित्यर्थः ।

(२२) गृहे चतुवर्णाश्रये ब्राह्मणादिचतुर्जातीयहीरकान्विते सतीत्यर्थः ।

(२३) दोषादीन् गणयति दोषा इति । महात्मनः महाप्रभावशालिनः ।

मलं विन्दुर्यवोरेखा भवेत् काकपदस्तथा ।
दोषाः स्थानवशादेव शुभाशुभफलप्रदाः ॥ २४ ॥
धारासु संस्थितं कोणे वज्रस्यान्तर्मवेत्तदा ।
त्रिस्थानेषु मलं प्रोक्तं रत्नशास्त्रविशारदैः ॥ २५ ॥
वह्नेर्भयं भवेन्मध्ये तथा धारासु दंष्ट्रिणः ।
रत्नविद्भिरिदं ज्ञेयं यशस्यं कोणमाश्रितम् ॥ २६ ॥
आवर्त्तोवर्त्तिका चैव रक्तविन्दुर्यवाकृतिः ।
गुणदोषान्विते वज्रे विन्दुर्ज्ञेयश्चतुर्विधः ॥ २७ ॥
आयुः श्रीर्विपुलावर्त्ते वर्त्तिकायां भयं भवेत् ।
स्त्रीपुत्रचयकृद्रक्तं देशत्यागोयवात्मके ॥ २८ ॥

---

(२४) दोषान् गणयति मलमिति । दोषा अपि स्थानविशेषे स्थिताः शुभफलदास्तथा गुणा अपि स्थानविशेषाश्रिता अशुभफलदा भवन्तीत्यर्थः । मलं विन्दुः यवः रेखा काकपदं इति पञ्च दोषाः ।

(२५) मलं व्याख्याति धारास्विति धारासु कोणे च अन्तः मध्ये च इति त्रिषु स्थानेषु संस्थितं मलं मलाख्योदोष इति रत्नशास्त्रज्ञैः प्रोक्तम् ।

(२६) कोणमाश्रितं मलं यशस्यं यशः करम् ।

(२७) विन्दुदोषं वर्णयति आवर्त्त इति । वज्रे हीरके ।

(२८) "श्रियः पुत्रचयं रक्ते" इति पुस्तकान्तरपाठः । रक्तं रक्तबिन्दु युतं वज्रम् । रक्ते इति पाठेऽपि तथा अर्थः ।

रक्तपीतसिता ज्ञेया वर्णा यवपदाश्रयाः ।
तेषु दोषगुणाः सर्व्वे लक्षिताश्च पृथक् पृथक् ॥ २९ ॥
गजवाजिक्षयो रक्ते पीते वंशक्षयस्तथा ।
आयुर्धान्यं धनं लक्ष्मीः श्वेते यवपदाश्रये ॥ ३० ॥
सव्या चैवापसव्या च छेदाछेदोर्द्धगापि वा ।
वज्रे चतुर्विधा रेखा बुधैश्चैवोपलक्षिता ॥ ३१ ॥
सव्या चायुःप्रदा ज्ञेया-पसव्या त्वशुभा मता ।
ऊर्द्धगासिप्रहाराय छेदाछेदा च वन्धने ॥ ३२ ॥
षट्कोणे लघुतीक्ष्णे च बृहदष्टदलेऽपि वा ।
वज्रे काकपदोपेते ध्रुवं मृत्युं विनिर्द्दिशेत् ॥ ३३ ॥

---

(२९) यवपदाख्यदोषं विवृणोति रक्तेति। दोषगुणाः स्थानविशेषे स्थिता दोषा गुणा श्चेत्यर्थः ।

(३१) रेखादोषं वर्णयति सव्येति । सव्या वामाश्रिता। अपसव्या दक्षिणभागाश्रिता। छेदाछेदा उर्द्धगा इति छेदः ।

(३३) काकपदं कथयति षड़िति। षट्कोणादिसप्तगुणान्वितमपि वज्रं काकपदयुतं चेत् तर्हि तत्धारणात् मृत्युमाप्नोतीत्यर्थः ।

सवाह्याभ्यन्तरे भिन्नं भिन्नकोटि सवर्त्तुलम् ।
न सामर्थ्यं भवेत्तस्य शुभाशुभफलप्रदम् ॥ ३४ ॥
लघु चाष्टाङ्गषट्कोणं तीक्ष्णधारं सुनिर्म्मलम् ।
गुणैः पञ्चभिरायुक्तं तद्वज्रं देवभूषणम् ॥ ३५ ॥
श्वेता रक्ता च पीता च कृष्णा छाया चतुर्विधा ।
असिच्छायोद्भवाः सर्व्वा एष छायाविनिश्चयः ॥ ३६ ॥
धाराङ्गतलकोटीभिः शिरोलक्षणसंयुतम् ।
तद्वज्रं तुलया धृत्वा पश्चान्मूल्यं विनिर्दिशेत् ॥३७॥

---

(३४) वाह्यभग्नस्य अन्तर्भग्नस्य भिन्नधारस्य वर्त्तुलस्य च वज्रस्य शुभाशुभफलप्रदं सामर्थ्यं नास्तीत्यर्थः ।

(३५) गुणानाह लघ्विति। लघुत्वं अष्टाङ्गत्वं अष्टदलत्वं षट्कोणत्वं तीक्ष्णधारत्वं सुनिर्म्मलत्वञ्चेति पञ्च वज्रगुणाः। तद्‌युक्तं वज्रं देवभूषणं दुर्लभमित्यर्थः ।

(३६) छाया आह श्वेतेति । असिः विश्व पातयोग्यः खड्गः। लक्षणया दर्पणं तत्र धृत्वा छायाविभागो ज्ञेय इति भावः ।

(३७) मूल्यं वक्तुमुपक्रमते धारेति। धारादिगुणयुतं वज्रं तुलायामारोप्य यन्त्रविशेषेण तोलयित्वा पश्चात् वक्ष्यमाणप्रणाल्या मूल्यं कल्पयेदित्यर्थः ।

अष्टभिः सितसिद्धार्थैस्तन्दुलैकं प्रकीर्त्तितम् ।
तत्तन्दुलप्रमाणेन वज्रतौल्यं स्मृतं बुधैः ॥ ३८ ॥
पूर्व्वं पिण्डसमं कुर्य्यात् वज्रतौल्यं प्रमाणतः ।
तत्पिण्डस्त्रिविधोज्ञेयो-लघुसामान्यगौरवैः ॥ ३९ ॥
गुरुत्वे चाधमं मूल्यं सामान्ये मध्यमन्तथा ।
लाघवे चोत्तमं मूल्य-मुत्तमाधममध्यमम् ॥ ४० ॥
गुरुत्वे त्रिविधं मूल्यं त्रिविधं लाघवे तु वा ।
सामान्ये षड्विधं ज्ञेय-मेतत् द्वादशधा स्मृतम् ॥ ४१ ॥
मनसा कुरुते पिण्डं यवमात्रिकतन्दुलम् ।
तत्पिण्डं सममन्येन ज्ञात्वा मूल्यं विनिर्दिशेत् ॥ ४२ ॥

---

(३८) वज्रतौल्यं वज्रस्य तुलायन्त्रनिर्णीतपरिमाणम् । तत्प्रणालीमाह अष्टेति । सितसिद्धार्थः श्वेतसर्षपः । 'तण्डुलैकम्' इति वा पाठः ।

(३९) पिण्डं शरीरम् । दृश्याकारमिति यावत् ।

(४०) वज्रं दृश्यतः तन्दुलपरिमाणाकारं गृहीत्वा तत्तन्दुलेन सह तोलयेत् । तत्र वज्रपिण्डं यदि गुरुस्यात्तदा अधमं अल्पं मूल्यं कल्पयेत् । समानश्चेत् मध्यमं मूल्यं । लघु चेत् उत्तमं अधिकं मूल्यं कल्पयेदिति भावः । पुनरपि तेषां भेदमाह गुरुत्वे इति ।

गात्रेण यवमात्रं स्यात् गुरुत्वं तन्दुलेन च ।
मूल्यं पञ्चशतं तस्य वज्रस्य तु विनिर्द्दिशेत् ॥ ४३ ॥
यवद्वयघनं पिण्डे लाघवे तन्दुलोपमम् ।
मूल्यं चतुर्गुणं तस्य त्रिभिश्चाष्टगुणं भवेत् ॥ ४४ ॥
पिण्डगात्रं भवेद्वज्रं तौल्यं पिण्डसमं यदि ।
पञ्चाशल्लभते मूल्यं रत्नशास्त्रैरुदाहृतम् ॥ ४५ ॥
पिण्डन्तु द्विगुणं कार्य्यं तौल्यञ्च द्विगुणं भवेत् ।
मूल्यं चतुर्गुणं तस्य त्रिभिश्चाष्टगुणम्भवेत् ॥ ४६ ॥
चतुर्भिर्द्वादशं प्रोक्तं पञ्चभिः षोड़शम्भवेत् ।
षट्पिण्डस्य भवेन्मूल्यं ख्यापयेद्विंशतिर्गुणम् ॥ ४७ ॥
सप्तमे पिण्डमूल्यञ्च सहस्रैकं विनिर्द्दिशेत् ।
यावत्पिण्डं निवन्धञ्च स्थापयेच्च यथाक्रमम् ॥ ४८ ॥

---

(४३) यवमात्रं यवपरिमाणम् ।

(४४) त्रिभिरिति त्रिभिर्यवैरुपमितञ्चेत्तदा अष्टगुण-मूल्यम् ।

(४५) लभते इत्यत्र भवते इति पाठोऽपि दृश्यते । तत्र भूप्राप्तावात्मने-पदं ज्ञेयम् । अर्थस्तु प्राप्नोतीति ।

(४८) ख्यापयेदित्यत्र स्थापयेदिति पाठोऽपि ।

पिण्डमात्रं भवेद्वज्रं पादांशे लघुतां यदि ।
अष्टादशगुणं मूल्यं स्थापयेल्लक्षणं बुधैः ॥ ४९ ॥
द्विपदं लघु वज्रं स्यात् षट्त्रिंशत् स्थापयेद्गुणान् ।
त्रिपादन्तरते तोये द्विसप्ततिगुणं भवेत् ॥ ५० ॥
यावत्पिण्डस्य गात्राणि लाघवेन गुणेन च ।
वज्रैस्तत् परमं मूल्यं द्विसप्ततिसहस्रकम् ॥५१॥
पिण्डं यवाद्विकं वज्रं तौल्यं तत् गुरुतां व्रजेत् ।
हीयते द्विगुणं मूल्यं तेषाञ्चैव क्रमेण तु ॥ ५२ ॥
दोषप्रकाशोवज्रेषु स्वल्पमात्रोऽपि योभवेत् ।
हीनत्वं प्राप्यते तस्य मूल्यं तावद्गुणादिह ॥ ५३ ॥

---

(४९) पादांशः चतुर्थोभागः ।

(५०) द्विपदं अर्द्धपरिमाणम् । तरते जले न निमज्जतीत्यर्थः ।

(५२) यवात् दिकं यवद्वयपरिमिताकारमित्यर्थः ।

(५३) अयेदमुक्तं भवति । तण्डुलपिण्डं वज्रं तुलया धृतं तौल्येन तण्डुलप्रमाणं यथा यथा हीयते तथा तथा तस्योत्कृष्टतया उत्कृष्टमेव मूल्यं भवति एवं यथा यथा गौरवं तथा तथा तस्यापकृष्टतया अपकृष्टमेव मूल्यं भवति । एवं रीत्या पिण्डं परिकल्प पश्चात् तौल्यप्रमाणतोमूल्यनिश्चयं कुर्य्यात् । तथा गुणदोषादिकमपि मूल्यावधारणे कारणं ज्ञेयम् ।

दोषसंयुक्तसंस्थानं महामण्डलमध्यत: ।
कर्म्मणैस्थापितञ्चैव लाघवत्वं चतुर्विधम् ॥ ५४ ॥
कर्म्मणोलघुपाणि: सन् दृढ़चित्तवशानुग: ।
शास्त्रसंज्ञां समास्थाय तुलाकर्म्म समारभेत् ॥ ५५ ॥
ज्योतिर्विना कथं वक्तुं काचतुल्यमरीचिभि: ।
न च वेदैकमेकेन विना लक्षणतक्षणम् ॥ ५६ ॥
कृत्वा करतले वज्रं शास्त्रदृष्टेन कर्म्मणा ।
कृशाङ्गानि शिरोविद्यात् विस्तीर्णाङ्गं तलं स्मृतम् ॥५७
उत्तमाङ्गोत्तमस्थाने शोभते सचराचरे ।
हेममासाद्य वज्राणि शोभते नाप्यधोमुखम् ॥ ५८ ॥
कोणोधाराश्च वज्रस्य शिवं हि मुखमुच्यते ।
न कीलयेद्बुधस्तेन यदिच्छेदुभयो: शिवम् ॥ ५९ ॥
यदि कीलयते कश्चिदज्ञानाच्छास्त्रवर्जित: ।
तस्य वज्रं हि शिरसि पतेद्वंश इवासिना ? ॥ ६० ॥

---

(५५) शास्त्रसंज्ञां शास्त्रज्ञानम् । शास्त्रमव रवशास्त्रम् ।

(५६) लक्षणतक्षणं लक्षणविचारणाम् । लक्षणज्ञानेनैव हि मणिज्ञान-मिति भाव: ।

(५९) भतीवज्रस्य मुखं यवतीक्षेयमिति भाव: ।

शृण्वन्तु मुनयः सर्व्वे रत्नान्तु परीचकम् ।
मण्डली नाम विख्यातोयत्र मूलंत्र प्रकुर्व्वते ॥ ६१ ॥
अष्टधा रत्नशास्त्रेषु परद्वीपास्थितेषु च ।
सवाह्याभ्यन्तरं रत्नं योजानाति स मण्डली ॥ ६२ ॥
जातीरागस्तथारङ्गो-वर्त्तिगात्रगुणाकराः ।
दोषश्छाया च मूल्यञ्च लच्यं दशविधं स्मृतम् ॥ ६३॥
आकरे पूर्व्वदेशे च काश्मोरे मध्यदेशतः ।
सिंहले सिन्धुपार्श्वे च तेषु स्थानेषु विक्रयः ॥६४॥
चातुर्वर्ण्येषु योवाह्यो भग्नाङ्गोहीनलचणः ।
न योग्यता भवेत्तस्य प्रवेशे मण्डलेष्वपि ॥ ६५ ॥
यस्मान्मण्डलमध्ये तु सुरदैत्योरगग्रहाः ।
अवतीर्णं अथो साचात् तन्मध्ये नात्र संशयः ॥ ६६ ॥

---

(६१) मण्डलकलचणमाह शृखिति । परीचकं मण्डलकम् ।

(६२) मण्डलीलचणमाह अष्टधेति । अष्टधा अष्टप्रकारेषु ।

(६३) लच्यं लचणेन निर्णेयम् ।

(६५) यः मणिः चातुर्वर्ण्यवाह्यः भग्नाङ्गादिर्लचण हीनश्च तस्य परीचकेषु प्रवेशोनास्ति स परीचकैर ग्राह्य इति भावः ।

एतैर्गुणैः समायुक्तो-योग्योमण्डलिकोभवेत् ।
त्रिदिवैर्दुर्लभोदेशो-धन्योयत्र स तिष्ठति ॥ ६७ ।
ग्राहकोभक्तिपूर्व्वेण समाह्वयविचक्षणः ।
आसनं गन्धमाल्यानि मण्डली तस्य दापयेत् ॥ ६८ ॥
वीक्ष्य सम्यक् गुणान् दोषान् रत्नानाञ्च विशारदः ।
पादशोरत्नसंज्ञा च लक्ष्यमेकैकसन्निधौ ॥ ६९ ॥
अज्ञानात् कथयेत् मूल्यं रत्नानाञ्च कदाच न ।
न कुर्य्याद्विग्रहं तस्य मण्डली यस्य विक्रयी ॥ ७० ॥
अधमस्योत्तमं मूल्य-मुत्तमस्याधमं तथा ।
भयान्मोहात्तथा लोभात् सद्यः कष्टं भवेन्मुखे ॥७१॥
पूर्व्वं प्रसारयेत् पाणिं भाण्डाद्यस्य च दापयेत् ।
दापयेत् करसंज्ञाञ्च विक्रयं चात्मनः प्रियम् ॥ ७२ ॥

---

(६८) ग्राहक लक्षणमाह ग्राहक इति। समाह्वयविचक्षणः जनाह्वान चतुरः। मण्डली परीक्षकः विक्रेता वा।

(७०) विग्रहः कलहः विरुद्धतया ग्रहणं वा।

(७२) हस्तसंज्ञामाह पूर्व्वमिति। भाण्डाद्यः मणिस्वामी।

प्रमादादधिकं मूल्यं भाण्डाद्यैः कथितं क्वचित् ।
न दोषेण गुणस्तेषां मण्डली तद्विचारयेत् ॥ ७३ ॥
सर्व्वे ते रत्नशास्त्रज्ञा मध्ये मण्डलिनः स्थिताः ।
देशकालवशान्मूल्यं वह्नवाच्चापि संस्मृतम् ॥ ७४ ॥
कदाचित् सर्वरत्नानां ग्रन्थार्थकुशलोभवेत् ।
स कुर्य्यान्मूल्यमेकोवै यदि साक्षादयं भवेत् ॥ ७५ ॥
वज्राणां कृत्रिमञ्चैव रूपं कुर्व्वन्ति येऽधमाः ।
लक्षयेत्तच्च शास्त्रज्ञा शानचोदविलेखनैः ॥ ७६ ॥
लोहानि यानि सर्व्वाणि सर्व्वरत्नानि यानि च ।
तानि वज्रेण लिख्यन्ते वज्रं तैर्न विलिख्यते ॥७७॥

---

(७३) मण्डली परीक्षकः ।

(७५) भवेत् तिष्ठति ।

(७६) शानचोदविलेखनैः शानः तीक्ष्णताकारकीयन्त्रभेदः । चोदः- कर्त्तनं घर्षणं वा । विलेखनं उत्कर्त्तनं आक्षोड़नं वा । एतैर्वज्रस्य कृत्रिमं रूपं लक्षयेत् ।

(७७) सर्व्वाणि लोहानि रत्नानि च वज्रैर्विलिख्यन्ते न तु वज्रं तैर्विलिख्यते इत्यपि कृत्रिमानां परीक्षान्तरम् ।

अभेद्यमन्यजातीनां लोहरत्नानि सन्निधौ ।
न तेषां भेदसामर्थ्यं वज्रं वज्रेन भिद्यते ॥ ७८ ॥

रसेन्द्रवज्रौ ह्युभयाभेदौ
स्वयं निरुक्तौ वलिना परेषाम् ।
वलिप्रदिष्टं विवुधेषु सेवनम्
रसैन वज्रं जठरेण दोषाः ॥ ७९ ॥

इति वज्रपरीक्षा ।

अथ मुक्ता ।

ऋषय ऊचुः ।

श्रुतं वज्रपरिज्ञानं यथोक्तं मुनिपुङ्गव ।
मौक्तिकस्य यथोत्पत्ति-र्यथा तिष्ठति लक्षणम् ॥ १ ॥
तौल्यं मौल्यं प्रमाणञ्च कथयस्व पृथक् पृथक् ।
येन विज्ञानमात्रेण भवेत् पूज्योऽवनीपतेः ॥ २ ॥

---

(७९) अन्यजातीनां विजातीयरत्नानां लौहादीनाञ्च सन्निधौ वज्रं अभेद्यम् । तेषां वज्रभेदसामर्थ्यं नास्तीत्यर्थः ।

(२) अवनीतपतेः राज्ञः पूज्यो भवति ज्ञाता इति शेषः ।

अगस्तिरुवाच ।

श्रूयतां तद्‌यथातत्त्वं कथयामि समासतः ।
येन सिध्यति विज्ञानं मण्डलानां यथापुरा ॥ ३ ॥
जीमूतकरिमत्स्याहिवंशशङ्खवराहजाः ।
शुक्त्युद्भवाश्च विज्ञेया अष्टौ मौक्तिकजातयः ॥ ४ ॥
इति विख्यातमुनयो लोके मौक्तिकहेतवः ।
तेषामेकं महार्घन्तु शुक्तिजा लोकविश्रुताः ॥ ५ ॥
घनजं मौक्तिकं तावन्मह्यीं यावन्नमिष्यति ।
त्रिदशाश्चान्तरीचेषु हरन्त्याशु स्वमालयम् ॥ ६ ॥

---

(३) समासतः संचेपेण। विज्ञानं मुक्ताविषयकं ज्ञानम्। अपुरा इति छेदः। इदानीमिति तदर्थः।

(४) जीमूतो मेघः। करी गजः। अहिः सर्पः।

(५) विख्यातमुनयः हेप्रसिद्धाः ऋषयः। तेषां मध्ये एकं प्रधानं आद्य मित्यर्थः। महार्घ्यं महामूल्यम्। शुक्तिजास्तु प्रसिद्धाः सुलभाश्च। यद्वा शुक्तिजं लोकविश्रुतमिति पाठः।
जीमूतजं मौक्तिकमाह घनेति। घनजं मौक्तिकं पृथिव्यां नायातीति भावः।

विद्युत्स्फुरितसङ्काशं दुर्निरीक्ष्यं रविर्यथा ।
नाशोध्यं सुरसिद्धानां नान्योभवति भाजनम् ॥ ७ ॥
गजेन्द्रकुम्भजातानि मौक्तिकानि विशेषतः ।
तेषां गुणाश्च वक्ष्यन्ते रत्नशास्त्रोदिताः क्रमात् ॥ ८ ॥
मन्दा दीप्तिर्भवेत्तेषां धात्रीफलपृथूनि च ।
आताम्रपीतवर्णानि गजकुम्भोद्भवानि वै ॥ ९ ॥
गण्डूविषयसंजात-दन्तिकुम्भसमुद्भवाः ।
मौक्तिकाश्चाधमा ज्ञेया रत्नशास्त्रविशारदैः ॥ १० ॥
तिमिजा मौक्तिका ये च सुवृत्ता लाघवान्विता ।
गुञ्जाफलप्रमाणाःस्यु-र्नात्यन्तविमलप्रभाः ॥ ११ ॥
पाटलीपुष्पसंकाशा दृश्यन्ते नाल्पभागिभिः ।

---

(७) अन्यः सुरादीनामन्यः भाजनं तल्लाभयोग्यपात्रं न भवति ।

(८) करिजमाह गजेति गजेन्द्रकुम्भजातानि च महार्घ्याणि इत्यर्थः ।

(९) तेषां गजकुम्भजातानां मध्ये किञ्चिन्मौक्तिकं मन्ददीप्ति जायते । कानि च धात्रीफलवत् स्थूलानि भवन्ति ।

(१०) गण्डू तदाख्यया प्रसिद्धा विषयोदेशः । दन्ती हस्ती । मत्स्यजमाह तिमीति ।

ज्ञातव्या रत्नशास्त्रज्ञै-स्तिमिमस्तकमौक्तिकाः ॥ १२ ॥
पातालाधिपगोत्रेषु फणिभूद्भूतमौक्तिकाः ।
दुर्लभा नरलोकेऽस्मिन् तान्न पश्यति पापकृत् ॥ १३ ॥
सुवृत्तं फणिजञ्चैव नीलच्छायोज्ज्वलप्रभम् ।
राज्यं श्रीरत्नसम्पत्ति-गजवाजिपुरःसरम् ॥ १४ ॥
कक्कोलीफलमासाद्य निविड़ं शशिसुप्रभम् ।
प्राप्नोति वंशजं वापि गृहे यस्य सुमौक्तिकम् ॥ १५ ॥
सिद्धिं पश्यन्ति यद्रत्ने यातुधानाः सुरास्तथा ।
रक्षावलिविधानानि कुर्य्यात्तत्र प्रयत्नतः ॥ १६ ॥

---

(१२) अल्पभाग्यैर्न दृश्यन्त इत्यन्वयः ।

(१३) अहिजमाह पातालेति । पातालाधिपगोत्रेषु वासुकिकुलजेषु ।

(१५) कक्कोलीफलं तद्वत्प्रमाणम् । यस्य गृहे वृत्तादिगुणोपेतं फणिजं सुमौक्तिकं वंशजं वेणुजातं वा मौक्तिकं वर्त्तते स तत् आसाद्य श्रीरत्नादिपुरःसरं राज्यं प्राप्नोति इति द्वयोः सम्बन्धः। कक्कोली-फलं वदरीफलम् ।

(१६) पश्यन्ति जानन्ति। तेषां प्रलोभनिवारणाय तत्र रक्षादि-विधानानि कुर्य्यात् ।

चतुर्भिर्वैदिकैर्मन्त्रै र्जुहुयात्तद् ताग्नये ।
शुभे लग्ने मुहूर्त्तेऽपि स्ववेश्मनि निवेशयेत् ॥ १७ ॥
यत्र तन्मौक्तिकं तिष्ठेत् द्वादशादित्यसुप्रभम् ।
शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषं त्रिसन्ध्यन्तत्र कारयेत् ॥ १८ ॥
यस्य हस्ते च तद्रत्नं दुःखं विषयजं रुजः ।
दूरतस्तस्य नश्यन्ति तमोभानूदये यथा ॥ १९ ॥
ख्यातेषु कुलभूभृत्सु निर्म्मितेषु सुरैःपुरा ।
वेणवस्तत्र जायन्ते प्रसूतिर्मौक्तिकस्य ते ॥ २० ॥
वदरीफलमात्रन्तु टौमशा वर्षोपलैःसमम् ।
त्वक्सारजन्तु विज्ञेयं प्रमाणं वर्णतःसमम् ॥ २१ ॥

---

(१७) रक्षादिविधानमाह चतुर्भिरिति ।

(१९) रुजः क्लेशाः । दुःखमित्यनेन नश्यतीति संख्याव्यत्ययेनानुषङ्गः । तमः अन्धकारः । भानुः सूर्य्यः ।

(२०) वेणुजमाह ख्यातेति । कुलभूभृत्सु कुलपर्व्वतेष्वष्टसु । सुरै निर्म्मितेषु उत्पादितेषु । प्रसूतिः उत्पत्तिः ।

(२१) वदरीफलमात्रं वदरीफलप्रमाणम् । वर्षोपलैः करकाभिः । त्वक्सारजं वेणुजम् । वर्णतः समं आकारवर्णवद्वर्णविशिष्टम् ।

दानवारिमुखस्पर्श पाञ्चजन्यस्य सन्ततिः ।
प्रसूतिर्मौक्तिकस्यासौ पवित्रा पापनाशिनी ॥ २२ ॥
सन्ध्यारागसमा दीप्तिः कपोताण्डप्रमाणतः ।
तद्रूपं तेषु सच्छायं सर्व्वदोषापहारकम् ॥ २३ ॥
मर्त्यानां न भवेत् साध्यं नाल्पपुण्येन शङ्खजम् ।
दुर्गम्ये विषमस्थाने पयोधेः संवसत्यसौ ॥ २४ ॥
आदिशूकरवंशेषु सञ्जाताः शूकरोत्तमाः ।
जगतीजनिता वापि चरन्त्ये काकिनोवने ॥ २५ ॥
तद्वराहशिरोजाता मौक्तिकाः प्रथिता भुवि ।
लोके पलप्रमाणाःस्यु-स्तद्दंष्ट्राङ्कुरसन्निभाः ॥ २६ ॥
वराहजस्य रत्नस्य वर्णोभातिः प्रमाणतः ।
ज्ञातव्यं रत्नशास्त्रज्ञैः ख्यातमेतत् सविस्तरम् ॥ २७ ॥

---

(२२) शङ्खजमाह दानेति । दानवारिः विष्णुः ।
(२४) अल्पपुण्येन न साध्यं दुष्प्राप्यमिति यावत् ।
वराहजमाह आदीति ।
(२६) पलमत्र लौकिकमानेन साष्टरक्तिद्विमाषकपरिमाणम् ।
(२७) भातिः दीप्तिः । सा च तद्दन्तसदृशवर्णा ।

वज्रपातपरिभ्रष्टा दन्तपङ्क्तिर्व्वलस्य च ।
यत्र यत्र प्रपातास्ते आकरा मौक्तिकस्य तु ॥ २८ ॥
पतिता जलधेर्म्मध्ये समुत्पन्नाश्च शुक्तिजाः ।
स्वातिपर्जन्यसंयोगाच्छुक्तिर्गर्भं विभर्त्ति सा ॥ २९ ॥
सिंहलं प्रथमोज्ञेय-मारवाटोद्वितीयकः ।
पारसीकं तृतीयञ्च चतुर्थं वर्व्वराकरम् ॥ ३० ॥
सुस्निग्धं मधुवर्णञ्च सुच्छायं सिंहलाकरे ।
आरवाटं शुचि स्निग्ध-मापीतञ्च शशिप्रभम् ॥ ३१ ॥
शीतलं निर्म्मलञ्चैव पारसीकाकरोद्भवम् ।
वर्व्वराकरजं रूक्षं वर्णैराकरमादिशेत् ॥ ३२ ॥
रुक्माभा रत्नरुक्शुक्ति-स्तत्प्रसूतिः सुदुर्लभा ।

---

(२८) मौक्तिकस्य आकराः उत्पत्तिस्थानानि । प्रपाताः जलपतनस्थानानि । भृगुभूम्यीवा ।

(३०) आरवाटः आरव् इति ख्यातो देशः । वर्व्वरः दक्षिणसमुद्रतीरवर्त्तिदेशः । पारसिक-सिंहलौ प्रसिद्धौ ।

(३१) शुचि शुभ्रम् । मधुवर्णः ईषत्पिङ्गलवर्णः ।

आसमुद्रान्तविख्याता ज्ञातव्या रत्नपारगैः ॥ ३३ ॥
तद्भवं मौक्तिकं ज्ञेयं जातीफलसदृक् सदा ।
कुसुमाभं सुवृत्तञ्च किञ्चित्स्निग्धञ्च कोमलम् ॥ ३४ ॥
तस्य मूल्यं प्रवक्ष्यामि रत्नशास्त्रोदितं क्रमात् ।
सहस्रपुरुषोत्सेधां काञ्चनैरूपयेन्महीम् ॥ ३५ ॥
न चोक्तं गुणहीनेषु रत्नशास्त्रेषु मूल्यता ।
सर्व्वावयवसम्पूर्णा उत्तमाधममध्यमाः ॥ ३६ ॥
नव दोषा गुणाः पञ्च छाया च त्रिविधा मता ।
मूल्यं तौल्यगुणं प्रोक्तं मौक्तिकस्य महामुने ।
चतुर्भिश्च महादोषैः सामान्यैः पञ्चभिःस्मृतम् ॥ ३७ ॥
शुक्तिस्पर्शन्तु मत्स्याख्यं जठरन्त्वतिरक्तकम् ।
महादोषाश्च चत्वारस्त्याज्या लक्षणविज्ञनैः ॥ ३८ ॥

---

(३३) रुक्मं सुवर्णं रजतं वा । तदाभा या शुक्तिः सा रुक्मिनीत्युच्यते। तत्प्रसूतिर्मुक्ता सुदुर्लभा सुविख्याता चेत्यर्थः ।

(३४) तद्भवं रुक्माभशुक्तिभवम् ।

(३६) गुणहीनानां मूल्यता रत्नशास्त्रे नोक्ता । तेषामत्यल्पमूल्य-मित्यर्थः । तेष्वपि उत्तमाधममध्यमाः सन्तीति वाक्यशेषः ।

निर्वृत्तं चिपिटं त्रास्त्रं दीर्घपार्श्वे च यत्क्षतम् ।
सामान्यान् पञ्च दोषांश्च रत्नदोषान् परीक्षयेत् ॥३९॥
शुक्तिस्पर्शे भवेत् कष्टं मत्स्याख्यः सुतं हरेत् ।
जठरे च दरिद्रत्व-मारक्ते मरणं ध्रुवम् ॥ ४० ॥
निर्वृत्ते दुर्भगत्वञ्च चापत्यञ्च चिपीटके ।
त्रास्त्रे नैव च शौर्य्यत्वं मतिभ्रंशश्च दीर्घके ॥ ४१ ॥
आलस्यञ्च निरुद्योगो-मृत्युः पार्श्वे च यत्क्षते ।
सामान्याः पञ्च दोषाश्च रत्नशास्त्रे प्रकीर्त्तिताः ॥४२॥
सुतारञ्च गुरु स्निग्धं सुवृत्तं निर्म्मलं स्फुटम् ।
पठ्यन्ते सर्व्वशास्त्रेषु मौक्तिकस्यापि षड्गुणाः ॥ ४३ ॥
सर्व्वलक्षणसम्पूर्णं शास्त्रोक्तं मौक्तिकं यदि ।
धारणात्तस्य यत्पुण्यं यत्फलं लभ्यतेऽधुना ॥ ४४ ॥

---

(३८) एकदेशे चेत् शुक्तिखण्डं लक्ष्यते तदा तत् शुक्तिस्पर्शाख्यो दोषः ।
(४०) आ सम्यक् रक्तं अतिरक्तमिति यावत् । यद्वा अरक्तं रागहीनं ।
(४१) चिपीटके इत्यत्र चपाटिके इति पाठः क्वचित् ।
(४२) यत्क्षते दोषे मृत्युरित्यन्वयः ।
(४४) सर्व्वलक्षणसम्पन्नं स्यादिति पूरणीयम् ।

श्रूयतामृषयः सर्व्वे रत्नशास्त्रेषु दर्शितम् ।
सप्तजन्मकृतं पापं धारणात्तस्य तत्क्षणात् ॥ ४५ ॥
गोविप्रगुरुकन्यानां वधे यत् पातकं भवेत् ।
तत्सर्व्वं नश्यति क्षिप्रं मौक्तिकस्य च धारणात् ॥४६॥
मधुरा पीतशुक्ले च छाया च त्रिविधा स्मृता ।
ज्ञातव्या रत्नशास्त्रज्ञै रत्नोच्छायाविनिर्णयः ॥ ४७ ॥
आकरोत्तमसञ्जातं गुरु स्निग्धं सुवृत्तकम् ।
मधुवर्णाद्यसुच्छायं तेषां मूल्यं विनिर्दिशेत् ॥ ४८ ॥
मङ्गलीकृतयः शास्त्रे सपादरूपकं स्मृतम् ।
रूपकं धर्म्मतुलया कलञ्जस्यैव रूपकम् ॥ ४९ ॥
माञ्जालीकृतयः शास्त्रे माषइत्यभिधीयते ।
माषाश्चत्वार एकत्र शाणइत्युच्यते बुधैः ॥ ५० ॥

---

(४७) मधुरा मधुवर्णा । पीतशुक्ले च पीता शुक्ला चेत्यर्थः ।

(४८) सुच्छायं मनोज्ञकान्तिम् ।

(४९) कलञ्जः परिमाणविशेषः । रूपकमपि तथा ।

(५१) शास्त्रे रत्नशास्त्रे ।

शाणद्वयं कलञ्जः स्यादगस्त्यस्यमतं मम ।
रूपकैर्दशभिर्निक्तं कलिञ्जः कथ्यते सदा ॥ ५१ ॥
अत्र तालपदेनापि माषकश्च निगद्यते ।
तालैरष्टभिरेवापि कलञ्ज इति कथ्यते ॥ ५२ ॥
माञ्जाल्यभुग्रषितत्रासे जलविन्दुसमन्वितम् ।
अष्टतालविधं मूल्यं मौक्तिकस्य विनिर्दिशेत् ॥ ५३ ॥
पादद्वयं स्यान्माञ्जाली किञ्चिन्न्यूनं भवेदपि ।
माञ्जालीत्रितयस्यापि पादानष्टौ विनिर्दिशेत् ॥ ५४ ॥
तासां नामतुलोन्न्ये यो-जलविन्दुषु मौक्तिकः ।
अष्टभिःपदमुत्तुङ्गैः शास्त्रोक्तं मूल्यमादिशेत् ॥ ५५ ॥
सप्तभिर्द्वादशं प्रोक्तं षष्ट्या षोड़शमादिशेत् ।
पञ्चाशीतिचतुर्विंश-तालैस्तु पञ्चविंशतः ॥ ५६ ॥
त्रिंशे कलञ्जमुद्धृत्य अष्टतालं विनिर्दिशेत् ।
त्रिविंशतिः सप्तभिश्च कलिञ्जैर्मूल्यमादिशेत् ॥ ५७ ॥
कलिञ्जमुद्धृते त्रासे गुञ्जादेकसमं यदि ।

---

(५१) निक्तं तुलया तुलितम् ।

(५९) पश्यते पश्यति वदेदित्यर्थः ।

विभिश्चात्र प्रमाणेन तेषां मौल्यं विनिर्दिशेत् ॥ ५८ ॥
त्रिभिर्गुञ्जादिकं यावन्मौक्तिकानि च धारयेत् ।
त्रिगुणं पश्यते मूल्य-मेकैकस्य क्रमेण तु ॥ ५९ ॥
गुञ्जाद्विकैश्चतुर्भिश्च पञ्चाशन्मूल्यमादिशेत् ।
पञ्चमे चतुराशीतिः षष्ठे त्वष्टोत्तरं शतम् ॥ ६० ॥
द्विशतञ्च चतुर्णाञ्च सप्तमे च विनिर्दिशेत् !
नैतत् सप्तशताशीतिरष्टाधिक्यं विनिर्दिशेत् ॥ ६१ ॥
दशमेकं सहस्रन्तु अष्टषष्टिं विनिर्दिशेत् ।
एकादशे सहस्रैक-मष्टाशीतिचतुःशतम् ॥ ६२ ॥
द्वादशे द्विसहस्राणि द्विशतञ्च विनिर्दिशेत् ।
सप्तषष्ट्यां शताधिक्यं द्वे सहस्रे विनिर्दिशेत् ॥ ६३ ॥
चतुर्दशे द्विसहस्राणि सप्ततिस्रोत्तरे त्रयम् ।
पञ्चदशे भवेन्मूल्यं ......—राशिवर्त्तकः ॥ ६४ ॥
शतजर्द्धत्रिके मध्ये पादमूल्यं निवर्त्तते ॥ ६५ ॥
...............संज्ञयां यावदष्टशतानि च ।
सहस्रे च शतं विद्याद्-द्विगुणेनोनविंशतिः ॥ ६६ ॥
सहस्रैकशतं न्यूने ख्यापयेत् भूपदे पदे ।

विंशमेकोत्तरं यावत् चिपेद्राशिक्रमेण तु ॥ ६७ ॥
जातं परैकविंशत्या त्रिगुणं वै क्रमेण तु ।
चतुस्त्रिकैश्चतुर्गुण्या पञ्च पञ्चगुणैः स्मृतम् ॥ ६८ ॥
गुणा दश प्रशंसन्ति यावत्त्रिंशाष्टसम्भवात् ।
द्वौ कलञ्जौ त्रिकस्थाने विंशगुण्यं प्रयोजयेत् ॥ ६९ ॥
प्राशस्तच्च विजानीयात्तस्य मूल्यञ्च उत्तमम् ।
द्वौ कलञ्जौ......जलविन्दुं लभेत् क्वचित् ॥ ७० ॥
सुरैरर्चनयोग्यन्तन्नरैरेतन्न धार्य्यते ।
लक्षमेकं भवेत् सम्यक् सप्तदशसहस्रकैः ॥ ७१ ॥
वर्द्धते वर्द्धते मूल्यं क्षीणे क्षीणन्तथैव च ।
पूर्णचन्द्रनिभं कान्त्या सुवृत्तं मौक्तिकं भवेत् ॥ ७२ ॥
क्षीयन्ते समभागानि शेषमेकमवाप्नुयात् ।
यत्सर्व्वाङ्गमये यस्मिन् मत्स्याख्ये सदृशेऽपि वा । ७३ ॥
अधमन्तद्वदेद्विद्वान् तस्य मूल्यं विनिर्दिशेत् ।
रागशर्करेखाश्च स्फुटितं पार्श्ववेधितम् ॥ ७४ ॥

---

(७३) मत्स्याद्यो दोषविशेषः ।

(७४) रागशर्करादयोऽपि मुक्तादोषाः ।

अधमं तद्वदेत् विद्वान् तस्य मूल्यं विनिर्दिशेत् ।
सूक्ष्मोऽपि विमलच्छयो-वृत्तोमधुनिभो गुरुः ॥ ७५ ॥
सितस्निग्धगुरुत्वञ्च तज्ज्ञेयं मौक्तिकोत्तमम् ।
न्यूनातिरिक्तमूल्यानि विना शास्त्रेण केवलम् ॥ ७६ ।
न शक्नोम्यहमाख्यातुं प्रलये समुपस्थिते ।
कदाचिद्भवति छायापीतत्वं मौक्तिकस्य तु ॥ ७७ ॥
विभवादिक्षयन्तस्य वर्ज्जयेत्तत्प्रयत्नतः ।
पुरा विग्रहतुङ्गाद्या समुद्रान्तं विनिर्दिशेत् ॥ ७८ ॥
शास्त्रोक्तमथ संख्या च बुधस्तन्मार्गमादिशेत् ।
क्षीयते वर्द्धते चैव युक्तकालप्रवर्त्तनम् ॥ ७९ ॥
त्रिंशद्विग्रहतुङ्गैश्च दिनैरेकं विनिर्दिशेत् ।
हेम्ना तत्त्वबुधः प्राज्ञः सम्यक् शास्त्रप्रयोगतः ॥ ८० ॥
छाया च दार्थकश्चैव रचिका सिक्तमेव च ।
रूप्यं पूर्व्वञ्च विज्ञेयं द्रव्यसंख्याप्रमाणकम् ॥ ८१ ॥

---

(७५) मधुनिभः मधुवर्णाभः ।

(७८) पीतच्छायमुक्ताधारणे धनादिक्षयं जायते अतः सा न धार्य्या ।

त्रयोदशं धारणञ्च रक्तिसंज्ञां विनिर्द्दिशेत् ।
विंशत्या दार्थकं ज्ञेयं त्रिंशत्या सिक्तकं भवेत् ॥ ८२ ॥
असिते धारणे कूप्यं पूर्णं सार्द्धसितं भवेत् ।
उत्पत्तिर्जातिरित्येवं मौक्तिकानाञ्च लक्षणम् ।
तौल्यं प्रमाणञ्च तथा शास्त्रार्थेन विचारयेत् ॥ ८३ ॥
मौक्तिके यदि सन्देहः कृत्रिमे सहजेऽपि च ।
परीक्षा तत्र कर्त्तव्या रत्नशास्त्रविशारदैः ॥ ८४ ॥
क्षिपेत् गोमूत्रभाण्डेषु लवणक्षारसंयुतम् ।
स्वेदयेदेकरात्रिञ्च श्वेतवस्त्रेण वेष्टयेत् ॥ ८५ ॥
हस्ते मौक्तिकमादाय व्रीहिभिस्तद्विमर्द्दयेत् ।
विकृतिं नैवमन्वेति मौक्तिकं देवभूषणम् ॥ ८६ ॥
कृत्रिमान् मौक्तिकान् केचित् कुर्व्वन्ति निपुना जनाः ।
प्रगभीरत्नशास्त्रज्ञः शास्त्रोक्तेन विचारयेत् ॥ ८७ ॥

इति मौक्तिकपरीक्षा ।

---

(८१) कूप्यमित्यत्र कूप्यमिति क्वचित् ।

(८४) सन्देह सति परीक्षा कर्त्तव्या । तत्प्रकारमाह मौक्तिक इति ।

(८७) शास्त्रोक्तेन रत्नशास्त्रोक्त प्रणाल्या ।

अथ पद्मरागपरीक्षा ।

अगस्तिरुवाच ।

त्रैलोक्यहितकामार्थं पुरेन्द्रेण हतोऽसुरः ।
विन्दुमात्रमसृक्तस्य यावन्न पतते भुवि ॥ १ ॥
गृहीत्वा तत्क्षणाद्भानुस्तावद्दृष्टोदशाननः ।
तद्भयात्तेन विक्षिप्तं असृक्तस्य महीतले ॥ २ ॥
नद्यां रावणगङ्गायां देशे सिंहलकोद्भवे ।
तटद्वये च तन्मध्ये विक्षिप्तं रुधिरं तथा ॥ ३ ॥
रात्रौ तदम्भसां मध्ये तीरद्वयसमाश्रितम् ।
खद्योतवह्निवद्दीप्तं मूर्द्धि वह्निप्रकाशितम् ॥ ४ ॥
पद्मरागं समुद्भूतं त्रिधा भेदैकजातयः ।

---

(१) असृक् रक्तम् ।

(३) तन्मध्ये तस्या रावणगङ्गाया मध्ये तत्तटद्वये च ।

(४) ऊर्द्ध्वज्योतिरित्यर्थः ।

सुगन्धिः कुरुविन्दश्च पद्मरागमनुत्तमम् ॥ ५ ॥
उत्पत्तिस्थानमेकन्तु वर्णभेदात् पृथक् पृथक् ।
कथयामि समासेन लोकानान्तु हिताय वै ॥ ६ ॥
शृणुध्वं मुनयः सर्व्वे मणिशास्त्रस्य निर्णयम् ।
उत्पत्तिमाकरांश्चैव गुणान् दोषांश्च मूल्यताम् ॥ ७ ॥
एकैकस्य पृथक् वक्ष्ये छाया तेभ्यः पृथक् पृथक् ।
सिंहले कालपूरे च रम्भ्रे च तुम्बुरे तथा ।
एते रत्नाकराः सर्व्वे मध्यलोके प्रकाशिताः ॥ ८ ॥
सिंहले चातिरक्तञ्च पीतं कालपुरे तथा ।
ताम्रभानुनिभं रम्भ्रे हरिच्छायन्तु तुम्बुरे ।
नामधारकरत्नानि तुम्बुरे रत्नजातयः ॥ १० ॥
त्रिवर्गे चाष्टधा दोषास्तद्वर्गे गुणसंयुतम् ।
छाया तु षोड़शी प्रोक्ता मूल्यं त्रिंशाधिकं स्मृतम् ॥ ११ ॥

---

(८) एकैकस्य सुगन्धेः कुरुविन्दोः पद्मरागस्येति प्रत्येकस्य । कालपूरः देशविशेषः । रम्भ्रोऽपि तथा । तुम्बुरुरपि देशविशेषः ।

(९) मध्यलोके पृथिव्याम् ।

(११) त्रिवर्गे त्रिसंख्याविशिष्टसमूहे सुगन्ध्यादित्रिके इति यावत् ।

विछायं द्विपदं भिन्नं कर्करं लशुनापदम् ।
कोमलं जलभून्रे च मणिदोषाष्टधा स्मृताः ॥ १२ ॥
अन्योन्यमसुनेकत्वं त्रिभिर्मध्ये द्वयेऽपि वा ।
यत्फलं धारणात्तेषां तद्वच्यामि विशेषतः ॥ १३ ॥
यदुक्तं पूर्व्वमुनिभि-र्म्मणीनाञ्च गुणागुणम् ।
पद्मरागस्य मध्ये तु कुरुविन्दं सुगन्धिकम् ॥ १४ ॥
यस्य हस्ते तु तद्रत्नं स भवेत् पृथिवीपतिः ।
विकृतिछायसम्पन्नं त्रिषु वर्णेषु यत् क्वचित् ॥ १५ ॥
देशत्यागोभवेत्तस्य विरोधोवन्धुभिः सह ।
सिंहले सरितोजातं द्विपदञ्च मणिं क्वचित् ॥ १६ ॥
धारयन्ति च येऽज्ञानात् शृणु प्राप्नोति यत्फलम् ।
रणेषु प्राङ्मुखत्वञ्च खङ्गपातं लभेच्छिरे ॥ १७ ॥
अप्राप्तगुणदोषन्तु त्यजेल्लक्षणविन्मुनिः ।

---

(१२) विछायं—विविधछायायुतम् । विकृतवर्णं वा । द्विच्छायमिति वा पाठः । दोषाष्टधा इत्यत्र विसर्गलोपेऽपि सन्धिरार्षः ।

(१५) विच्छायमणिधारणात् देशत्यागोभवेदिति दोषः ।

(१७) शिरे इति सर्व्वे सान्ता अदन्ता इति नियमात् ।

भिन्नदोषैस्तु संयुक्तो-मूर्खैर्येस्तु करे धृतः ॥ १८ ॥
दोषस्तेषां प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनयः स्फुटम् ।
पुत्रशोकञ्च वैधव्यं वंशच्छेदञ्च तत्क्षणात् ॥ १९ ॥
विना मूल्येन तत् प्राप्तं त्यजेल्लक्षणविन्मुनिः ।
कर्कराटोषपाषाणे मणयः कायमाश्रिताः ॥ २० ॥
गृहीता यानि कुर्व्वन्ति तानि वक्ष्याम्यहं मुने ।
यस्य हस्ते तु तद्रत्नं शतमष्टोत्तरामयम् ॥ २१ ॥
स पुत्रपशुवान्धव्यानुपैति चाक्षयान् गुणान् ।
न गुणेन च दोषोऽस्ति न चार्थो नैव चादरः ॥ २२ ॥
लशुनापदमद्रत्नं नाधमं नैव चोत्तमम् ।
पक्वकङ्कोलकाभानि अशोकपल्लवानिभम् ॥ २३ ॥
मधुविन्दुनिभञ्चैव कोमलं त्रिविधं स्मृतम् ।
धनायाशोकपत्राभं चिरश्रीर्म्मधुना निभम् ॥ २४ ॥

---

(२०) कायं देहं आश्रिताः शरीरे धृता इत्यर्थः ।

(२१) आमयो रोगः । अष्टोत्तरशतं रोगं उपैतीत्यन्वयः ।

(२३) लशुनापदकमिति पाठ भेदः । कक्कोलफलं काङ्कोल् काँकरोल अथवा वनकपुर इतिख्यातम् ।

म्रियमायुः क्षयं याति कङ्कोलीफलसन्निभे।
रङ्गहीनं जलं रत्नं यस्य वेश्मनि तिष्ठति ॥ २५ ॥
अतिवादममित्रत्वं चिन्ताशोकभयं सदा।
सिंहले सरिदुद्भूतो धूम्रवर्णनिभोमणिः ॥ २६ ॥
वधच्छायाभयं तस्य यस्य हस्ते स विद्यते।
ख्याता चाष्टविधा दोषा रत्नशास्त्रेषु ये स्मृताः ॥२७॥
गुणवद्धारणात् पुण्यं मुनयः शृणुतो हि तत्।
स्निग्धच्छाया गुरुत्वञ्च निर्म्मलं रङ्गसंयुतम् ॥ २८ ॥
पद्मरागमणेश्चैव चत्वारश्च महागुणाः।
गवां भूमिषु कन्यानां अश्वमेधे शतक्रतौ ॥ २९ ॥
दत्तेष्वनुष्ठितं पुण्यं पद्मरागस्य धारणात्।
नानाविधाश्च ते वर्णा मणीनां कायसंस्थिताः ॥ ३० ॥

---

(२४) धनाय धनहेहवे भवति।

(२६) अतिवादं कलहः। अमित्रत्वं शत्रुता।

(२८) शृणुत उ इतिच्छेदः। उ सम्बोधने।

(२९) चतुर्भिश्च महागुणैरिति वा पाठः। महागुणैर्व्विशिष्टः। गवां भूमिषु गोष्ठेषु। कन्यानां दाने इति योज्यम्।

सान्द्रा लाक्षारसाभाश्च पद्मवर्णाश्च दूरतः ।
दाड़िमीवीजसङ्काशा लोध्रपुष्पसमत्विषः ३१ ॥
वन्धूकपुष्पशोभाढ्या माञ्जिष्ठा कुङ्कुमप्रभाः ।
सन्ध्यारागयुताः सर्व्वे भवन्ति स्फुटवर्चसः ॥ ३२ ॥
पारिजातकपुष्पाभा कुसुम्भकुसुमप्रभा ।
हिङ्गूलद्युतिसङ्काशाः शाल्मलीपुष्पसन्निभा ॥ ३३ ॥
चकोरसारसाक्षाभाः कोकिलाक्षनिभाः पुनः ।
प्रद्योता रागतः सर्व्वे तद्वर्णमणयः स्मृताः ।
तेषां वर्णविभागोऽयं कथितश्च सुविस्तरम् ॥ ३४ ॥

ऋषयऊचुः ।

सर्व्वेषां मणिरत्नानां त्वयोक्तश्च समुच्चयः ।
तद्भेदं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व यथातथम् ॥ ३५ ॥
को वर्णः पद्मरागस्य कुरुविन्दस्य को भवेत् ।
कथं सौगन्धिकस्यापि वर्णभेदाः पृथक् पृथक् ॥ ३६ ॥

---

(३१) सान्द्रा निविड़ा । लाक्षारसाभा अलक्तकवर्णाः । त्विट् दीप्तिः ।

(३४) रागतः रागेन रक्तवर्णतया प्रद्योताः प्रकृष्टद्युतिमन्तः ।

(३५) समुच्चयः समुदायः संग्रहोवा । तद्भेदं तेषां विशेषम् ।

अगस्तिरुवाच ।

पद्मिनीपुष्पसङ्काशः खद्योताग्निसमप्रभः ।
कोकिलाक्षनिभोयश्च सारसाक्षिसमप्रभः ॥ ३७ ॥
चकोरनेत्रसम्भासः सप्तवर्णसमन्वितः ।
पद्मरागः सविज्ञेय-च्छायाभेदेन लक्ष्यते ॥ ३८ ॥
शशासृक्लोध्रसिन्दूर गुञ्जाबन्धूककिंशुकैः ।
अतिरक्तं सुपीतञ्च कुरुविन्दमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥
ईषन्नीलं सुरक्तञ्च ज्ञेयं सौगन्धिकं बुधैः ।
लाक्षारसनिभञ्चैव हिङ्गूलकुङ्कुमप्रभम् ॥ ४० ॥
छाया चात्र त्रयाणाञ्च कथिता च सुविस्तरम् ।
मूल्यं तस्य प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनयः सदा ॥ ४१ ॥
त्रिवर्गेन विधिर्मूल्य-मेकैकस्य त्रिभिस्त्रिभिः ।
कान्तिरङ्गैकविंशत्या मूल्यं त्रिंशद्विधं भवेत् ॥ ४२ ॥

---

(३७) खद्योतः खनामख्यातः कीटः ।

(३८) यः मणिः प्रोक्तसप्तवर्णविशिष्टः सः पद्मरागः ।

(३९) शशरक्तादिभिरुपमीयमानमतिरक्तं सुपीतं वा रत्नं कुरुविन्द-संज्ञकमित्यर्थः ।

(४०) त्रयाणां पद्मरागकुरुविन्दसौगन्धिकानां छाया वर्णः ।

ऊर्द्धवर्त्तिस्तथा दीप्तिः पार्श्ववर्त्तिश्च योमणिः ।
पिण्डरङ्गः स विज्ञेय उत्तमाधममध्यमैः ॥ ४३ ॥
योमणिर्मुच्यते वाह्ये वह्निराशिसमद्युतिः ।
कान्तिरङ्गः स विज्ञेयो-रत्नशास्त्रविशारदैः ॥ ४४ ॥
वालार्कदिङ्मुखञ्चैव दर्पणे धारयेन्मणिम् ।
छायामध्ये मणीनान्तु कान्तिरङ्गं विनिर्द्दिशेत् ॥४५॥
तत्कान्तिं सर्षपैर्गौरैः प्रमाणैर्धारयेद्बुधः ।
तद्दच्च्ये लक्षणैरङ्गैः सर्षपैर्नाभिविंशकैः ॥ ४६ ॥
मूर्द्धि कान्तिप्रमाणस्तु कश्चिद्भवति योमणिः ।
विंशमेकोत्तरं रङ्गे चविरयं तं विनिर्द्दिशेत् ॥ ४७ ॥
यवार्द्धं यवमेकन्तु द्वौ यवा.......... ।
माषा यन्मणयोत्सर्गं यवमेकन्तु मानसम् ॥ ४८ ॥ ?
ऊर्द्धवर्त्तिमणिश्चैव यवोत्सर्गप्रमाणतः ।
यन्मात्रमणिविस्तारं तेषां मूल्यं कथम्भवेत् ॥ ५८ ॥

---

(४३) उर्द्धवर्त्तिः उर्द्धगामिनी प्रभा ।

(४७) एकोत्तरं एकाधिकम् । रङ्गे परिभाषाविशेषे ।

दशोत्तरशते द्वे च पद्मरागस्य मूल्यताम् ।
कुरुविन्दे पदन्यूनं सौगन्धे चार्द्धमूल्यता ॥ ५० ॥
द्विशतञ्च शतादर्द्धं पञ्चाशार्द्धशताधिकम् ।
शतपञ्चाधिके पार्श्वे सप्तसप्तत्यधोभवेत् ॥ ५१ ॥
सौगन्धिके ऊर्द्धवर्त्ति-सप्तपञ्चाधिकोभवेत् ।
सप्तसप्ततिपार्श्वे च पञ्चाशार्द्धैरधः स्मृतः ॥ ५२ ॥
यवत्रयप्रमाणेन एकैकं वर्द्धते यदि ।
स्थापयेद्‌द्विगुणं मूल्यं यावन्मात्रोऽष्टभिर्भवेत् ॥ ५३
मणिमात्रा च पादांश-न्यूना चैव भवेत् क्वचित् ।
क्षीयते द्विगुणं मूल्यं कथयामि महामुने ॥ ५४ ॥
कान्तिसर्षपकान्तिस्तु एकैकं वर्द्धते यदि ।
स्थापयेद्‌द्विगुणं तेषां यावद्विंशतिसर्षपाः ॥ ५५ ॥
कुरुविन्दं सुगन्धिश्च कान्तिरङ्गं भवेत् यदि ।
पादांशं क्षीयते मूल्यं तेषाञ्चैव क्रमेण तु ॥ ५६ ॥
मात्राधिकश्च कान्तिश्च कश्चिद्भवति योमणिः ।

---

(५०) चतुर्थांशहीनम् ।

(५४) मात्रा परिमाणम् ।

उभौ तेषाञ्च मूल्यञ्च तन्मूल्यं स्थापयेद्बुधः ॥ ५७ ॥

अधमा अधिमात्रन्तु विश्वकान्तिश्च योभवेत् ।
चीयते गात्रमूल्याणि कान्तिमूल्यं विनिर्दिशेत् ॥५८॥

षड्विंशत्कोटिभिश्चैव लक्षैकोनविंशतिः ।
चतुस्तालसहस्राणि पद्मरागःपरं स्मृतम् ॥ ५९ ॥

सुच्छायानिभगात्राणि लक्षणैः संयुतानि च ।
सिंहलस्यापि षड्भागं रन्ध्रतुम्बुरयोर्भवेत् ॥ ६० ॥

कालपूराकरे ये च मणयोलक्षणान्विताः ।
त्रिभागं सिंहलस्यापि लघुमूल्यं नियोजयेत् ॥ ६१ ॥

दीप्तिलक्षणसंयुक्तं प्राप्यते मूल्यमुत्तमम् ।
दीप्तिलक्षणहीनञ्च किञ्चिन्मूल्यं विनिर्दिशेत् ॥ ६२ ॥

आकरे चोत्तमे जातो-लक्षणैर्धार्य्यते यदि ।
प्रमाणञ्च लभेत्तेषां ज्ञात्वा मूल्यञ्च आदिशेत् ॥ ६३ ॥

लघुत्वं कोमलत्वञ्च पद्मरागे परित्यजेत् ।
लघु वज्रं प्रशंसन्ति .... ॥ ६४ ॥

---

(५८) अधिमात्रं अधिकपरिमाणम् । विश्वकान्तिः पूर्णकान्तिः ।

(६१) कालपूराख्यदेशस्थे आकरे । कालपूराकरे वा पाठः ।

सन्देहोजायते कश्चित् कृत्रिमे सहजेऽपि वा ।
लक्षयेत् स्थानसंयुक्त-मुभौ चापि परस्परम् ॥ ६५ ॥
अजातिर्नश्यते जात्या जातिर्भातिं प्रकाशयेत् ।
लक्षणैनैव लक्ष्यन्तु सन्देहानि परित्यजेत् ॥ ६६ ॥
नीलं वा पद्मरागं वा लक्षणैर्वा विलक्ष्यते ।
न चान्यैर्लक्ष्यते लक्ष्यं शानैर्नापि विलेखयेत् ॥ ६७ ॥
इति पद्मरागपरीक्षा ।

अथ इन्द्रनील परीक्षा ।

अगस्तिरुवाच ।

दानवेन्द्रः सुरेन्द्रेण हतोवज्रेण मस्तके ।
तेन वज्रप्रहारेन पतितोधरणीतले ॥ १ ॥
असृक् पित्तानि विक्षिप्ता विक्षिप्तानि दिशोदश ।

---

(६६) जात्यमणिना अजातिर्नाशंभङ्गमाप्नोति । जात्यमणेस्तु दीप्ति-र्भवेत् ।

(६७) शाणैर्यन्त्रविशेषेर्न विलेखयेत् घर्षणनिमित्तक्षयं प्राप्नोति ।

(१) दानवेन्द्रः बलासुरः ।

पतिते लोचने यत्र दानवस्य महात्मनः ॥ २ ॥
महाद्रिशोभने नील··············· ।
विषये सिंहले चैव गङ्गातुल्या महानदी ॥ ३ ॥
तीरद्वये च तन्मध्ये विचित्रे नयने यथा ।
ईषन्मात्रे पृथक् स्थाने कालिङ्गविषये तथा ॥ ४ ॥
पतिते लोचने यत्र तत्र जाता महाकराः ।
सिंहलस्याकराद्दूये च समुद्भूताः शुशोभनाः ॥ ५ ॥
महानीलास्तु विज्ञेयाः कलिङ्गस्य तथोद्भवाः ।
नामधारकविज्ञेया-स्त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥ ६ ॥
सिंहलीयाकरौ द्वौ च उत्तमाधमसंज्ञकौ ।
सिंहलस्याकरोद्भूता महानीलास्तु ये स्मृताः ॥ ७ ॥
चतुर्व्वर्णं विजानीयात् छायाभेदेन लक्षयेत् ।
ईषत्सितश्च योनीलो ज्ञेयोवर्णोत्तमस्तथा ॥ ८ ॥
किञ्चिदारक्तनीलश्च विज्ञेयः क्षत्रियस्तथा ।
वैश्यस्तु नीलपीताभः शूद्रोयोनीलकृष्णाभः ॥ ९ ॥

---

(२) अष्टक् विचित्रा, पित्तानि च विचित्रानि ।

(३) विषये देशे । सिंहले देशे इति सामानाधिकरण्येनान्वयः ।

कालपूराकरे नीलः श्येनचक्षुनिभोमतः ।
चतुर्व्वर्णैस्तथा ख्याताः शूद्रवैश्यनृपद्विजाः ॥ १० ॥
पूर्व्वं यथा मया ख्यातं नीलानां वर्णलक्षणम् ।
यत्पुण्यं धारणात्तेषां शूद्रवैश्यनृपद्विजैः ॥ ११ ॥
आकरोत्पत्तिवर्णाना-माख्याता मुनिपुङ्गवैः ।
दोषास्तस्य प्रवक्ष्यामि गुणाश्छाया च मूल्यताम् ॥१२॥
नीलस्य षड्विधा दोषा गुणाश्चत्वार एव च ।
छायाश्चैकादश प्रोक्ता मूल्यं षोड़शकं तथा ॥ १३ ॥
अभ्रिकापटलच्छाया कर्करा त्रासभिन्नके ।
मृदा पाषाणकं षट् च महानीलस्य दूषणम् ॥ १४ ॥
अभ्रच्छायन्तु नीलं यो-ह्यज्ञानात् धारयेत् क्वचित् ।
विभवायुःक्षयं याति विद्युत्पातोऽपि मस्तके॥ १५ ॥
कर्करादोषसंयुक्त-धारणाच्चैव किं भवेत् ?
देशत्यागोदरिद्रत्वं धृते दोषैर्न मुच्यते ॥ १६ ॥

---

(१४) मृत इति पाठोऽपि ।

(१५) मस्तके विद्युत्पातोऽपि भवेदिति वाक्यशेषः ।

(१६) कर्करादोषदुष्टमणौ धृते सति ।

धन्वन्तरिः स्वयं वापि व्याधिदोषान्न मुञ्चति ।
वासेन सह संयुक्तः को दोषस्तस्य सम्भवेत् ? १७ ॥
व्याघ्रान्महाहिक्रूरेभ्यो-दंष्ट्रिभ्यश्च भयं भवेत् ।
सवाह्यभिन्नदोषस्य इन्द्रनीलस्य दूषणम् ॥ १८ ॥
वैधव्यं पुत्रशोकश्च धृते दोषैर्न मुच्यते ।
इन्द्रनीलस्य मध्ये तु मृदाम्छाया च वा भवेत् ॥ १९ ॥
धृते नखाग्रकेशेषु सद्यः कुष्ठी भवेन्नरः ।
अन्यपाषाणनीलानां कायमध्ये भवेद्यदि ॥ २० ॥
रणे पराङ्मुखत्वञ्च खड्गपातश्च मस्तके ।
इन्द्रनीलस्य दोषाश्च ख्याताः सद्यः सुविस्तरम् ॥ २१ ॥
गुणास्तेषां प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनयः पृथक् ।

---

(१८) वाह्यभग्नता अन्तर्भग्नता चेति द्विविधोभिन्नदोष इति ध्वन्यते। तद्धारणे दूषणं दोषमाह वैधव्यमिति।

(१९) मृदम्छाया मृत्तिकावत् श्यामलता।

(२०) तस्य कुनखित्वं पालित्यञ्च जायत इति भावार्थः। पाषाणाख्य-दोषमाह अन्येति। कायमध्ये इन्द्रनीलस्याङ्गे यदि साधारण-प्रस्तरनैल्यं दृश्यते तर्हि पाषाणाख्योदोषः। तद्धारणे दोष-माह रणे इति।

गुरुः स्निग्धश्च रङ्गाढ्यः स्वात्मवत्पार्श्वरञ्जनम् ॥ २२ ॥
इन्द्रनीलः समाख्यातश्चतुर्भिश्च महागुणैः ।
इन्द्रनीलमणेश्छायां कथयामि महामुने ॥ २३ ॥
नीलीरसनिभाः केचित् नीलकण्ठनिभाः परे ।
लक्षीपतिनिभाः केचित् धवलीपुष्पसन्निभाः ॥ २४ ॥
अतसीपुष्पसङ्काशा कृष्णाश्च गिरिकर्णिवत् ।
मत्तकोकिलकण्ठाभा मयूरगलवर्चसः ॥ २५ ॥
अलिपक्ष्मनिभाः केचित् शिरीषकुसुमत्विषः ।
कृष्णेन्दीवरभाः केचिच्छायाश्चैकादश स्मृताः ॥ २६ ॥
दोषहीनं गुणाढ्यञ्च आकारैश्चोत्तमं यदि ।
तेषां मूल्यं प्रवक्ष्यामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ २७ ॥

---

(२२) स्वात्मवत्पार्श्वरञ्जनमिति नील्या पार्श्वस्थवस्तुरञ्जनम् ।

(२४) नीलीरसः नीलनामकक्षुपनिर्यासः । नीलकण्ठः स्वनामख्यातः पक्षी । लक्षीपतिः विष्णुः तद्वर्णश्च श्यामः । धवलीपुष्पं धववृक्षपुष्पम् । चीनकर्पूरं वा ।

(२५) अतसी शणः "तिषि" इति यस्य भाषा । गिरिकर्णिका अपराजितापुष्पम् ।

(२६) अलिः भ्रमरः तस्य पक्ष्मः तद्गात्रस्थं लोम । इन्दीवरं नीलपद्मम् ।

पिण्डस्थोऽपि प्रकाशोवा लक्षणैः संयुतोयदि।
षोड़शं मूल्यमुद्दिष्टं रत्नशास्त्रमनीषिभिः ॥ २८ ॥
क्षीरमध्ये क्षिपेन्नील-मानीलञ्च पयोभवेत्।
इन्द्रनीलः स विज्ञेयः शास्त्रोक्तेन परीक्षितः ॥ २९ ॥
शक्तिरेषा गुणा यस्य इन्द्रनीलस्य लक्षणम्।
रञ्जयेदात्मपार्श्वस्थो-न त्याज्योह्यपि हन्ति यः ॥ ३० ॥
कान्तिरङ्केषु यन्मूल्यं पद्मरागेषु यत् स्मृतम्।
तत् योजयेदीन्द्रनीले यवमात्रं भवेद्‌यदि ॥ ३१ ॥
स्निग्धञ्च नीलवर्णाढ्यं पिण्डस्थं सम्प्रकाशितम्।
हीनं सौगन्धिकं वापि तन्मूल्यं योजयेद्‌बुधः ॥ ३२ ॥
अन्यदोषविनिर्म्मुक्त-उत्तमाकरसन्निभः।
पिण्डस्य अर्द्धमूल्यानि वालवृद्धे नियोजयेत् ॥ ३३ ॥
पार्श्वरञ्जननीलानां यवमात्रप्रमाणतः।

---

(२९) शास्त्रोक्तेन शास्त्रयुक्त्या।

(३१) यवमात्रं यवपरिमाणम्।

(३३) वालः नवोद्भवः। वृद्धः वहुकालोत्पन्नतया जीर्णः। एतयो-र्लक्षणमग्रे स्तः।

भवेत् पञ्चशतं मूल्यं रत्नशास्त्रेष्वुदाहृतम् ॥ ३४ ॥
यवमात्रप्रमाणेन लक्षणैः संयुतं यदि ।
पिण्डस्थमेकमूल्यञ्च पञ्चाशद्वा विनिर्दिशेत् ॥ ३५ ॥
यवमात्राष्टभिर्यावदिन्द्रनीलश्च योभवेत् ।
चतुःषष्टिसहस्राणि परं मूल्यं समादिशेत् ॥ ३५ ॥
विस्तरेण मयाख्यातं महारत्नस्य मूल्यकम् ।
पुनः संक्षेपमात्रेण वालवृद्धस्य लक्षणम् ॥ ३६ ॥

हिमांशुसिक्तं ह्युदये च काले
यथा च पुष्पं त्वतसीसमुत्थम् ।
तथासमच्छायसमृद्धिलक्षणम्
तमिन्द्रनीलं विबुधाः श्रयन्ति ॥ ३७ ॥
घर्म्मांशुशुष्कं त्वतसीसमुत्थम्
मध्याह्नकाले रविरश्मिदीप्तम् ।

---

(३४) यः पार्श्वं रञ्जयति स नीलः पार्श्वरञ्जनः ।

(३५) परं उत्कृष्टं ।

(३६) लक्षणं चिह्नं वच्मीति वाक्यशेषः ।

संकोचकं कृष्णविवर्णरूक्षम्
सा जीर्णवर्णाच्च भवेन्न दीप्तिः ॥ ३८ ॥

तुषारतप्तं रविरश्मितप्तम्
सूर्य्येऽस्तमाने परिपक्कलूनम् ।
आपाण्डुदुर्व्वाङ्कुरस्निग्धभावम्
शैवालनीलाच्च भवेच्च दीप्तिः ॥ ३९ ॥

नीलच्छायाश्च पाषाणा दृश्यन्ते च पृथग्विधाः ।
शास्त्रवाह्येन तान् ज्ञातुं मघवापि न शक्यते ॥ ४० ॥

विभवायुष्यमारोग्यं सौभाग्यं शौर्य्यसन्ततिः ।
धारणादिन्द्रनीलस्य सुप्रीतः शतिकोभवेत् ॥ ४१ ॥

इति इन्द्रनीलपरीक्षा ।

---

(४०) मघवा इन्द्रः । शास्त्रवाह्येन पाशात्तपरीक्षाद्युपायं विना ।

(४१) शतिकः वहुधनशाली । शतशब्दोऽत्र वहूनामुपलक्षकः ।

अथ मरकत-परीक्षा।

ऋषयऊचुः।

पुनः पृच्छन्ति ते सर्व्वे मुनयश्च महादरात्।
कथ्यतां पञ्चमं रत्नं महामारकतं मुने॥ १॥

अगस्तिरुवाच।

रत्नाश्च विविधा जाता दानवस्य शरीरतः।
तस्य पित्तं गृहीत्वा तु पातालाधिपतिर्ययौ॥ २॥
सन्तुष्टश्चान्तरीक्षे तु यावद्गच्छेत् स्वमालयम्।
तावत्सम्पश्यते सौरि-र्जननीमोक्षकारणम्॥ ३॥
तस्य वेगगतिं ज्ञात्वा मूर्छितः पन्नगाधिपः।
गतिभङ्गोरगोजातो-विह्वलोभ्रान्तलोचनः॥ ४॥
प्रभ्रष्टं तस्य तत्पित्तं मुखस्थं धरणीतले।
पतितं दुर्गमे स्थाने विषमे दुर्धरेऽपि च॥ ५॥

---

(२) पातालाधिपतिः वासुकिनागः।

(३) सौरिः सूर्य्यभ्राता गरुड़ः। तस्य जननी विनता। मोक्षस्तु दास्यात्।

(४) मूर्च्छितः भयेन मोहमापन्नः। गतिभङ्गः उरगः इति छेदः। सन्धिरार्षः। विह्वलः भयादिति यावत्।

(५) तस्य वासुकेः सकाशात्। प्रभ्रष्टं तत् पित्तम्।

तुरुष्कविषये स्थाने उदधेस्तीरसन्निधौ ।
धरणीन्द्रगिरिस्तत्र त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ ६ ॥
तत्र जाताकराः श्रेष्ठा मरकतस्य महामुने ।
आकरा नैव सिध्यन्ति अल्पभाग्यैर्नरैः क्वचित् ॥ ७ ॥
साधकाभाग्यकालेन महारत्नन्तु पश्यति ।
सप्त दोषा गुणाः पञ्च मरकतस्य महामुने ॥ ८ ॥
रूक्षञ्चैव च विस्फोटं पाषाणं मलिनन्तथा ।
शर्करीजठरश्चैव सवलैः सह सप्तमः ॥ ९ ॥
रूक्षदोषैश्च संयुक्तो-व्याधिरष्टोत्तरं शतम् ।
विस्फोटे खड्गघातश्च ललाटे क्षुद्रे शिरे ॥ १० ॥
वान्धवैः सुहृदैर्दुःखं पाषाणैः संयुतेऽपि च ।
वधिरोऽन्धोभवेत् चिप्रं धृते च मलिने भवेत् ॥ ११ ॥
वैधव्यं पुत्रशोकश्च कर्करादोषधारणात् ।
जठरे दोषसंयुक्ते दंष्ट्रिनोहि भयं भवेत् ॥ १२ ॥

---

(७) जाताः आकरा इति च्छेदः। सन्धिस्त्वार्षः। नैव सिध्यन्ति नासाद्यन्ते।

सर्व्वदोषैस्तु संयुक्तः स मणिस्त्यज्यते ध्रुवम् ।
ध्रुवं मृत्युमवाप्नोति यस्य हस्ते स विद्यते ॥ १३ ॥
आकरोत्पत्तिदोषा ये कथितास्ते सुविस्तरात् ।
गुणाश्छाया च मूल्यानि वक्ष्यामि श्रूयतां मुने ॥ १४ ॥
यानि रत्नानि तिष्ठन्ति गुणपञ्चयुतानि च ।
कालकूटादिसर्व्वेषां विषवेगः प्रणश्यति ॥ १५ ॥
सुच्छायं गुरुवर्णञ्च स्निग्धच्छायमरेणुकम् ।
गुणाः पञ्च समायुक्तं तैस्तद्रत्नं विषापहम् ॥ १६ ॥
नलिनीदलमध्ये तु जलविन्दु यथा स्थितम् ।
तथा मरकतच्छाया निर्म्मलं गुरु सम्भवेत् ॥ १७ ॥
कृत्वा करतले चैव भास्कराभिमुखं धृतम् ।
रञ्जयेदात्मपार्श्वन्तन्-महामारकतं स्मृतम् ॥ १८ ॥
गजवाजिरथैर्दत्तै-र्व्विप्राणां विषुवायने ।
तत्पुण्यं धारयेत् यः स मरकतन्तु न संशयः ॥ १९ ॥
भुजङ्गरिपुपक्षाभं चाषपक्षनिभं भवेत् ।
हरित्काचनिभं किञ्चित् शैवालसन्निभं भवेत् ॥ २० ॥

(२०) भुजङ्गरिपुः मयूरः तत्पिच्छवर्णमित्यर्थः। चाषः नीलकण्ठपक्षी।

किञ्चित् शाद्वलसंङ्काशं तथा वालशुकस्य च ।
पक्षाग्रवर्चसं तद्वत् खद्योतपृष्ठवर्चसम् ॥ २० ॥
भानुकस्य करे छित्वा या छाया सवला भवेत् ।
किञ्चिच्छिरीषपुष्पाभा छाया चाष्टविधा स्मृता ॥ २१ ॥
सहजैका भवेत् छाया त्रिभिः श्यामलिका भवेत् ।
भेदाश्चतुर्व्विधाः सन्ति महामारकतस्य च ॥ २२ ॥
का छाया सहजा भाति शुकपक्षनिभा कथम् ।
शिरीषकुसुमस्येव तुत्थकस्य कथं भवेत् ॥ २३ ॥
हरितछायमध्ये तु कृष्णाभा यदि संस्पृशेत् ।
तुत्थकः स भवेत् कान्ति-र्व्विज्ञेया कृष्णश्यामला ॥२४॥
हरित्कषायमध्ये तु सिताभा किञ्चिदुद्भवेत् ।
शिरीषकुसुमाभातिः सा ज्ञेया सितश्यामला ॥ २५ ॥
महामरकतमध्ये तु हेमज्योतिर्यदा भवेत् ।
तद्वर्णः शुकपक्षाभो-ज्ञातव्या सा तु श्यामला ॥ २६ ॥

---

(२४) तुत्थकः " तुतिया " इति प्रसिद्ध उपधातुः ।

(२५) सितश्यामलेत्यत्र छन्दोऽनुरोधात् तकारस्य लघुत्वम् ।
अथवा श्यामला इति पारिभाषिकः शब्दः ।

भासहीनन्तु वर्णाढ्यं सुस्निग्धश्चैवलप्रभम् ।
सद्रत्नं कान्तिमन्मध्ये मरक्तं तद्दिषापहम् ॥ २७ ॥
ब्राह्मणः क्षत्रियोवैश्यः शूद्रश्चेति चतुर्थकः ।
क्षायाभेदेन विज्ञेया श्चतुर्वर्णक्रमेण तु ॥ २८ ॥
प्रमाणगुणसम्पन्नं श्यामलञ्च विशेषतः ।
मूल्यं द्वादशकञ्चैव वच्यामि श्रूयतां मुने ॥ २९ ॥
यथा च पद्मरागस्य ख्यातं मूल्यञ्च सर्व्वतः ।
तथा मरकतस्यापि श्यामले मूल्यमादिशेत् ॥ ३० ॥
विस्तारकान्तेस्तन्मूल्यं मरक्ते सहजे भवेत् ।
शुकाभा चोर्द्धवर्त्तिश्च पार्श्वे च सितश्यामला ॥ ३१ ॥
कथितास्तमधोरङ्गै र्यन्मूल्यं तुल्यके हि तत् ।
भवेत् पञ्चविधं मूल्यं मरक्ते सहजेऽपि वा ॥ ३२ ॥
शुके च द्विशतं मूल्यं दशोत्तरं विनिर्दिशेत् ।
शिरीषाभे शतैकञ्च पञ्चाशदष्टकं भवेत् ॥ ३३ ॥

---

(३०) ख्यातं कथितम् ।

(२६) मरक्तं मरकतम् ।

(२७) कान्तिमन्मध्ये कान्तिमतां रत्नानां मध्ये ।

शतं पञ्चाधिकं मौल्यं यावद्गात्राष्टकं भवेत् ।
यवमात्रप्रमाणेन एकैकं वर्द्धते यदि ॥ ३४ ॥
स्थापयेद्द्विगुणं मूल्यं यवमात्राष्टकं भवेत् ।
मात्रैरष्टभिश्चेत् यस्तु लक्षणैः संयुतोपि वा ॥ ३५ ॥
चतुःषष्टिसहस्राणि परमं मूल्यमादिशेत् ।
दोषाच्च पद्मरागानां यथा मूल्यं विहीयते ॥ ३६ ॥
तथा मरकते मूल्यं चीयते च न संशयः ।
सहजे रञ्जने कान्तौ समवर्त्ते च लाघवे ।
तथा च वर्द्धते मूल्यं मण्डली द्राक् प्रदापयेत् ॥ ३७ ॥
दानवेन्द्रावनीत्यागान्-मणयश्च विनिर्गताः ।
लोकत्रयहितार्थाय विदग्धैश्च प्रकाशिताः ॥ ३८ ॥

इति मरकत-परीक्षा ।

---

(३३) शुके शुकपक्षिपक्षाभे ।

(३५) मात्रैः यवादिकैः प्रमाणैः ।

(३७) रञ्जनाद्याधिक्ये मूल्याधिक्यमिति भावः ।

(३८) दानवेन्द्रावनीत्यागात् वलासुरस्य मरणात्परमिति यावत् ।

अथ प्रकीर्णकम् ।

अगस्तिरुवाच ।

स्फुरन्ती दाड़िमीराग-मशोकं मधुवर्त्तिकम् ।
कान्त्यातिरक्तं गन्धाढ्यं न च रङ्गविरङ्गयोः ॥ १ ॥

कनकाभं विरूक्षञ्च मेघैस्तन्नीलकाधिकम् ।
गोमेदकञ्च वैदूर्य्यं मरकतञ्च चतुर्व्विधम् ॥ २ ॥

करस्फटिकगर्भेषु रागाणामेकविंशतिः ।
लक्ष्यते तेन लक्ष्यन्तु रागभेदैः पृथक् पृथक् ॥ ३ ॥

वज्रमेकं परित्यज्य रत्नानि इतरे दश ।
लघुत्वं कोमलत्वञ्च शास्त्रैर्व्विद्दान् परित्यजेत् ॥ ४ ॥

रत्नमेकादशं प्रोक्तं सर्व्वैः स्फटिकसंज्ञकम् ।
तयोर्वाह्यानि तत्रैव प्रबालं वज्रमौक्तिकैः ॥ ५ ॥

जलविन्दुश्च वज्रञ्च पद्मरागेन्द्रनीलयोः ।

---

(१) मधुशैवः तत्र यज्जायते तत् अशोकं पुष्पम् ।

(२) विरूक्षं रूक्षताशून्यम् ।

(४) रत्नानि इत्यत्र सन्ध्यभाव आर्षः । लघुत्वमत्र क्षुद्रतमलम् ।

(५) सर्व्वैः रत्नैः सह इत्यर्थः ।

मरक्तेषु च सम्पृक्तं महारत्नेषु पञ्चसु ॥ ६ ॥
पुष्परागञ्च वैदूर्यं गोमेदस्फटिकप्रभम् ।
पञ्चोपरत्नमेतेषां प्रवालं वज्रमौक्तिकैः ॥ ७ ॥
गुरुत्वं लाघवत्वञ्च वज्रानां मौक्तिकेषु च ।
तौल्येन पश्यते मूल्यं शास्त्रोक्तेन तु मण्डली ॥ ८ ॥
पद्मरागेन्द्रनीलानां मरक्तानान्तथैव च ।
यवमात्रप्रमाणेन मण्डली मूल्यमादिशेत् ॥ ९ ॥
यत्र गात्राष्टभिश्चैव शास्त्रोक्तन्तु प्रमाणतः ।
अधऊर्द्धमधः कार्य्यं कर्म्ममध्ये नियोजयेत् ॥ १० ॥
छेदनोल्लेखनैश्चैव स्थापने शोभकृत् यथा ।
धार्य्यत्वञ्च प्रमाणेन तेनैव धर उच्यते ॥ ११ ॥
गात्ररङ्गगुणा दोषा मूल्यानि ह्याकरास्तथा ।

---

(७) गोमेदस्फटिकप्रभं वैदूर्य्यमित्यन्वयः कार्य्यः ।

(८) पश्यते इत्यात्मनेपदमार्षम् । मण्डली परीक्षकः ।

(१०) कर्म्म अत्र परिकर्म्म ।

(११) शोभकृत् भवतीति पूर्य्यम् ।

शास्त्रहीना न पश्यन्ति यदि साक्षादहं भवेः ॥ १२ ॥

न हि शास्त्रं विना चक्षू-रत्नानामाकरादिकम् ।
साध्यते विदग्धैस्तस्मात् परीक्षा रत्नविज्जनैः । १३ ॥

शीतलश्च तलाशोको-मेरुशृङ्गश्चतुर्म्मुखम् ।
शक्तिनेत्रं रविः पुष्पं मङ्गल्यानि विभूषणा ॥ १४ ॥

स्थापना दशधा प्रोक्ता दशानां मार्गतः स्वयम् ।
मार्गतः षड्विधा ज्ञेयाः कर्णस्याभरणाः शुभाः ॥ १५ ॥

वरगामाकरा कीर्त्तिर्मेहः कुसुमचन्द्रमाः ।
पारिजातचतुर्थीञ्च-लक्ष्यश्छेच्छासहैर्दश ॥ १६ ॥

चतुर्विधा शिखा त्रीणि पञ्चमञ्च इति स्मृतम् ।
कण्ठाभरणकं दृष्ट्वा रत्नशास्त्रैरुदाहृतम् ॥ १७ ॥

तन्मिश्रितं द्वयोर्माला त्रिभिः सारथिरुच्यते ।
कण्ठाभरणके देया रत्नशास्त्रविशारदैः ॥ १८ ॥

---

(१२) गात्रं मूल्यनिश्चायकं पारिभाषिकं प्रमाणम् । रङ्गं रागः । आकरा उत्पत्तिस्थानानि ।

(१३) साध्यते ज्ञायते । परीक्षा कर्त्तव्येति शेषः ।

(१४) शीतलेत्यादिकं पारिभाषिकं नाम ।

पञ्चभिः क्रमहारश्च कनकैश्च चितानि च ।
तेषां मध्ये वहूकानि तां संज्ञां ख्यापयेद्बुधः ॥ १९ ॥
कर्णाभरणवृत्तौ च रत्नशास्त्रविशारदः ।
पञ्चभिश्च महारत्नैः कनकैः खचितानि च ॥ २० ॥
सदोषमल्पमूल्यत्वात् वहुमूल्यं गुणान्वितम् ।
परीक्षितञ्च तद्रत्नं कार्य्यं श्रीसुखदायकम् ॥ २१ ॥
भास्वे पद्मरागञ्च मौक्तिकं सोम उच्यते ।
प्रवालोऽङ्गारके चैव बुधे मरकतं तथा ॥ २२ ॥
बृहस्पतौ पुष्परागं शुक्रे वज्रं तथैव च ।
इन्द्रनीलं शनौ ज्ञेयं गोमेदो राहुरुच्यते ।
वैदूर्यं केतवे स्यात्तु ग्रहाणामिदमीप्सितम् ॥ २३ ॥

बृत्यगस्तिमतं समाप्तम् ।

(१९) पञ्चभिः रत्नैरिति यावत् ।

(२२) अङ्गारके मङ्गलग्रहे प्रवालः प्रवालम् ।

अथ रत्नसंग्रहः ।

प्रणम्य परमं ब्रह्म साधुकृत्यमहात्मनाम् ।
योग्योमहर्षिसिंहेन क्रियते रत्नसंग्रहः ॥ १ ॥

रत्नेषु प्रवरं वज्रं यज्ञं स्याद्दैवताश्रयम् ।
तच्चतुर्धा सितं रक्तं पीतं कृष्णं यथाक्रमम् ॥ २ ॥

मतङ्गसूर्पारहिमाचलेषु कलिङ्गकच्छान्ध्रककोशलेषु
भवन्ति वज्राणि तु पीतकृष्ण
ताम्राणि पीतोज्ज्वलशोभनानि ॥ ३ ॥

गोमेदपुष्परागाभ्यां काचस्फटिकरोहितैः ।
कृत्रिमं जायते वज्रं शाणैस्तत्तत् परीक्षयेत् ॥ ४ ॥

कलङ्क काकपदक-मल-त्रास-विवर्जितम् ।
कोटिधाराग्रपार्श्वेषु समं वज्रं प्रशस्यते ॥ ५ ॥

इति वज्रम् ।

(१) साधुकृतेन सत्कर्मणा महान् आत्मा येषामिति विग्रहः ।

(३) मतङ्गादिदेशे वज्राणि भवन्ति उत्पद्यन्त इति ते वज्राणामाकराः ।

(४) शाणैः शाणा छोद विलिखनैरिति यावत् । शाणस्तु घर्षणयन्त्रं
श्रणमूलनिर्म्मितवस्त्रविशेषोवा ।

शुक्तिवाराहशङ्काहि-वंशाद्भ्रतिमिकुञ्जराः ।
मुक्तानां जातयोऽष्टौ बहु वेध्यञ्च शुक्तिजम् ॥ ६ ॥
वृत्तं भारं गुरु स्निग्धं कोमलं निर्म्मलं भवेत् ।
मधुवर्णा सिता रक्ता छाया श्लाघ्या च मौक्तिके ॥ ७ ॥

इति मौक्तिकम् ।

रन्ध्रे कालपुरे चैव तुम्बरे सिंहले तथा ।
अधमा मध्यमा हीना उत्तमा च यथाक्रमम् ॥ ८ ॥
गुञ्जाकुङ्कुममञ्जिष्ठा बन्धूकच्छविरुत्तमा ।
गुरुस्तेजोऽधिकः स्वच्छस्तेषां रत्नं प्रशस्यते ॥ ९ ॥

इति पद्मरागः ।

इन्द्रनीलो महानीलो नीलोनील इति त्रिधा ।
इन्द्रनीलोघनैर्व्वर्णैर्म्महानीलोऽम्बुदद्युतिः ॥ १० ॥
नीलस्तृणरुचिर्ज्ञेयः सिंहले स्वर्गसिन्धुजः ।

---

(६) अष्टौ जातयः उत्पत्तिस्थानानि । बहु प्रचुरम् । वेध्यं छिद्रयोग्यम् ।

(९) छविः वर्णाढ्यता । उत्तमा पद्मरागरत्नस्येति शेषः ।

(१०) नीलः नीलमणिः इन्द्रनीलादिभेदेन त्रिधा । घनैः निविड़ैः । वर्णैः । अम्बुदद्युतिः मेघकान्तिः ।

श्लाघ्यः कर्कटिरग्रामे मृत्तिकात्रासवर्जितः ॥ ११ ॥

इति इन्द्रनीलम् ।

गरुड़ोद्गारिन्द्रगोप-वंशपत्रकतुल्यकाः ।

चत्वारश्च मारकताः शुद्धोयः स्याद्विषापहः ॥ १२ ॥

म्लेच्छदेशे महानीलः कीरपच्चनिभोभवेत् ।

विन्दुकर्व्वूररूक्षत्वमलाश्मरहितः शुभः ॥ १३ ॥

इति मरकतम् ।

सर्व्ववर्णेषु लशुनोच्छ्रितोमूर्द्धि रेखया ।

भ्रमरेखान्वितः शुद्धो विकलाचश्च मध्यमः ॥ १४ ॥

इति लसूनम् ।

---

(११) तृणरुचिः तुरष्कदेशीय-नलिकानामक-तृणकान्तिः । सिंहलस्थ-रावण गङ्गानामकस्थानोद्भवः कर्कटिरनामकग्रामोद्भवश्च मणिः श्लाघ्यः प्रशस्यः । मृत्तिकात्रासौ दोषविशेषौ ।

(१२) गरुड़ोद्गारः शिखिग्रीवा । इन्द्रगोपः वर्षाकीटः । वंशपत्रः प्रसिद्धः । तुल्यकं तुतिया इति ख्यातम् । इत्येवं वर्णतश्चतुर्व्विधं मरकतं तत्र यः मणिः विषनाशकः स शुद्धः श्रेष्ठ इत्यर्थः ।

(१३) कीरः शुकपच्ची । विन्दुप्रभृति दोषवर्जित श्चेत् शुभः प्रशस्त इत्यर्थः ।

कर्क्कोद्भवं भवेत् पीतं किञ्चित्ताम्रञ्च सिंहले ।
विन्दुव्रणत्रासयुतं नेष्यतेऽदीप्तिमङ्गुक ॥ १५ ॥

इति पुष्परागः ।

गोमूत्राभस्तु गोमेदः पुष्परागः सुवर्णभः ।
शङ्खाञ्जतुल्यः पुलको-भवेद्रक्तं प्रवालकम् ॥ १६ ॥

इति गोमेदः ।

चन्द्रकान्तोऽमृतस्रावी सूर्य्यकान्तोऽग्निकारकः ।
जलकान्तोजलस्फोटी हंसगर्भोविषापहः ॥ १७ ॥

इति स्फटिकम् ।

भवेत् ससारगर्भस्तु नीरक्षीरविवेचकः ।
रुचकः श्यामलच्छायः सगर्भरुचलक्षणः ॥ १८ ॥

इति रुचकम् ।

रत्नविद्भिश्च मुनिभीरत्नान्युक्तान्यनेकशः ।
भवन्ति यवनादीनां सौभाग्यस्नानलङ्कृती ? ॥ १९ ॥

---

(१४) विकलाच इत्यत्र विङ्कालाचः पाठः साधुः । भ्रमरेखा आवर्त्ता-
काररेखा ।

दृष्टिनिर्म्मलकन्नीलं पीतं सौभाग्यदायकम् ।
रक्तरत्नं भवेद्दश्यं मेचकं विषनाशनम् ॥ २० ॥
तत्र वर्णयुता केचित् स्फटिकाधिकनिर्म्मलम् ।
कृत्रिमं जायते रत्नं तस्मात्तच्च परीक्षयेत् ॥ २१ ॥

इति रत्नसंग्रहः समाप्तः ।

अथ मणिपरीक्षा ।

कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगत्पतिम् ।
पप्रच्छ पार्व्वती देवी तत्वं परमदुर्लभम् ॥ १ ॥
मणीनां लक्षणं देव कथयस्व प्रसादतः ।
येन सिद्ध्यन्ति जायन्ते साधका गतकल्मषाः ॥ २ ॥
महादेव महाघोर कुर्व्वन्ति रिपुमर्द्दनम् ।
कवित्वं दीर्घजीवित्वं कुरुतेऽत्र यथा प्रभो ॥ ३ ॥
अष्टौ गुणाः फलं यत्र त्वत्प्रसादान्महेश्वरः ।
ज्ञानमार्गञ्च मोक्षञ्च शूलरोगञ्च दारुणम् ॥ ४ ॥
चक्षूरोगं शिरोरोगं विषोपपरितस्तथा ।
स्फुटं वद यथावस्तं प्रसादान्मे महेश्वर ॥ ५ ॥

उवाच शङ्करो देवो तया च परिपृच्छितः ।
यन्न कस्यचिदाख्यातं तद्वदामि वरानने ॥ ६ ॥
पुराहं विष्णुना युक्तो-ब्रह्मणा सह सुन्दरि ।
शुक्लतीर्थं गता देवि रेवातीरे सुशोभने ॥ ७ ॥
रत्नपर्व्वतनामा च तत्र तिष्ठति भूधरः ।
इन्द्रेण स्थापितोदेवि रक्षकः सुरवन्दितः ॥ ८ ॥
तस्य दर्शनमात्रेण सर्व्वपापैः प्रमुच्यते ।
रोगी रोगविनिर्म्मुक्तो जायते नात्र संशयः ॥ ९ ॥
देव्या आयतने यस्तु चितां दहति मानवः ।
स याति परमं स्थानं शिवदर्शनसंयुतम् ॥ १० ॥
अष्टम्यां स्नाति यः कुण्डे पूजयित्वा ततः शिवम् ।
सर्व्वपापविनिर्म्मुक्तो-मम लोकं समेति सः ॥ ११ ॥
इत्थं देवगणाः सर्व्वे कुण्डे स्नात्वा क्षणं स्थिताः ।
गारुत्मं स्थापितं लिङ्गं सर्व्वपापविमोचकम् ।
तस्य दर्शनमात्रं हि ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ १२ ॥
अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां पूर्णिमायां विशेषतः ।
यः पूजयति पुण्यात्मा मम लोकं स गच्छति ॥ १४ ॥

केदारं पूजयेद्यस्तु पुण्यात्मा भाग्यभाजनः ।
सर्व्वार्थसिद्धिसम्पन्नं प्राप्नोति परमं पदम् ॥ १५ ॥
इन्द्रेन स्थापितं वज्रं श्लोकश्च धनदेन तु ।
मयापि स्थापिता मन्त्राः कथिताश्च वरानने ॥ १६ ॥
गरुत्मतः समुद्भारान्-मणिकाला महानदी ।
विनिःसृता महातेजा सर्व्वपापप्रणाशिनी ॥ १७ ॥
तस्या प्रभावतोदेवि मणयः शुभलक्षणाः ।
भोगदा मोक्षदाश्चैव रोगदोषविघातकाः ॥ १८ ॥

श्रीदेवुरवाच ।

मणीनां लक्षणं ब्रूहि यथावद्वृषभध्वज ।
केनोपायेन ते ग्राह्या देवपूजा कथं विभो ॥ १९ ॥
कीदृशश्च व्रतं कार्य्यं किं दानं कस्य पूजनम् ।
का च भक्तिः क्रिया का च सर्व्वं मे वद भैरव ॥२०॥

---

(१६) श्लोकोमन्त्रः । स्थापितः प्रकाशितः ।

(१७) गरुड़त्मतः गरुड़स्य ।

श्रीभैरव उवाच ।

केदारभवनं गत्वा कलशानां शताष्टकम् ।
श्रीमत्केदारनाथाय मनसा कृतभावना ॥ २१ ॥
क्षेत्रपालं यथाशक्त्याउपहारैरनुत्तमैः ।
पूजयित्वा प्रयत्नेन साधकः फलकाङ्क्षया ॥ २२ ॥
एवं पूज्य महाभक्त्या प्रणम्य च पुनः पुनः ।
वलिं दत्वा विधानेन दिक्षु सर्व्वासु यत्नतः ॥ २३ ॥
शिवस्थाने तु कर्त्तव्यो जपः सुरसमर्च्चिते ।
ततोगत्वा महानद्यां मणिरत्नानि वीक्षते ॥ २४ ॥
मन्त्रसन्नद्धकायश्च गोजिह्वालेपभूषितः ।
अथ तेषां मणीनाञ्च कर्त्तव्यं सुपरीक्षणम् ॥ २५ ॥
गोपितं यन्मया पूर्व्वं तन्मे निगदतः शृणु ।
प्रतप्तहेमवर्णाभो-नीलरेखासमन्वितः ॥ २६ ॥

---

(२२) सिद्धिमाप्नोति इति वाक्यशेषः ।

(२३) पूज्य पूजयित्वा आर्षीयप्रत्ययः ।

(२५) गोजिह्वा लताभेदः ।

(२६) गोपितं रक्षितं न कथितमिति वा ।

श्वेतरेखाधरोनित्यं पीतरेखासमायुतः ।
रक्तरेखासमायुक्तः कृष्णरेखाविभूषितः ॥ २७ ॥
एतैश्चिह्नैः समायुक्तो-नीलकण्ठ इति स्मृतः ।
ददाति विपुलान् भोगान् ज्ञानमार्गं सुदुर्लभम् ॥२८॥
कवित्वं दीर्घजीवित्वं कुरुते नात्र संशयः ।
ताराभोहेमवर्णाभ श्चतुर्व्विन्दुविभूषितः ॥ २९ ॥
कृष्णविन्दुधरोयस्तु विड़ालसमलोचनः ।
स भवेद्धनलाभाय नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ३० ॥
रक्तपादपवर्णाभ इन्द्रनीलसमुद्भवः ।
श्वेतरेखासमायुक्तो-ह्यर्थकार्य्ये महाद्युतिः ॥ ३१ ॥
स विष्णुरिति विख्यातः सर्व्वैश्वर्य्यफलप्रदः ।
शुद्धस्फटिकसङ्काशो-नीलरेखाविभूषितः ॥ ३२ ॥
कृष्णविन्दुधरः शुक्लः समाधिः सर्व्वकामदः ।
पीतश्च श्वेतरेखा च मणिः स्वच्छश्च दृश्यते ॥ ३३ ॥

---

(२९) तारः रौप्यं पारदं वा ।

(३१) रक्तपादपः हंसपदी । रक्तपारद इति पाठे हिङ्गुलम् । अर्थ-कार्य्ये प्रयोज्य इति वाक्यशेषः ।

गुणानामाकरः सोहि वहुरोगान्निहन्ति च ।
यः पारावतकण्ठाभः स व्याप्तोविन्दुभिः शतैः
आस्तीकस्य कुलोत्पन्नः समणिर्विषदर्पहा ॥३४॥
तत्प्रक्षालितवारिपानविधिना नश्येद्विषं दारुणम्,
सारंसागरमत्रभुद्युतिधरोमत्तेभविन्द्राकृतिः ।
ख्रे तैर्व्विन्दुभिरन्वितोवरतनुर्भास्वान् मणिर्विन्दुकः ।
यत्सत्यं वनितासुतोबहुविधं हन्यादिषं दारुणम् ॥३५॥
संग्रामे जयते रिपून् वहुविधान् भोगान् मणिर्यच्छति,
किञ्चिन्नीलपदं ततोमणिरुचिः किञ्चिच्च विद्युत्प्रभः ।
किञ्चिल्लोचनसुप्रभोवहुविधारेखायुतोवर्त्तुलः ।
विख्यातः स महामणिर्व्विषहरोवद्धो नराणां करे॥ ३६
भूतानाञ्च पतेश्च सोमसदृशस्तस्मात् पृथिव्यां प्रियो
नानारत्नसमद्युतिर्व्वहुविधैरेखागणैरङ्कितः ।
शुद्धोविन्दुगणैर्युतः सुविमलोनागेन्द्रदर्पापहः,
सत्यं काञ्चनचित्रलाभकरणे दृष्टोमयासौ मणिः ॥३७॥

---

(३५) करिकुम्भस्य-श्रीणविन्दुतुल्यचिह्नयुक्त इति यावत् ।

* * * * *

प्रख्यातश्च स्वसिद्धजन्मजननैः पुण्यैः सतां गोचरः ॥३८॥

नीलवर्णोभवेद्यस्तु विन्दुपञ्चकभूषितः ।
विशुद्धाङ्गोरणे हन्तः प्रसिद्धोवनितास्ततः ॥ ३९ ॥

सिन्दूरवर्णसङ्काशोयस्तुङ्गैरेखकान्वितः ।
कृष्णवर्णस्तु दृश्येत निःशेषविषमर्द्दनः ॥ ४० ॥

कांस्यवर्णोभवेद्यस्तु नानारेखासमाकुलः ।
नानाविन्दुसमाकीर्णो ज्वरतापं व्यपोहति ॥ ४१ ॥

पीतवर्णोभवेद्यस्तु द्विरेखः सितविन्दुकः ।
सुजीर्णवृश्चिकस्यापि विषं हन्ति सुदारुणम् ॥ ४२ ॥

श्वेता पीता समा रेखा इन्द्रनीलसमद्युतिः ।
नेत्ररोगञ्च शूलञ्च जलपानाद्व्यपोहति ॥ ४३ ॥

हरिद्वर्णोभवेद्यस्तु श्वेतरेखाविभूषितः ।
पीतरेखासमायुक्तोविशेषाद्गरलापहः ॥ ४४ ॥

---

(४२) जीर्णवृश्चिकः "विच्छु" इतिख्यातः कृष्णवर्णवृश्चिकः ।

(४३) जलपानात् तन्मणिप्रक्षालितजलपानात् ।

पीतगोधूमवर्णोयो गजनेत्राकृतिः पुनः ।
श्वेतविन्दुधरोनित्यं भूतस्याजीर्णनाशकः ॥ ४५ ॥
रक्ताङ्गः शुद्धरेखश्च अर्द्धाङ्गे रक्त एव च ।
स मणीरक्तशूलञ्च विशेषेण व्यपोहति ॥ ४६ ॥
रक्ताङ्गः शुद्धरेखश्च विन्दुत्रयसमन्वितः ।
अविद्धो वध्यते हस्ते राजवश्यविधायकः ॥ ४७ ॥
रक्ताङ्गः शुद्धरेखश्च ऊर्द्धाङ्गे रक्त एव च ।
स मणोरक्तमूलश्चेत्तत्र शूलं व्यपोहति ॥ ४८ ॥
शुद्धस्फटिकसङ्काशं किञ्चिचारक्तपीतकम् ।
वृश्चिकाणां विषं हन्ति स मणिः सर्व्वकामिकः ॥ ४९ ॥
रक्तमर्द्धञ्च कृष्णार्द्धं श्वेतं किञ्चिद्भवेत् यदि ।
एवंरूपोभवेद्यस्तु सर्पादिविषनाशनः ॥ ५० ॥

---

(४५) भूतस्य प्राणिनः ।
(४६) रक्तशूलं शोणितविकारजां वेदनाम् ।
(४७) वध्यते भ्रियते ।
(४८) रक्तमूलं अधोभागे रक्तवर्णं ।

पीताङ्गः कृष्णरेखश्च नानाविन्दुसमाकुलः ।
एवंरूपोभवेद्‌यस्तु महातेजोविषापहः ॥ ५१ ॥
नीलाङ्गः पीतरेखश्च पीतविन्दुविभूषितः ।
सर्व्वव्याधिहरः श्वेतः कथितस्तु वरानने ॥ ५२ ॥
कुष्माण्डपुष्पसङ्काशो-नानारूपस्तु विन्दुभिः ।
सर्व्वव्याधिहरश्चायं समस्तविषमर्द्दनः ॥ ५३ ॥
रक्तवर्णा भवन्तीह नानाविन्दुसमाकुलाः ।
तेजस्विनोऽभिरूपाश्च सर्व्वे ते विषमर्द्दकाः ॥ ५४ ॥
विन्दुनाभोमहाकान्तिः कृष्णविन्दुविभूषितः ।
सर्व्वरोगविनाशोऽयं कथितस्ते वरानने ॥ ५५ ॥
मञ्जिष्ठापीतवर्णाभस्ताम्रविन्दुसमन्वितः ।
सर्व्वव्याधिहरोनित्यं भूतज्वरविनाशनः ॥ ५६ ॥
दाड़िमीपुष्पसङ्काशः कृष्णविन्दुविभूषितः ।
सौभाग्यजननः श्रीमान् भ्रमरेखात्मकः प्रिये ॥ ५७ ॥

---

(५४) अभिरूपा मनोज्ञाः ।

(५६) भूतज्वरः भूतानां प्राणिनां ज्वरः अथवा भूतावेशजनितोज्वरः सन्तापः ।

कुन्दपुष्पप्रभाकाशस्तूलवत् वर्त्तुलः प्रिये ।
एवंरूपेण संयुक्तः समस्तविषमर्द्दकः ॥ ५८ ॥
गजनेत्राकृतिर्यस्तु विड़ालाक्षिसमप्रभः ।
तार्क्ष्यतुल्यमहातेजाः पूजनीयोयथार्चितः ॥ ५९ ॥
तीर्थाकारः सुतेजाश्च द्युतिमानिह दृश्यते ।
समस्तविषहोत्रेयः स मणिर्लीयते ध्रुवम् ॥ ६० ॥

इति मणिसंग्रहः समाप्तः ।

---

(५९) तार्क्ष्यः गरुड़ः ।

(६०) तीर्थः घट्टः सोपानवत् चिह्नयुक्त इत्यर्थः ।